অর্থবিজ্ঞান পরিচয়

(Price Theory,—An introductory Analysis)

স্থব্রত গুপ্ত

অধ্যাপক, যোগমায়া দেবী কলেজ, কলিকাতা

কল্যাণ চক্রবর্ত্তী

অধ্যাপক, যোগমায়া দেবী কলেজ, কলিকাতা

প্রকাশক
আর গুপ্ত
এস্ গুপ্ত এণ্ড ব্রাদার্স
৫৮, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ—আগষ্ট ১৯৫৫

মুদ্রাকর

এম্ দত্ত
উমা প্রেস
৪, পার্শীবাগান লেন
কলিকাতা-৯

শ্রীগৌরহরি মাইতি
বাণী-মুদ্রণ
৯এ, মনমোহন বসু ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রাপ্তিস্থান

এস্ গুপ্ত এণ্ড ব্রাদার্স
৫৮, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

জে. এন্ ঘোষ এণ্ড সন্স
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

Mrs. Higgins : Henry ! I don't think you quite realize what anything in the nature of brain work means to a girl like that. (*Bernard Shaw : PYGMALION*)

আমাদের যুগ্ম প্রচেষ্টায় এই পুস্তক লিখিত হয়েছে। এর সার্থকতা বা ব্যর্থতার ফলভোগও তাই মিলিত ভাবে আমাদের বইতে হবে। সুতরাং মুখবন্ধে আমাদের যা কিছু বক্তব্য সবটাই আত্মসমীক্ষা মাত্র।

মাতৃভাষায় Economics শিক্ষালাভ এবং শিক্ষকতা এক নূতন পরীক্ষা,—এবং এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে কোন সামাজিক পরীক্ষার মত এই পরীক্ষাতেও যে মূল্য দিতে হবে তার পরিমাণ বেশ উঁচুদরেই হবে। কিন্তু দুঃখের কথা হচ্চে যে যাদের এ মূল্য দিতে হবে—যথা ছাত্র-ছাত্রীরা এবং শিক্ষক সম্প্রদায়—তাদের সুবিধে অসুবিধেগুলো এ ব্যাপারে গৌণ বলে মনে করা হয়েছে। মাতৃভাষা-ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলবার প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করবেন না। কিন্তু Economics-র মত সামাজিক বিজ্ঞান যার বিবর্তনের ভূমি হল পাশ্চাত্ত্য সমাজ, তাকে আমাদের সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে পঠনোপযোগী করতে হলে মাতৃভাষারও সেইরূপ বিবর্তন প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে আমরা বিবর্তনের জন্য বসে থাকিনি, সামন্ত্রণ জানিয়েছি। হয়ত এর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের পথে ঘটনাচক্রে আমরা সম্মুখ ভাগের যাত্রী হয়ে পড়েছি। পরিবর্ত্তনের পথটা তাই আমাদের বন্ধুর মনে হচ্চে। যে সকল বাধা আমাদের প্রধান অন্তরায় ছিল এবং যাদের উপস্থিতির ফলে আশঙ্কা করি আমাদের এই পুস্তকের মান কোথাও ক্ষুন্ন হয়ে থাকবে বা, তাদের একটা বিবরণ দেবার চেষ্টা করেছি। পাঠক সম্প্রদায়ের নিকট অনুরোধ, আমাদের এই পুস্তকের যোগ্যতা বিচারের সময় আমাদের এই 'সবিনয় নিবেদন' টুকুও স্মরণ করবেন।

যদিও আমরা Economics-এর পঠনক্রমের একটা অংশের উপর পঠনোপযোগী পুস্তক প্রণয়নে ব্রতী হয়েছি সেইঅংশের বাংলা কি নামকরণ করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে আমাদের নানা প্রকারের দ্বিধা অতিক্রম করতে

হয়েছে। আমাদের পুস্তকের নামকরণ করা হয়েছে 'অর্থবিজ্ঞান পরিচয়'। কিন্তু স্বীকার করতে দ্বিধা নেই Economics এবং অর্থবিজ্ঞান এক বস্তু নয়। বিশেষ করে আমাদের এই পুস্তকে অর্থের ভূমিকা নিতান্তই গৌণ। মাতৃভাষায় আমাদের বিষয়-বস্তুর সঠিক নামকরণে ব্যর্থতায় ছাত্র-ছাত্রী সমাজে আমরা নীতিগতভাবে অপরাধী বোধ করছি। কিন্তু যেহেতু অর্থনীতি বা 'অর্থবিজ্ঞান' সাধারণ ভাবে Economics-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, আমরা সেদিক থেকে দায়িত্বমুক্ত। এই পাঠ্য বিষয়ের নামকরণ থেকে শুরু করে প্রতি পরিচ্ছেদেই বিদেশী idea কে মাতৃভাষায় প্রকাশিত করার সমস্যা আমাদের পীড়ন করেছে। আমাদের সমস্যা জটিলতর হয়েছে আরও এজন্য যে আমরা কোন স্বকীয় সৃষ্টিতে প্রয়াস পাইনি। যেখানে বক্তব্য নূতন সৃষ্টির প্রেরণায় আপনি উৎসারিত হয় সেখানে ভাষার প্রাচীর দুর্লঙ্ঘ্য বলে মনে হয় না। কিন্তু যেখানে অপরের সৃষ্টি আপনার প্রয়োজন মত রূপান্তিরত করতে হয়, সেখানে ভাষার ব্যবধান অনেক সময়ই মূল বক্তব্যকে অব্যক্ত রেখে দেয়। আমাদের এই পুস্তকে গত অর্দ্ধশতাব্দী বা তার চেয়েও কিছু বেশী সময়ে পাশ্চাত্ত্য জগতে Economics এর যে সকল সূত্র মোটামুটি ভাবে সর্বত্র গ্রাহ্য হয়েছে, তারই একটা অংশ আমাদের pass course-এর ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আহরিত করা হয়েছে। সেজন্য এ পুস্তকে নূতন সৃষ্টির অবকাশ এবং প্রয়োজন ছিল না। আমাদের ব্যক্তিগত এই সকল অসুবিধে যেন ছাত্র-ছাত্রীদের উৎপীড়ন না করে, এজন্যে আমরা নূতন কোন প্রতিশব্দ সৃষ্টির প্রয়াসী হইনি। যে সকল terms বা expression সর্বজন গ্রাহ্য বা সাধারণের ভিতর প্রচলিত, তাই ব্যবহার করেছি, যদিও অনেক সময় তাদের ব্যবহারের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আমাদের মনেই গভীর সন্দেহ রয়ে গেছে। আমাদের এই পুস্তকে আমরা যা কিছু নূতন করেছি বলে মনে করি তা হল এর রচনাসম্ভার এবং বিষয় বস্তুর বিন্যাস। বিদগ্ধ পাঠক অবশ্য এর ত্রুটি ধরতে পারবেন। যেমন, সাধারণ ইংরাজী পুস্তকে যে নীতি অনুসরণ করা হয়—যথা সামগ্রিক ভাবে সমাজের দিক থেকে পছন্দের (Choice) সমস্যা থেকে শুরু করে, ব্যক্তিগত পছন্দের সমস্যা আলোচনা করা—আমরা সে নীতি অনুসরণ করিনি। আমরা ব্যক্তিগত পছন্দের সমস্যা থেকে শুরু করে সামাজিক পছন্দে উপস্থিত হওয়ার প্রক্রিয়ার দিকে ইঙ্গিত দিয়েছি। কেননা, আমাদের মনে হয় আমরা যাদের জন্য

লিখতে বসেছি তাদের নিকট কতকগুলো মূল সমস্যাকে উপস্থিত করতে গেলে এইটিই সহজতম পন্থা। কিন্তু এ সত্বেও বিষয় বস্তুর বিন্যাসের সময় পুস্তকের আয়তন বৃদ্ধি রোধে তার বিভিন্ন অংশের ভিতর সব সময় যোগসূত্র রক্ষা করতে পারিনি। তাই এই পুস্তকে পরিশিষ্টের সংখ্যাধিক্য হয়েছে। অবশ্য এতে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে এর উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলেই মনে করি। এর উৎকর্ষতা বৃদ্ধি প্রয়াসে ইংরাজী ভাষায় আধুনিক সর্বোৎকৃষ্ট প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তকেরই সাহায্য নিয়েছি। বিদগ্ধ পাঠক এই পুস্তকের ওপর Samuelson-এর Economics—An Introductory Analysis; Lipsey-এর Positive Economies; Speight-এর Economics; Stigler-এর Price Theory; Stonier & Hague-এর A Text Book of Economic Theory প্রভৃতি সুবিখ্যাত পুস্তকের প্রভাব সুস্পষ্ট ভাবেই আবিষ্কার করবেন। আমরা প্রতি পরিচ্ছেদের শেষাংশে পুস্তক তালিকা দিয়ে গুরু-গম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি করতে চাই নি। আমরা যে স্তরের পুস্তক প্রকাশে ব্রতী হয়েছি তাতে এ ধরণের কোন তালিকার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না।

এই পুস্তক প্রণয়নের পশ্চাতে আমাদের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে এবং তার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ইদানীং কালে Pass Course এর স্বরূপ হঠাৎ এক বিরাট পরিবর্ত্তনের সম্মুখীন হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রী মহলে Economics ভীতিটা তাই অত্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। সাধারণ ভাবে বাজারে যে সকল বাংলা বই প্রচলিত আছে তাতে পঠন ক্রমের সামগ্রিক রূপকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়নি এবং জনপ্রিয়তা হানির আশঙ্কায় যে সকল জটিল সমস্যা সাধারণতঃ ছাত্র ছাত্রীদের পীড়ন করে তাদের সম্পূর্ণ ভাবেই বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। সেই দিক থেকে বিচার করলে আমাদের এই পুস্তক প্রচলিত মানের উর্দ্ধগতি বিধানের চেষ্টা করেছে। সেই ফললাভ করতে পারলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে আত্মতুষ্টি পেতে পারব। কিন্তু pass course-এর জন্য চিহ্নিত পুস্তকে বর্ত্তমান পঠন ক্রমের সামগ্রিক রূপকে তুলে ধরা নিতান্তই দুরূহ কাজ। যদি পুস্তকের বিভিন্ন পরিচ্ছেদের ভিতর একটি যোগসূত্র রক্ষা করতে হয়, তা হলে যা কিছু পঠন ক্রমের অংশীভূত হয়েছে তার সব কিছুই একটি পুস্তকের আয়ত্তের ভিতর সংগ্রহ করা অসম্ভব, সেই হিসাবে আমাদের পুস্তকেরও ক্ষমতা সীমিত।

প্রচলিত পুস্তক সমূহের তুলনায় আমাদের এই পুস্তকের মান একটু উচ্চগ্রাম বাঁধা বলে অভিযোগ আসতে পারে। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা জেনেছি যে ছাত্র-ছাত্রীদের যা পঠিতব্য তার সহজতর রূপ নির্ণয়ের চেষ্টা না করে, তার কাঠিন্যের সাথে তাদের প্রারম্ভের পরিচয় করিয়েঁ দিলে, বিষয় বস্তুর ভিতরে অবগাহনের ভীতি তাদের সম্পূর্ণ ভাবে তিরোহিত হয়। তাই আমরা আমাদের এই পুস্তকে কঠিন সমস্যার সহজ সমাধান আছে বলে মিথ্যা দাবী করব না। যা জ্ঞাতব্য তার সঠিক রূপটিকে তুলে ধরতেই আমরা চেষ্টা করেছি। আমাদের পুস্তকের রূপটা প্রচলিত মানের ব্যতিক্রম হলেও, আমাদের বিশ্বাস পাঠক যদি প্রারম্ভিক পরিচ্ছেদ থেকে শুরু করেন, শেষের পরিচ্ছেদের দিকে তাঁর ভীতি সম্পূর্ণ তিরোহিত হবে। শিক্ষক সমাজের কাছে আমাদের তাই আবেদন তাঁরা যেন ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট অংশ বিশেষের উপর গুরুত্ব আরোপ না করে, প্রারম্ভিক অংশ থেকে শুরু করে পর্য্যায় ক্রমে শেষাংশের দিকে অগ্রসর হন। আমাদের বিশ্বাস এ বিষয়ে শিক্ষক সমাজের সহযোগিতা লাভ করতে পারলে Economics ভীতিটা আমরা ক্রমশঃ দূর করতে পারব।

এই পুস্তকটি ভবিষ্যতে যাতে আরও উপযোগী এবং উন্নত ধরনের করা যায় সেজন্যে যে কোন পরামর্শ সকৃতজ্ঞচিত্ত আমরা গ্রহণ করবো।

সুব্রত গুপ্ত
কল্যাণ চক্রবর্ত্তী

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

প্রথম পরিচ্ছেদ—অর্থবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও পরিধি (Subject matter and scope of Economic Science) ১-২১

অর্থবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু—অর্থবিজ্ঞানের সংজ্ঞা—অর্থবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু এবং অর্থনৈতিক কাঠামো—অর্থবিজ্ঞান ও বস্তুগত কল্যাণের মধ্যে সম্পর্ক—অর্থবিজ্ঞান কি একটি বিজ্ঞান? অর্থবিজ্ঞানের নিয়মের প্রকৃতি—অর্থবিজ্ঞানের সহিত সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—অর্থবিজ্ঞানের কতিপয় মৌলিক ধারণা (Some Fundamental concepts of Economics) ২২—২৭

সম্পদের সংজ্ঞা (Definition of wealth)—দ্রব্য (goods)—ভোগ (consumption) অভাব (wants) উপযোগ (utility) মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ (Total utility and Marginal utility) উৎপাদনমূলক শ্রম ও অনুৎপাদনমূলক শ্রম (productive labour and unproductive labour), ব্যবহার মূল্য ও বিনিময় মূল্য (Value-in-use and Value-in-exchange)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, অর্থনৈতিক নীতি এবং সামাজিক কাঠামো (Economic Analysis, Economic Policy and the Social Framework) ২৮—৩৮

অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের নির্বাচন (Economic decisions as choices)—ভারসাম্য (Equilibrium)

বিষয় পৃষ্ঠা

সামগ্রিক ও আংশিক ভারসাম্য (General and Partial Equilibrium)—একক বিচারের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সমষ্টি বিচারের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ (Micro-economic analysis and Macro-economic analysis) অর্থনৈতিক নীতির উদ্দেশ্য (Aims of Economic policy)—সামাজিক কাঠামো (The Social Framewok) পরিকল্পিত অর্থনীতি এবং পরিকল্পনাহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Planned Economy and Private Economy)—অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা এবং ইহার গোড়ার কথা (Necessity and fundamental aspects of Economic Planning)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—দ্রব্যাদির বাজার এবং ক্রেতার আচরণ (Commodity Market and Consumer's behaviour) ৩৯—৭১

ক্রেতার আচরণ—ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতার বিধি চাহিদার নিয়ম (Law of Demand) যোগানের নিয়ম—সম-উপযোগের সূত্র (Law of Equi-marginal utility)—চাহিদার নিয়মের ভিত্তি (Basis of the Law of Demand)—ভোগোদ্বৃত্ত (Consumer's Surplus) ভোগোদ্বৃত্ত তত্ত্বটির বাস্তব কার্যকারিতা—

চতুর্থ পরিচ্ছেদের পরিশিষ্ট (১)

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা—(Elasticity of Demand) চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ—চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার নিয়ন্ত্রণকারী কারণ সমূহ—চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার গুরুত্ব। চাপ স্থিতি স্থাপকতা (Arc Elasticity)—পারস্পরিক

বিষয় পৃষ্ঠা

স্থিতিস্থাপকতা (Cross Elasticity)—আয়গত স্থিতিস্থাপকতা (Income Elasticity of Demand)—যোগানের স্থিতিস্থাপকতা (Elasti city of Supply)—চাহিদা-যোগান সম্বন্ধে একটি সাবধানতা—

পরিশিষ্ট ২

মোট, প্রান্ত এবং গড়ের ভিতর সম্পর্ক (Total, Average and Marginal relationship)—চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সহিত গড় ও প্রান্তের সম্পর্ক (Average-marginal relationship through Price Elasticity of Demand),

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—জাতীয় আয় (National Income) ৭২—৮১

জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা এবং ইহার পরিমাপ করিবার বিভিন্ন পদ্ধতি—জাতীয় আয়ের পরিমাপের প্রক্রিয়া—সামাজিক হিসাব নিকাশ (Social Accounting)—জাতীয় আয় পরিমাপের অসুবিধা (Difficulties in the measurement of National Income)—জাতীয় আয় নিরূপণের উপযোগিতা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—উৎপাদনের উপকরণ (**Factors of Production**) ৮২—১০৩

জমির বৈশিষ্ট্য—শ্রম—কারিগরি কর্মকুশলতা (Technical skill) এবং ইহা অর্জনের উপায়—ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব—কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব (Optimum theory of Population)—মূলধনের সংখ্যা (Definition of Capital)—বিভিন্ন ধরণের মূলধন—জমি ও মূলধনের মধ্যে সাদৃশ্য এবং পার্থক্য—মূলধনের কাজ—মূলধন সবয় (Accumulation of Capital)—সংগঠন কি আলাদা উপাদান? (Is Organisation a

বিষয় পৃষ্ঠা

separate factor of Production ?)—উদ্যোক্তার কাজ (Functions of an entre preneur)—আধুনিক অর্থব্যবস্থায় উদ্যোক্তার রূপান্তর এবং যৌথমূলধনী কারবারের প্রসার (Transformation of the entrepreneur in modern economy and the spread of joint-stock business)—বিভিন্ন ধরণের ব্যবসায় সংগঠন (Different types of business organisation)।
সংক্ষিপ্তসার।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—উৎপাদনের সংগঠন ১০৪—১২৫

শ্রম বিভাগ, ইহার প্রকারভেদ, সুবিধা, অসুবিধা ও সীমা বৃহদায়তন উৎপাদনের বিভিন্ন সুবিধা ও অসুবিধা—সর্বোত্তম আয়তনের ফার্ম (Optimum firm)—ফার্মের আয়তন (size of a business Unit)—আধুনিক শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থার বিশেষীকরণ ও সমবায় (Specialisation and co-operation in the modern production system)—শিল্প স্থানীয়করণ (Localisation of industries) ইহার কারণ, সুফল ও কুফল ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা টিকিয়া থাকার কারণ—ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের একত্রীকরণের কারণ (Motives behind combination of business organisaton)—লম্বমুখী একত্রীকারণ এবং সমশ্রেণীর ফার্মের একত্রীকরণ (Vertical combination and Horizontal একত্রীকরণ (Different types of Combination)

বিষয় | পৃষ্ঠা

অষ্টম পরিচ্ছেদ—নিরপেক্ষরেখা তত্ত্ব (Indifference Curve Analysis) ১২৬

উপযোগ তত্ত্ব হইতে নিরপেক্ষ রেখা তত্ত্ব (From Utility Curve analysis to Indifference curve analysis)

নিরপেক্ষরেখার গুণগত বৈশিষ্ট্য—(Properties of an Indifference curve)—ক্রেতার ভারসাম্য (consumer's Equilibriun)—ক্রেতার ভারসাম্যের উপর আয়ের প্রভাব ও দামের প্রভাব (Income Effect, Substitution Effect and Price Effect) নিরপেক্ষ রেখাতত্ত্ব ও চাহিদার নিয়ম (Indifference Curve analysis and the Law of Demand)—নিকৃষ্ট জিনিষ (Inferior Goods)

নিরপেক্ষ রেখাতত্ত্বের পরিশিষ্ট

নিরপেক্ষ রেখার কয়েকটি বিশেষ প্রয়োগ—ভোগোদ্বৃত্ত মতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা (Rehabilitation of the doctrine of Consumer's Snrplus) —নিরপেক্ষ রেখা হইতে চাহিদা রেখা (Demand Curve from Indifference Curve)

নবম পরিচ্ছেদ—ভারসাম্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা (Some Notes on Equilibriun) ১৪৫—১৫২

স্থায়ীভারসাম্য ও অস্থায়ী ভারসাম্য (Stable Equilibrium and unstable Equilibriun) —মূল্য তত্ত্বে সময়ের উপাদান (Time Element in the theory of Value)

দশম পরিচ্ছেদ—উৎপাদন এবং অর্থনৈতিক প্রয়োগ (Production and economic application)

উৎপাদকেরভারসাম্য (Producer's Equilibrium)

বিষয় পৃষ্ঠা

—উৎপাদকের ভারসাম্য হইতে উৎপাদনের নিয়ম (Laws of Returns fron Producer's Equilibrium) ফার্মের ব্যয় রেখা (Cost Curve of the Firm)—স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ব্যয় রেখা (Short-Run and Long-run average cost curve)

একাদশ পরিচ্ছেদ—ফার্মের ভারসাম্য এবং বিভিন্ন বাজারে মূল্য নির্ধারণ (Equilibrium of the Firm and Price determination uuder Different Market Situations) ১৫৩-২০৩

পূর্ণ প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্য—পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মের ভার সাম্য (Equilibrium of the firm under Perfect Competition) ফার্মের Shut down Point—ফার্মের যোগানরেখা (Supply Curve of a firm)—স্বল্পকালীন যোগান্ রেখা এবং দীর্ঘকালীন যোগান রেখা—শিল্পের যোগান রেখা (Industry Supply Curve)—পূর্ণ প্রতিযোগিতার দাম এবং ক্রমহ্রাসমান ও ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়ম (Competitive price and the Laws of diminishing and increasing return)—একচেটিয়া বাজার দাম নিরূপণ (Discrimination of Price under Monopoiy)—একচেটিয়া বাজারে দামের তারতম্য (Price discrimination in a monopolistic market)—দামের তারতম্য করিবার বিভিন্ন উপায়—একচেটিয়া বাজারের সীমা (Limits to Monopoly)—একচেটিয়া করেবারের গুণ ও দোষ (Merits and defects of Monopoly)—অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় দাম নিরূপণ—(Price

বিষয় পৃষ্ঠা

Determination under Imperfect Competition) একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা (Monopolistic Competition)—বিক্রয়করণ খরচ (Selling Cost or Advertisement wst)—মুষ্টিমেয় বিক্রেতার প্রতিযোগিতা বা অলিগোপলি (Oligopoly)

ফার্মের ভারসাম্য সম্বন্ধে অতিরিক্ত আলোচনা (Additional discussion about the Firm's Equilibrium)

চিহ্নিত দাম করণ পদ্ধতি (Mark-up prices)—ফর্মের Break Even point—প্রশাসনিক দাম নির্দ্ধারণ পদ্ধতি (administered Pricing)—

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ—উৎপাদনের উপাদানের বাজারে ফার্মের ভারসাম্য (Firm's Equilibriun in the Factor Market) ২০৪-২১২

সম-উৎপাদন রেখা (Iso-product Curve) এর ইহার গুণিগত বৈশিষ্ট্য—সমব্যয় রেখা (Equal Cost Curve)—মাত্রাগতভাবে উৎপাদনের বিধি (Returns to Scale) প্রথম শ্রেণীর সমপ্রকৃতি উৎপাদনের সম্পর্ক (Linear homogeneons production Function)—উৎপাদনকারীর ব্যবহার এবং ভোগীর —ব্যবহারের একটি তুলনামূলক আলোচনা (Producer's behaviour and Consumer's behaviour—a Comparative Study)

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ: পরস্পর সম্পর্কযুক্ত মূল্য (Inter-dependent Prices) ২১৩-২২১

প্রতিযোগী সামগ্রী, সংযুক্ত খরচের সামগ্রী—সহযোগী সামগ্রী—প্রতিযোগী চাহিদা—উদ্ভূত চাহিদা—সংযুক্ত চাহিদার ক্ষেত্রে দাম নিরূপণ

বিষয় পৃষ্ঠা

(Determination of price under joint supply)—রেলমাশুল নিরূপণ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ—ফাটকা ব্যবসায় (Speculation) ২২২-২৩১

ফাটকা ব্যবসায়ের স্বরূপ (Nature of Speculation), ইহার সুফল, কুফল এবং নিয়ন্ত্রণ—ফাটকা কারবারের প্রয়োজনীয়তা এবং অর্থনৈতিক দিক্—ষ্টকএক্সচেঞ্জ (Stock Exchange) সংক্ষিপ্তসার—

ষোড়শ পরিচ্ছেদ—প্রান্তিক উৎপাদনের বিধি এবং বণ্টন তত্ত্ব (Marginal productivity theory of Distribution and Theory of Distribution) ২৩২-২৪০

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ—খাজনা (Rent) ২৪১—২৫৭

খাজনা তত্ত্ব—খাজনা কিভাবে নিরূপিত হয়? দুষ্প্রাপতাজনিত খাজনা (Scarcity Rent) এবং পার্থক্যমূলক খাজনা (Differential Rent) জমির বিকল্প আয় এবং খাজনা ও দামের মধ্যে সম্পর্ক—(Transfer earning of land and the relation between Rent and Price) —খাজনা তত্ত্বের উপর বিকল্প আয়ের প্রভাব—আধুনিক খাজনা তত্ত্ব—খাজনা ও অর্থনৈতিক প্রগতি (Rent and Economic progress) —বাড়ীর জমির খাজনা (Urban site rent)—অনুপার্জিত আয় (Unearned income)—আধা খাজনা (Quasi-Rent)—বিভিন্ন উপাদানের আয়ে খাজনার অংশ (Rent element in factor incomes ‐াজনা তত্ত্বের সামাজিক দিক (Social implications of the theory of rent)।

বিষয় পৃষ্ঠা

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : মজুরী (Wages) ২৫৮-২৭২

মজুরীর সংজ্ঞা—আর্থিক মজুরী ও প্রকৃত মজুরী —মজুরী নিরূপণের বিভিন্ন ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব —প্রান্তিক উৎপাদনের তত্ত্ব—শ্রমের বাজারে প্রতিযোগিতাপূর্ণ এবং অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় মজুরী নিরূপণের আধুনিক তত্ত্ব—শ্রমিকদের দরকষাকষির সীমা—শ্রমিক সংঘের কাজ—বিভিন্ন কাজে মজুরীর তারতম্য— বেশী মজুরী দেওয়া লাভ (Economy of high wages)—বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও মজুরী (Invention and wages) একচেটিয়া বাজার ও মজুরী (Monopoly and wages)।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ : সুদ (Interest) ২৭৩-২৯০

মোট সুদ ও নীট সুদ—সুদ নিরূপণের ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব—সুদ নিরূপণে নিয়ো-ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব সুদ নিরূপণে · সময়ের পছন্দ তত্ত্ব —সুদ নিরূপণে ঋণ গ্রহণযোগ্য পুঁজির তত্ত্ব (Loanable Fund theory of the rate of interest)—লর্ড কেইনসের সুদনিরূপণের তত্ত্ব (Liquidity Preference theory of the rate of interest) এবং ইহার সমালোচনা— সুদের হার কি কখনও শূন্যে নামিতে পারে ?— সুদের হারের তারতম্য। সংক্ষিপ্তসার।

বিংশ পরিচ্ছেদ : লাভ (Profit) ২৯১-৩০৪

লাভের সংজ্ঞা—মোট লাভ এবং নীট লাভ— অন্যান্য উপাদানের আয়ের সহিত লাভের পার্থক্য—লাভের উপাদান—স্বাভাবিক লাভ (Normal Profit)—সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে

বিষয়	পৃষ্ঠা
লাভ—লাভ নিরূপণে খাজনা তত্ত্ব (Rent Theory of Profit)—লাভ সংক্রান্ত মজুরী তত্ত্ব (Wages Theory of Profit)—লাভ সংক্রান্ত ঝুকি বহন তত্ত্ব (Risk-Taking Theory of Profit)—লাভ সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা বহন তত্ত্ব (Uncertainty-bearing theory of Profit) —লাভ সংক্রান্ত গতিশীলতার তত্ত্ব (Dynamic Theory of Profit)—উপসংহার—লাভের হিসাব (Circulation of Profit)—লাভের যৌক্তিকতা (Justification of Profit)	
একবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ কল্যাণধর্মী অর্থবিজ্ঞান (Welfare Economics)	৩০৫-৩১২
অর্থনৈতিক কল্যাণের অর্থ ও তাৎপর্য—মার্শাল প্যারেটো, হিক্স, ক্যালডর, লিটল, স্কিটভ্স্কি, স্যামুয়েলসন, গ্রাফ্ প্রভৃতি অর্থবিজ্ঞানীদের অভিমত	

১

অর্থবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও পরিধি

(Subject-matter and Scope of Economic Science)

অর্থবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু (Subject-matter of Economics)

অর্থবিজ্ঞান একটি সমাজ বিজ্ঞান। সমাজ জীবনে মানুষের বিভিন্ন কাজের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইতেছে জীবিকা উপার্জন। মানুষের অনেক অভাব। এই অভাবের কোন সীমা নাই। একটি অভাব মিটাইবার পর আমাদের অন্য একটি অভাব মিটাইবার চিন্তা করিতে হয়। প্রয়োজনের তুলনায় সামগ্রীর অপ্রাচুর্য আমরা দেখিতে পাই। আবার, এই অভাব মিটাইবার প্রধান উপকরণ হইতেছে অর্থ; অর্থোপার্জনের প্রচেষ্টা সব মানুষেরই থাকে। উপার্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া বিভিন্ন উপায়ে মানুষ প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটাইবার চেষ্টা করে। মানুষ অর্থ উপার্জন করিতে চায় ভোগ-সামগ্রীর অভাব মিটাই-ার জন্য। ("The vast majority of people engage in economic activity mainly in order to get a money income, and they want the money to purchase consumers' goods"—Benham.) রবিন্সের মতে অল্প আয় এবং দুষ্প্রাপ্য সামগ্রীর সাহায্যে অনেক অভাব দূর করার প্রচেষ্টাকেই আমরা বলি অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা। সুতরাং অল্প আয় এবং ইহার বিকল্প ব্যবহারের সাহায্যে অভাব মিটাইবার কাজে আমরা যখন ব্যস্ত থাকি তখন আমাদের সেই কাজকেই অর্থনৈতিক কাজ (economic activities) বলা হয়। অর্থবিজ্ঞান এই অর্থনৈতিক কাজের অনুশীলন করে। অর্থনৈতিক কাজের মূল কথা হইল,—অর্থ উপার্জন করা এবং বিভিন্ন উপায়ে সেই উপার্জিত অর্থের ব্যবহার করিয়া যতদূর সম্ভব অভাব মিটাইবার চেষ্টা করা। অর্থবিজ্ঞান মানুষের বিভিন্ন কাজের মধ্যে এই একটি বিশেষ দিকের

অভাব : অভাবের কোন সীমা নাই

সীমিত আয়ের সাহায্যে অভাব দূর করার প্রচেষ্টাই অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা

অনুশীলন করে। যদি কোন একটি বিশেষ কাজের সহিত অর্থোপার্জনের কোন যোগাযোগ না থাকে, অথবা অভাব পূরণের যোগাযোগ না থাকে, তবে সেই কাজ অর্থবিজ্ঞানের বিবেচ্য বিষয় নয়। মা যদি অসুস্থ ছেলের শুশ্রূষা করেন, তবে সেই কাজ অর্থবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না; কারণ, এই কাজের মধ্যে অর্থোপার্জনের চেষ্টা নাই। কিন্তু যদি হাসপাতালের কোন নার্সকে কোন রোগীর শুশ্রূষা করিতে হয়, তবে সেই কাজ অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বস্তু হয়। কারণ, নার্সকে এইজন্য পারিশ্রমিক দিতে হয়।

অর্থবিজ্ঞান মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অনুশীলন করে

মানুষের বিভিন্ন অভাব দূর করিবার জন্য টাকা খরচ করিতে হয়; সুতরাং মানুষ মাত্রেরই টাকার প্রয়োজন থাকে। অর্থোপার্জনের জন্য মানুষ যে চেষ্টা করে, সেই চেষ্টার ফলস্বরূপ সে তাহার বিভিন্ন অভাব পূরণ করিতে পারে। অর্থবিজ্ঞানে আমরা মানুষের বিভিন্ন কাজের মধ্যে শুধু এই বিশেষ দিকটি অনুশীলন করি। মানুষ বিভিন্ন পণ্য বিনিময় করে এবং এই জন্য বিনিময়ের মাধ্যমেই মানুষের বিভিন্ন অভাব পূরণ হয়। অভাব পূরণ করার সময়ে আমাদের একটি জিনিষ চিন্তা করিতে হয়: তাহা হইতেছে, কোন্ অভাবটি আগে পূরণ করিতে হইবে সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। সেইজন্য বলা হয়, অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি নির্বাচন করিবার বস্তু ("Economic decisions are matters of choice")। পরিমিত আয় এবং দুষ্প্রাপ্য সামগ্রীর সাহায্যে আমাদের সব অভাব দূর করা সম্ভবপর নয় বলিয়াই এই মনোনয়নের প্রশ্ন উঠে এবং এই সমস্যার সমাধানের জন্য মানুষকে যে সকল কাজে ব্যাপৃত থাকিতে হয়, সেই কাজগুলি অনুশীলন করাও অর্থবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। অধ্যাপক ভাইনারের (Prof. Viner) মতে অর্থবিজ্ঞানিগণ যাহা আলোচনা করেন তাহাই অর্থবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়, ("Economics is what economists do."—Viner)। আমরা যদি ভাইনারের যুক্তি গ্রহণ করি, তবে অর্থবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু অত্যন্ত ব্যাপক হইয়া পড়ে। অপরদিকে আমরা যদি রবিন্সের মত অনুযায়ী শুধু মানুষের অর্থনৈতিক কাজগুলিকেই অর্থবিজ্ঞানের আলোচ্য বস্তু বলিয়া মনে করি, তবে অর্থবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সংকীর্ণ হইয়া পড়ে। সমাজবদ্ধ মানুষের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যাও অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তুর অন্তর্গত।

অর্থবিজ্ঞান একদিকে মানুষের বস্তুগত কল্যাণের (material welfare) কারণ ব্যাখ্যা করে,—অপরদিকে ইহা সত্যানুসন্ধানের জন্য নিছক বুদ্ধি চর্চাও করে। অর্থবিজ্ঞান শুধু কিভাবে জ্ঞান বৃদ্ধি করা যায়, তাহাই আলোচনা করে না, ইহা সমাজবদ্ধ মানুষের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্বন্ধেও আলোচনা করে। সেইদিক হইতে বিবেচনা করিলে অর্থবিজ্ঞান একদিকে তত্ত্বমূলক (theoretical) এবং অপর দিকে ফলিত (applied) বিজ্ঞান।

অর্থবিজ্ঞান যে মূলতঃ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কতিপয় বিশেষ কাজের অনুশীলন করে, এই যুক্তি সর্বপ্রথম প্রদান করেন, অধ্যাপক মার্শাল। কিন্তু, মার্শালের পূর্বে অ্যাডাম স্মিথ অর্থবিজ্ঞানকে একটি সম্পদবিজ্ঞান ("a science of wealth") বলিয়া বর্ণনা করেন। জন স্টুয়ার্ট মিলও অর্থবিজ্ঞানকে সম্পদের সহিত সংশ্লিষ্ট একটি বিজ্ঞান বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু ক্লাসিক্যাল (classical) অর্থবিজ্ঞানীদের এই সংজ্ঞা তখনকার দিনের দার্শনিকগণ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কার্লাইল (Carlyle), রাস্কিন (Ruskin) প্রমুখ দার্শনিকগণ অর্থবিজ্ঞানের এই সংজ্ঞাটির তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁহাদের মতে, অর্থবিজ্ঞান ছিল একটি "যখের শাস্ত্র" (Gospel of Mammon)। এইরূপ তীব্র সমালোচনার ফলে অর্থবিজ্ঞানের প্রতি অনেকেরই একটি বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়।

ক্লাসিক্যাল অর্থ-বিজ্ঞানীদের অভিমত

অর্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে এই বিরূপ মনোভাবের পরিবর্তন ঘটান অধ্যাপক মার্শাল। মার্শালের মতে, অর্থবিজ্ঞানের বিবেচ্য বিষয় "ধন" নহে, "মানুষ"।

মার্শালের অভিমত

মানুষের অভাব যাহাতে পূরণ হইতে পারে সেইজন্যই ধনের প্রয়োজন। ধন উপার্জন করিবার পিছনে প্রেরণা হইতেছে মানুষের অভাব দূর করার তাগিদ। অভাব পূরণের জন্য ধনের প্রয়োজন এবং সেইজন্য মানুষ ধন উপার্জন করিবার চেষ্টা করে। সেইজন্য মার্শালের মতে, আমরা একদিকে "ধনের" কথা আলোচনা করি; কিন্তু, আমরা অধিকতর প্রয়োজনীয় দিকে আলোচনা করি মানুষের কর্মনিরত জীবনের একটি অংশ। ("...It is on the one side, a study of wealth and on the other, and more important side, a part of the study of man").

অধ্যাপক মার্শালের মতে, অর্থবিজ্ঞান হইতেছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কাজের অনুশীলন ("Economics is a study of man's action in the ordinary business of life.")। মানুষ কিভাবে অর্থ উপার্জন করে এবং অভাব পূরণের জন্য কিভাবে উপার্জিত অর্থ ব্যয় করে,—অর্থবিজ্ঞান ইহারই অনুশীলন করে। মানুষের অর্থোপার্জন এবং অর্থব্যয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য বিভিন্ন অভাব দূর করা। মানুষের অনেক অভাব ; একটি অভাব পূরণ করিলেই আমাদের সামনে আর একটি অভাব দেখা দেয়। অথচ আমাদের আয় অথবা আর্থিক সংগতি খুবই অল্প। দৈনন্দিন জীবনে আমাদের অন্যতম কাজ হইতেছে কিভাবে সীমাহীন অভাব এবং সীমিত আয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য *আনা যায়, তাহার চেষ্টা করা। অর্থবিজ্ঞান এই কাজেরই অনুশীলন করে।* অর্থোপার্জনের দ্বারা আমরা যখন আমাদের অভাব দূর করার চেষ্টা করি, তখন আমাদের টাকার মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্য বিনিময় করিতে হয়। কখনও আমরা হয়ত কোন জিনিষ কিনি ; আবার কখনও হয়ত কোন জিনিষ বিক্রয় করি। কোন জিনিষ বিক্রয় করিবার জন্য আমাদের এই জিনিষটির উৎপাদন করিতে হয়। বেচাকেনার এই কাজও অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। দৈনন্দিন জীবনে মানুষের অনেক কাজ আছে ; সেগুলির সবই অর্থশাস্ত্রের আলোচনার বস্তু নয়। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের শুধু একটি বিশেষ দিক্, যাহা সীমাবদ্ধ আয়ের সাহায্যে সীমাহীন অভাব দূর করিবার প্রচেষ্টার সংগে জড়িত, অর্থশাস্ত্রে আলোচিত হয়। মানুষের অর্থোপার্জন এবং অর্থব্যয়ের কাজ সমাজের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়। সমাজের বাহিরে যাঁহারা বাস করেন, যেমন, সন্ন্যাসী ও ফকিরগণ, তাঁহাদের অভাবের তাড়নাও নাই, অর্থোপার্জনের তাগিদও নাই। সন্ন্যাসী এবং ফকিরের হয়ত অন্য অনেক কাজ থাকিতে পারে,—কিন্তু সেই সকল কাজের অনুশীলন অর্থবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নহে। সমাজে বাস করিলেই মানুষকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজে ব্যস্ত থাকিতে হয় এবং সেই সকল কাজ অর্থের মাধ্যমে পরিমাপযোগ্য। যাহারা সমাজে বাস করে না, তাহাদের কাজের সহিত অর্থবিজ্ঞানের কোন সংশ্রব নাই। এইজন্য অর্থবিজ্ঞানকে একটি "সামাজিক বিজ্ঞান" ("a Social Science") বলা হয়।

অর্থবিজ্ঞানের সংজ্ঞা (Definition of Economics)

অর্থবিজ্ঞান মূলতঃ মানুষের অর্থনৈতিক কাজের সহিত সংশ্লিষ্ট। মানুষ

সীমাবদ্ধ উপায় অথবা দুষ্প্রাপ্য সামগ্রীর সাহায্যে যখন বিভিন্ন অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা করে, তখন সেই কাজকে অর্থনৈতিক কাজ (economic activity) বলা হয়। অনেক সময় বলা হইয়া থাকে, অর্থবিজ্ঞান মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অর্থের ভূমিকা লইয়া আলোচনা করে ("Economics studies the part played by money in human affairs."—Cairncross)। কিন্তু এই যুক্তি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে, এবং মানুষের অর্থনৈতিক কাজগুলি অর্থের সাহায্যে পরিমাপযোগ্য সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু, সেইজন্য অর্থপ্রাপ্তিই মানুষের মূল লক্ষ্য নয়। মানুষের দুষ্প্রাপ্য উপকণের সাহায্যে বিভিন্ন অভাব পূরণ করিবার প্রচেষ্টায় অর্থের যে ভূমিকা আছে, শুধু সেই ক্ষেত্রেই অর্থবিজ্ঞানের আলোচনায় অর্থের গুরুত্ব। অর্থের সাহায্যে মানুষ বিভিন্ন সামগ্রী কিনিতে পারে। সেই সামগ্রীগুলিই মূলতঃ মানুষের অভাব মোচনের জন্য প্রয়োজনীয়। অর্থবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় "অর্থ" নহে, "মানুষ"। মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যেগুলি অর্থনৈতিক, অর্থাৎ যেগুলি একদিকে উপকরণ অথবা সংগতির দুষ্প্রাপ্যতা এবং অপর দিকে অভাবের প্রাচুর্যের মধ্যে সামঞ্জস্য আনিবার চেষ্টা করে সেইগুলিই প্রকৃতপক্ষে অর্থবিজ্ঞান পর্যালোচনা করে। সেইজন্য অধ্যাপক রবিন্স বলেন, "Economics is a study of human behaviour as 'the relationship between ends and scarce means, which have alternative uses.' রবিন্সের সংজ্ঞার মধ্যে তিনটি জিনিষ বিশেষভাবে দেখা যায়। প্রথমতঃ, অভাবের সীমা নাই। দ্বিতীয়তঃ, অভাব মিটাইবার উপায় খুবই সীমাবদ্ধ; এবং তৃতীয়তঃ, সীমাবদ্ধ উপায় এবং অনন্ত অভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়ন করিতে হয়। মানুষের অনেক অভাব। এই অভাবগুলির মধ্যে কোন্‌টি অথবা কোন্‌গুলি আগে পূরণ করিতে হইবে, তাহা নির্বাচন করিতে হয়। অথচ এই অভাব মোচনের জন্য বিভিন্ন উপকরণ অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। রবিন্সের মতে, দুষ্প্রাপ্যতা (scarcity) এবং নির্বাচন (choice) হইতেছে আসল সমস্যা। এই দুইটি সমস্যা হইতেই বিনিময়ের (exchange) সৃষ্টি হয়। বিনিময়ের ক্ষেত্রেও অর্থের প্রয়োজনীয়তা আছে। বিভিন্ন লোকের সামগ্রিক প্রয়াসে নিত্য ব্যবহার্য জিনিষগুলি উৎপাদিত হয়, এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজন হয় একটি বিনিময় ব্যবস্থার। "অর্থ" হইতেছে এই বিনিময় ব্যবস্থার মাধ্যম।

("The whole complex system by which we are provided with consumers' goods is impersonal. It works through the use of money."—Benham.) অর্থের দুষ্প্রাপ্যতা আমাদের বিনিময় করিবার প্রবণতাকে প্রভাবিত করে। কারণ, বিনিময় হইতেছে অর্থের একটি কাজ। সুতরাং দুষ্প্রাপ্যতা, নির্বাচন এবং বিনিময়,—এই তিনটি আমাদের সমুদয় অর্থনৈতি সমস্যার মূলে রহিয়াছে। অর্থনৈতিক কাজের মধ্যে অর্থের কার্যকারিতা আছে এবং আমরা তাহা বিবেচনা করিব। কিন্তু, সেইজন্ত অর্থ ই অর্থবিজ্ঞানের একমাত্র বিবেচ্য বিষয় নয়।

রবিন্সের সংজ্ঞাটি একদিক হইতে বিবেচনা করিলে অত্যন্ত সংকীর্ণ। সমাজবর্জিত মানুষেরও (যেমন, রবিনসন ক্রুসো) অভাব থাকে এবং সেই অভাব মোচন করিবার উপকরণও অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। রবিন্সের সংজ্ঞা গ্রহণ করিলে এই প্রকার সমাজবর্জিত ব্যক্তির অর্থনৈতিক কাজকর্মও অনুশীলন করিতে হয়। কিন্তু, অর্থবিজ্ঞান সমাজ-বহির্ভূত মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ অনুশীলন করে না। সমাজের মধ্যে থাকিয়া মানুষ কিভাবে দুষ্প্রাপ্য উপকরণের সাহায্যে অভাব মোচন করিবার চেষ্টা করে এবং সেই প্রচেষ্টা কিভাবে বিনিময়ের মাধ্যমে কার্যকরী হয়, অর্থবিজ্ঞান তাহাই অনুশীলন করে।

মানুষের সীমিত আয়ের মাধ্যমে অনন্ত অভাব দূর করিবার প্রচেষ্টা যখন বিনিময়ের মাধ্যমে কার্যকরী হয়, তখন আমরা দেখিতে পাই উৎপাদক কতিপয় জিনিষ উৎপাদন করে এবং ক্রেতা অর্থের মাধ্যমে উৎপাদকের নিকট হইতে সেই জিনিষ ক্রয় করে। ইহা হইতেই উৎপাদন (Production) এবং ভোগের (Consumption) সৃষ্টি হয়। উৎপাদন করিবার সময় উৎপাদক বিবেচনা করিয়া দেখে কোন্ জিনিষটি আগে এবং কোন্ জিনিষটি পরে উৎপাদন করা উচিত, অথবা কোন্ জিনিষটি মানুষের একটি বিশেষ অভাব মিটাইবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সুতরাং, জিনিষপত্র কিনিবার সময়ে অথবা অভাব মিটাইবার সময় যেমন নির্বাচনের প্রশ্ন উঠে, জিনিষপত্র উৎপাদন করিবার ক্ষেত্রেও সেই প্রকার নির্বাচনের প্রশ্ন উঠে। সেইজন্যই অর্থনৈতিক সমস্যা মূলতঃ সমাজ-জীবনে দুষ্প্রাপ্যতা, নির্বাচন এবং বিনিময়ের সমস্যা।

অর্থবিজ্ঞানিগণ যে সকল সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করেন, সেই সমস্যাগুলি মূলতঃ অর্থনৈতিক সমস্যা। রবিন্স অর্থবিজ্ঞানের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাতেই আমরা তিনটি সমস্যার উল্লেখ দেখিতে পাই। প্রথম

সমস্যা হইতেছে, অনন্ত অভাব দূর করিবার সমস্যা। দ্বিতীয় সমস্যা হইতেছে প্রথম সমস্যার সমাধানের জন্য উপকরণের ব্যবস্থা করা। অথচ অভাব মিটাইবার উপকরণ খুবই সীমাবদ্ধ। তৃতীয় সমস্যা হইতেছে এই অনন্ত অভাব এবং সীমাবদ্ধ উপায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়ন করা। এই সমস্যাগুলির সমাধান কিভাবে করা যায়, সে সম্বন্ধে যখন অর্থবিজ্ঞানিগণ আলোচনা করেন, —তখন বাস্তব জীবনের তিনটি প্রধান সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করিতে হয়। সেইগুলি হইতেছে, উপকরণের দুষ্প্রাপ্যতা (scarcity of means), অভাবের মধ্যে নির্বাচন (choice among wants) এবং বিনিময়ের (exchange) সমস্যা। এই সমস্যাগুলি হইতেই সৃষ্টি হয় উৎপাদন (Production), ভোগ (Consumption) এবং বিনিময়-মূল্য নির্ধারণের (Price determination) সমস্যা। শুধু তাহাই নহে, কোন জিনিষের উৎপাদন এবং তাহা বিক্রয় হইয়া গেলে, বিক্রয়লব্ধ আয় কিভাবে বণ্টিত হইবে, সেই সমস্যার উত্তরও অর্থবিজ্ঞানিগণকে দিতে হয়। তাহা হইতেছে জাতীয় আয় বণ্টনের সমস্যা। উৎপাদন উপকরণগুলি কি নীতি অনুযায়ী জাতীয় উৎপাদন বা জাতীয় আয়ের অংশ পাইবে, তাহাও স্থির করিতে হয়।

শুধু তত্ত্বের দিক দিয়া বিবেচনা করিলেই চলিবে না; অর্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব বাস্তবে প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্রেও অর্থবিজ্ঞানীদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। সেই সমস্যাগুলি হইতেছে ফলিত অর্থবিজ্ঞানের (Applied economics) সমস্যা। সেই সমস্যাগুলি যথেষ্ট পরিমাণে দেশ ও কালের অবস্থার উপর নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ভারতে কি পরিমাণ ঘাটতি বাজেট অথবা কর ধার্য করা যাইতে পারে, সেই সম্বন্ধে যদি অর্থবিজ্ঞানীদের প্রশ্ন করা হয়, তবে তাঁহারা প্রথম বিবেচনা করিয়া দেখিবেন ভারতের মত দেশে কতটা ঘাটতি বাজেট এবং কর ধার্য করিবার নীতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে, এবং ইহার পর তাহারা এই প্রশ্নের সমাধান করিতে পারিবেন।

অর্থবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু অর্থনৈতিক কাঠামো (Subject-matter of Economics —Economic Structure)

সত্য কথা বলিতে কি একজন শিক্ষানবিসের নিকট আমাদের ইতিপূর্বের আলোচনা বিশেষ কোন বার্তা বহন করিয়া আনে না। তাহার নিকট

অর্থবিজ্ঞানের মূল নীতিগুলি এই প্রারম্ভিক পর্যায়ে রহস্যের অন্ধকারেই থাকিয়া যায়। সেই কারণে অর্থবিজ্ঞানের মূল বিষয় বস্তুটি অনুধাবন করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। মনে রাখিতে হইবে যে আমরা এমন একটা বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে যাইতেছি যাহার অস্তিত্ব মানুষের সমাজ জীবনের ভিত্তির উপরে গড়িয়া উঠিয়াছে। যেহেতু একটি সমাজ-জীবনের ছবি আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, সুতরাং আমাদের বুঝিতে হইবে কি প্রকারের অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া মানুষের সমাজ জীবনকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে। বর্তমান জগতে অবশ্য প্রতিটি মানুষের জীবনেই অর্থনৈতিক প্রভাব গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। আমরা দেখিতে পাই যে কোন বৎসর সমাজ জীবনে অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের জোয়ার আসিয়াছে। যাহারা চাকুরী-সন্ধানী তাহারা কেহই নিরাশ হইতেছে না, দোকানপত্র নানা প্রকার দ্রব্য সম্ভারে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, এবং বিক্রেতারা বাজার সম্বন্ধে কোন অভিযোগ পোষণ করিতেছে না। আবার কোন বৎসর ইহার বিপরীত অবস্থাই হইয়া থাকে। দেশে ক্রমবর্ধমান বেকার সংখ্যায় নানা প্রকারের অরাজকতা সৃষ্টি হইতেছে। বাজারে ক্রেতার অভাব। জিনিষপত্রের মূল্য নিম্নগামী, কিন্তু তবুও ক্রেতা নাই। বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তাহাদের কারবার গুটাইয়া লইতে বাধ্য হইতেছে। সামাজিক জীবনে এই যে উত্থান-পতন পরিলক্ষিত হয়, অর্থবিজ্ঞানের ভিতরেই তাহার ব্যাখ্যা সম্ভব। বাস্তবিক পক্ষে অর্থবিজ্ঞানের প্রগতির মূলে রহিয়াছে কিছু লোকের অন্তর্দৃষ্টি। তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টির আলোতেই জানা গেল যে সমাজ-জীবনের এই উত্থান-পতনের ভিতরেও কতকগুলি কার্য-কারণ সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই কার্য-কারণ সম্বন্ধের অনুধাবনই অর্থবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। ইদানীং কালে এই কার্য-কারণ সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই অর্থবিজ্ঞান আরও একটি বিষয়কে বুঝিতে চাহিতেছে। আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি, সমাজের অর্থনৈতিক জীবনে যে উত্থান-পতন রহিয়াছে, তাহাকে বুঝিতে চেষ্টা করাই অর্থবিজ্ঞানের কাজ। কিন্তু বর্তমান যুগে পৃথিবীর কতকগুলি দেশে অর্থনৈতিক উন্নতির এক অভূতপূর্ব জোয়ার উপস্থিত হইয়াছে। এই অদৃষ্টপূর্ব অর্থনৈতিক শিখরারোহণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভিতর জীবনযাত্রার মানের বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হইতেছে। এখন অর্থবিজ্ঞান বুঝিতে চায়, কোন কোন দেশ অর্থনৈতিক উন্নতিতে পারদর্শিতা লাভ করে এবং কেনই বা কোন দেশ এই প্রতিযোগীতায় পরাজিত।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, অর্থবিজ্ঞান এক বাস্তবধর্মী দর্শন। অর্থ-বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে সমাজ জীবনে যে প্রধান প্রধান সমস্যা দেখা যায়, তাহার সবগুলিরই অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা এবং অর্থনৈতিক সমাধান সম্ভব। তদুপরি তাঁহারা মনে করেন যে, যদি সমাজ জীবনের মূল অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান করা যায় তাহা হইলে একটি সুস্থ সবল সমাজজীবনও গড়িয়া তোলা সম্ভব।

এখন এই বাস্তবকে বুঝিতে গেলে আমাদের তাহার স্বরূপের অবগুণ্ঠনও উন্মোচন করিতে হয়। এইখানেই আমাদের অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন চিন্তানায়কদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে হইবে। এই চিন্তানায়কদের নিকট হইতেই আমরা জানিয়াছি যে বাস্তবপক্ষে আমাদের সমাজ-জীবন এক অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত। এই অর্থনৈতিক কাঠামোর এক প্রান্তে ভারসাম্য রক্ষা করিতেছে উৎপাদকেরা, যাহারা সমাজের উৎপাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। অপর প্রান্তের ভারসাম্য রক্ষা করিতেছে ভোগীরা বা সমাজের গৃহস্থ শ্রেণী, যাহারা সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থাকে চালু রাখিতে সাহায্য করিতেছে এবং যাহাদের মুখের দিকে তাকাইয়াই উৎপাদকেরা উৎপাদন করিতে সাহসী হইতেছে। এই দুই স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো একটি যন্ত্রের মত কাজ করিয়া যাইতেছে। ইহার পিছনে কোন প্রত্যক্ষ শক্তি নাই। এক অদৃশ্য হস্ত যেন আপনার প্রয়োজনে এই যন্ত্রকে কার্যকরী রাখিয়াছে। কেন এই 'অদৃশ্য হস্তের' কথা বলা হইল পরিষ্কার করা প্রয়োজন। যদি আমরা সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর যান্ত্রিক পরিচালনের স্বরূপটি লক্ষ্য করি তাহা হইলে বিস্মিত হইতে হয়। বিক্রেতারা বাজারে জিনিষপত্র লইয়া আসিতেছে এবং ক্রেতারা বাজারে যাইয়া সেই জিনিষই ক্রয় করিয়া লইয়া আসিতেছে। যেন ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের ভিতর একটা পরস্পর বোঝাবুঝি হইয়া রহিয়াছে। অসংখ্য কলকারখানা চারদিকে উৎপাদন করিয়া যাইতেছে। সেখানে কাজ পাইবার জন্য শ্রমিকেরা নিজেদের ভিতর প্রতিযোগিতা করিতেছে। যাহারা কাজ পাইতেছে, তাহারা তাহাদের আয় হইতে পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য নানা প্রকারের দ্রব্যাদির চাহিদা করিতেছে। আবার কল-কারখানায় যে উৎপাদন হইল সেগুলিও কতকগুলি বিশেষ প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া অবশেষে বাজারে উপস্থিত হইল। অর্থাৎ উৎপাদন ব্যবস্থার সহিত, বাজারের চাহিদা প্রভৃতির যেন একটা অপ্রত্যক্ষ

যোগ রহিয়াছে। কিংবা বাজারে চাহিদা সৃষ্টি হওয়া এবং উৎপাদন ব্যবস্থার সচলতা পরস্পর নির্ভরশীল। এই পরস্পর নির্ভরশীলতাকেই প্রাচীন অর্থনীতিবিদ্‌গণ এক অদৃশ্য হস্তের পরিকল্পনা বলিয়া মনে করিতেন। এইরূপ মনে করিয়া লওয়াতে কতকগুলি বিষয় বুঝিতে বিশেষ সুবিধা হয়। যে পরস্পর নির্ভরশীলতার কথা আমরা উপরে বলিলাম, তাহার তিনটি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। প্রথমতঃ বাজারে যে সমস্ত জিনিষপত্র আসিতেছে তাহার পিছনে কতকগুলি পরিকল্পনা রহিয়াছে। অর্থাৎ কোন্ দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইবে তাহা উৎপাদনকারীদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদনকারীরা একটা বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়াই উৎপাদন করিয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, বাজারে যে দাম নির্দিষ্ট, হইয়াছে, যাহারা সেই দাম দিতে প্রস্তুত তাহারাই মাত্র জিনিষপত্র ক্রয় করিতে পারে। কিংবা আমরা ইহাও বলিতে পারি যে, সমাজের অর্থনৈতিক জীবনে তিনটি সমস্যা রহিয়াছে :

(১) কি কি দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইবে,

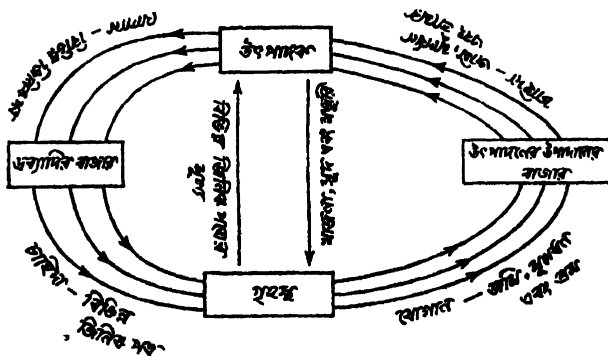
(২) কেমন করিয়া উৎপাদন করিতে হইবে,

(৩) এবং কাহাদের জন্য উৎপাদন করিতে হইবে।

এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে 'অদৃশ্য হস্তে'র (invisible hand) অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইলে অনায়াসে বলিতে পারা যায় যে অদৃশ্য হস্তই ঐ তিনটি সমস্যার সমাধান করিতেছে।

এখন আমরা বুঝিতে চেষ্টা করি, কেমন করিয়া সমাজের অর্থনৈতিক জীবনে উপরোক্ত তিনটি প্রশ্নের সমাধান হইতেছে। আমরা জানি যে, সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর দুইটি স্তম্ভ দুই দিকে রক্ষিত হইতেছে। একদিকে রহিয়াছে উৎপাদক শ্রেণী এবং অপরদিকে রহিয়াছে গৃহস্থ শ্রেণী। এই বিভাজন কিন্তু সামাজিক লোকেদের কর্মবিভাগ অনুযায়ী করা হইয়াছে। বাস্তবিকই এরূপ দুইটি শ্রেণী সমাজে নাই। একই ব্যক্তি দুইটি শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে। কিন্তু যখন সে উৎপাদক শ্রেণীভুক্ত, তখন সে আর গৃহস্থ শ্রেণীভুক্ত নহে এবং তদ্বিপরীত। এই দুই শ্রেণীর ভিতর কিন্তু কয়েকটি গুণগত সাদৃশ্য রহিয়াছে। যেমন উৎপাদক শ্রেণীর কাজ হইতেছে গৃহস্থ শ্রেণীর জন্য উৎপাদন করা এবং তথা হইতে উৎপাদনের উপাদানের চাহিদা করা। সুতরাং একদিকে সে জিনিষপত্রের যোগান দিতেছে, অপরদিকে সে

উৎপাদনের উপাদানের চাহিদা করিতেছে। গৃহস্থ শ্রেণীও অনুরূপ ভাবে জিনিষপত্রের জন্য উৎপাদক শ্রেণীর উপর নির্ভরশীল। কিন্তু তাহার হাতেই উৎপাদনের উপাদানের যোগান। সুতরাং গৃহস্থ শ্রেণীও একদিকে চাহিদা (জিনিষপত্রের) করিতেছে এবং অপরদিকে যোগান (উৎপাদনের উপাদানের) দিতেছে। সেইজন্য সমাজে দুই প্রকারের বাজার রহিয়াছে। প্রথমতঃ, দ্রব্যাদির বাজার। সেখানে উৎপাদকেরা যোগান দিতেছে এবং গৃহস্থেরা চাহিদা করিতেছে। চাহিদা এবং যোগানের সম্মিলিত ক্রিয়ায় বিভিন্ন দ্রব্যাদির মূল্য নির্ধারিত হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদনের উপাদানের বাজার। সেখানে গৃহস্থেরা যোগান দিতেছে এবং উৎপাদকেরা চাহিদা করিতেছে। উৎপাদনের উপাদান, প্রধানতঃ তিনটি (যাহা প্রত্যক্ষ ভাবে উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে)—শ্রম, জমি এবং মূলধন। সুতরাং উৎপাদনের উপাদানের বাজারে তিনটি মূল্য নির্ধারিত হইয়া থাকে—মজুরি, খাজনা এবং সুদ। উৎপাদনের উপাদানের বাজারে তাই গৃহস্থ শ্রেণীর আয় মজুরি, খাজনা এবং সুদ হিসাবে সৃষ্টি হয় এবং সেই আয় হইতেই দ্রব্যাদির বাজারে চাহিদা সৃষ্টি হয় এবং সেই আয় হইতেই দ্রব্যাদির আয় সৃষ্টি হয়। যে প্রক্রিয়ায় এই দুইটি শ্রেণী পরস্পর আবদ্ধ তাহা নিম্নাংকিত চিত্রের সাহায্যে দেখান হইল।



১নং চিত্র

এই চিত্রে তীর চিহ্নগুলি দিক নির্দেশ করিতেছে। বাহিরের তীর গুলি দেখাইতেছে যে জমি, মূলধন এবং শ্রম উৎপাদনের উপাদানের বাজার হইয়া

অবশেষে উৎপাদকের নিকট উপস্থিত হইতেছে বিভিন্ন জিনিষপত্রও দ্রব্যাদির বাজার হইয়া গৃহস্থের নিকট উপস্থিত হইতেছে। উৎপাদনের উপাদানের মূল্য স্বরূপ উৎপাদকেরা গৃহস্থকে খাজনা, সুদ এবং মজুরি প্রদান করিতেছে। সেইরূপ গৃহস্থেরাও বিভিন্ন জিনিষপত্রের মূল্য প্রদান করিতেছে। উপরের চিত্রের ভিতরের দুইটি তীরের সাহায্যে এই দুই প্রকারেরর মূল্য প্রদানকে দেখান হইয়াছে। এই চিত্রে আমরা দুই প্রকারের স্রোত লক্ষ্য করিতেছি। একপ্রকার হইল বস্তুগত স্রোত। চিত্রের বাহিরের তীরগুলির সাহায্যে এই বস্তুগত স্রোত দেখান হইয়াছে। আর এক প্রকারের স্রোত হইল, আর্থিক স্রোত। চিত্রের ভিতরের তীর দুইটির সাহায্যে এই আর্থিক স্রোত দেখান হইয়াছে। এই দুইটি স্রোতের বৈশিষ্ট্য অনুধাবনই এক হিসাবে অর্থনীতির প্রধান কাজ।

উপরের চিত্রে এখন আমরা সহজেই বুঝিব কি করিয়া ইতিপূর্বে উপস্থাপিত তিনটি প্রশ্নের সমাধান হইতেছে। প্রথমতঃ উৎপাদকেরা এমন সকল দ্রব্যই উৎপাদন করিয়া থাকে যাহাদের বাজারে বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা। উৎপাদকেরা যদি জানিতে পারে যে তাহাদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি বাজারে বিক্রীত হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে তাহারা সেই সকল জিনিষপত্রের উৎপাদন ত্যাগ করিয়া, যাহাদের বিক্রীত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহাদেরই প্রস্তুত করিবে। দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদকেরা এমন ভাবে উৎপাদন করিবে যাহাতে তাহাদের মুনাফা সর্বাধিক হয়। উৎপাদকেরা মুনাফার লোভে আকৃষ্ট হইয়াই উৎপাদন করিয়া থাকে সুতরাং তাহারা ততটুকুই উৎপাদন করিবে যতটুকুতে তাহাদের মুনাফা সর্বাধিক হয়। তৃতীয়তঃ, যাহারা বাজার মূল্য দিতে সক্ষম তাহাদের জন্যই জিনিষপত্র উৎপাদিত হয়।

অর্থনৈতিক কাঠামোর ছবি আমরা আঁকিলাম, তাহাতে সমাজ জীবনের হৃদয়হীন রূপটাও সুস্পষ্ট। এই অর্থনৈতিক কাঠামোতে মানুষের প্রয়োজনটা তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। যে মূল্য দিতে পারে তাহাদের জন্যই সমাজ রহিয়াছে, যাহার মূল্য দিবার সামর্থ্য নাই সমাজে সে অপাংক্তেয়।

তাহা হইলে আমরা সমাজ-জীবনের অর্থনৈতিক স্বরূপটি বুঝিলাম। অর্থবিজ্ঞানে আমরা এই কাঠামোর ভিতরই যাহা কিছু আলোচনা করার করিয়া থাকি। প্রথমতঃ, আমরা দেখিতে চাই মূল্য নির্ধারণের প্রক্রিয়াটি কি। দ্রব্যাদি এবং উৎপাদনের উপাদান উভয় প্রকারেরই মূল্য নির্ধারণের

স্বরূপ অর্থবিজ্ঞানের এক প্রধান আলোচ্য বস্তু। ইহা ব্যতীত পরবর্তী পৃষ্ঠা সমূহে যাহা কিছুই আমরা আলোচনা করিব, পাঠক ইচ্ছা করিলে তাহাকে এই কাঠামোর ভিতর কোথাও না কোথাও খুঁজিয়া পাইবেন। সুতরাং পাঠক এই অংশটি অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন আশা লইয়া পরবর্তী অংশ সমূহের জটিলতর আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি।

অর্থবিজ্ঞান ও বস্তুগত কল্যাণের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Economics and Material welfare)

অধ্যাপক ক্যানান (Prof. Cannan) তাঁহার "Wealth" নামক বইয়ে অর্থবিজ্ঞানকে মানুষের—"বস্তুগত কল্যাণের কারণসমূহ অনুশীলনকারী বিজ্ঞান" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে, সম্পদের প্রয়োজনীয়তা হইতেছে মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হইবার জন্য। সুতরাং অর্থবিজ্ঞান মূলতঃ মানুষের বস্তুগত কল্যাণ কিভাবে হইতে পারে, তাহারই অনুশীলন করে।

আধুনিক অর্থবিজ্ঞানিগণের মধ্যে অনেকেই ক্যানানের এই সংজ্ঞার সমালোচনা করিয়াছেন। 'কল্যাণ' (welfare) শব্দটির অর্থ এই ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নয়। প্রথমতঃ, মানুষের কল্যাণ যদি শুধু সম্পদ হইতেই হয়, তবে অ্যাডাম স্মিথের সংজ্ঞার ("অর্থবিজ্ঞান হইতেছে একটি সম্পদ-বিজ্ঞান") সহিত ইহার মূলতঃ কোন পার্থক্য থাকে না। দ্বিতীয়তঃ, কল্যাণ এবং সম্পদ এক জিনিষ নয়। দেশে অধিক পরিমাণে মদ তৈয়ারী হইলে সম্পদবৃদ্ধি হয়, কিন্তু ইহাতে জনগণের প্রকৃত কল্যাণ হয় না। তৃতীয়তঃ, মানুষ শুধু বস্তুগত সামগ্রী (material goods) ব্যবহার করে না; বিভিন্ন ধরনের সেবা (services) ব্যবহার করে। কিন্তু, ক্যানান শুধু বস্তুগত সামগ্রীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। চতুর্থতঃ, বস্তুগত সামগ্রী এমনিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়; বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে বস্তুগত সামগ্রী হইতে প্রাপ্ত উপযোগিতা। সর্বশেষে, অর্থবিজ্ঞানকে আমরা যদি শুধু বস্তুগত কল্যাণের কারণ অনুশীলনকারী বিজ্ঞান বলিয়া বর্ণনা করি, তবে ইহাকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক বিজ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু, বিজ্ঞানের একমাত্র আদর্শ হইতেছে সত্যের অন্বেষণ করা,—ইহার কোন উদ্দেশ্যমূলক আদর্শ থাকে না। অর্থবিজ্ঞান বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যার

'কল্যাণ' এবং সম্পদ এক জিনিষ নয়

উপর আলোক-সম্পাত করে,—মূল্য-বিচার (value judgment) করা ইহার কাজ নয়। লর্ড কেইন্‌সের মতে, অর্থবিজ্ঞান কতিপয় স্থির সিদ্ধান্ত দেয় না, যাহার সাহায্যে অবিলম্বে কতিপয় নীতি তৈয়ার করা যায়। ইহা একটি বিশেষ তত্ত্ব নহে ইহা একটি প্রক্রিয়া অথবা মনের যন্ত্র মাত্র, যাহা ইহার ; অধিকারীকে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সাহায্য করে। ("Economics does not furnish a body of settled conclusions immediately applicable to policy. It is a method rather than a doctrine, an apparatus of mind a technique of thinking, which enables its possessors to draw correct conclusions.") এই যুক্তি অনুযায়ী অথবিজ্ঞান আমাদের সাহায্য করে, কিভাবে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা যায় সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে। বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের পথ নির্দেশ করিবার সময় অর্থবিজ্ঞানের আলোচনা করিতে হইবে উপকরণের দুষ্প্রাপ্যতা এবং ইহাদের বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করিবার দৃষ্টিকোণ হইতে,—বস্তুগত কল্যাণের কারণ অনুসন্ধানের দৃষ্টিকোণ হইতে নয়।

অর্থবিজ্ঞান ও নীতি নির্দেশনা

দেখা যাইতেছে, ক্যানান অর্থবিজ্ঞানকে একটি ফল-প্রদায়ী বিজ্ঞান (fruit-bearing science) বলিয়া মনে করেন। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে কোন বিজ্ঞানই উদ্দেশ্যমূলক নয় ; ইহা ভাল-মন্দ আলোচনা না করিয়া কি ঘটিয়াছে এবং কি ঘটিতে পারে তাহাই আলোচনা করে। তবে কোন কোন অর্থবিজ্ঞানীর মতে, অর্থবিজ্ঞান মানুষের অর্থনৈতিক কাজগুলির আলোচনার সহিত মূলতঃ সংশ্লিষ্ট থাকিলেও বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিবার জন্য ইহার তত্ত্বগুলি প্রয়োগ করিবার সময় আমরা সমাজের বস্তুগত কল্যাণের কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা একেবারে উপেক্ষা করিতে পারি না। কোনও অর্থবিজ্ঞানীই বর্তমানে মূল্য-বিচারের (value judgment) দায়িত্ব একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন না। সামাজিক জীবনে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন অথবা কল্যাণ বৃদ্ধির সমস্যা সম্পর্কেও আধুনিক অর্থবিজ্ঞানিগণ চিন্তা করিয়া থাকেন। আধুনিক অর্থবিজ্ঞান শুধু কিভাবে সীমিত আয়ের সাহায্যে অনন্ত অভাব দূর করা যায়

আধুনিক অর্থবিজ্ঞান, বস্তুগত কল্যাণের দিকটি একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারে না

তাহাই বিবেচনা করে না, কিভাবে মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের সাহায্যে সামাজিক কল্যাণ বাড়ান যাইতে পারে তাহাও বিবেচনা করে।

মানুষের সীমাহীন অভাব; কিন্তু, এই অভাব দূর করিবার উপায় খুবই সীমাবদ্ধ। সীমাবদ্ধ উপায়ের সাহায্যে যখন মানুষ তাহার সীমাহীন অভাব দূর করার চেষ্টা করে, তখনই ইহাকে অর্থনৈতিক কাজ (economic activity) বলা হয়। অর্থনৈতিক কাজের ফলে মানুষের কল্যাণ সাধিত হয় কিনা, সেই বিষয়ে স্বভাবতঃই অনেক প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে। অভাব দূর করিতে পারিলে মানুষের যে তৃপ্তি এবং উপকার হয় তাহাই তাহার ব্যক্তিগত মঙ্গল (Individual welfare)। ব্যক্তিগত মঙ্গলের পরে মানুষ বিবেচনা করে সমষ্টিগত মঙ্গল (Group welfare) এবং সামাজিক মঙ্গলের (Social welfare) কথা। অভাব পূরণের মাধ্যমে মানুষ যখন ব্যক্তিগতভাবে সুবিধা পায়, তখন তাহাকে সমাজের কথাও ভাবিতে হয়। কারণ, তাহার কাজের প্রভাব সমাজের উপর হইতে পারে। সমাজের মঙ্গল ও অমঙ্গলের উপরে তাহার নিজের মঙ্গল ও অমঙ্গল নির্ভর করে। সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক এমন কোন অর্থনৈতিক কাজ নিজের স্বার্থে মানুষ যে করে না, তাহা নহে। তবে অর্থনৈতিক কাজের প্রভাবে সমাজের মঙ্গল এবং অমঙ্গল দুই-ই হয়। যেমন, যাহারা বিষ অথবা মদ তৈয়ারী করে, তাহারা এই কাজের মাধ্যমেই নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করে। অথচ তাহাদের এই কাজের ফলে অনেক সময়েই সমাজের অমঙ্গল হয়। কলকারখানার কাজ খুব বেশী পরিমাণে চলিতে থাকিলে একদিকে যেমন জাতীয় উৎপাদন বাড়ে, অপরদিকে সেই প্রকার কারখানার কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য-হানিরও অশংকা থাকে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে দেশের সামগ্রিকভাবে কল্যাণ সাধিত হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে অনেকের ব্যক্তিগত ক্ষতি যে হয় না তাহা নহে, তবে এই কথা অস্বীকার করা যায় না যে সমুদয় অর্থনৈতিক কাজের মাধ্যমে যদি দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয় এবং ইহাতে যদি সমাজের দারিদ্র্য, বেকার সমস্যা এবং অন্যান্য সমস্যার সমাধান হয় তবে অর্থনৈতিক কাজগুলি সমাজের মঙ্গল সাধন করিবার সহায়ক হয়। জাতীয় উৎপাদন বাড়াইয়া শ্রমিকদের উৎপাদনী শক্তি এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে হইলে আমাদের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজের উপরেই

অর্থনৈতিক কাজ ও অর্থনৈতিক কল্যাণ

নির্ভর করিতে হয় এবং ইহাতেই দেশের, ব্যক্তিসমষ্টির এবং ব্যক্তির মঙ্গল হয়।

অর্থবিজ্ঞান কি একটি বিজ্ঞান? (Is Economics a Sceince ?)—

অর্থবিজ্ঞানকে প্রকৃতই একটি বিজ্ঞান বলা চলে কিনা, সেই বিষয়ে অর্থ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। কোন বিষয় সম্বন্ধে সুশৃংখলভাবে পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও গবেষণার সাহায্যে যখন আমরা বিশেষ জ্ঞান লাভ করি, তখনই ইহাকে বিজ্ঞান বলা হয়। এই জ্ঞানের উদ্দেশ্য হইতেছে বিভিন্ন সূত্র নির্ণয় করা এবং সেইগুলির প্রয়োগ করিয়া বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া সত্যাসত্য স্থির করা। পদার্থবিদ্যা একটি বিজ্ঞান; কারণ, বহিঃপ্রকৃতির কতিপয় নিয়ম ইহা পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও গবেষণার সাহায্যে অনুশীলন করে। মনোবিজ্ঞান মনোজগতের নিয়মগুলির বিশদ অনুশীলন করে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অর্থনৈতিক কাজগুলির নিয়মগুলি বিচার অর্থবিজ্ঞানের কাজ। সেইজন্য অনেকের মতে অর্থবিজ্ঞানকেও একটি বিজ্ঞান বলা উচিত। অর্থবিজ্ঞান একটি সামাজিক বিজ্ঞান। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানিগণ যে সব বিষয় লইয়া গবেষণা করেন সেইগুলির পরিমাপ করা সম্ভব। অনেকের মতে মানুষের অর্থনৈতিক কার্জগুলির আর্থিক মূল্য আছে এবং অর্থের মাধ্যমে সেইগুলির পরিমাপ করা সম্ভব। কিন্তু অর্থবিজ্ঞানের সূত্র প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সূত্রগুলির ন্যায় সর্বদা নির্ভুল নয়। অর্থনৈতিক সূত্রগুলির ভিত্তি হইতেছে দৈনন্দিন জীবনে মানুষের আচরণের সামঞ্জস্যতা। কিন্তু, মানুষের আচরণের সামঞ্জস্যতা সব সময়েই বজায় থাকে না। অর্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলি স্থির করিবার সময় আমাদের অনেক ক্ষেত্রেই অনুমান ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিতে হয়। একই অবস্থায় সকল মানুষ একই আচরণ করে না। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে। প্রথমতঃ, মানুষের সব কাজ ইচ্ছাধীন নয়। ইচ্ছা করিলেই সব ক্রেতা একই জিনিষ হইতে সমান উপযোগ পাইবে না। দ্বিতীয়তঃ, পূর্বেই বলা হইয়াছে অর্থবিজ্ঞানের সূত্র নির্ধারণ করিবার সময় অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিতে হয়। যেমন ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়ম (Law of Increasing Returns) আমাদের কতিপয় অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তৃতীয়তঃ, অর্থবিজ্ঞানীর ভবিষ্যৎবাণী

অর্থবিজ্ঞানের সূত্র সর্বদা নির্ভুল নয়।

সব সময়ই সত্য হয় না। তাহা ছাড়া, অর্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে কোন ব্যাপারে একমত হওয়া খুব কমই দেখা যায়। রাশিয়ান অর্থনীতিবিদ শ্রীমতী বার্বারা উটন (Barbara Wootton) তাঁহার "Lament for Economics" বইয়ে বলিয়াছেন, Whenever six economists are gathered there are seven opinions." ছয়জন অর্থবিজ্ঞানী একত্রিত হইলে সাতটি মতামত ব্যক্ত হয়। ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি, অর্থ-বিজ্ঞানের সূত্র নিখুঁত নহে। কতিপয় শর্ত পূরণ হইলেই অর্থবিজ্ঞানের একটি সূত্র কার্যকরী হইতে পারে। যেমন, কোন ক্রেতা যদি একটি জিনিষ ক্রমাগত কিনিতে আরম্ভ করে, তখন যদি ক্রেতার আয় ও রুচি, এবং অন্যান্য জিনিষের দাম স্থির থাকে, তবে ক্রীত জিনিষগুলি হইতে তাহার প্রান্তিক উপযোগ ক্রমেই কমিতে থাকিবে। এখানে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে যদি "অন্যান্য জিনিষ" ("other things") স্থির থাকে, তবেই এই ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগের নিয়মটি (Law of Diminishing Marginal Utility) কার্যকরী হইবে।

কিন্তু, অর্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলি সর্বদা নির্ভুল নয় বলিয়া অথবা অর্থ-বিজ্ঞানীদের ভবিষ্যৎবাণী সর্বদা সত্য হয় না বলিয়া অর্থবিজ্ঞানকে একটি বিজ্ঞান হিসাবে গণ্য করা ঠিক নহে। সকল বিজ্ঞানেই বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে। এমন কি প্রকৃতি-বিজ্ঞানেও আমরা অনেক ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে মত-পার্থক্য দেখিতে পাই। বৈজ্ঞানিক এবং অর্থ-বিজ্ঞানীর কর্মধারা একই,—প্রদত্ত বিষয়ে যুক্তির প্রয়োগ করিয়া সাধারণ সূত্র বাহির করা। সুতরাং এই দৃষ্টিভংগী হইতে বিচার করিলে অর্থবিজ্ঞানকে একটি বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে।

অর্থবিজ্ঞানের নিয়মের প্রকৃতি (Nature of the Laws of Economics)

প্রত্যেক বিজ্ঞানের কতিপয় নিয়ম থাকে, সেই প্রকার অর্থবিজ্ঞানেরও কতিপয় নিয়ম আছে। শুধু বিজ্ঞান কেন, নীতিশাস্ত্র, রাজনীতিশাস্ত্র, ইত্যাদিরও কতিপয় নিয়ম আছে। নিয়ম কথাটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন বিজ্ঞানের নিয়ম আলোচনা করিলে আমরা সেই বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির কার্যকারণ সম্পর্ক সম্বন্ধে বিবেচনা করি। অর্থবিজ্ঞানেও আমরা এই অর্থেই বিভিন্ন নিয়ম আলোচনা করিয়া থাকি। পদার্থবিদ্যা যেমন বলে,

মাধ্যাকর্ষণের নিয়মবলে যে কোন জিনিষকে উৎক্ষিপ্ত করিলে ইহা মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে নিম্নাভিমুখী হইবে, অথবা রসায়নশাস্ত্রের নিয়ম যেমন বলে যে, দুই ভাগ হাইড্রোজেনের সহিত এক ভাগ অক্সিজেন মিশাইলে জল প্রস্তুত হইবে। সেই প্রকার অর্থবিজ্ঞানের নিয়ম বলে যে, দাম বাড়লে চাহিদা কমে এবং দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে। কিন্তু, এখানে একটি জিনিষ বিশেষভাবে বিবেচ্য। পদার্থবিজ্ঞান অথবা রসায়নশাস্ত্রের নিয়মগুলি যেমন অকাট্য এবং অভ্রান্ত, অর্থবিজ্ঞানের নিয়ম সেই প্রকার অকাট্য এবং অভ্রান্ত নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যে কোন বিশেষ অবস্থায় কোন জিনিষের দাম কমিলে ইহার জন্য ক্রেতার চাহিদা নাও বাড়িতে পারে। অর্থবিজ্ঞানের নিয়মে এই ধরনের ব্যতিক্রম থাকে বলিয়াই অর্থবিজ্ঞানিগণ কোন বিশেষ অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক ভবিষ্যৎবাণী করিতে পারেন না। অধ্যাপক সেলিগম্যান বলেন যে, অর্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলি অনুমানসিদ্ধ। ("Economic laws are essentially hypothetical")। অর্থবিজ্ঞানের যদি "অপরাপর বিষয় অপরিবর্তিত থাকে" ("other things being equal"), তবেই দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে। কিন্তু যদি অপরাপর বিষয় অপরিবর্তিত না থাকে, যদি ইতিমধ্যে ক্রেতার আয় ও রুচির পরিবর্তন ঘটে অথবা সংশ্লিষ্ট জিনিষটির গুণের তারতম্য ঘটে অথবা ইহার বিকল্প জিনিষগুলির (substitutes) দাম কমিয়া যায়, তবে সেই জিনিষের দাম কমিলে চাহিদা নাও বাড়িতে পারে। সেইজন্য সেলিগম্যান বলেন যে, অর্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলি অনুমানের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু, এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে, সকল বৈজ্ঞানিক নিয়মই অনুমানসিদ্ধ, তবে অর্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলি বেশী পরিমাণে অনুমানের উপর নির্ভরশীল। বায়বীয় চাপ যদি খুব প্রবল হয় এবং ইহা যদি ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত জিনিষকে নিম্নাভিমুখী হইতে বাধা দেয়, তবে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম কার্যকরী হইবে না। সেই প্রকার প্রয়োজনীয় চাপ ও উত্তাপ না থাকিলে অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন মিশাইলেও জল পাওয়া যাইবে না। দেখা যাইতেছে, প্রাকৃতিক নিয়মগুলিও অনুমানের উপর নির্ভরশীল। তবে অর্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলি অধিক পরিমাণে অনুমানের উপর নির্ভরশীল।

প্রকৃতি বিজ্ঞানের নিয়মের ন্যায় অর্থবিজ্ঞানের নিয়ম নিখুঁত নয়।

সব নিয়মই অনুমানসিদ্ধ, তবে অর্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলি অধিক পরিমাণে অনুমানের উপর নির্ভরশীল

অধ্যাপক মার্শাল অর্থবিজ্ঞানের নিয়মকে মাধ্যাকর্ষণের সহিত তুলনা না করিয়া জোয়ার ভাঁটার নিয়মের সহিত তুলনা করিয়াছেন। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম বলে যে, অন্য কোন কারণ না থাকিলে দুইটি বস্তু একটি নির্দিষ্ট গতিতে পরস্পরকে আকর্ষণ করিবে। এই নিয়মটি সর্বদাই সত্য।

কিন্তু, অর্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলিকে এই নিয়মের সহিত তুলনা করা যায় না। জোয়ার ভাঁটার নিয়মের সহিত অর্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলির তুলনা করা যাইতে পারে। সাধারণভাবে জোয়ার ভাঁটা সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা যায় বটে, কিন্তু তাহা কতটা বেগে আসিবে অথবা কত ইঞ্চি জল উঠিবে তাহা সঠিক বলা যায় না। সেজন্য জোয়ার ভাঁটা সম্পর্কে আমাদের অনুমানের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতে হয়। অর্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলিও অনুরূপ।

আবার অর্থবিজ্ঞানের কতিপয় নিয়ম আছে সেগুলি অনুমানসিদ্ধ নয়; যেমন, টাকা খরচ করিবার এবং সঞ্চয় করিবার নিয়ম। আয় বাড়িলে ব্যয় বাড়ে এবং আয় ক্রমাগত বাড়িতে থাকিলে শেষ পর্যন্ত ব্যয় অপেক্ষা সঞ্চয় বাড়িতে থাকে। এই নিয়মটি অনুমানসিদ্ধ নয়।

অর্থবিজ্ঞানের সহিত সমাজতত্ত্বের সম্পর্ক (Relation between Economics and Sociology)

অর্থবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু আলোচনা করিয়া আমরা দেখিলাম, ইহা মূলতঃ একটি সমাজবিজ্ঞান। সমাজবদ্ধ মানুষের সীমিত আয়ের সাহায্যে সীমাহীন অভাবমোচনের যে প্রয়াস, অর্থবিজ্ঞান ইহারই অনুশীলন করে। অন্যান্য সমাজতত্ত্বের সহিতও অর্থবিজ্ঞানের সম্পর্ক খুবই নিকট। 'সমাজতত্ত্ব' (Sociology) কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক। সমাজতত্ত্ব সমাজ জীবনের সমস্ত দিক আলোচনা করে। অর্থবিজ্ঞান সমাজতত্ত্বের অন্যতম শাখা। শাখা হইলেও অর্থবিজ্ঞানের লক্ষ্য এবং পরিধি সমাজতত্ত্বের লক্ষ্য ও পরিধি হইতে পৃথক। অর্থবিজ্ঞানে আমরা সমাজ জীবনের শুধু অর্থনৈতিক সমস্যার আলোচনা করি, সব রকম সমস্যার আলোচনা করি না।

অর্থবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক—অর্থবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। উভয় বিজ্ঞানেরই উদ্দেশ্য, মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ করা। কোন দেশের অর্থনৈতিক নীতি (Economic policy) সেই দেশের রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোর উপর নির্ভর করে। ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র, বর্তমান বিশ্বের এই দুইটি আদর্শ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থবিজ্ঞান উভয়কেই কেন্দ্র

করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ না থাকিলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কখনই হইতে পারে না। প্রাচীন অর্থনীতিবিদ্‌গণ মনে করিতেন যে অর্থবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি বিভাগ। কিন্তু বর্তমানে এই দুইটি বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। অর্থবিজ্ঞান মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অনুশীলন করে,—অর্থাৎ, মানুষ কিভাবে সীমিত আয়ের সাহায্যে অপরিমিত অভাব দূর করার চেষ্টা করে তাহার অনুশীলন করে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বস্তু হইতেছে রাষ্ট্রের সৃষ্টি, গঠন, কাঠামো, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, পররাষ্ট্রের সহিত কোন বিশেষ রাষ্ট্রের সম্পর্ক, সরকারের ক্রিয়াকলাপ, নাগরিকদের অধিকার এবং শাসনতন্ত্রে সরকার ও নাগরিকদের সম্পর্ক। অর্থবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান উভয়েই সমাজবিজ্ঞানের শাখা। এই দুইটি বিজ্ঞান পরস্পরের সহিত বিশেষভাবে সংযুক্ত। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ইহার অর্থনৈতিক জীবনকে প্রভাবিত করে।

রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

অর্থবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র (Economics and Ethics)—অনেকে মনে করেন, অর্থাবিজ্ঞানের সহিত নীতিশাস্ত্রের কোন যোগাযোগ নাই। তাঁহাদের মতে, যে-কোন অর্থনৈতিক নীতি সার্থক হয় যখন ইহা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে অনুকূল হয় এবং সেইজন্য ইহা নীতিশাস্ত্রের সহিত জড়িত নাও থাকিতে পারে, কিন্তু এই যুক্তি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। যে সকল নীতি মানুষের নৈতিক কল্যাণ সাধন করিতে পারে, নীতিশাস্ত্রে সেইগুলির অনুশীলন করা হয়। অর্থবিজ্ঞানেরও উদ্দেশ্য মানবসমাজের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করা। যদিও অর্থবিজ্ঞানে আমরা শুধু মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপগুলিরই অনুশীলন করি তবুও মানুষের সমুদয় অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার নৈতিক বা আদর্শগত মান উন্নত করিতে আজকাল সব রাষ্ট্রই চেষ্টা করে। একজন লোকের পক্ষে অপর লোককে কোন সময়েই বঞ্চনা করা উচিত নয়,—ইহা নীতিশাস্ত্রের একটি নীতি। অনুরূপভাবে আমরা দেখিতে পাই, সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার একটি নীতি হইতেছে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা এবং দেশের লোকের সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হইবার জন্য একটি কল্যাণ-রাষ্ট্র (welfare state) প্রতিষ্ঠা করা। এই ক্ষেত্রে অর্থবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অধ্যাপক মার্শাল অর্থশাস্ত্রকে নীতিশাস্ত্রের পরিচারিকা ("Handmaid of Ethics") বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অর্থবিজ্ঞানে

অর্থবিজ্ঞান নীতিশাস্ত্রের সংস্রব-বর্জিত নয়

আমরা কোন নীতির সামাজিক প্রভাব উপেক্ষা করিতে পারি না এবং সেক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হয় যেন সমাজের উপর ইহার কোন বিশেষ খারাপ প্রভাব না হয়।

Exercises

1. "Economics is a study of man's actions in the ordinary business of life." (Marshall)

—Discuss the statement

(১—২, ৩৪ পৃষ্ঠা)

2. "Economics is the study of human behaviour as the relationship between ends and scarce means which have alternative uses." (Robbins)

—Examine the statement.

(৪—৬ পৃষ্ঠা)

3. What are the types of problems to which economists attempt to find answers ? (১—৬ পৃষ্ঠা)

4 How far do the economic activities promote economic welfare ? (১—৬ পৃষ্ঠা)

5. Discuss the claim of Economics to be regarded as a science. "Economics cannot be a science because economists disagree."—Comment on the statement. (১৬—১৭ পৃষ্ঠা)

6. "The laws of Economics are to be compared with the laws of tides rather than with simple and exact Law of Gravitation." (Marshall)—Explain the nature of the laws of Economics in the light of above observation.

(১৭—১৯ পৃষ্ঠা)

7. Discuss the subject-matter of economics. (৭—১৩ পৃষ্ঠা)

8. Write a note or the nature of flow of goods and services in an economic structure. (৭—১৩)

9. "Economic laws are essentially hypothetical."

—Discuss the statement

(১৭—১৯ পৃষ্ঠা)

10. Discuss the relation of Economics with (a) Sociology, (b) Politics, and (c) Ethics. (১৯—২১ পৃষ্ঠা)

২

অর্থবিজ্ঞানের কতিপয় মৌলিক ধারণা

(Some Fundamental concepts of Economics)

সম্পদের সংজ্ঞা (Definition of wealth)

সাধারণ অর্থে সম্পদ বলিতে টাকাকড়ি বুঝায়। কিন্তু অর্থবিজ্ঞানে ইহার একটি বিশেষ অর্থ আছে। সম্পদ হইতেছে অর্থনৈতিক দ্রব্য (economic goods)। অর্থনৈতিক দ্রব্য বলিতে আমরা বুঝি এমন একটি জিনিষ যাহার যোগান খুব বেশী নয়, অথচ তাহার সাহায্যে আমরা আমাদের অভাব মিটাইতে পারি। এই দ্রব্যগুলি পাইবার জন্য মানুষ দাম দিতে প্রস্তুত থাকে।

সম্পদের চারিটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ, ইহার উপযোগ (Utility)বা অভাব পূরণ করিবার ক্ষমতা থাকা চাই। দ্বিতীয়তঃ, ইহার যোগান সীমিত বা অপ্রচুর (Scarce) থাকা চাই। তৃতীয়তঃ, ইহা হস্তান্তরযোগ্য (transferable) হওয়া চাই। চতুর্থতঃ, ইহা একটি বাহিরের বস্তু (external goods) হওয়া চাই। সম্পদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে ইহা মানুষের অভাব মিটাইতে পারে। যে জিনিষের জন্য মানুষের কোন চাহিদা নাই, তাহাকে আমরা সম্পদ বলিতে পারি না। তাহাছাড়া জিনিষটির সরবরাহ অপ্রচুর হওয়া চাই। নদী হইতে আমরা যে জল পাই, তাহার সরবরাহ প্রচুর; সুতরাং নদীর জলকে আমরা সম্পদ বলিব না। কিন্তু কর্পোরেশনের জলের কল হইতে আমরা যে জল পাই, তাহার সরবরাহ অপ্রচুর; সুতরাং ইহাকে আমরা সম্পদ বলিতে পারি। বাহ্য, হস্তান্তর যোগ্য এবং সীমাবদ্ধ দ্রব্যাদির যদি অভাব মিটাইবার ক্ষমতা থাকে তবেই সেগুলিকে আমরা সম্পদ বলিতে পারি; সম্পদ অনেক সময় অবাস্তব পদার্থও হইতে পারে; কিন্তু সেইক্ষেত্রে সেইগুলিকে বাহ্য ও হস্তান্তরযোগ্য হইতে হয়। যেমন ব্যবসায়ের সুনাম, বই ছাপাইবার স্বত্ব প্রভৃতি অবাস্তব পদার্থগুলি বাহ্য এবং হস্তান্তরযোগ্য বলিয়া সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হয়। কিন্তু নদীর জল অথবা খোলা মাঠের মুক্ত বাতাস সম্পদ নয়। রবীন্দ্রনাথের

প্রতিভাকে আমরা সম্পদ বলিতে পারি না। কারণ ইহা বাহিরের বস্তু নয়।

ব্যক্তিগত সম্পদ ছাড়াও আমরা যৌথ সম্পদ (Collective wealth) এবং জাতীয় সম্পদ (National wealth) ইত্যাদি দেখিতে পাই। কোনও শহরের রাস্তাঘাট, পার্ক ইত্যাদির মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য এই সকল দ্রব্যাদিকে আমরা যৌথ ধন বলি। সব রকম ব্যক্তিগত এবং যৌথ সম্পদের সমষ্টিকে আমরা জাতীয় ধন বলি। সরকারী ঋণপত্র, বৈদেশিক অর্থ সাহায্য ইত্যাদি জাতীয় ধনের অন্তর্গত। 'সম্পদ' এবং 'কল্যাণ' একই অর্থে ব্যবহার করা যায় না। দেশে অধিক পরিমাণে মদ তৈয়ারী হইলে সম্পদ বাড়ে,—কিন্তু, ইহাতে দেশের কল্যাণ হয় না। সম্পদ হইতেছে অভাব পূরণের জন্য প্রস্তুত একটি সামগ্রী যাহা অপ্রচুর, হস্তান্তরযোগ্য, বাহ্য এবং উপযোগী। কিন্তু, কল্যাণ হইতেছে একটি মানসিক অবস্থা ; ব্যক্তিভেদে, দেশভেদে, কালভেদে এবং সমাজভেদে 'কল্যাণ' সম্বন্ধে মানুষের ধারণার তারতম্য ঘটিয়া থাকে। সুতরাং সম্পদ বাড়িলেই যে কল্যাণ বাড়িবে সেই বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নাই। তবে সম্পদ বাড়লে বস্তুগত কল্যাণ (Material welfare) অনেক ক্ষেত্রেই বাড়ে।

দ্রব্য (Goods) : যে সব সামগ্রীর সাহায্যে মানুষ তাহার অভাব মিটাইতে পারে এবং মানুষের নিকট যেগুলির উপযোগ আছে, সেইগুলিই অর্থশাস্ত্রে দ্রব্য (Goods) বলিয়া অভিহিত হয়। উপযোগ (Utility) বলিতে আমরা বুঝি যে কোন জিনিষের অভাব মিটাইবার ক্ষমতা। বিভিন্ন দ্রব্য বাস্তব অথবা অবাস্তব পদার্থ হইতে পারে। যেমন, শ্রমিকের সেবা (Service of labour) একটি বাস্তব পদার্থ (Material goods) না হইলেও অর্থশাস্ত্রে দ্রব্য বলিয়া অভিহিত হয়। কতিপয় দ্রব্য আছে যেগুলির যোগান অফুরন্ত, যেগুলি আমরা প্রকৃতির নিকট হইতে পাইয়া থাকি ; সেইগুলিকে আমরা মূল্যহীন দ্রব্য (Free goods) বলিয়া থাকি। মূল্যহীন দ্রব্যগুলির সরবরাহ এত বেশী যে, ব্যবহার করার পরেও সেইগুলির অতিরিক্ত যোগান থাকে। কিন্তু আবার কতিপয় দ্রব্য আছে যেগুলির যোগান খুব বেশী নয়, অথচ সেইগুলির সাহায্যে আমরা আমাদের অভাব মিটাইতে পারি। এই সামগ্রীগুলির যোগান সীমিত বলিয়া এইগুলিকে অর্থনৈতিক দ্রব্য (Economic goods) বলা হয়। এই দ্রব্যগুলি পাইবার জন্য লোকে দাম

অর্থনৈতিক দ্রব্য

দিতে প্রস্তুত থাকে। খাবার, কাপড় ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ভোগ-সামগ্রীগুলি সবই মূল্যবান দ্রব্য। আবার নদীর জল একটি মূল্যহীন দ্রব্য। অথচ শহরে আমরা কল হইতে যে জল পাই তাহা মূল্যবান দ্রব্য; কারণ, এই জলের যোগান সীমাবদ্ধ এবং এই জলের জন্য আমাদের কিছু দাম দিতে হয়। যখন কোন দ্রব্য শুধু ভোগের জন্য ব্যবহার করা হয়, তখন ইহাকে ভোগ্য দ্রব্য বা ভোগ-সামগ্রী (Consumption goods) বলা হয়. আবার যখন কোন দ্রব্যকে অন্য কোন দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়, তখন ইহাকে মূল্যবান দ্রব্য বা মূলধন-সামগ্রী (Capital goods) বলা হয়।

ভোগ (Consumption): অভাব মিটাইবার জন্য যখন মানুষ কোন দ্রব্য ব্যবহার করে অথবা ইহা ক্রয় করে, তখন এই কাজকে আমরা ভোগ বলি। অভাব দূর করিবার উপায় হইতেছে ভোগ। ক্রেতাগণ স্থির করে অভাব পূরণের জন্য তাহাদের কোন্ জিনিষ কত পরিমাণে ক্রয় করা উচিত।

মানুষ তিন প্রকার দ্রব্য ভোগ করে। যথা, একান্ত আবশ্যক দ্রব্যাদি (necessaries), স্বাচ্ছন্দ্য দ্রব্যাদি (comforts) এবং বিলাস দ্রব্যাদি (luxuries)। একান্ত-আবশ্যক দ্রব্যাদির মধ্যে কতিপয় দ্রব্য জীবন ধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। আবার কতিপয় দ্রব্য কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির সহায়ক। কতিপয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য আছে যেগুলি অভ্যাসবশতঃ মানুষের একান্ত আবশ্যক দ্রব্যাদি হিসাবে বিবেচিত হয়; যেমন—তামাক, চা, পান ইত্যাদির অভ্যাস; আবার কতিপয় সামগ্রী আছে যেগুলি কোন কোন ক্রেতার নিকট বিলাস সামগ্রী, আবার কাহারও নিকট প্রয়োজনীয় অথবা স্বাচ্ছন্দ্য দ্রব্য, যেমন—বৈদ্যুতিক পাখা। বিলাস সামগ্রী মাত্রই যে নিন্দনীয়, তাহা নহে। অর্থশাস্ত্রের দিক হইতে চিন্তা করিলে বিভিন্ন বিলাস সামগ্রীর উৎপাদন পরোক্ষভাবে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করে।

অভাব (Wants): কোন কিছু পাইবার জন্য যখন আমাদের চাহিদা অথবা আকাঙ্ক্ষা থাকে, তখন ইহাকে অভাব বলা যায়। অভাবের প্রধানতঃ চারিটি বৈশিষ্ট্য আছে।

প্রথমতঃ, মানুষের অভাবের কোন সীমা নাই। একটি বিশেষ অভাব পূরণ হইলেই আমাদের আর একটি নূতন অভাবের সৃষ্টি হয়। কোন মানুষই বলিতে পারে না যে তাহার সব অভাবই দূর হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, যদিও মানুষের অভাব সীমাহীন, তবুও একটি বিশেষ অভাবের

সীমা আছে। একটি জিনিষ মানুষ যতই পাইতে থাকে, জিনিষটির অভাব ততই কমিতে থাকে। যেমন, কোন পানীয় জিনিষ গ্রহণ করিবার পরিতৃপ্তি।

তৃতীয়তঃ, অনেক সময় মানুষের বিভিন্ন অভাবগুলি পরস্পরের প্রতিযোগী হয়। আমি চা পান করিব অথবা কফি পান করিব,—এই বিষয়ে প্রশ্ন উঠিলে আমরা দেখিতে পাই যে মানুষের সব অভাবই পরস্পর প্রতিযোগী। তাহা ছাড়া, অনেক সময় দেখা যায়, অনেকগুলি অভাবের মধ্যে কোন্‌টি আগে পূরণ করিতে হইবে তাহা লইয়া সমস্যার সৃষ্টি হয়। তখন মানুষকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অভাবটি আগে দূর করিতে হয়।

চতুর্থতঃ, অনেক সময় মানুষের বিভিন্ন অভাবগুলি পরস্পরের পরিপূরক (complementary) হয়। যেমন,—কলম থাকিলে কালির প্রয়োজন; অথবা মোটর গাড়ী থাকিলে পেট্রোলের প্রয়োজন। একটি অভাব পূরণ করিতে হইলে অপর একটি অভাবও পূরণ করিতে হয়।

উপযোগ (Utility)—উপযোগ বলিতে আমরা বুঝি, কোন জিনিষের অভাব মিটাইবার ক্ষমতা। কোন জিনিষ কিনিবার পর নিছক ভোগের পরিতৃপ্তিকে উপযোগ বলে না। কোন জিনিষ অভাব পূরণ করে বলিয়া যদি ইহার জন্য আমাদের চাহিদা থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, জিনিষটির উপযোগ আছে। উপযোগকে কখনই সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় না। কারণ, ইহা একটি মানসিক ব্যাপার। তবে কোন্‌ জিনিষের উপযোগ বেশী তাহা ঐ জিনিষের জন্য আমরা কত বেশী টাকা খরচ করিতে পারি তাহার দ্বারা বুঝিতে পারি।

মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ (Total Utility and Marginal Utility)—যখন ক্রেতা কোন জিনিষের কতিপয় ইউনিট বা মাত্রা ক্রয় করে, তখন সবগুলি ইউনিট হইতে সে যত উপযোগ পায়, সেই-গুলির যোগফলকেই মোট উপযোগ বলা হয়। কিন্তু, কতিপয় ইউনিট কিনিয়া ফেলিবার পর ক্রেতা যদি আরও একটি অতিরিক্ত ইউনিট ক্রয় করে, তবে সেই অতিরিক্ত ইউনিট হইতে যে অতিরিক্ত উপযোগ পাওয়া যায় তাহাকে প্রান্তিক উপযোগ বলে। ধরা যাক, একজন লোক ১০টি কমলালেবু কিনিয়াছে। ইহার পর সে যদি আরও একটি কমলালেবু ক্রয় করে, তবে একাদশ কমলালেবু হইতে সে যত অতিরিক্ত উপযোগ লাভ করিবে, তাহাই প্রান্তিক উপযোগ।

উৎপাদনমূলক শ্রম ও অনুৎপাদনমূলক শ্রম (Productive Labour and Unproductive Labour) :

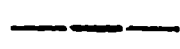
অষ্টাদশ শতাব্দীর 'ফিজিয়োক্র্যাট' (Physiocrat) অর্থনীতিবিদগণের মতে শ্রমশক্তি উৎপাদনমূলক এবং অনুৎপাদনমূলক এই দুই প্রকার ছিল। অর্থশাস্ত্রের জনক এড্যাম স্মিথের মতে শ্রমশক্তিকে উৎপাদনের ভিত্তিতে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যে শ্রমের সাহায্যে কোন বাস্তব পদার্থ (material goods) উৎপাদন করা সম্ভবপর, তাহাই উৎপাদনমূলক শ্রম (productive labour) এবং যে শ্রমের সাহায্যে কতিপয় অবাস্তব পদার্থ অথবা সেবা (immaterial goods or service) উৎপাদন করা সম্ভবপর, তাহাই অনুৎপাদনমূলক শ্রম (unproductive labour)। এড্যাম স্মিথের মতে চিকিৎসক, আইনব্যবসায়ী শিক্ষক, সংগীতজ্ঞ এবং গৃহকর্মে নিযুক্ত ভৃত্য, —তাহাদের সব পরিশ্রমই অনুৎপাদনমূলক। কারণ, তাহাদের কাজের সাহায্যে কোন বাস্তব পদার্থের উৎপাদন হয় না। এই ধরনের শ্রেণী বিভাগ বিজ্ঞানসম্মত নহে। যে শ্রমিক গৃহস্থালীর জিনিষপত্র প্রস্তুত করে, তাহার শ্রমকে উৎপাদনমূলক বলা হইবে। গৃহস্থালীর জিনিষপত্র রন্ধন কাজের জন্য একান্ত আবশ্যক, অথচ যে শ্রমিক রন্ধন কাজ করে তাহার শ্রমকে এড্যাম স্মিথ অনুৎপাদনমূলক শ্রম হিসাবে গণ্য করিতেন। তবে গৃহস্থালীর জিনিষপত্রগুলি প্রস্তুত করিবার সার্থকতা কোথায়? সুতরাং এড্যাম স্মিথের যুক্তিকে আমরা বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

আধুনিক অর্থশাস্ত্রবিদগণ শ্রমশক্তির এই বিভাগ সমর্থন করেন না। তাঁহাদের মতে শ্রমিকের চেষ্টায় যদি কোন বস্তুর উপযোগিতা বাড়ে, তবেই সেই শ্রম উৎপাদনমূলক। যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রমিক এমন জিনিষ উৎপাদন করে যাহা বাস্তব অথবা অবাস্তব যাহাই হউক না কেন, মানুষের অভাব মিটায় ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার শ্রমকে আমরা উৎপাদনমূলক শ্রম (productive labour) বলিতে পারি। সব রকম পরিশ্রমেরই উদ্দেশ্য হইতেছে কোন অভাব পূরণ করা, সুতরাং সব রকম শ্রমই উৎপাদনমূলক। প্রকৃত প্রশ্ন ইহা নহে যে কোন্ শ্রম উৎপাদনমূলক এবং কোন্ শ্রম অনুৎপাদনমূলক। প্রকৃত প্রশ্ন হইতেছে, কোন্ শ্রম বেশী উৎপাদনমূলক এবং কোন্ শ্রম কম উৎপাদনমূলক।

আধুনিক লেখকদের মতে, উপযোগ সৃষ্টি করিতে পারে যে শ্রম, সেই শ্রম উৎপাদনশীল। আমরা যাহা সৃষ্টি করিব, তাহা যদি কাহারও কাজে লাগে,

তবেই সেই শ্রম উৎপাদনশীল। "Our efforts are productive if they are of service to some one. If they are not, then we may fairly call them unproductive—" Cairncross.)

ব্যবহার-মূল্য ও বিনিময়মূল্য (Value-in-use and Value-in-exchange)—কোন জিনিষ ব্যবহার করিয়া আমরা যে উপযোগ পাই, তাহাকে ব্যবহার-মূল্য বলে। কিন্তু এই উপযোগ লাভের জন্য জিনিষটির বিনিময়ে আমাদের যে মূল্য প্রদান করিতে হয়, তাহাকে বিনিময়মূল্য বলা হয়। চাহিদার তুলনায় কোন জিনিষের যোগান সীমাবদ্ধ থাকিলে ইহার বিনিময় মূল্য বেশী হয়। সুতরাং বিনিময়-মূল্যের জন্য জিনিষটির উপযোগই যথেষ্ট নহে, ইহার যোগান অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ হওয়া চাই। সুতরাং কোন জিনিষের বিনিময় মূল্যই প্রকৃতপক্ষে ইহার দাম (price)। ইহা খুবই আশ্চর্যজনক যে মানুষ যেখানে জল এবং বায়ু ছাড়া বাঁচিতে পারে না, সেখানে নদীর জলের এবং খোলা বায়ুর কোন দাম নাই; অথচ যেখানে সোনার অলংকার না হইলেও মানুষের পক্ষে বাঁচিয়া থাকা সম্ভবপর সেখানে সোনার দাম খুবই বেশী। ব্যবহার মূল্য এবং বিনিময়-মূল্যের এই পার্থক্যকে এড্যাম স্মিথ অসম্ভব অথচ বাস্তবসত্য (paradox) বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন জিনিষের প্রান্তিক উপযোগ নিরূপণ করিলেই এই ঘটনাটির সঠিক বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর। যে জিনিষের ব্যবহার খুব বেশী, অথচ যোগান অল্প, স্বভাবতঃই সেই জিনিষের জন্য ক্রেতার প্রান্তিক উপযোগ বেশী থাকে। সুতরাং সেই জিনিষের বিনিময়-মূল্য বেশী। আবার যে জিনিষ যখন খুশী তখনই যে কোন পরিমাণে পাওয়া যায়, স্বভাবতঃই সেই জিনিষের জন্য ক্রেতার প্রান্তিক উপযোগ কম থাকে। সুতরাং সেই জিনিষের ব্যবহার বেশী হইলেও বিনিময়-মূল্য অল্প।



৩

অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, অর্থনৈতিক নীতি এবং সামাজিক কাঠামো

(Economic Analysis, Economic Policy and the Social Framework)

বর্ণনা (Description) নয়, বিশ্লেষণ, (Analysis) হইতেছে অর্থ-বিজ্ঞানের মূল জিনিষ। এই অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সমগ্র সমাজের দৃষ্টিভংগী হইতে করা হয়, সমাজের কোনও একটি নির্দিষ্ট অংশ অথবা ব্যক্তিবিশেষের দৃষ্টিভংগী হইতে হয় না। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে কতিপয় বিকল্প জিনিষের মধ্য হইতে একটিকে বাছিয়া লইয়া বিশ্লেষণ করা। বিকল্প জিনিষের অবলম্বন হইতে কোন জিনিষের বিশ্লেষণ করা হইতে 'বিকল্প-খরচ' অথবা 'opportunity cost' তত্ত্বটির সৃষ্টি হইয়াছে। ইউক্লিডের (Euclid) সূত্রে যেরূপ যুক্তি অনুযায়ী বিচার হয়, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণেও সেইরূপ যুক্তিসিদ্ধ বিচার হয়। বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে অর্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ হওয়ার কারণ হইতেছে যে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের মূল ধারণাগুলি (basic assumptions) সকলের কাছে এক প্রকার নয়, এবং কোন জিনিষের মূল্য-বিচার (Value judgment) সকলের পক্ষে এক প্রকার নয়। আবার এমন অনেক বিশ্লেষণ আছে সেখানে অর্থবিজ্ঞানিগণ সকলেই একমত হন।

অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের নির্বাচন (Economic decisions as Choices)

অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলিকে আমরা দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারি; যথা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত (Private decision) এবং ব্যবসায়গত সিদ্ধান্ত (Business decisions), ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত চার প্রকার; যথা, (১) একজন ব্যক্তিকে প্রথমেই স্থির করিতে হইবে যে উপার্জনের জন্য সে কতক্ষণ কাজ করিবে এবং কতক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করিবে; (২) তাহাকে স্থির করিতে হইবে যে উপার্জিত

আয়ের কতটা অংশ সে বর্তমানে খরচ করিবে এবং কতটা অংশ ভবিষ্যৎ সংস্থানের জন্য সঞ্চয় করিবে; (৩) তাহাকে স্থির করিতে হইবে যে, তাহার মোট সম্পদ কিভাবে রাখিবে অথবা বণ্টন করিবে এবং (৪) তাহাকে স্থির করিতে হইবে যে বিভিন্ন ভোগ-সামগ্রীর উপর কিভাবে সে তাহার মোট খরচের পরিমাণ বণ্টন করিবে। উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলি পরস্পরের সংগে সম্পর্কযুক্ত। একটি লোকের কাজের সময়ের উপর তাহার আয় নির্ভর করে, আয়ের উপর খরচের পরিমাণ এবং কিভাবে বিভিন্ন সম্পদ বণ্টন করিতে হইবে তাহা নির্ভর করে। খরচের পরিমাণের উপর নির্ভর করে কোন জিনিষ কতটা কিনিতে হইবে। কোনও জিনিষ সম্পর্কে, যখন কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তখনই সেই জিনিষটির নানাদিক বিবেচিত হয় এবং ইহার বর্জনীয় দিকটি বর্জন করিয়া ও গ্রহণীয় দিকটি গ্রহণ করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ব্যবসায় সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলির বিভিন্ন ফার্ম (Firms) অথবা উদ্যোক্তাগণের (Entrepreneurs) দ্বারা গৃহীত হয়। এই ধরনের সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে উৎপাদন-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। কোন্ জিনিষ, কি পরিমাণে এবং কিভাবে উৎপাদন করিতে হইবে সে বিষয়ে প্রত্যেক উদ্যোক্তা অথবা ফার্মকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে কোন্‌টিকে কি পরিমাণে ব্যবহার করিতে হইবে সেই সম্বন্ধেও উৎপাদককে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। ব্যবসায় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার সময়ে ফার্মের মূল উদ্দেশ্য থাকে সর্বাধিক লাভ অর্জন করা। এই উদ্দেশ্যে উৎপাদককে ভারসাম্য (equilibrium) অর্জন করিতে হয়; আধুনিক মূল্যতত্ত্ব অনুযায়ী এই ভারসাম্য অর্জিত হয় তখনই যখন প্রান্তিক রেভিনিউ (Marginal Revenue)ও প্রান্তিক খরচ (Marginal Cost) সমান হয়। ঠিক যে পরিমাণ জিনিষ উৎপাদন করিলে উৎপাদকের প্রান্তিক রেভিনিউ এবং প্রান্তিক খরচ সমান হয়, সেই পরিমাণ জিনিষই উৎপাদন করিবে। কিন্তু বর্তমানে কোন কোন অর্থবিজ্ঞানী মনে করেন যে প্রান্তিক রেভিনিউ-র ধারণা-গুরুত্ব উৎপাদকের কাছে তত বেশী নয়। কারণ, উৎপাদকগণ চেষ্টা করে যাহাতে মোট খরচ নির্বাহ করিবার পরে মোট রেভিনিউ যেন সর্বাধিক হয়। এই তত্ত্বটিকে Full Cost theory বলা হয়। কিন্তু ভারসাম্যের ব্যাখ্যা করিতে হইলে প্রান্তিক রেভিনিউ এবং প্রান্তিক ব্যয়ের ভারসাম্যকে অবলম্বন করিলে অর্থবিজ্ঞানের বিশ্লেষণগুলি সহজ হয়।

ভারসাম্য (Equilibrium)

ভারসাম্যে আদৌ পৌঁছানো সম্ভবপর কিনা সেইবিষয়েওবিতর্কের অবকাশ আছে। গতিশীল (dynamic) সমাজে ভারসাম্য আসিতে পারে না। যে সকল তথ্যের ভিত্তিতে আমরা আমাদের বিশ্লেষণ চালাইয়া থাকি, সেগুলি যদি কিছুকাল স্থিতিশীল (static) থাকে, তবে বিষয়টি ভারসাম্যের অবস্থায় পৌঁছিয়া থাকে। ভারসাম্য সাধারণতঃ অল্পস্থায়ী (temporary) হয়। কারণ প্রতিনিয়ত অর্থনৈতিক শক্তিগুলির ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে ভারসাম্য কখনই স্থির থাকিতে পারে না। যদিও গতিশীল জগতে ভারসাম্যের তত্ত্ব গ্রহণযোগ্য নয়, তবুও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের দৃষ্টিভংগী হইতে বিবেচনা করিলে ইহার উপযোগিতা আছে। অধ্যাপক রবিন্সের মতে ভারসাম্য সর্বদাই ভালমন্দ নিরপেক্ষ থাকে।

সামগ্রিক ও আংশিক ভারসাম্য (General and Partial Equilibrium)—বাজারের একটি জিনিষের দাম আর একটি জিনিষের দামের উপর নির্ভর করে এবং একটি জিনিষের চাহিদা ও যোগান অপর জিনিষের চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে। বাজারের পরস্পর নির্ভরশীল দাম, এবং যোগান ও চাহিদার যে পরিবর্তন হয় তাহা একই সংগে বিশ্লেষণ করা এবং প্রতিটি জিনিষের এমন দাম নিরূপণ করা যাহাতে সকল শিল্পেই ভারসাম্য বজায় থাকে,—অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের এই পদ্ধতিটি হইতেছে সামগ্রিক ভারসাম্য বিশ্লেষণের (Theory of general equilibrium পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অবলম্বন করিলে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের কাজ খুব জটিল হইয়া পড়ে বলিয়া অধ্যাপক মার্শাল প্রতিটি শিল্প অথবা জিনিষের বাজারের ভারসাম্যের শর্ত—(condition of equilibrium) আলাদা ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই ধরনের বিশ্লেষণে কোন জিনিষের চাহিদা, যোগান অথবা দাম বিশ্লেষণ করিবার সময় অন্য জিনিষের চাহিদা, যোগান অথবা দাম, এক কথায় অন্য সব কিছু ("other things") স্থির ধরিয়া লইতে হয়। এইজন্য অধ্যাপক মার্শাল কোন অর্থনৈতিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিবার সময় "Other things remain constant" এই ধারণার উপর নির্ভর করিতেন।

একক বিচারের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সমষ্টি বিচারের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ (Micro-economic analysis and Macro-economic analysis): যখন অর্থনৈতিক

বিশ্লেষণে বিভিন্ন ইউনিটগুলিকে (ফার্ম, ক্রেতা প্রভৃতি) পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আলাদাভাবে উহাদের সম্বন্ধে এবং উহাদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সম্পর্কে অনুশীলন করা হয়, তখন সেই অর্থনৈতিক বিশ্লেষণকে আমরা একক বিচারের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ বা Micro-economic analysis বলিতে পারি। আবার এই ইউনিটগুলিকে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ না করিয়া অর্থাৎ আলাদাভাবে কোন জিনিষের দাম অথবা কোন ফার্মের উৎপাদন লইয়া বিশ্লেষণ না করিয়া আমরা যদি সামগ্রিক আয় (aggregate income), সামগ্রিক উৎপাদন অথবা সামগ্রিক দাম লইয়া আলোচনা করি, তবে সেই বিশ্লেষণকে সমষ্টি বিচারের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ বা Macro-economic analysis বলা হয়।[1]

অর্থনৈতিক নীতি নিরূপণের (determination of economic policy) দিক হইতে বিচার করিলে সমষ্টি বিচারের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের বিশেষ উপযোগিতা আছে। জাতীয় আয় বা উৎপাদন সম্বন্ধে ধারণা না থাকিলে সামগ্রিকভাবে কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অনুসরণ করা, কর স্থাপন করা এবং উৎপাদন কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। অবশ্য এই ধরনের সমষ্টিবিচারের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করার কতিপয় বাস্তব অসুবিধাও আছে। সামগ্রিক উৎপাদনের হিসাব করিবার সময় বিভিন্ন ইউনিটগুলির উৎপাদনসমূহ যোগ করার সময়ে অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

অর্থনৈতিক নীতির উদ্দেশ্য (Aims of Economic Policy)

অর্থনৈতিক নীতির উদ্দেশ্যকে যদি ব্যাপকভাবে চিন্তা করা হয় তবে অভাব হইতে মুক্তিলাভ করাকে ইহার উদ্দেশ্য বলা যায়। অভাব হইতে মুক্তিলাভ করার প্রধান উপায় হইতেছে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। কোন ব্যক্তির পক্ষে যে সমস্যাটি আমরা দেখিতে পাই, সমাজের পক্ষেও তাহা কিছু পরিমাণে খাটে। সেইজন্য আধুনিক সরকারগুলির অর্থনৈতিক নীতির প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে পূর্ণ কর্মসংস্থান (Full employment) অর্জন করা এবং কর্মসংস্থানের স্থিতি (Stable pattern of employment) বজায় রাখা।

1. Macroeconomics concern itself with such variables as the aggregate volume of the output of an economy, with the extent to which its resources are employed, with the size of the national income with the "general price level." Microeconomics on the other hand, deals with the division of total output among industries, products, and firms, and the allocation of resources among competing uses. It considers problems of income distribution. Its interest is in relative prices of particular goods and services."

(*Ackley-Macroeconomic Theory p. 4*)

ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে আমরা ব্যবসায়-বাণিজ্যের উত্থান-পতন দেখিতে পাই। যদি দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান অর্জিত হয়, তবে আর ব্যবসায়-বাণিজ্যের উত্থানপতন হয় না। কিন্তু, আধুনিক কালে একেবারে পূর্ণ কর্মসংস্থান অর্জন করা সম্ভবপর নয়। কিছু না কিছু কর্মসংস্থানের অভাব সবদেশেই থাকিবে। তবে সরকারের অর্থনৈতিক নীতিকে এমনভাবে ঢালিয়া সাজাইতে হইবে যাহাতে নূতন কর্ম সংস্থানের সৃষ্টি হয় এবং ইহার স্থায়িত্ব (stability) বজায় থাকে এমন পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

কর্মসংস্থানের স্থিতি বজায় রাখা ছাড়া অর্থনৈতিক নীতির আরও একটি উদ্দেশ্য হইতেছে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা। তাহা ছাড়া শ্রমিকদের কাজের অবস্থা (working condition) উন্নত করা, জনসাধারণের আয় ও ধনের বৈষম্য কমাইয়া দেশের অর্থনৈতিক শক্তির ন্যায়-সংগত বণ্টন করা, সামাজিক নিরাপত্তার (social security) নিশ্চয়তা প্রদান করা, জিনিষপত্রের দাম ও মুদ্রামূল্যের স্থিতিসাধন করা প্রভৃতি হইতেছে সরকারের অর্থনৈতিক নীতির অন্যান্য উদ্দেশ্য।

উপরের অর্থনৈতিক নীতির যে উদ্দেশ্যগুলি আলোচিত হইল, সেইগুলি উন্নত, ধনতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষে প্রযোজ্য। অনগ্রসর দেশগুলির অর্থনৈতিক নীতির প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করা এবং সেই উন্নতিকে বজায় রাখা। এই উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক নীতির প্রধান অংগ হইতেছে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক নীতি কখনই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সহিত জড়িত থাকে না। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হইতেছে অর্থনৈতিক সাম্য অর্জন করা, এবং তাহা অর্জন করিবার জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশের অর্থনৈতিক নীতিকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সহিত জড়িত থাকিতে হয়।

সামাজিক কাঠামো (The Social Farme-Work)

অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ নির্ভর করে সামাজিক কাঠামোর উপর। অর্থনৈতিক নীতির দিক হইতে চিন্তা করিলে আমরা তিন ধরনের সামাজিক কাঠামো দেখিতে পাই। অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো, প্রমুখ ক্ল্যাসিক্যাল অর্থ-বিজ্ঞানিগণ মনে করিতেন যে জনগণের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে কোনপ্রকার রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ থাকা উচিত নয়। এই ধরনের নীতিকে বলা হইত Laissez faire Principle. আধুনিক কালের ধনতন্ত্র এখনও

অনেকাংশে এই নীতির উপর ভিত্তিশীল। ধনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে উৎপাদনের উপকরণগুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা, সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা, ব্যবসায়-বাণিজ্যে উদ্যোগের স্বাধীনতা (freedom of enterprise), ক্রেতাদের স্বাধীনভাবে ক্রয়ের জিনিষ নির্বাচন করিবার অধিকার (freedom of choice) এবং চাহিদা ও যোগানের স্বাধীনভাবে ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ফলে দাম নিরূপণ।

ধনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

ধনতন্ত্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলি থাকিবার দরুণ আয় ও ধনের বণ্টনব্যবস্থায় বৈষম্য দেখা যায়। ইহা হইতে সৃষ্টি হয় শ্রেণী সংগ্রামের। যাহাদের সম্পদ বেশী তাহারা শ্রমিকদের শোষণ করে,—ইহা হইতেছে, ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রীদের অভিযোগ। উৎপাদকগণ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ পরিমাণ মুনাফা অর্জন করিবার চেষ্টা করে। ধনতন্ত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগের পিছনে অনুপ্রেরণা হইতেছে সর্বোচ্চ পরিমাণ মুনাফা অর্জন করিবার প্রচেষ্টা।

অপর পক্ষে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোয় আমরা দেখিতে পাই। উৎপাদনের উপকরণগুলির উপর সামাজিক মালিকানা (social ownership), আয়ের সাম্য, শোষণের বিলুপ্তি এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থ-নৈতিক উন্নয়ন অর্জন করা এবং তাহা বজায় রাখা। কিন্তু এই ধরণের সামাজিক কাঠামোয় অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (economic liberty) এবং ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যোগ (private enterprise) থাকে না। প্রকৃত সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত মুনাফার প্রশ্ন ওঠে না। কারণ উৎপাদনের সমুদয় উপকরণের উপর সামাজিক মালিকানা থাকে। সমাজের সর্বাধিক কল্যাণ করাই সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ; এই উদ্দেশ্যে সামাজিক মুনাফা সর্বাধিক করিবার কার্যসূচী সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় গৃহীত। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় প্রতিযোগিতার স্থান নাই। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সর্বাধিক কর্মসংস্থান করা এবং সম্ভবপর হইলে পূর্ণ নিয়োগের (Full Employment) ব্যবস্থা করাই সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মৌলিক নীতি। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ত্রুটি হইতেছে এই যে, ইহাতে ব্যক্তিগত উদ্যোগ বা ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণার কোন স্থান নাই। তাহা ছাড়া, এই ধরনের অর্থব্যবস্থায় আমরা আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ (bureaucratic control) দেখিতে পাই। Von Mises-এর মতে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সম্পদের যুক্তিসংগত বণ্টন অসম্ভব।

সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

(In Socialism, rational allocation of resources is impossible —Von Mises)। কিন্তু অধ্যাপক অস্কার লাঙ্গে (Prof. Oscar Lange) মনে করেন যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সর্বনিম্ন ব্যয়ের ভিত্তিতে দাম (Accounting Prices) নিরূপণ করা সম্ভব।

তৃতীয় ধরনের কাঠামো হইতেছে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বা Mixed Economy—ইহা হইতেছে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংমিশ্রণ; এই ধরণের অর্থব্যবস্থায় একটি থাকে সরকারী ক্ষেত্র (Public Sector) এবং অপরটি থাকে বেসরকারী ক্ষেত্র (Private Sector)।

মিশ্র অর্থব্যবস্থা

ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র, উভয়েরই দোষগুণ আছে। ধনতন্ত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা এবং বেসরকারী প্রসার থাকার দরুণ উৎপাদন বেশী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার ধনতন্ত্রে আয় ও ধনের বৈষম্য থাকার দরুণ শ্রেণী-সংগ্রামের সম্ভাবনা থাকে বলিয়া অনেকেই ইহা পছন্দ করেন না। অপরদিকে সমাজতন্ত্রে শ্রেণী-বৈষম্য এবং ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ হয় বলিয়া এবং আয় ও ধনের সমবণ্টন হয় বলিয়া অনেকেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পছন্দ করেন। অথচ, সমাজতন্ত্রও দোষমুক্ত নয়। এজন্যই আজকাল কোন কোন রাষ্ট্র (যেমন, ভারতবর্ষ) মিশ্র অর্থব্যবস্থার (Mixed economy) প্রবর্তন করিয়াছে। এই ধরণের অর্থব্যবস্থায় সরকারী ক্ষেত্রে সমুদয় বিনিয়োগের দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র এবং বিভিন্ন শিল্প রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের অধীনে উন্নত হয়। অপরদিকে, এই ব্যবস্থায় বেসরকারী প্রয়াস এবং কর্মোদ্যমকে উপেক্ষা করা হয় না। বেসরকারী ক্ষেত্রে সমুদয় শিল্প ব্যক্তিগত মালিকানায় উন্নত হয়। সুতরাং মিশ্র অর্থব্যবস্থায় আমরা একদিকে দেখিতে পাই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কিছু উপাদান এবং অপরদিকে দেখিতে পাই অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের (Economic Democracy) উপাদান; এই ব্যবস্থায় একদিকে ধনতন্ত্র ও অপরদিকে সমাজতন্ত্রের গুণগুলি বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়। একদিকে শিল্পমালিকদের স্বাধীনভাবে শ্রমিক নিয়োগ করার অধিকার দেওয়া হয়। অপরদিকে শ্রমিকদের জন্য রাষ্ট্র সামাজিক নিরাপত্তার (social security) ব্যবস্থা করে এবং সর্বনিম্ন মজুরীর হার (minimum wage rate) নির্ধারণ করে। আবার, বেসরকারী ক্ষেত্রে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করা হইতে বিরত থাকে। মিশ্র অর্থব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হইতেছে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র (welfare state)

প্রতিষ্ঠা করা এবং এমন একটি সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করা, যেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা সামাজিক স্বার্থকে বড় করিয়া দেখা হইলেও ব্যক্তিগত স্বার্থকেও উপেক্ষা করা হয় না। আধুনিককালে যে সকল রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে সমাজতান্ত্রিক হইতে চাহে না অথচ সম্পূর্ণভাবে ধনতন্ত্র পছন্দ করে না, সেই সকল রাষ্ট্রই মিশ্র অর্থ ব্যবস্থা বাছিয়া লয়।

পরিকল্পিত অর্থনীতি এবং পরিকল্পনাহীন অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা
(Planned Economy and Private Economy)

যে সকল দেশে সরকার একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়ন করিবার চেষ্টা করে, সেই দেশের অর্থব্যবস্থাকে পরিকল্পিত অর্থনীতি বলা হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়। কিন্তু আধুনিককালে মিশ্র অর্থব্যবস্থায়ও অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা গৃহীত হয় (যেমন, ভারতবর্ষে হইয়াছে)। পরিকল্পিত অর্থনীতিতে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী প্রতিটি শিল্পে উন্নতি হয়। পরিকল্পনা কমিশন কতিপয় উৎপাদন-লক্ষ্য স্থির করিয়া দেয় এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অধীনে বিভিন্ন শিল্প সেই উৎপাদন-লক্ষ্যে পৌছিবার চেষ্টা করে।

পরিকল্পিত অর্থনীতি

পরিকল্পিত অর্থনীতিতে জাতীয় আয় বাড়াইবার জন্য এবং অধিকতর কর্মসংস্থানের জন্য রাষ্ট্র একটি সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করে। অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে আয় এবং ধনের বৈষম্যও কমিয়া আসে। ব্যক্তিগত মালিকানার স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় সামাজিক মালিকানা এবং ব্যক্তিগত লাভের ক্ষেত্রে অর্জিত হয় সামাজিক লাভ। পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থাকে কতিপয় পর্যায়ের (Stages) মধ্য দিয়া যাইতে হয়। পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থব্যবস্থাকে অনুন্নত ব্যবস্থা হইতে এমন এক অবস্থায় রূপান্তরিত করিতে হয় যেখানে অর্থ নৈতিক উন্নয়ন স্বয়ং পরিচালিত (self-sustained growth) হয়। কিন্তু স্বয়ং পরিচালিত অর্থ নৈতিক উন্নয়নের পর্যায়ে আসিবার পূর্বে পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থাকে take off পর্যায় অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়। এই পর্যায়ে বিনিয়োগের হার এমনভাবে বাড়ে যে, মাথাপিছু প্রকৃত আয় (per capita real output) বাড়ে এবং এই প্রকৃত আয় বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন পদ্ধতিতে এমন আমূল পরিবর্তন হয় এবং আয় এমনভাবে ব্যয় হইতে থাকে যে নূতন বিনিয়োগের হার এবং মাথাপিছু

উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান গতি অব্যাহত থাকে।[1] এই Take off পর্যায়ের পথ ধরিয়াই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে একটি দেশ স্বয়ং পরিচালিত উন্নয়নের পথে অগ্রসর হয়।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করা হয় না। পরিকল্পনা-বিহীন অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ থাকে না, শিল্পক্ষেত্রে বেসরকারী প্রয়াস এবং উদ্যোগের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে। ইহার যেমন কতিপয় গুণ আছে, সেই প্রকার ইহার কিছু দোষও আছে। বেসরকারী উদ্যোগে বিনিয়োগকারিগণ অধিক লাভের আশায় উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করে। কিন্তু, পরিকল্পনাহীন অর্থনীতির প্রধান ত্রুটি হইতেছে এই যে, বিনিয়োগকারীদের প্রতিযোগিতার চাপে অনেক ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। পরিকল্পনাহীন অর্থনীতিতে আমরা দেখিতে পাই বাণিজ্যচক্র। পূর্ণ-নিয়োগ বা full employment পরিকল্পনাবিহীন অর্থনীতিতে কখনই দেখা যায় না। পরিকল্পনাবিহীন অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানগুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে, উৎপাদনক্ষেত্রে উৎপাদকগণের ব্যক্তিগত উদ্যোগ থাকে, এবং জিনিষপত্র ক্রয়ের ক্ষেত্রেও ক্রেতাদের স্বাধীনতা থাকে। এই ধরণের অর্থ-ব্যবস্থায় উৎপাদকগণ পারস্পরিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয় এবং সকলেই সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করিবার নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে যেরূপ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রবর্তিত হয়, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি সেইরূপ পরিকল্পনাবিহীন থাকে। পরিকল্পনাবিহীন অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে বেকার সমস্যা (unemployment problem), আয় ও ধনের বৈষম্য, অর্থনৈতিক সম্পদের অসম বণ্টন এবং শ্রমিক-মালিক বিরোধ অথবা মালিকশ্রেণী কর্তৃক শ্রমিকশ্রেণীর শোষণ। লর্ড কেইনস্ এইজন্য পরিকল্পনাবিহীন অর্থনীতিতে কিছু পরিমাণ রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের (Public works) প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এইজন্যই New Deal কর্মসূচী প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন

পরিকল্পনাহীন অর্থনীতি

---

1 "The take off is defined as the interval during which the rate of investment increases in such a way that real output per capita rises and this initial increase carries with it radical changes in production techniques and disposition of income flows which perpetuate the new scale of investment and perpetuate thereby the rising trend in per capita output."—Rostow.

১৯২৯ সালের সমস্ত বিশ্বব্যাপী ব্যবসায় মন্দার পর হইতেই বিভিন্ন রাষ্ট্র অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করে।

অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা এবং ইহার গোড়ার কথা (Necessity and fundamental aspects of Economic Planning)

অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করিলে তিনটি প্রধান যুক্তি আমরা দেখিতে পাই। সেগুলি হইতেছে :—

(১) পরিকল্পনাবিহীন অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণগুলির অপচয় বেশী হয় এবং তাহার ফলে আয় বৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত কম হয়। রাশিয়ায় অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়াই উহার জনপ্রতি উৎপাদনী শক্তি আমেরিকার জনপ্রতি উৎপাদনী শক্তি অপেক্ষা বেশী হইয়াছে।

(২) বাণিজ্যচক্র জনিত ব্যবসায়ের উত্থান-পতন (cyclical fluctuations in business) এড়াইবার জন্য সুপরিকল্পিত অর্থ নৈতিক কর্মসূচীর প্রয়োজন। একদিকে অত্যধিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, এবং অপরদিকে ব্যবসায় মন্দা এবং বেকার সমস্যা দূর করিবার জন্য অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার একান্ত প্রয়োজন। আয়ের বৈষম্য কমাইবার জন্য এবং দেশের অর্থনৈতিক সম্পদ ন্যায়সংগত ভাবে বণ্টনের জন্য অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার বিশেষ প্রয়োজন।

(৩) দ্রুত অর্থ নৈতিক উন্নয়ন করিতে হইলে বিভিন্ন অনগ্রসর দেশে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ খুবই দরকার। অর্থ নৈতিক উন্নতির জন্য দরকার হইতেছে গুরুভার শিল্পগুলিকে উন্নত করা; কিন্তু তাহা করিবার জন্য যে টাকার প্রয়োজন তাহার দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই গ্রহণ করিতে হইবে। অনগ্রসর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রধান বাধা হইতেছে মূলধনের স্বল্পতা, বেকার সমস্যা, শ্রমিকদের উৎপাদনী শক্তির স্বল্পতা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির অস্বাভাবিক হার। অর্থ নৈতিক প্রগতির এই বাধাগুলি দূর করিবার জন্য দ্রুত শিল্পায়নের জন্য অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা অপরিহার্য।

অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার মধ্যে থাকা চাই প্রাকৃতিক সম্পদ এবং আর্থিক সম্পদের মধ্যে ভারসাম্য (a proper balance between physical and financial resources) এবং এই ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রধান প্রয়োজন হইতেছে সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনা পদ্ধতি মনোনয়ন (Choice of Planning Technique) করা।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কতিপয় উদ্দেশ্য থাকে এবং একটি সুনির্দিষ্ট নীতির সাহায্যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিভিন্ন উৎপাদন-লক্ষ্যে যাইতে হয়। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হইতেছে কয়েকটি বিশেষ অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত,—কোন্ জিনিষ এবং কত পরিমাণ উৎপাদন করিতে হইবে এবং কিভাবে জিনিষটা বণ্টন করিতে হইবে। এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় একটি সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এবং তাহা হইতেছে রাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত পরিকল্পনার কর্তৃপক্ষ। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করিবার সময় দেশের মূলধন-উৎপাদন অনুপাত (Capital-output ratio), সঞ্চয়-আয় অনুপাত (Saving-income ratio) এবং আয়-ভোগ অনুপাত (Income consumption ratio) প্রভৃতির হ্রাস ও বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। অর্থাৎ, উৎপাদন বাড়াইতে হইলে যদি অনেক মূলধনের প্রয়োজন হয়, তবে বুঝিতে হইবে দেশের মূলধন-উৎপাদন অনুপাত বেশী। যদি এই অনুপাত কমান যায় তবেই দেশে উৎপাদন হার বাড়িয়া যাইবে। আমাদের দেশে সঞ্চয়-আয়ের অনুপাত খুব কম; কেননা আমাদের আয়ের পরিমাণ খুব অল্প। মূলধন সৃষ্টি অথবা অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য উৎপাদন হার এবং সঞ্চয় হার বৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক। সুতরাং দেখা যাইতেছে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার গোড়ার কথাই হইতেছে, এমনভাবে পরিকল্পনা পদ্ধতি মনোনয়ন করা যাহাতে মূলধন-উৎপাদন অনুপাত কমান এবং সঞ্চয়-আয় অনুপাত বাড়ান যায়।

Exercises

1. Explain the technique of Economic Analysis. (২৮, ৩০-৩১পৃষ্ঠা)

2. Write notes on :—
(a) General Equilibrium, (b) Partial Equilibrium, (c) Micro-economic Analysis and (d) Macro-economic Analysis. (৩০-৩১ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the broad aims of Economic Policy. (৩১-৩২পৃষ্ঠা)

4. Explain the nature of the different types of Social Framework. (৩২-৩৫ পৃষ্ঠা)

5. Distinguish between a Planned Economy and a Private Economy. (৩৫-৩৬ পৃষ্ঠা)

6. Discuss the arguments in favour of Economic Planning. Also add a note on some fundamental aspects of Economic Planning. (৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা)

৪

দ্রব্যাদির বাজার এবং ক্রেতার আচরণ

(Commodity Market and Consumer's Behaviour)

প্রথম পরিচ্ছেদের গোড়ায় আমরা যে কথা বলিয়াছিলাম, তাহারই বিস্তার এখন আমাদের কাম্য। আমরা দ্রব্যাদির বাজার লইয়া আলোচনা সুরু করি। এখানে গৃহস্থ শ্রেণীর লোকেরা ক্রেতা এবং উৎপাদক শ্রেণীর লোকেরা বিক্রেতা। আমাদের বুঝিতে হইবে বিভিন্ন জিনিষপত্রের বাজার-দাম কিভাবে নিরূপিত হইতেছে। সামগ্রিক ভাবে দ্রব্যাদির বাজার বুঝিতে চাহিবার পূর্বে আমরা বাজারে যতগুলি দ্রব্য রহিয়াছে ততগুলি বাজার রহিয়াছে বলিয়া মনে করি। প্রত্যেকটি দ্রব্যের বাজারে আবার ক্রেতাদের সামগ্রিক ব্যবহার বুঝিতে চাহিবার পূর্বে কোন একটি ক্রেতার ব্যবহার বুঝিতে চেষ্টা করি। এইরূপ সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তে খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গীকে অর্থবিজ্ঞানের আধুনিক ভাষায় বলা হয় micro-economic approach। এখানে আমরা ধরিয়া লই যে, মোটামুটি সকল খণ্ডিত অংশেরই (যেমন এক্ষেত্রে একজন ক্রেতার) ব্যবহারের ভিতর একটি সঙ্গতি রহিয়াছে। সুতরাং একটিকে বুঝিতে পারিলে সেইরূপ সকলগুলির একত্র যোগফলেই আমরা সামগ্রিক রূপটি পাইব।

কোন একজন ক্রেতা কেন বাজারে যাইয়া জিনিষপত্র ক্রয় করিয়া থাকে, এ প্রশ্নটি সত্যই বিভ্রান্তিকর। কিছুদিন পূর্বে পর্যন্ত অর্থবিজ্ঞানীরা এই প্রশ্নটি উপযোগতত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করিতেন। বর্তমানে যদিও এই তত্ত্বটি স্বীকার করা হয় না, তবুও আমাদের আলোচনার বর্তমান পর্যায়ে এই তত্ত্বটির সাহায্য লইলে আমাদের আলোচনা সহজ হইয়া আসিবে।

আমরা মনে করি যে ক্রেতা যখন কোন বস্তু ক্রয় করিতে মনস্থ করে, তখন সে উহার অন্তর্নিহিত কোন গুণে আকৃষ্ট হয়। এই অন্তর্নিহিত গুণটি হয়ত তাহার প্রয়োজনই মিটাইতেছে, কিন্তু আমরা আলোচনার ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য মনে করি ক্রেতার নিকট ক্রীত দ্রব্যটির উপযোগিতা রহিয়াছে। উপযোগিতা কোন দ্রব্যের নিজস্ব কোন গুণ নহে আবার উহা ক্রেতার কেবল মাত্র একটি মানসিক অভিব্যক্তিও নহে। যখনই কোন দ্রব্য বাজারে বিক্রীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে তখনই উহার উপযোগিতা রহিয়াছে বলিয়া

মনে করা যাইতে পারে। অতএব উপযোগিতার পিছনে ক্রেতার মানসিক অভিব্যক্তি এবং দ্রব্যটির নিজস্ব গুণ উভয়ই বিদ্যমান। সুতরাং কোন দ্রব্যের সাহায্যে ক্রেতার প্রয়োজন মিটিল কি না কিংবা ক্রেতা ক্রয়ের আনন্দেই দ্রব্যটি ক্রয় করিল, তাহা জানিবার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। আমরা শুধু এটুকুই জানি যে, যদি কোন ক্রেতা কোন একটি বস্তু ক্রয় করিয়া থাকে তাহা হইলে সেই ক্রেতার নিকট সেই বস্তুটির উপযোগিতা রহিয়াছে। এবং সাধারণতঃ ক্রয় করিবার সময় সে একটি আপাতঃ গুহ্য মানসিক সূত্র অনুযায়ী ক্রয় করিয়া থাকে। সূত্রটিকে এইভাবে ভাষায় ব্যক্ত করা যায়: যতই কোন ব্যক্তি কোন একটি দ্রব্যকে অধিক পরিমাণে পাইতে থাকে, ততই ঐ ব্যক্তির ঐ দ্রব্যের অতিরিক্ত আর একটি ইউনিট পাইবার অভিলাষ হ্রাস পাইতে থাকে। এই সূত্রটিকে অর্থবিজ্ঞানের পরিভাষায় ক্রম-হ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতার বিধি (Law of Diminishing Marginal Utility) বলা হয়। যদি আমরা এক ইউনিট উপযোগিতা = ১ ইউটিল (1 Util) বলি তাহা হইলে সূত্রটি নিম্নলিখিত তালিকার ভিতর ব্যক্ত করা যায়।

১ম তালিকা

দ্রব্যের ইউনিট	মোট উপযোগিতা	প্রান্তিক উপযোগিতা
০	০	০
১	১০ ইউটিল	১০
২	১৮ „	৮ ইউটিল
৩	২৩ „	৫ „
৪	২৫ „	২ „

এই তালিকায় আমরা দেখিতে পাই যে প্রথম ইউনিট হইতে ক্রেতা ১০ ইউটিল উপযোগিতা পাইতেছে কিন্তু দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ইউনিট হইতে যথাক্রমে ৮ ইউটিল এবং ৫ ইউটিল অতিরিক্ত উপযোগিতা পাইতেছে, অর্থাৎ ক্রেতার দ্রব্যটি হইতে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পাইতেছে।

এখন, উপযোগকে একটি কার্যকরী রূপ দিতে হইলে 'ইউটিল' জাতীয় অস্পষ্ট ধারণায় ব্যক্ত না করাই বাঞ্ছনীয়। প্রায় সকল অর্থনীতিবিদ্‌গণই উপযোগকে অর্থ বা টাকার মাধ্যমে ব্যক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ কোন বস্তু হইতে ক্রেতা কতটা উপযোগ পাইতেছে তাহা বুঝিতে হইলে ক্রেতা সেই বস্তুর এক ইউনিটের জন্য কতটা ব্যয় করিতে প্রস্তুত ছিল তাহা জানিতে

হইবে। সুতরাং আমরা আমাদের পূর্বেকার উপযোগের তালিকাটিকে টাকার মাধ্যমে এখন নূতন করিয়া ব্যক্ত করিতে পারি।

২য় তালিকা

দ্রব্যের ইউনিট	মোট উপযোগ	প্রান্তিক উপযোগ
০	০	০
১	১০ টাকা	১০
২	১৮ "	৮ টাকা
৩	২৩ "	৫ "
৪	২৫ "	২ "

এই তালিকা হইতে আমরা ক্রম-হ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগের সূত্রটিকে নূতন করিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারি: যতই কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্যের অধিক পরিমাণ ইউনিট আহরণ করে, ততই তাহার অতিরিক্ত আর একটি ইউনিটের জন্য ব্যয় করিবার আগ্রহ পূর্বাপেক্ষা হ্রাস পায়। আমাদের উদাহরণে ক্রেতা প্রথম ইউনিটের জন্য ১০ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু দ্বিতীয় ইউনিটের জন্য সে অতিরিক্ত আর ৮ টাকা ব্যয় করিতে পারে। অর্থাৎ প্রথম দুইটি ইউনিটের জন্য ক্রেতা সর্বাপেক্ষা বেশী ১৮ টাকা ব্যয় করিতে পারে। উপরের ঐ তালিকা হইতে আমরা ইহা জানিতে পারি যে, যদি দ্রব্যটির মূল্য ৫ টাকা হয়, তাহা হইলে ক্রেতা ৩ ইউনিট ক্রয় করিবে; যদি দ্রব্যটির মূল্য ২ টাকা হয়, তাহা হইলে ক্রেতা ৪ ইউনিট ক্রয় করিবে। কেননা, যদি মনে করি দ্রব্যটির মূল্য ২ টাকা, তাহা হইলে ক্রেতা ১ম, ২য় এবং ৩য় ইউনিটগুলি ক্রয় করিবে। ক্রেতা ঐ ইউনিটগুলির জন্য যথাক্রমে ১০ টাকা, ৮ টাকা এবং ৫ টাকা অতিরিক্ত খরচ করিতে রাজী ছিল। উহার প্রতিটি সংখ্যাই বাজার মূল্য অপেক্ষা অধিক। সুতরাং ক্রেতা অবশ্যই ঐ ইউনিটগুলি ক্রয় করিবে। কিন্তু ৪র্থ ইউনিটের ক্ষেত্রে দেখিতে পাই যে, ক্রেতা ঐ ইউনিটের জন্য অতিরিক্ত ২ টাকা ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছে এবং উহার বাজার-মূল্যও ২ টাকা; সুতরাং ক্রেতা ঐ ইউনিট পর্যন্ত ক্রয় করিবে। যদি আমরা ৫ম ইউনিটের কথা চিন্তা করি তাহা হইলে ক্রম-হ্রাসমান উপযোগের সূত্র অনুযায়ী ক্রেতা ঐ ইউনিটের জন্য ২ টাকা হইতে কম ব্যয় করিতে চাহিবে। সুতরাং ৫ম ইউনিটটি ক্রীত হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ক্রেতা এমনভাবে ক্রয় করিবে যে ক্রয়ের শেষ সীমায় বাজার

দাম = প্রান্তিক উপযোগ (Price = Marginal Utility) হইবে। এই-খানেই ক্রেতা ভারসাম্য অর্জন করিবে, অর্থাৎ যদি ক্রেতা একবার এই সমতায় উপনীত হয় তাহা হইলে সে তাহার অবস্থার পরিবর্তন চাহিবে না। এই সমতা হইতে আমরা আরও লক্ষ্য করি যে, যদি দ্রব্যটির বাজার দাম হ্রাস পায় তাহা হইলে ক্রেতা পুনরায় বাজার দাম = প্রান্তিক উপযোগ অর্জন করিবার জন্য ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবে। অর্থবিজ্ঞানের বিখ্যাত চাহিদার সূত্রটির (Law of Demand) উৎস এখানেই। ইহারই আলোচনা এইবার আমাদের বিষয়বস্তু।

চাহিদার নিয়ম (Law of Demand)—আমরা সুরুতেই বলিয়াছি যে, আমরা জানিতে চাই যে, বাজারে কোন একটি বস্তুর মূল্য কিভাবে নির্ধারিত হয় এবং এই প্রসঙ্গেই আমরা বাজারে ক্রেতার আচরণ বুঝিতে চাহিতেছি। ক্রেতা যখন কোন দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য বাজারে যায় তখন তাহার মনে পূর্বালোচ্য একটি উপযোগ তালিকা থাকে, যাহার সাহায্যে আমরা জানিতে পারি সে কোন্ ইউনিটের উপর কতটা ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু সে কতটা ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছে তাহা নির্ভর করে তাহার আয়ের উপর এবং অন্যান্য জিনিষপত্রের মূল্য কিরূপ তাহার উপর। সুতরাং যদি ক্রেতার আয় এবং বাজারের অন্যান্য জিনিষপত্রের মূল্য জানা থাকে, তাহা হইলে ক্রেতা কি ভাবে কোন্ জিনিষ ক্রয় করিবে তাহা তাহার পূর্বোদ্ধৃত উপযোগ তালিকা হইতেই জানিতে পারা যাইবে। এই উপযোগ তালিকাটিই বর্তমানে চাহিদা তালিকায় রূপান্তরিত হইয়াছে। আমাদের পূর্বোদ্ধৃত উপযোগ তালিকাটিকে এখন একটু রূপান্তর করিয়া আমরা নিম্নলিখিতভাবে লিখিতে পারি।

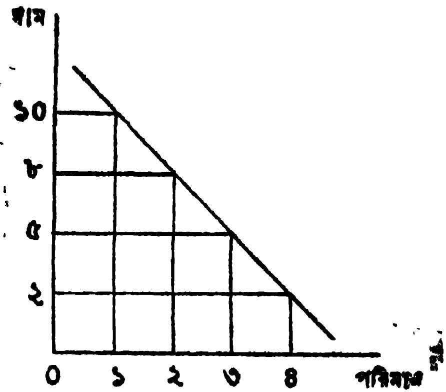
প্রান্তিক উপযোগ বা বাজার দাম (ইউনিট হিসাবে)	ক্রয়ের পরিমাণ (ইউনিট হিসাবে)
১০	১
৮	২
৫	৩
২	৪

অর্থাৎ যত বাজার দাম কমিতেছে তত্তই ক্রেতা বেশী করিয়া ক্রয় করিতেছে, কেননা তাহার লক্ষ্য বাজার দাম = প্রান্তিক উপযোগ অর্জন করা।

অতএব, চাহিদার সূত্রটিকে আমরা নিম্নলিখিতভাবে ব্যক্ত করিতে পারি। **যদি অন্যান্য সকল কিছুই অপরিবর্তিত থাকে (ক্রেতার আয়, অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য, ক্রেতার রুচি ইত্যাদি) তাহা হইলে যতই কোন দ্রব্যের বাজার দাম কমিবে ক্রেতা ততই সেই দ্রব্যের পরিমাণ বেশী করিয়া ক্রয় করিবে।**

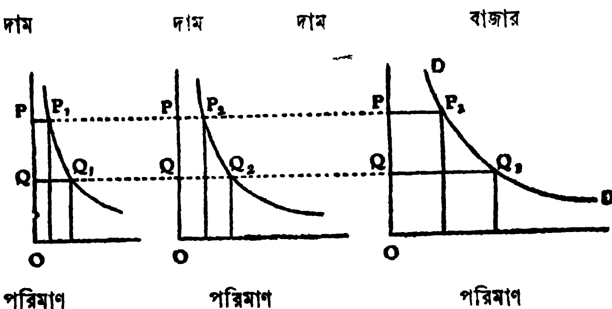
উপরোক্ত ঐ তালিকাকে রেখাচিত্রের সাহায্যে আমরা নিম্নাঙ্কিত চিত্ররূপ দিতে পারি।

১নং চিত্রে যে রেখা আমরা পাইলাম তাহাকেই আমরা চাহিদা রেখা বলি। এই রেখার বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহা নিম্নগামী।



২নং চিত্র

এখন মনে করি যে বাজারে একাধিক ক্রেতা রহিয়াছে। বাজারের চাহিদা বলিতে আমরা বুঝি যে ঐ একাধিক ক্রেতা বাজারে সমবেত ভাবে কত ক্রয় করিতেছে। বুঝিবার সুবিধার জন্য মনে করি যে বাজারে দুইজন মাত্র ক্রেতা রহিয়াছে A এবং B। এই দুইজনের সমবেত ক্রয়ের ফলে বাজারে মোট চাহিদার কি অবস্থা তাহা নিম্নাঙ্কিত চিত্রের সাহায্যে দেখান হইল।

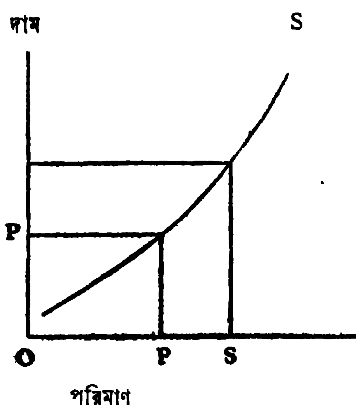


৩নং চিত্র

এই চিত্রে দেখান হইতেছে যখন বাজার দাম OP, তখন A কিনিতেছে PP_1 এবং B কিনিতেছে PP_2 পরিমাণ। সুতরাং OP দামে বাজারে

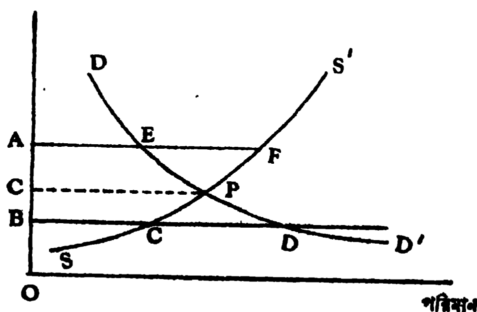
বিক্রয় হইতেছে $PP_1 + PP_2 = PP_3$ পরিমাণ। এইভাবে যখন বাজার দাম OQ তখন বাজারে বিক্রয় হইতেছে $OQ_1 + OQ_2 = OQ_3$ পরিমাণ। অর্থাৎ A এবং B এই দুইজনের চাহিদা রেখাকে বিভিন্ন দামে যোগ করিয়া আমরা বাজার চাহিদা রেখা DD পাইয়া থাকি। সুতরাং বাজার চাহিদার পশ্চাতে রহিয়াছে ব্যক্তিগত চাহিদা রেখাগুলি।

চাহিদার সূত্র হইতে আমরা জানিতে পারিলাম যে দাম কমিলে ক্রেতারা বেশী করিয়া ক্রয় করিবে। কিন্তু যাহারা বিক্রেতা তাহাদের আচরণ কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। দাম কমিলে বিক্রেতার বাজার সম্বন্ধে হতাশ হইতে হয়, সুতরাং যোগানের পরিমাণও হ্রাস পায়। সুতরাং যোগানের নিয়ম হিসাবে আমরা বলিতে পারি যে, যত দাম বৃদ্ধি পাইবে যোগানের পরিমাণও তত বৃদ্ধি পাইবে এবং দাম কমিলে যোগানের পরিমাণও হ্রাস পাইবে। যোগান রেখা অতএব, নিম্নাঙ্কিত রেখাচিত্রের ন্যায় (৪ নং চিত্র) ঊর্ধ্বগামী হইবে।



৪নং চিত্র

যেইভাবে আমরা ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা হইতে বাজারের চাহিদা রেখা অঙ্কন করিয়াছি, ঠিক সেইভাবে ব্যক্তিগত যোগান রেখা হইতে বাজারের যোগান রেখা অঙ্কন সম্ভব। এখন ৫নং চিত্রে আমরা বাজার চাহিদা রেখা এবং বাজার যোগান রেখা একই রেখার ভিতর অভিক্ষেপ করি।



৫নং চিত্র

৫নং চিত্রে DD' হইতেছে বাজার চাহিদা রেখা এবং SS' হইতেছে বাজার

যোগান রেখা। যদি বাজার দাম OA হয়, তাহা হইলে যোগানের পরিমাণ, চাহিদার পরিমাণকে অতিক্রম করিবে এবং EF পরিমাণ দ্রব্য বাজারে অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে। অতএব যোগানদারেরা দাম কমাইতে বাধ্য থাকিবে। আবার যদি বাজার দাম OB হয় তাহা হইলে চাহিদার পরিমাণ যোগানের পরিমাণকে অতিক্রম করিবে এবং বাজারে CD পরিমাণ অতিরিক্ত চাহিদা থাকিবে। অতএব যোগানদারেরা দাম বাড়াইতে বাধ্য হইবে। কিন্তু যদি OC বাজার দাম হয়, তাহা হইলে, যেহেতু P বিন্দুতে চাহিদা রেখা এবং যোগান রেখা পরস্পরকে ছেদ করিয়াছে, যোগানের পরিমাণ এবং চাহিদার পরিমাণ পরস্পরের সমান হইবে এবং P বিন্দুতে ক্রেতা-বিক্রেতার ভারসাম্য অর্জিত হইবে। OC কে বাজারের ভারসাম্য মূল্য বলা হইয়া থাকে। সুতরাং যেখানে ভারসাম্য অর্জিত হইয়া থাকে সেখানে আমরা বাজার দাম, চাহিদার এবং যোগানের পরিমাণ, এই তিনটি জিনিষ একত্রে জানিতে পারি। OC কে ভারসাম্য মূল্য এইজন্য বলা হয় যে, যদি এই দাম অর্জিত হয়, তাহা হইলে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয় পক্ষই তাহাদের পরিকল্পনার সহিত বাজার দামের সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পায় এবং সেই হেতু এই দামের পরিবর্তন চাহে না।

সম-প্রান্তিক উপযোগের সূত্র (Law of equi-marginal utility) :—

ইতিপূর্বে ক্রম-হ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগের বিধির সাহায্যে যখন ক্রেতার ভারসাম্য বুঝিয়াছি, তখন দেখিয়াছি যে ভারসাম্য অবস্থায় ক্রেতা বাজার দাম = প্রান্তিক উপযোগ অবস্থাটি পাইতে চায়। ক্রেতার আচরণ বুঝিতে গিয়া আমরা ক্রেতার ব্যবহার এবং বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি ধারণা (assumption) করিয়া লই। (১) যে দ্রব্য বা দ্রব্যগুলির কথা বলা হইতেছে তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাজ্য। (২) ক্রেতা তাহার মোট উপযোগকে সর্বাধিক করিতে চায়। (৩) ক্রেতার আয় সীমাবদ্ধ, এবং এই সীমাবদ্ধ আয়ের ভিতরেই ক্রেতার সর্বাধিক উপযোগ পাইতে হইবে। (৪) ক্রেতা তাহার আয়ের (এক্ষেত্রে আয় বলিতে বুঝান হইতেছে ক্রেতা যে পরিমাণ অর্থ লইয়া বাজারে প্রবেশ করিতেছে) সবটাই ব্যয় করিবে। (৫) যে দ্রব্যটির কথা আলোচনা করা হইতেছে সেই দ্রব্যটি ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল দ্রব্যরই মূল্য অপরিবর্তিত এবং জ্ঞাত। (৬) দ্রব্যটির বাজারে পূর্ণ

প্রতিযোগিতা রহিয়াছে; সুতরাং কোন একজন ক্রেতা বাজার দামকে পূর্ব নির্দিষ্ট অবস্থায় পাইবে।

যদি এতগুলি অবস্থার কথা ধারণা করিয়া লই তাহা হইলে যেখানে বাজার দাম এবং প্রান্তিক উপযোগ সমান হইতেছে সেখানে ক্রেতার মোট উপযোগও সর্বাধিক। সুতরাং ক্রেতার পক্ষে বাজারে ভারসাম্য অর্জন করিবার জন্য এই সমতার সূত্রটি বীজমন্ত্র।

এখন যদি আমরা বাস্তবমুখী হই, তাহা হইলে ক্রেতা কিভাবে বাজারে একাধিক দ্রব্য ক্রয় করে তাহাও ব্যাখ্যা করিতে হইবে। যখন ক্রেতা একাধিক দ্রব্য ক্রয় করে তখন উপরোক্ত (১) হইতে (৬) পর্যন্ত ধারণার সবগুলিই সত্য হইতে হইবে। মনে করি ক্রেতা দুইটি দ্রব্য—লেবু এবং কলা ক্রয় করিবার জন্য বাজারে গিয়াছে। ভারসাম্য অর্জন করিবার জন্য ক্রেতাকে ভারসাম্য অবস্থায় কলা এবং লেবু উভয় দিক হইতেই সমান প্রান্তিক উপযোগ লাভ করিতে হইবে। যদি লেবুর প্রান্তিক উপযোগ কলা অপেক্ষা বেশী হয়, তাহা হইলে ক্রেতা আরও অধিক লেবু ক্রয় করিবে এবং ক্রম-হ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগের বিধি অনুযায়ী লেবুর প্রান্তিক উপযোগ কমিয়া আসিয়া কলার প্রান্তিক উপযোগের সমান হইবে। সুতরাং ক্রেতা শেষ যে ইউনিট অর্থটি ব্যয় করিতেছে তাহা কলা কিংবা লেবু যাহার উপরই করা হউক না কেন, তাহা হইতে ভারসাম্য অবস্থায় সমান প্রান্তিক উপযোগ পাওয়া যাইবে। যদি ইহা না হয় তাহা হইলে যেদিকে অধিক প্রান্তিক উপযোগ পাওয়া যাইবে সেই দিকেই অধিক ব্যয় করা হইবে এবং পুনরায় ঐ শর্তটিই লব্ধ হইবে। মনে করি লেবুর বাজার মূল্য ৫৲ টাকা। অর্থাৎ ৫৲ টাকায় ১ ইউনিট লেবু পাওয়া যায়। সুতরাং ১৲ টাকায় $\frac{১}{৫}$ ইউনিট লেবু পাওয়া যায়। যদি ভারসাম্য অবস্থায় লেবুর প্রান্তিক উপযোগ প্রাঃ উঃ (লে)-র দ্বারা নির্দেশ করি, তাহা হইলে লেবুর উপর শেষ ইউনিট ব্যয়িত অর্থ হইতে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ হইবে,

$$\frac{১}{৫} \times \text{প্রাঃ উঃ (লে)}$$

সুতরাং ভারসাম্য অবস্থায় ১ ইউনিট অর্থ লেবু হইতে যে উপযোগ পাইবে তাহা হইল,

$$\frac{\text{লেবুর প্রান্তিক উপযোগ}}{\text{লেবুর বাজার দাম}}।$$

কিন্তু ঐ ১ ইউনিট অর্থ যদি কলার উপর ব্যয়িত হইত তাহা হইলেও ঐ পরিমাণই উপযোগ পাওয়া যাইত। কলার উপর ব্যয়িত ১ ইউনিট অর্থ হইতে প্রাপ্ত উপযোগ হইল,

$$\frac{\text{কলার প্রান্তিক উপযোগ}}{\text{কলার বাজার দাম}}.$$

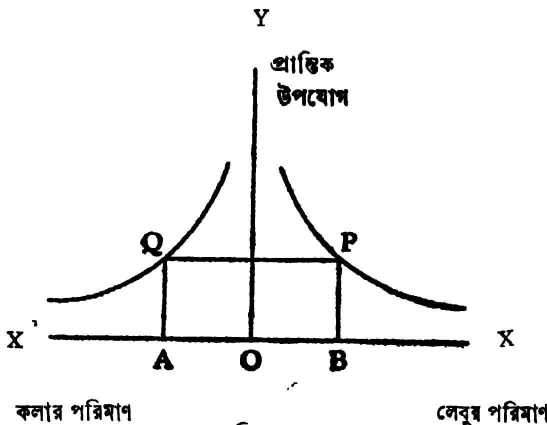
সুতরাং ভারসাম্য অর্জিত হইতে হইলে নিম্নলিখিত শর্তটিপালিত হইতে হইবে,

$$\frac{\text{লেবুর প্রান্তিক উপযোগ}}{\text{লেবুর বাজার দাম}} = \frac{\text{কলার প্রান্তিক উপযোগ}}{\text{কলার বাজার দাম}}.$$

এখন মনে করি বাজারে a, b, c,…করিয়া অসংখ্য দ্রব্য রহিয়াছে। M_{ua}, M_{ub}, M_{uc},…ঐ দ্রব্যগুলির প্রান্তিক উপযোগ এবং P_a, P_b, P_c,… ঐ দ্রব্যগুলির মূল্য নির্দেশ করিতেছে। এখন ক্রেতার ভারসাম্য অর্জন করিবার জন্য নিম্নলিখিত শর্তটি পালন করিতে হইবে।

$$\frac{M_{ua}}{P_a} = \frac{M_{ub}}{P_b} = \frac{M_{uc}}{P_c} = \ldots = \ldots$$

উপরের আলোচনার সারাংশটি নিম্নাঙ্কিত রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখান যাইতে পারে। ৫নং চিত্রে x অক্ষের ধনাত্মক দিকে আমরা লেবুর পরিমাণ এবং ঋণাত্মক দিকে কলার পরিমাণ নির্দেশ করিতেছি, এবং y-অক্ষে প্রান্তিক উপযোগ নির্দেশ করিতেছি।



৬নং চিত্র

কলার ক্রম হ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ রেখায় ক্রেতা Q বিন্দুতে এবং লেবুর ক্রম-হ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ রেখার P বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জন

করিয়াছে। ক্রেতার মোট আয় হইতেছে $OA+OB$ এবং ক্রেতা ঐ আয় এরূপভাবে ব্যয় করিতেছে যে কলা এবং লেবু উভয় দ্রব্য হইতেই সমান প্রান্তিক উপযোগ লাভ করিতেছে। অর্থাৎ $QA=PB$।

* * *

উপরে যাহা কিছু আলোচনা হইল, তাহার সকল কিছুই বিখ্যাত ইংরাজ অর্থনীতিবিদ্ মার্শালের পদাঙ্ক অনুসরণে করা হইয়াছে। সেইজন্য উহাকে মার্শালীয় তত্ত্ব বলা হয়। এই মার্শালীয় তত্ত্ব হইতে প্রধানতঃ দুইটি বিষয় জানিতে পারা যায়। (১) চাহিদার নিয়ম ; (২) ভোগোদ্বৃত্ত (Cousumer's surplus)।

(১) **চাহিদার নিয়ম**—চাহিদার সূত্র এবং কি ভাবে উহা উপযোগতত্ত্ব হইতে উৎসারিত হইয়াছে তাহা আমরা ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করিয়াছি। এখানে মূল বক্তব্য হইতেছে যে, অন্যান্য সকল কিছু অপরিবর্তিত থাকিলে কোন একটি দ্রব্যের দাম কমিলে ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। মার্শাল ইহার কারণ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, যখন কোন দ্রব্যের মূল্য কমিয়া যায় তখন ক্রেতা একই পরিমাণ অর্থে বেশী করিয়া ঐ দ্রব্য কিনিতে পারে। অর্থাৎ ক্রেতার আয় বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ক্রেতা ঐ দ্রব্য বেশী করিয়া কিনিয়া থাকে। আবার যেহেতু অন্যান্য সকল দ্রব্যের মূল্য অপরিবর্তিত সুতরাং ক্রেতার নিকট এই দ্রব্যের আকর্ষণ পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়া যায়। অর্থাৎ ক্রেতা সস্তা হওয়া দ্রব্যটির দ্বারা অন্যান্য দ্রব্য সকলকে প্রতিস্থাপন করে। এই কারণেও ক্রেতা এই দ্রব্য বেশী করিয়া ক্রয় করে। সুতরাং দামের পরিবর্তনের ফলে (যাহাকে আমরা দাম প্রভাব বলিতে পারি) দুইটি প্রভাব বিস্তার লাভ করে —আয় প্রভাব (Income effect) এবং প্রতিস্থাপনের প্রভাব (Substitution effect)। সাধারণতঃ আমরা বলিয়া থাকি :—

দাম প্রভাব (Price effect)=আয় প্রভাব (Income effect)+ প্রতিস্থাপনের প্রভাব (Substitution effect)।

এই সূত্রটি ক্রেতার চাহিদার আলোচনায় স্তম্ভ স্বরূপ। সুতরাং সময় বিশেষে পরে ইহার আরও বিশদ আলোচনা করিতে হইবে।

(২) **ভোগোদ্বৃত্ত (Consumer's Surplus)**—অধ্যাপক মার্শাল ভোগোদ্বৃত্ত তত্ত্বটির অবতারণা করেন। ক্রেতা যে দামে কোন জিনিষ কিনিতে প্রস্তুত থাকে, অনেক সময় তাহা অপেক্ষা কম দামে সে সেই জিনিষ কিনে ;

সাধারণ অর্থে ইহাকেই আমরা ভোগোদ্বৃত্ত বলি। মোট উপযোগ এবং প্রান্তিক উপযোগের সাহায্যে ভোগোদ্বৃত্ত নির্ধারণ করা যায়।

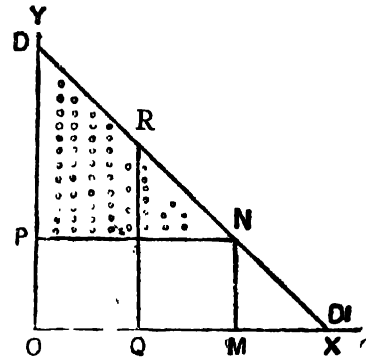
ক্রেতা যে দামে কোন জিনিষ কিনিতে চাহে, তাহাকে আমরা ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা মূল্য (Individual demand price) বলি এবং যে দামে ক্রেতা বাস্তবিকপক্ষে জিনিষ কিনে, তাহাকে আমরা বাজার মূল্য (market price) বলি। ব্যক্তিগত চাহিদা মূল্য বাজার মূল্য হইতে যত বেশী, তত হইতেছে ভোগোদ্বৃত্তের (consumer's surplus) পরিমাণ। যদি কোন জিনিষের জন্য ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা মূল্য হঠাৎ বাড়িয়া যায় অথচ বাজার মূল্য ঠিক থাকে, তবে ভোগোদ্বৃত্ত বেশী হয়। আবার যদি ব্যক্তিগত চাহিদা মূল্য বাজার মূল্যের সমান হয় তবে ভোগোদ্বৃত্ত থাকে না। কিন্তু ধরা যাক, একজন ক্রেতা একটি কমলালেবু ছয় আনা দিয়া কিনতে চায়। দ্বিতীয় কমলালেবুটি কিনিতে হইলে সে পাঁচ আনা দিতে রাজী থাকে। তৃতীয় কমলা লেবুটি কিনিতে হইলে সে চার আনা দিতে প্রস্তুত। চতুর্থ কমলালেবুটি কিনিবার সময় সে তিন আনা দিতে প্রস্তুত; এক্ষেত্রে চতুর্থ কমলালেবুর জন্য সে যাহা দিতে প্রস্তুত আছে তাহাই প্রান্তিক উপযোগ। বাজার দর প্রান্তিক উপযোগের সমান। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বাজার দর হইতেছে তিন আনা, এবং তিন আনা দামে সে চারিটি কমলালেবু কিনিতেছে। চারিটি কমলালেবুর জন্য তাহাকে মোট বার আনা খরচ করিতে হইতেছে যদিও চারিটি লেবুর জন্য সে মোট আঠারো আনা বা এক টাকা দুই আনা (ছয় আনা+পাঁচ আনা+চার আনা+তিন আনা) দিতে প্রস্তুত। এক্ষেত্রে ক্রেতা মোট ছয় আনার (১৵০ – ৸৹) ভোগোদ্বৃত্ত বা উদ্বৃত্ত তৃপ্তি (Surplus satisfaction) লাভ করিয়াছে। প্রথম কমলালেবুর ক্ষেত্রে তিন আনা (।৵০ – ৶০), দ্বিতীয় কমলালেবুর ক্ষেত্রে দুই আনা (।/০ – ৶০) এবং তৃতীয় কমলালেবুর ক্ষেত্রে এক আনা (।০ – ৶০) মোট ছয় আনা ভোগোদ্বৃত্ত হইয়াছে। চতুর্থ কমলালেবুর ক্ষেত্রে ক্রেতার কোন উদ্বৃত্ত তৃপ্তি নাই। নিম্নলিখিত সূত্রটির সাহায্যে আমরা এই তত্ত্বটি মনে রাখিতে পারি :—

ভোগোদ্বৃত্ত = মোট উপযোগ —(প্রান্তিক উপযোগ × ক্রীত জিনিষের সংখ্যা)।

Consumer's Surplus = Total utility – (Marginal utility × Number of units purchased)

যদি বাজার মূল্য ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা মূল্য অপেক্ষাও বেশী হয়, তবে ক্রেতার তো কোন উদ্বৃত্ত থাকেই না বরং উৎপাদকের কিছু উদ্বৃত্ত (Producer's surplus) থাকে। ভোগোদ্বৃত্ত তত্ত্বটিকে আমরা নিম্নের চিত্রের সাহায্যে বুঝাইতে পারি।

এই চিত্রে OX রেখা দ্বারা ক্রয়ের পরিমাণ এবং OY রেখা দ্বারা দাম ও উপযোগিতা বুঝাইতেছে। যখন ক্রেতা জিনিষটির OQ ইউনিট কিনে, তখন সে QR পরিমাণ উপযোগ পায় এবং এই পরিমাণ দাম দিতে প্রস্তুত থাকে। ইহার পর যখন সে QM ইউনিট কিনে, তখন সে MN পরিমাণ উপযোগ পায় এবং এই দাম দিতে প্রস্তুত থাকে। ইহা লক্ষণীয় যে OQ ইউনিটের জন্য সে যে দাম দিতে প্রস্তুত থাকে, QM ইউনিটের জন্য সে আরও কম দাম দিতে প্রস্তুত থাকে। সুতরাং OP হইবে বাজারের দাম এবং এই দামেই ক্রেতা OQ এবং QM ইউনিট দুইটি কিনিবে। ইহাতে ক্রেতা DNP পরিমাণ অতিরিক্ত তৃপ্তি পাইতেছে। কারণ, এই দুইটি জিনিষ হইতে ক্রেতার মোট উপযোগ হইতেছে DOMN পরিমাণ এবং এখানে প্রান্তিক উপযোগ হইতেছে MN। প্রান্তিক উপযোগকে দুই দিয়া গুণ করিলে (Mg. utility × Number of units) উপযোগের পরিমাণ দাঁড়ায় OPNM ; মোট উপযোগ (অর্থাৎ, ODNM) হইতে প্রান্তিক উপযোগের সমষ্টি (OPNM) বাদ দিলে যাহা থাকে (অর্থাৎ DNP) তাহাই ক্রেতার অতিরিক্ত তৃপ্তি। ইহাকেই আমরা ভোগোদ্বৃত্ত বলি। এই চিত্রে ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাণটিকে কয়েকটি বিন্দু দিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে।



৭নং চিত্র

ভোগোদ্বৃত্ত তত্ত্বের সমালোচনা (Criticisms of the theory of Consumer's Surplus) :

ভোগোদ্বৃত্ত তত্ত্বটি ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগের নিয়মের (Law of Diminishing Marginal Utility)-র উপর ভিত্তিশীল। এই তত্ত্বে প্রথমতঃ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে বাজারের বিভিন্ন আয়ের ক্রেতাদের নিকট টাকার

প্রান্তিক উপযোগিতা সমান। কিন্তু, এই ধারণাটি ঠিক নয়। মার্শাল বলেন যে ক্রেতা যদি তাহার আয়ের খুব সামান্য অংশ ভোগের জন্য খরচ করে, তবে তাহার নিকট টাকার প্রান্তিক উপযোগ বিশেষ পরিবর্তিত হয় না। কিন্তু, যখন ক্রেতা তাহার আয়ের অধিকাংশই কোন জিনিষ কিনিবার জন্য খরচ করে, তখন টাকার প্রান্তিক উপযোগ সমান থাকে না। অধ্যাপক হিক্স্ (Prof Hicks) ভোগোদ্বৃত্ত তত্ত্বটির সংস্কার করিয়াছেন। কোন জিনিষের দাম কমিয়া গেলে লোকের সেই পরিমাণ আয় বাড়িয়া যায়। ভোগোদ্বৃত্ত অনেকটা সেই বর্ধিত আয়ের মত। আমি হয়ত কোন জিনিষের পাঁচ ইউনিট তিন টাকা দরে কিনিতেছি। যদি জিনিষটির প্রতি ইউনিটের দাম দুই টাকা হইয়া যায় তবে পাঁচ ইউনিট কিনিবার সময় আমার পাঁচ টাকা বাঁচিবে। এই পাঁচ টাকা দিয়া আমি অন্য জিনিষ কিনিতে পারি। সুতরাং এক্ষেত্রে জিনিষটির দাম কমিয়া যাওয়ার দরুণ আমার ভোগোদ্বৃত্ত পাঁচ টাকার কম হইবে না। এই দৃষ্টিভংগী হইতে বিবেচনা করিয়া অধ্যাপক হিক্স্ বলেন, "...the best way of looking at consumer's surplus is to regard it as a means of expressing, in terms of money income, the gain which accrues to the consumer as a result of a fall in price."

অধ্যাপক হিক্স্ চার প্রকার ভোগোদ্বৃত্তের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যথা (i) Quantity Compensating Variation in Income, (ii) Quantity Equilibrating Variation in Income, (iii) Price Compensating Variation in Income and (iv) Price Equilibrating Variation in Income. কোন জিনিষ যদি বাজার হইতে প্রত্যাহার (withdraw) করা হয় এবং এইজন্য যদি ক্রেতা ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তবে যতটা ক্ষতিপূরণ পাইলে ক্রেতা পুনরায় তাহার আগেকার পছন্দের স্তরে level of satisfaction ফিরিয়া পাইতে পারে, ততটাই হইতেছে *Quantity Compensating Variation in Income.* অনুরূপ-ভাবে যদি কোন জিনিষের দাম বাড়িয়া যাইবার জন্য ক্রেতার ক্ষতি হয় এবং সেই ক্ষতিপূরণ দিলে যদি ক্রেতা আগেকার পছন্দের স্তরে ফিরিয়া যাইতে পারে, তবে সেই ক্ষতিপূরণের পরিমাণটিকে আমরা বলিতে পারি *Price Compensating Variation in Income.* আবার, যদি বাজারে কোন

জিনিষের যোগান বাড়িয়া যাইবার জন্য ক্রেতার পছন্দের স্তর অনেক উঁচুতে উঠিয়া যায়, তবে তাহার উপর যতটা পরিমাণ কর ধার্য করিলে অথবা অন্য কোন প্রকার চাপ দিলে সে পুনরায় আগেকার পছন্দের স্তরে ফিরিয়া আসিতে পারে, ততটাই হইতেছে *Quantity Equilibrating Variation in Income.* অনুরূপভাবে যদি কোন জিনিষের দাম কমিয়া যাইবার জন্য ক্রেতার অতিরিক্ত সুবিধা হইয়া যায় তবে দাম যতটা কমাইলে সে পুনরায় আগেকার পছন্দ স্তরে ফিরিয়া আসিতে পারে ততটাই হইতেছে *Price Equilibrating Variation in Income.* দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিগত চাহিদা মূল্য (Individual demand Price) একেবারেই কাল্পনিক। কোন জিনিষ যদি বাজারে পাওয়া না যায়, তবে ইহার জন্য আমরা কত দাম দিতে প্রস্তুত থাকিব, তাহা বলা শক্ত। এই সমালোচনার উত্তরে বলা হয় যে ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা মূল্য আনুমানিক হইলেও বাজারের দাম যদি পরিবর্তিত হয়, তাহা হইলে ক্রেতার উপর কি প্রতিক্রিয়া করিবে, তাহা বলা শক্ত নয়।

তৃতীয়তঃ, যে সমস্ত জিনিষের বিকল্প জিনিষ (substitutes) বা প্রতিযোগী জিনিষ পাওয়া যায়, সেইগুলির ক্ষেত্রে ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাপ করা যায় না। অধ্যাপক মার্শালের মতে বিকল্প জিনিষগুলিকে একই চাহিদার তালিকাভুক্ত করিতে পারিলে এই অসুবিধা দূর করা যায়।

চতুর্থতঃ, অধ্যাপক প্যাটেন (Prof. Patten) এই তত্ত্বের সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে একজন ক্রেতা যতই একটি জিনিষ কিনিতে থাকিবে, ততই তাহার নিকট প্রাক্তন ইউনিটগুলির উপযোগ কমিয়া আসিবে, এবং অবশেষে ক্রেতা এমন একটি অবস্থায় উপনীত হইবে যখন জিনিষটি আরও বেশী করিয়া কিনিলেও আর ভোগোদ্বৃত্ত থাকিবে না। কিন্তু অধ্যাপক পিগু (Prof. Pigou) এই যুক্তিটি স্বীকার করেন না।

সর্বশেষে, এই তত্ত্বটির প্রকৃতই কোন উপযোগিতা আছে কিনা সেই বিষয়ে অধ্যাপক নিকলসন (Prof. Nicholson) সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ১০০ পাউণ্ডের উপযোগ ১০০০ পাউণ্ডের উপযোগের সমান বলিবার কোনই বাস্তব প্রয়োজনীয়তা নাই; অধ্যাপক মার্শাল কিন্তু মনে করেন যে দুইটি দেশের অর্থনৈতিক মানের তুলনা করিবার জন্য এই তত্ত্বটির সার্থকতা আছে।

ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাণ সঠিক ভাবে পরিমাপ না করিতে পারিলেও এই

তত্ত্বটির মোটেই উপযোগিতা নাই, একথা বলা ঠিক নয়। যদিও এই তত্ত্বটির কতিপয় ত্রুটি আছে, তবুও ইহার বাস্তব কার্যকারিতা আছে।

ভোগোদ্বৃত্ত তত্ত্বটির বাস্তব কার্যকারিতা (Practical utility of the concept of Consumer's Surplus) :

প্রথমতঃ, এই তত্ত্বটি হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে; দাম এবং তৃপ্তি বা উপযোগ বলিতে এক জিনিষ বুঝায় না। দাম এবং উপযোগের মধ্যে পার্থক্য থাকিতে পারে। লবণ জিনিষটির উপযোগ খুবই বেশী ; কিন্তু, সেই অনুপাতে দাম হয়ত খুব অল্প। এই তত্ত্বের সাহায্যে ব্যবহারিক মূল্য এবং বিনিময় মূল্যের পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভবপর ।

দ্বিতীয়তঃ, এই তত্ত্বটির সাহায্যে এক দেশের লোক যে পরিমাণ উপযোগ পায়, তাহার সহিত অন্য দেশের লোক একই জিনিষ ব্যবহার হইতে যে উপযোগ পায় তাহার তুলনা করা চলে। ইহা হইতেই আমরা দুই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার একটি তুলনা করিতে পারি।

তৃতীয়তঃ, একচেটিয়া কারবারে বিক্রেতা যখন কোন জিনিষের দাম স্থির করে তখন এই তত্ত্বটি বিশেষ কার্যকরী হয়। কারণ, বিক্রেতা এমনভাবে দাম স্থির করে যেন ভোগকারীর কোন উদ্বৃত্তই না থাকে।

চতুর্থতঃ, কর ধার্য করিবার সময়েও সরকারী নীতি নির্ধারণে এই তত্ত্বটি বিশেষ সহায়ক। সরকার এমন জিনিষের উপর কর ধার্য করিবে যেগুলি হইতে ক্রেতার যথেষ্ট পরিমাণে উদ্বৃত্ত তৃপ্তি পাইয়া থাকে এবং যে কর ধার্য করিলে তাহারা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। সরকার সাধারণতঃ এমন ভাবে কর ধার্য করে যাহার ফলে ক্রেতাদেরও কিছু পরিমাণে উদ্বৃত্ত তৃপ্তি থাকে এবং সরকারের রাজস্ব কিছু পরিমাণে বাড়ে।

সর্বশেষে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও এই তত্ত্বটির কার্যকারিতা আছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কতিপয় বিদেশী জিনিষ আমদানী করিয়া এবং সবগুলি ব্যবহার করিয়া যদি বেশী উপযোগ পাওয়া যায়, তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে।

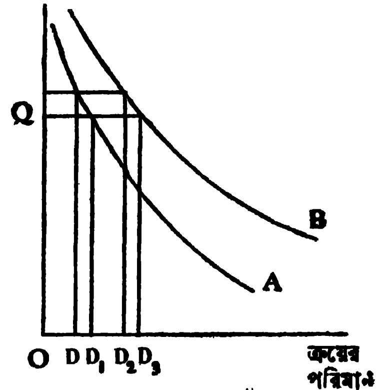
চতুর্থ পরিচ্ছেদের পরিশিষ্ট

চাহিদার নিয়মে আমরা দেখিলাম যে দামের পরিবর্তনের সহিত ক্রয়ের পরিমাণের পরিবর্তনের এক সম্পর্ক স্থাপন করা হইয়াছে। কিন্তু সকল চাহিদা তালিকাতে দামের পরিবর্তনের সহিত চাহিদার পরিবর্তনের হার সমান থাকে না। প্রসঙ্গতঃ নীচের দুইটি চাহিদা তালিকার তুলনা করি।

দাম	ক্রয়ের পরিমাণ	দাম	ক্রয়ের পরিমাণ
১০ টাকা	২৫ (ইউনিট)	১০ টাকা	২৫ (ইউনিট)
৮ „	৩০ „	৮ „	৪০ „
৫ „	৪৫ „	৫ „	৬০ „
২ „	৪৬ „	২ „	৯০ „

এখানে দৃশ্যতই দ্বিতীয় তালিকাটিতে ক্রয়ের পরিবর্তনের হার অধিক। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় তালিকাটির চাহিদাকে দামের পরিবর্তনের সহিত অধিক স্থিতিস্থাপক (elastic বলিব। রেখাচিত্রের সাহায্যেও বক্তব্যটিকে উপস্থিত করা যাইতে পারে।

নিম্নের চিত্রে A এবং B দুইটি চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হইয়াছে। দাম OP হইতে OQ পর্যন্ত কমিয়া আসায় B চাহিদা রেখায় ক্রয়ের পরিমাণ A চাহিদা রেখা অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। সুতরাং B রেখায় চাহিদা A রেখার তুলনায় অধিক স্থিতিস্থাপক। এখন স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটি খুব সহজ নহে। অর্থবিজ্ঞানে এই ধারণাটি পদার্থবিজ্ঞান হইতে ধার করা হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে চিন্তার অসুবিধা ঘটিলে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। যদি একটি ঘটনা X ঘটিলে অপর একটি ঘটনা Y সর্বদাই ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে X-র ঘটনার হারের সহিত Y-র ঘটনার হারের যা সম্পর্ক তাহাকেই Y-র স্থিতিস্থাপকতা বলে। আমাদের আলোচ্য বিষয়ে দামের পরিবর্তনের সহিত চাহিদার পরিবর্তনের কথা বিচার করিতেছি। সুতরাং এ ক্ষেত্রে যে স্থিতিস্থাপকতা প্রযোজ্য হইবে তাহা হইল চাহিদার মূল্য স্থিতিস্থাপকতা, (price elasticity of demand, বা সংক্ষেপে price elasticity)। ঠিক



চিত্র নং ৮

একই ভাবে আয়ের পরিবর্তনের হারের সহিত চাহিদার পরিবর্তনের হারের সম্পর্ক স্থাপন করিয়া আমরা **চাহিদার আয়-স্থিতিস্থাপকতা** (income elasticity of demand) বাহির করিতে পারি। পদার্থবিদ্যার অনুসরণে আমাদের স্থিতিস্থাপকতার পরিমাণ করাও কর্ত্তব্য। এই পরিমাপের জন্ম মূল্য স্থিতিস্থাপকতার যে সংজ্ঞা আরোপ করা হইয়াছে, তাহা হইল

$$\text{মূল্য স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{চাহিদার শতকরা পরিবর্তন।}}{\text{দামের শতকরা পরিবর্তন।}}$$

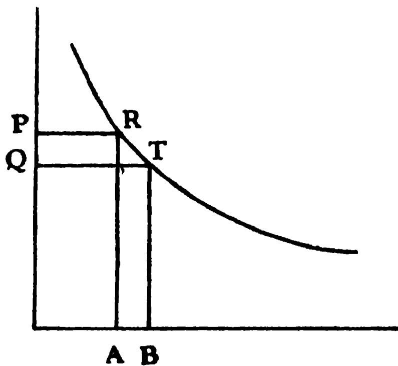
মনে করি, দাম $= P$; ক্রয়ের পরিমাণ $= Q$; দামের পরিবর্তন $= \Delta P$; এবং ক্রয়ের পরিবর্তন $= \Delta Q$। সুতরাং চাহিদার শতকরা পরিবর্তন $= \Delta Q/Q$ এবং দামের শতকরা পরিবর্তন হইল $\Delta P/P$। অতএব, চাহিদার মূল্য স্থিতিস্থাপকতা।

$$ed = -\frac{\Delta Q}{Q} \div \frac{\Delta P}{P}$$

$$= -\frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$$

মনে করি, প্রথমাবস্থায় দাম ছিল ১০৲ টাকা এবং ক্রয়ের পরিমাণ ছিল ২০ ইউনিট। ইহার পর দাম কমিয়া হইল ৮৲ টাকা এবং ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া হইল ৩২ ইউনিট। এক্ষেত্রে $P =$ ১০৲ টাকা; $Q =$ ২০ ইউনিট; $\Delta P =$ ২৲ টাকা; $\Delta Q =$ ১২ ইউনিট। অতএব চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হইবে, $\frac{১২}{২} \times \frac{১০}{২০} = ৩$।

যদি আমরা চাহিদার রেখাচিত্রটি জানি, তাহা হইলে জ্যামিতিক



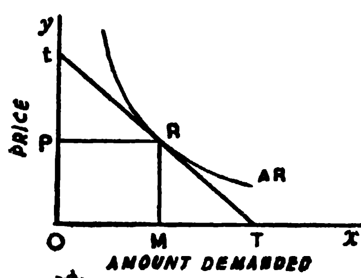
চিত্র নং ৯

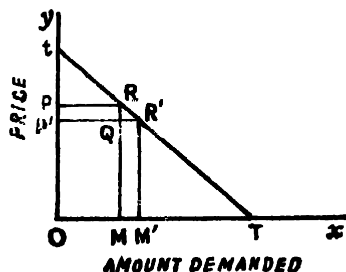
প্রক্রিয়াতেও স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করা যায়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে

যে সে ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতা বলিতে চাহিদা রেখার কোন এক বিন্দুকে নির্দেশ করা হইবে।

৯নং চিত্রের চাহিদা রেখার R বিন্দুতে OP দাম এবং ক্রয়ের পরিমাণ OA। দাম যখন OQ তখন ক্রয়ের পরিমাণ OB। সুতরাং চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ed $= \frac{AB}{PQ} \times \frac{OP}{OA}$।

এক্ষেত্রে আমরা R বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করিতেছি। এখন R বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কত, তাহা পরিমাপ করিতে গেলে R বিন্দুতে একটি স্পর্শক টানা প্রয়োজন। পরবর্তী চিত্রে





চিত্র নং ১০

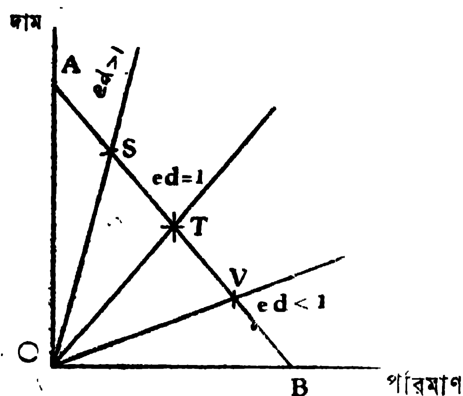
এই পরিমাপের প্রক্রিয়াটি দেখান হইয়াছে। ১০নং চিত্রে R বিন্দুতে tT স্পর্শক টানা হইয়াছে। এখন পূর্ব সংজ্ঞা অনুযায়ী, R বিন্দুতে যে স্থিতিস্থাপকতা তাহা হইল, ed $= \frac{MM'}{OM} \div \frac{PP'}{OP}$

বিকল্পভাবে $= \frac{MM'}{OM} \times \frac{OP}{PP'} = \frac{QR'}{OM} \times \frac{RM}{QR} = \frac{QR'}{QR} \times \frac{RM}{OM}$ কিন্তু, যেহেতু RQR' এবং RMT ত্রিভুজ দুইটি একই প্রকার, আমরা $\frac{QR'}{QR}$ কে $\frac{TM}{RM}$ লিখিতে পারি।

সুতরাং, $\frac{QR'}{QR} \times \frac{RM}{OM}$ সমীকরণটিকে আমরা $\frac{TM}{RM} \times \frac{RM}{OM}$ লিখিতে পারি। উভয় দিকে RM কাটিয়া ফেলার পর চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা দাঁড়াইতেছে $\frac{TM}{OM}$; কিন্তু, যেহেতু MTR এবং PRT ত্রিভুজটি একই প্রকার, সেইজন্য $\frac{TM}{OM} = \frac{RT}{Rt}$.

এখন যদি RT=Rt সমান হয়, তবে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা একক। যদি RT>Rt হয়, তবে চাহিদা স্থিতিস্থাপক এবং যদি RT<Rt হয় তবে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক।

মনে হইতে পারে যে, চাহিদা রেখা বক্র হইলেই কেবলমাত্র উহার বিভিন্ন বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা ভিন্ন ভিন্ন হইবে। কিন্তু বাস্তবপক্ষে যদি চাহিদা রেখা সরলরেখাও হয় তাহা হইলেও উহার বিভিন্ন বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন হইবে। ১১নং চিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে। ১১নং চিত্রে AB একটি সরল চাহিদা রেখা লওয়া হইয়াছে, যাহা দাম ও পরিমাণ, এই দুইটি অক্ষকে B এবং A বিন্দুতে মিলিত হইয়াছে। T হইল এই AB রেখার মধ্য বিন্দু।



চিত্র নং ১১

আমাদের পূর্ব পরিমাপ অনুযায়ী, T বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হইল,

$$ed=\frac{TB}{TA}=১ \quad (\because \quad TB=TA)$$

সেইরূপ S বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা

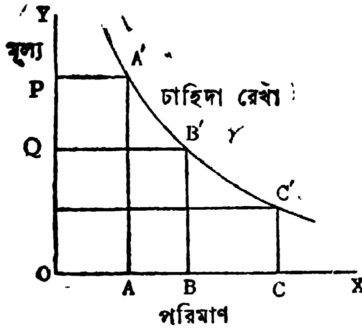
$$ed=\frac{SB}{SA}>১ \quad (\because \quad SB>SA)$$

এবং V বিন্দুতে,

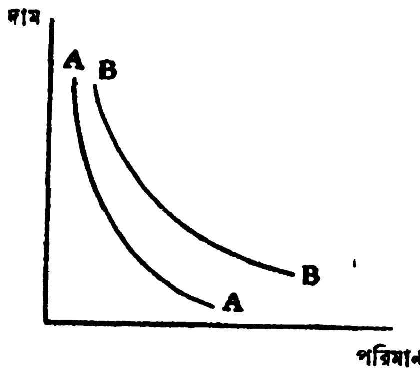
$$ed=\frac{VB}{VA}<১ \quad (\because \quad VB<VA)$$

স্থিতিস্থাপকতার এই যে পরিমাপ করা হইল, ইহা কোন একটি বিন্দুর স্থিতিস্থাপকতা নির্দেশ করে। কিন্তু অর্থবিজ্ঞানে অনেক সময় সমগ্র তালিকার স্থিতিস্থাপকতাও পরিমাপযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। যখন এইভাবে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের প্রচেষ্টা করা হয়, তখন ক্রেতার

মোট ব্যয়ের পরিমাণের সাহায্যে ঐ স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করা হয়। পরবর্তী চিত্রে (নং ১১) এইরূপে স্থিতিস্থাপকতার পরিমাণের প্রক্রিয়াটি দর্শিত হইয়াছে। বুঝিবার স্নবিধার জন্য আমরা একটি সরল চাহিদা রেখা লইয়া আলোচনা করিতেছি। A'B'C' হইল আমাদের চাহিদা রেখা। দাম যখন OP, তখন ক্রয়ের পরিমাণ OA। স্নতরাং ক্রেতার মোট ব্যয়ের পরিমাণ হইল, OA×OP=OPA'A। দাম যখন কমিয়া OQ হইল, তখন ক্রয়ের পরিমাণ OB। স্নতরাং মোট ব্যয়ের পরিমাণ OQ×OB=OQB'B। যদি OQB'B, OPA'A অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তালিকাটির স্থিতিস্থাপকতা ১ অপেক্ষা অধিক। যদি OQB'B, OPA'A অপেক্ষা কম হয় তাহা হইলে স্থিতিস্থাপকতা ১ অপেক্ষা কম; এবং যদি OQB'B,এবং OPA'A



চিত্র নং ১২

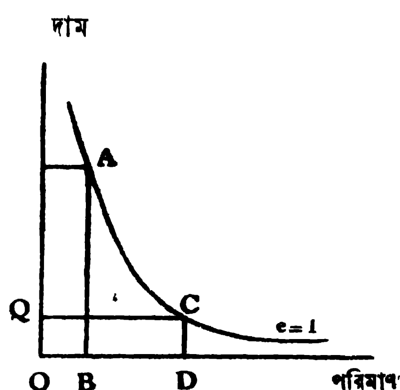


চিত্র নং ১৩

সমান হয়, তাহা হইলে স্থিতিস্থাপকতা ১র সমান। সাধারণতঃ যে চাহিদা রেখা অপেক্ষাকৃত খাড়াই হয়, সেই তালিকার স্থিতিস্থাপকতা অপেক্ষাকৃত কম হয়। যেমন ১৩নং চিত্রে, চাহিদা তালিকা AAর স্থিতিস্থাপকতা BB অপেক্ষা কম। কিন্তু যে চাহিদা তালিকার স্থিতিস্থাপকতা ১এর সমান, তাহার একটি বিশেষ চেহারা আছে,যাহাকে জ্যামিতিতে rectangular hyperbola

বলা হয়। ১৪ নং চিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে। এই চাহিদা রেখা অনুযায়ী মোট ব্যয় OPAB=মোট ব্যয় OQCD। আমরা এই চাহিদা রেখার উপর যে কোন বিন্দুই লইনা কেন, সেই বিন্দুতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ OPAB হইবে।

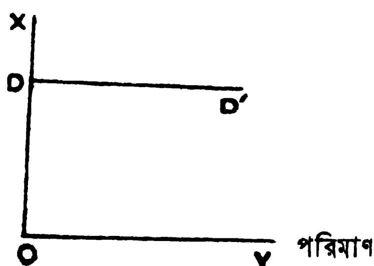
স্থিতিস্থাপকতার যে সংজ্ঞা আমরা দিয়াছি, তাহাতে সামান্য দাম কমিলেই যদি ক্রয়ের পরিমাণ অসীম পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাহাতে স্থিতিস্থাপকতা হইবে অসীম (ed=—)। আবার যদি দাম কমিলেও ক্রয়ের পরিমাণের কোন পরিবর্তন না হয়, সে ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতা হইবে শূন্য (ed=0)। এই দুই বিশেষ প্রকারের স্থিতিস্থাপকতা পরবর্তী ১৫নং এবং ১৬ নং চিত্রদ্বয়ের সাহায্যে দেখান হইয়াছে।



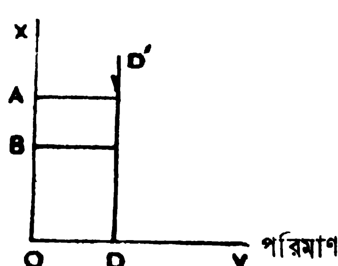
চিত্র নং ১৪

১৫ নং চিত্রে দেখান হইয়াছে দামের সামান্য পরিবর্তন হইলেই ক্রয়ের পরিবর্তনের পরিমাণ এতই ব্যাপক হয় যে চাহিদা রেখাটি *Y*-অক্ষের সহিত সমান্তরাল হইয়া যায়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে স্থিতি-স্থাপকতা অসীম। DD′ রেখা ইহাই বুঝাইতেছে। ১৬নং চিত্রে দামের যতই পরিবর্তন ঘটুক না কেন, তাহাতে ক্রয়ের পরিমাণের কোন পরিবর্তন হয় না। সুতরাং এক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা শূন্য।

সাধারণতঃ যখন চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ১ হইতে বেশী হয়, তখনই



চিত্র নং ১৫



চিত্র নং ১৬

তাহাকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলা হয়, এবং যখন উহা ১ হইতে কম হয়, তখন উহাকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার নিয়ন্ত্রণকারী কারণ সমূহ—(Factors Governing Elasticity of Demand)

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা প্রধানতঃ নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট জিনিষটির কোন পরিবর্তী (Substitute) বা বিকল্প জিনিষ আছে কিনা ইহার উপর।

যে জিনিষের বিকল্প সামগ্রী যত বেশী সেই জিনিষের চাহিদাও তত বেশী স্থিতিস্থাপক। দ্বিতীয়তঃ, একান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলির চাহিদা সাধারণতঃ অস্থিতিস্থাপক। লবণের কোনও বিকল্প সামগ্রী নাই এবং ইহা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। সেইজন্য লবণের চাহিদা আমাদের খুবই অস্থিতিস্থাপক। তৃতীয়তঃ, বিলাস সামগ্রীগুলির (Luxury goods) জন্য চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়। সাধারণ লোকের পক্ষে হয়ত একটি মোটর গাড়ী অপরিহার্য নয়। কিন্তু, যদি মোটর গাড়ী সস্তা হইয়া যায়, তবে অনেকেই, যাহারা আগে মোটর গাড়ী কেনার কথা ভাবিত না, এখন মোটর গাড়ী কিনিতে চাহিবে। আবার আমাদের কাছে যাহা বিলাস সামগ্রী অন্য লোকের কাছে তাহা খুবই প্রয়োজনীয়। সুতরাং আমার কাছে যে চাহিদা স্থিতিস্থাপক, অন্য লোকের কাছে সেই জিনিষের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইতে পারে। আমার কাছে মোটর গাড়ী বিলাস-সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইলেও একজন চিকিৎসকের কাছে একটি মোটর গাড়ী প্রয়োজনীয় সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

আবার আমরা যদি মোটর গাড়ী কিনিবার ক্ষমতা থাকে, তবে আমি বড়লোক বলিয়াই হয়ত ইহাকে একটি প্রয়োজনীয় সামগ্রী হিসাবে গণ্য করিতে পারি। এক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ক্রেতার আয়ের উপর নির্ভর করে।

কোন জিনিষের প্রচলিত দাম যদি খুবই কম থাকে, তবে সেই জিনিষটির চাহিদা সাধারণতঃ অপরিবর্তনীয় থাকে। আবার যদি কোন জিনিষের প্রচলিত দাম খুব বেশী থাকে, তবে সেই জিনিষটির দামের সামান্য পরিবর্তন চাহিদাকে সাধারণতঃ বিশেষভাবে প্রভাবিত করে না। তাহা ছাড়া, যে সমস্ত জিনিষের উপর আমরা আয়ের অতি সামান্য অংশই খরচ করিয়া থাকি, সেই জিনিষগুলির চাহিদা সাধারণতঃ দামের পরিবর্তনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয় না।

চাহিদার নিয়মে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে দাম বাড়িয়া গেলে চাহিদা

বাড়িয়া যায়। কিন্তু, কি পরিমাণ দাম কমিলে কি পরিমাণ চাহিদা বাড়িবে এবং কি পরিমাণ দাম বাড়িলে কি পরিমাণ চাহিদা কমিবে তাহা আমরা চাহিদার সূত্র হইতে জানিতে পারি না; তাহা আমাদের জানিতে হয় চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার নিয়ম হইতে।

চাহিদার নিয়ম ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার গুরুত্ব (Importance of the concept of elasticity of demand):

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার তত্ত্বটি বাস্তবক্ষেত্রে খুবই কার্যকরী হয়। দেশে যদি জিনিষপত্রের দাম পরিবর্তিত হয় তবে তাহা ক্রেতাদের চাহিদার উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তাহা আমরা জিনিষগুলির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হইতে জানিতে পারি। এইভাবে জিনিষপত্রের দামের পরিবর্তন হইতে আমরা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধেও একটি ধারণা করিতে পারি।

দ্বিতীয়তঃ, সরকারের কর ধার্য করিবার নীতি নিরূপণ করিবার সময়েও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার তত্ত্বটি কার্যকরী হয়। কোন জিনিষের উপর কর ধার্য করা হইলে ইহা করদাতাগণের উপর করপ্রদান ব্যাপারে কিরূপ বোঝার (incidence of taxation) সৃষ্টি করিবে তাহা আমরা সংশ্লিষ্ট জিনিষটির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হইতে জানিতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বলিতে পারি, লবণের চাহিদা সর্ব্বদাই অস্থিতিস্থাপক; সুতরাং যদি লবণের উপর কর ধার্য করা হয়, তবে ইহা করদাতাগণের উপর একটি বোঝার সৃষ্টি করিবে। আবার কোন বিলাস-সামগ্রীর চাহিদা হয়ত স্থিতিস্থাপক; সুতরাং ইহার উপর কর ধার্য করা হইলে জনগণের উপর ইহা একটি বড় রকমের বোঝার সৃষ্টি করিবে না। অতএব, দেখা যাইতেছে কোন জিনিষের উপর কর ধার্য করিবার আগে সরকারকে দেখিতে হয় জিনিষটির জন্য লোকের চাহিদা স্থিতিস্থাপক কিনা।

তৃতীয়তঃ, একচেটিয়া ব্যবসায়ীগণের (monopolists) কোন জিনিষ উৎপাদন এবং ইহার মূল্য নির্ধারণ করিবার ব্যাপারে এই তত্ত্বটি বিশেষ উপযোগী। যদি কোনও জিনিষের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়, তবে একচেটিয়া ব্যবসায়ী যতখুশী জিনিষটির দাম বাড়াইতে পারে না। আবার যদি জিনিষটির চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে একচেটিয়া কারবারী বিক্রয়ের

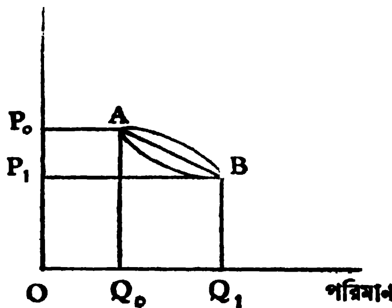
পরিমাণ কমাইয়াও বেশী দামে জিনিষটি বিক্রয় করিতে পারে এবং অধিক মুনাফা অর্জন করিতে পারে।

চতুর্থতঃ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আমদানী-রপ্তানীর ক্ষেত্রে এই তত্ত্বটির কার্যকারিতা দেখা যায়। আমাদের দেশের কোনও জিনিষের জন্য (যেমন পাট অথবা চা) যদি বিদেশীদের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয় তবে তাঁহারা সেই জিনিষটা বেশী করিয়া আমদানী করিবে, আমরাও সেই জিনিষটা বেশী করিয়া রপ্তানী করিতে পারিব। সুতরাং কোন দেশের বাণিজ্য ব্যালান্স (Balance of trade) অনুকূল (favourable) থাকিবে কিনা তাহা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে আমাদের রপ্তানীযোগ্য জিনিষগুলির জন্য বিদেশীদের চাহিদার অস্থিতিস্থাপকতার উপর। আবার দুই দেশের মুদ্রার বিনিময় হারও নির্ভর করে একটি দেশের অপর দেশের মুদ্রার জন্য চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এবং সেই মুদ্রার যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর।

সর্বশেষে শ্রমজীবীদের মজুরী নিরূপণ করিবার সময়ও এই তত্ত্বটির কার্যকারিতা দেখা যায়। যদি কোনও একটি কাজের জন্য একজন বিশেষ পারদর্শী শ্রমিকের প্রয়োজন হয় এবং যদি সেই শ্রমিকের জন্য মালিকের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়, তবে শ্রমিক মালিকের নিকট হইতে বেশী মজুরী আদায় করিতে পারে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বাস্তব ক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা তত্ত্বটির যথেষ্ট কার্যকারিতা আছে।

চাপ স্থিতিস্থাপকতা (arc elasticity) :



চিত্র নং ১৭

উপরে যে স্থিতিস্থাপকতার আলোচনা হইল, তাহা কোন একটি বিন্দুর

স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের জন্যই কেবলমাত্র কার্যকরী। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যখন পরিসংখ্যান হইতে স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা সমুপস্থিত হয়, তখন ঐ প্রক্রিয়া মোটেই কার্যকরী হয় না।

১৬ নং চিত্রে A এবং B দুইটি বিন্দু দাম এবং ক্রয়ের পরিমাণের ভিতর সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছে। যদি এই দুইটি বিন্দুকে আমরা বিচ্ছিন্ন করিয়া চিন্তা করি, তাহা হইলে অনেক ভাবেই A এবং B-কে রেখার সাহায্যে সংযোজিত করা যায়। এখন বিন্দু স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা প্রয়োগ করিলে স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ কিভাবে A এবং B-কে সংযোগ করা হইয়াছে তাহার উপর নির্ভর করিবে। সুতরাং A এবং B বিন্দুকে যোগ করিয়া যে চাপ (arc) আমরা পাই তাহার সাহায্যেই স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের প্রয়াস পাই। চাপ স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা নিম্নরূপ, arc elasticity বা চাপ স্থিতিস্থাপকতা

$$= \frac{q_0 - q_1}{q_0 + q_1} \div \frac{p_0 - p_1}{p_0 + p_1}$$

$$= \frac{q_0 - q_1}{p_0 - p_1} \cdot \frac{p_0 + p_1}{q_0 + q_1}$$

যেখানে 'p' এবং 'q' সকল দাম এবং ক্রয়ের পরিমাণ নির্দেশ করিতেছে।

পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা (Cross elasticity):

মনে করি ক্রেতা বাজারে X এবং Y নামক দুইটি দ্রব্য কিনিতে মনস্থ করিয়াছে। মনে করি X-র চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ১ হইতে বেশী। ক্রেতা এমনভাবে তাহার আয়কে X এবং Y-র উপর বণ্টন করিয়া দিবে যাহাতে সে উভয় দিক হইতেই সম-প্রান্তিক উপযোগিতা লাভ করে। এখন মনে করি, x-র দাম কোন কারণে কমিয়া গেল। যেহেতু X-র স্থিতিস্থাপকতা ১ হইতে বেশী, সুতরাং X-র উপর মোট ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং এই অতিরিক্ত অর্থ Y হইতে সরাইয়া আনিয়া X-র উপর ব্যয় করিতে হইবে। অতএব Y-র ক্রয়ের পরিমাণ ব্যাহত হইবে। Y-র ক্রয়ের পরিমাণ কতটা সঙ্কুচিত হইবে তাহা নির্ভর করিবে Y-র পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতার উপর (cross elasticity)। পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতাকে আমরা নিম্নলিখিতভাবে সংজ্ঞা দিতে পারি।

পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা বা cross elasticity

$$= \frac{\text{Y-র চাহিদার শতকরা পরিবর্তন}}{\text{X-র দামের শতকরা পরিবর্তন}}$$

$$= \frac{\Delta Y}{Y} \div \frac{\Delta Px}{Px}$$

যেখানে y এবং Δ-Y হইল Yর ক্রয়ের প্রারম্ভিক এবং পরিবর্ত্তিত অবস্থা এবং Px এবং ΔPX হইল x-র মূল্যের প্রারম্ভিক এবং পরিবর্তিত অবস্থা।

আয়গত স্থিতিস্থাপকতা (Income elasticity of demand):

কেবল মাত্র দাম কমিলেই যে ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, এমন নয়। ক্রেতার আয় বৃদ্ধি পাইলে ক্রেতা একই দামে বেশী পরিমাণ কিনিতে পারে। সুতরাং আয়ের পরিবর্তনের সহিত ক্রয়ের পরিমাণের পরিবর্তনের সম্পর্ক স্থাপন করা যাইতে পারে। ইহাকে আয়গত স্থিতিস্থাপকতা বলে। ইহার সংজ্ঞা নিম্নলিখিত রূপ,

আয়গত স্থিতিস্থাপকতা

$$= \frac{\text{চাহিদার শতকরা পরিবর্তন}}{\text{আয়ের শতকরা পরিবর্তন}}$$

$$= \frac{\Delta X}{\Delta X} - \frac{\Delta Y}{\Delta Y}$$

যেখানে X এবং ΔX হইল চাহিদার প্রারম্ভিক এবং পরিবর্তিত অবস্থা এবং Y এবং ΔY হইল আয়ের প্রারম্ভিক এবং পরিবর্তিত অবস্থা।

পারস্পরিক এবং আয়গত স্থিতিস্থাপকতা অর্থবিজ্ঞানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ভবিষ্যতে প্রয়োজন মত ইহার উল্লেখ করিবার অবকাশ আমাদের বারবার ঘটিবে।

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা (elasticity of Supply):

চাহিদার ক্ষেত্রে দাম এবং ক্রয়ের পরিমাণ পরস্পর বিপরীতমুখী আচরণ করিয়া থাকে। অর্থাৎ দাম কমিলে, ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এই বিপরীত ধর্মী সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পূর্ব্বে একটি ঋণাত্মক চিহ্ন (——) দেখান হইয়াছে। কিন্তু যোগানের ক্ষেত্রে দাম এবং যোগানের পরিমাণের ভিতর একই গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ দাম যে দিকে পরিবর্তিত হইবে যোগানও সেই দিকে পরিবর্ত্তিত হইবে। অতএব যোগানের স্থিতিস্থাপকতা নিম্নলিখিতরূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে।

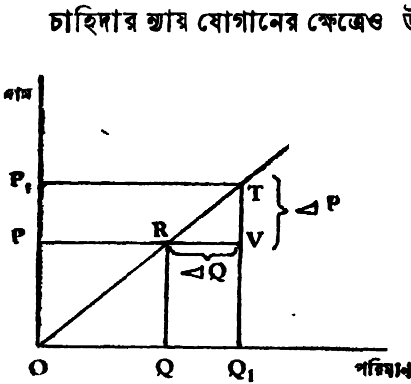
যোগানের স্থিতিস্থাপকতা, es,

$$= \frac{\text{যোগানের শতকরা পরিবর্তন}}{\text{দামের শতকরা পরিবর্তন}}$$

$$= \frac{\Delta Q}{Q} \div \frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}.$$

যেখানে Q এবং ΔQ হইল যোগানের প্রারম্ভিক এবং পরিবর্তিত অবস্থা এবং P এবং ΔP হইল দামের প্রারম্ভিক এবং পরিবর্তিত অবস্থা।

চাহিদার ন্যায় যোগানের ক্ষেত্রেও উহার বিন্দুগত স্থিতিস্থাপকতা কোন একটি বিন্দুতে একটি স্পর্শক টানিয়া দেখান যাইতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে পরিমাপের একটু বিভিন্নতা বর্তমান। সেইজন্য আমরা এমন একটি যোগান রেখা লইলাম, যাহা একটি সরল রেখা এবং মূল বিন্দুর ভিতর দিয়া গিয়াছে। পরবর্তী ১৮ নং চিত্রে আমাদের আলোচ্য যোগান রেখার উপর R এবং T দুইটি বিন্দু লইলাম।



চিত্র নং ১৮

যোগানের স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা প্রয়োগ করিয়া আমরা পাইলাম,

$$es = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q} = \frac{RV}{TV} \cdot \frac{RQ}{OQ}.$$

যেহেতু ΔTVR এবং ΔRQO সমানুপাতিক ত্রিভুজ,

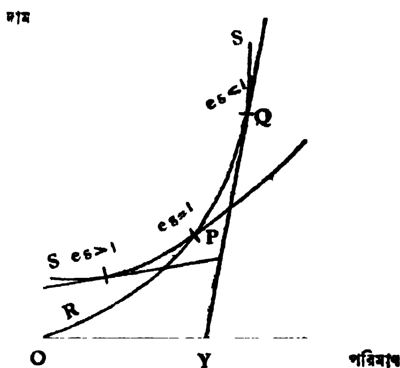
অতএব, $\frac{RQ}{OQ} = \frac{TV}{RV}$ সুতরাং

$$es = \frac{RV}{TV} \cdot \frac{RQ}{OQ} = \frac{RV}{TV} \cdot \frac{TV}{RV} = 1$$

সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্ত লইতে পারি যে সরল যোগান রেখাই মূল বিন্দু দিয়া যাইবে তাহারই যোগান ১ স্থিতিস্থাপকতা সম্পন্ন। অতএব ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, যোগান রেখায় যে স্পর্শক টানা হয়, তাহা যদি দাম অক্ষকে ছেদ করে তাহা হইলে সে বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা ১ হইতে বেশী। যদি স্পর্শকটি পরিমাণ অক্ষকে ছেদ করে তাহা হইলে সে বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা ১ হইতে কম। ১৯ নং চিত্রে যোগানের তিনটি বিভিন্ন স্থিতিস্থাপকতার মান দেখান হইয়াছে।

১৯নং চিত্রে SS নামক যে যোগান রেখা লওয়া হইয়াছে তাহার R

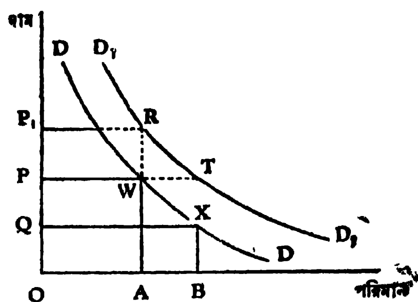
বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা ১ হইতে বেশী, Q বিন্দুতে ১ হইতে কম এবং P বিন্দুতে ১র সমান।



চিত্র নং ১৯

চাহিদা-যোগান সম্বন্ধে একটি সাবধানতা—সাধারণ কথাবার্তায় আমরা চাহিদা—যোগানের 'বৃদ্ধি' কথাটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেই না। কিন্তু অর্থবিজ্ঞানে আলোচনার সংহতির জন্য এই 'বৃদ্ধি' কথাটিকে বিশেষ অর্থেই ব্যবহার করা হইয়া থাকে। নিম্নের ২০নংচিত্রের সাহায্যে ইহা বুঝান হইয়াছে

এই চিত্রে DD এবং D_1 D_1 দুইটি চাহিদা রেখা লওয়া হইয়াছে। সাধারণ কথাবার্তায় DD চাহিদা রেখায় যখন দাম OP হইতে OQতে কমিয়া আসে এবং তাহার ফলে ক্রয়ের পরিমাণ OA হইতে OBতে বৃদ্ধি পায় তখনই চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া থাকি। কিন্তু অর্থবিজ্ঞানে এরূপ বলা ভ্রম। চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিলে অর্থবিজ্ঞানীরা বুঝিবেন যে সম্পূর্ণ চাহিদা রেখাটিই DD হইতে D_1 D_1 স্থানে সরিয়া আসিয়াছে। অর্থাৎ পূর্বে যদি ক্রেতা (কিংবা ক্রেতারা) OP দামে OA পরিমাণ কিনিয়া থাকে, তাহা হইলে চাহিদা বৃদ্ধির ফলে সে (তাহারা),



চিত্র নং ২০

একই পরিমাণ OA, AR বা OP, মূল্যে কিনিবে, কিংবা একই দাম OPতে PT পরিমাণ কিনিবে। সুতরাং চাহিদার বৃদ্ধি ঘটিলে সম্পূর্ণ চাহিদা তালিকার স্থান পরিবর্ত্তন (উত্তর-পূর্ব দিকে) ঘটে, ইহা, অবশ্য জ্ঞাতব্য। একই বক্তব্য যোগানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

পরিশিষ্ট—২

মোট, প্রান্ত এবং গড়ের ভিতর সম্পর্ক—অর্থবিজ্ঞানে মোট উৎপাদন মোট ব্যয় ; গড় উৎপাদন, গড় ব্যয় ; প্রান্তিক উৎপাদন, প্রান্তিক ব্যয় ;—এই সকল কথা প্রতিনিয়তই বলিতে হয়। এজন্য গড়, মোট এবং প্রান্ত, ইহাদের ভিতর সম্পর্কটি উদ্ঘাটন করা প্রয়োজন। এই কারণে, একটি তালিকার সাহায্যে আমরা অগ্রসর হই। নিম্নলিখিত তালিকাতে আমরা বিক্রয়লব্ধ অর্থের মোট, গড় এবং প্রান্ত এই তিনটি বিষয়ের স্তম্ভ তৈয়ারী করিয়াছি। উৎপাদন কিংবা ব্যয়ের ক্ষেত্রেও অনুরূপ তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

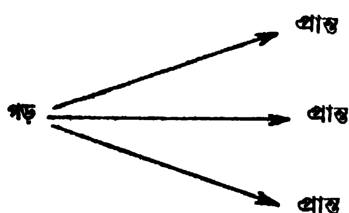
তালিকা—১

দ্রব্যের ইউনিট	মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ	গড় বিক্রয়লব্ধ অর্থ	প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ অর্থ
১	৪	৪	৪
২	১০	৫	৬
৩	১৮	৬	৮
৪	৪৮	১২	৩০
৫	৬০	১২	১২
৬	৭২	১২	১২
৭	৭৭	১১	৫
৮	৮০	১০	৩
৯	৮১	৯	১
১০	৭০	৭	—১১

এই তালিকা হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থকে, মোট যত ইউনিট বিক্রয় হইতেছে, তাহা দ্বারা ভাগ করিলে, গড় বিক্রয়লব্ধ জানা যায়। যেমন, যখন মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ ১০, তখন ২ ইউনিট

বিক্রয় হয় বা উৎপাদিত হয়। সুতরাং গড় বিক্রয়লব্ধ হইতেছে ৫। প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ হইতেছে মোট বিক্রয়লব্ধের পরিবর্ত্তন। যেমন, বিক্রয় ২ হইতে ৩ ইউনিটে গেলে মোট বিক্রয়লব্ধ ১০ হইতে ১৮তে পরিবর্ত্তিত হয়। সুতরাং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ হইল ৮। আবার যখন মোট তিন ইউনিট বিক্রয় হয়, তখন মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ ১৮, যাহা ১ম, ২য় এবং ৩য় ইউনিট সকলের প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ অর্থের সমান। অর্থাৎ ৪+৬+৮=১৮।

৯নং তালিকা হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে, যখন গড় বিক্রয়লব্ধ আয় বৃদ্ধি পায় তখন প্রান্তিক বিক্রয় লব্ধ আয় গড় বিক্রয়লব্ধ হইতে বেশী হয়। ১ম হইতে ৪র্থ ইউনিট পর্যন্ত গড় বৃদ্ধি পাইতেছে এবং প্রান্ত, গড় হইতে বেশী। যখন গড় অপরিবর্ত্তিত তখন গড় এবং প্রান্ত সমান। ৪র্থ হইতে ৫ম ইউনিটে গড়ের পরিবর্ত্তন হয় নাই, সুতরাং প্রান্ত গড়ের সমান (১২)। আবার ৫ম ইউনিট হইতে যখন গড় কমিতে থাকে তখন প্রান্ত গড় হইতে কম। গড় এবং প্রান্তের ভিতর এই সম্পর্কটি নিম্নলিখিত উপায়ে মনে রাখা সহজ। এখানে তিনটি তীর গড়ের ত্রিবিধ গতি—ঊর্দ্ধগতি, অপরিবর্তিত অবস্থা, এবং নিম্নগতি নির্দেশ করিতেছে।



২১নং চিত্র

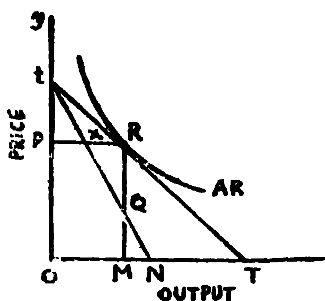
গড়ের গতির দিক জানিয়া আমরা প্রান্তের অবস্থা জানিতে পারি। ঊর্দ্ধগামী তীর দেখাইতেছে যে প্রান্ত গড় হইতে উচ্চে অবস্থান করিবে। অপর দুইটি তীর হইতেও সেইভাবে আমরা গড় এবং প্রান্তের অবস্থান জানিতে পারি।

তালিকাটিকে একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় যে গড়ের তুলনায় প্রান্তের পরিবর্ত্তন অনেক বেশী প্রকট।

যদিও উপরের গড় এবং প্রান্তের ভিতর সম্পর্কটি বিক্রয়লব্ধের মাধ্যমে বাহির করা হইয়াছে, আমরা উৎপাদন কিংবা ব্যয়ের সাহায্যেও ঐ সম্পর্ক বাহির করা যাইত।

ক্রেতার দিক হইতে গড় এবং প্রান্তের ভিতর সম্পর্কটি জ্যামিতিক নিয়মে আরও সঠিক ভাবে বাহির করা যায়। ২২ নং চিত্রে tT একটি সরল চাহিদা রেখা লইলাম। tTর উপরে যে কোন বিন্দু R লইলাম। R বিন্দুতে OP হইতেছে দাম এবং OM হইতেছে ক্রয়ের পরিমাণ।

কিংবা R বিন্দুতে RM (=OP) হইতেছে গড় বিক্রয়লব্ধ অর্থ (বিক্রেতার দিক হইতে)। মনে করি R বিন্দুতে MQ = প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ অর্থ ; RM রেখার সহিত tQ রেখা যোগ করিলাম এবং ইহা RM রেখার সহিত Q বিন্দুতে যুক্ত হইল ; tQ রেখাই প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ অর্থ রেখা। tQ রেখা PR রেখাকে সমদ্বিখণ্ডিত করিয়াছে (PX = XR)। কেননা, R বিন্দুতে মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ = OP × OM = OPRM। আবার যেহেতু



চিত্র নং ২২

মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতেছে সকল প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ অর্থের সমান, সুতরাং OPRQ = OtxQM। অতএব দুইটি সমকোণী ত্রিভুজ ΔPtX এবং ΔxRQ পরস্পর সর্ব-সমান। সুতরাং PX = XR এবং Pt = RQ.

এখন প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ অর্থ

$$MQ = MR - RQ \cdots \quad \cdots \quad \cdots (i)$$

$\because$ ΔtXP এবং ΔXRQ সমানুপাতিক,

সুতরাং, $\dfrac{Pt}{PR} = \dfrac{RM}{MT} \cdots \quad (ii)$

$Pt = RQ,$

(ii) হইতে $\dfrac{Pt}{PR} = \dfrac{RM}{MT}$.

কিংবা $\dfrac{RQ}{PR} = \dfrac{RM}{MT}$

কিংবা $RQ = PR\left(\dfrac{RM}{Mt}\right)$

এখন (i) হইতে,

$$MQ = MR - PR\left(\frac{RM}{MT}\right)$$

$$= MR\left[1 - \frac{PR}{MT}\right]$$

$$= MR\left(1 - \frac{OM}{MT}\right) \quad (iii)$$

$$\text{আবার, } \frac{OM}{MT} = \frac{tR}{RT} = -\frac{Rt}{RT}$$

$$= -\frac{1}{ed} \left(\because ed = -\frac{RT}{Rt} \right)$$

সুতরাং $\frac{OM}{MT}$ এর মান (iii) এ উপস্থাপন করিয়া,

$$MQ = MR \left(1 + \frac{1}{ed}\right)$$

কিংবা, প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ অর্থ = গড় বিক্রয়লব্ধ অর্থ ×

$$\left(1 + \frac{1}{\text{চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা}}\right)$$

Exercises

1. Explain the concept of Elasticity of Demand. On what factors does the Elasticity of Demand depend ? What is the practical utility of this concept ? (৫৪-৬৪ পৃষ্ঠা)

2. Comment on the theoretical validity and practical utility of Marshall's doctrine of Consumer's Surplus. How does Prof. Hicks rehabilitate this concept ? (৪৮-৫৩ পৃষ্ঠা)

3. How is the Law of Demand related to (a) the Law of Diminishing Marginal Utility and (be) an analysis of Income Effects aud Substitution Effect ? (৪২-৪৫ ; ৪৮ পৃষ্ঠা)

4. How does a man spend his income over different needs, present as well as prospective ? (পৃষ্ঠা)

5. Show why the demand for a commodity increases when its price falls. Are there any exception to this rule ?
(C. U. B. A. Part I 1962)

6. How does a consumer distribute a given amount of money in purchasing two commodities the prices of which are given ? (৪৫-৪৮ পৃষ্ঠা) (C. U, B. A. Part I 1962)

7. Explain the concept of "consumer's surplus." What are the uses of this concept in economic theory ?
(৪৮-৫০ ; ৫৩ পৃষ্ঠা)
(C. U. B. A. Part I 1963)

8. Explain the factors on which the elasticity of demand for a commodity depends. How would you measure the elasticity of demand of a given price ? (৬০-৬১ ; ৫৪-৫৯ পৃষ্ঠা)

(N. B. U, B.. A, Part I 1963)

9. What do you mean by an increase in demand ? What are the effects of an increase in demand on value (i) in the short period. and (ii) in the long period,

(N.B.U. B. A. Part I 1964)

10. Explain the factors on which the elasticity of demand for a commodity depends. How would you measure the elasticity oi demand at a given price ?

(C.U. B.A. Part I 1964)

11. What do you mean by elasticity of supply ? Give diagrams showing the different degrees of elasiticity of supply. (C. U. B. A. Part I 1965 old regulation)

12. Write a note on average marginal relationship. How is the price elasticity of demand related to averege marginal relationship. (৬৭-৬৯ পৃষ্ঠা)

৫

জাতীয় আয়

সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে কিভাবে চাহিদা এবং যোগানের যোগাযোগে বিভিন্ন উৎপাদনের উপাদানের দাম, নির্দ্ধারিত হয়, অর্থাৎ গৃহস্থ শ্রেণীর 'আয়' সৃষ্টি হয়। অর্থনীতিতে এই 'আয়' কথাটি বিশেষ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। সাধারণ অর্থে যে কোন ব্যক্তির ব্যয়োপযুক্ত অর্থ প্রাপ্তিকেই 'আয়' বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। কিন্তু অর্থবিজ্ঞানে সেরূপ নয়। উদ্বাস্তরা সরকার হইতে যে অর্থ সাহায্য পাইয়া থাকে, সাধারণ অর্থে এই অর্থ সাহায্য 'আয়' হইলেও, অর্থবিজ্ঞানের পরিভাষায় ইহাকে হস্তান্তরিত ব্যয় (Transferred payment) বলা হয়। অর্থবিজ্ঞানে, যখন কোন সময়ের ভিতরে কোন বিশেষ সেবার (Services) মূল্য হিসাবে যে অর্থ প্রদান করা হয়, তাহাকেই আয় বলা হয়। সুতরাং 'আয়' সৃষ্টি হইতে হইলে তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন: (১) সেবাটির জন্য চাহিদা থাকা প্রয়োজন; (২) সেবাটির জন্য একটি বাজার থাকা প্রয়োজন; (৩) একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ঐ সেবার চাহিদার উপস্থিতি প্রয়োজন। অধ্যাপক আলবার্ট সোয়াইৎসার আফ্রিকায় মানব-জাতির সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহার হাসপাতাল পরিচালনার জন্য তিনি স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট হইতে দান গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহাতে কোন আয় সৃষ্টি হয় না। কেন না, তিনি যে সেবা সৃষ্টি করিতেছেন তাহার জন্য কোন চাহিদা স্থানীয় অধিবাসীদের নাই। কিন্তু সাধারণ হাসপাতালে কোন ডাক্তার বা নার্স সেবা করিয়া যে অর্থ উপার্জন করেন, তাহাতে 'আয়ের' সৃষ্টি হয়। কেননা, ডাক্তারের বা নার্সের সেবার একটি বাজার চাহিদা রহিয়াছে। ঠিক সেইরূপ যখন বাড়ীর গৃহিনী উদয়াস্ত পরিশ্রম করেন, তাহাতে আয় সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। কেন না, গৃহিনী যে গৃহকর্ম করিয়া থাকেন তাহা বাজার মূল্যে পরিমাপ যোগ্য বলিয়া আমাদের মনে হয় না। কিন্তু গৃহিনার অবর্ত্তমানে যখন একই কাজ নিযুক্ত ভৃত্যের সাহায্যে করাইতে হয়, তখন 'আয়' সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

দেশের ভিতরে যত প্রকারের সেবাস্রোতের সৃষ্টি হইতেছে, তত প্রকারের বা ততটি আয় সৃষ্টি হইতেছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সুতরাং ব্যক্তিগত 'আয়' সকলের সমষ্টি করিয়া 'জাতীয় আয়' পাওয়া যায়। কিন্তু 'জাতীয় আয়' ব্যক্তিগত আয় হইতে ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেই আমরা বুঝি যে যখনই ব্যক্তিগত আয় সৃষ্টি হয়, তখনই একটি সেবা-স্রোতের সৃষ্টি হয়, কিংবা দ্রব্যের উৎপাদন হয়। কোন ব্যক্তি যখন ডাক্তারের কাজ করেন, তখন তিনি সেবাস্রোতের সৃষ্টি করেন। কিন্তু তিনি যদি কোন কারখানায় কাজ করেন তখন তিনি দ্রব্য উৎপাদন করেন। উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তু আয় সৃষ্টি হয়। সেইজন্য জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে যেমন একদিকে ব্যক্তিগত আয় সমষ্টির দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন, ঠিক সেইরূপ যে দ্রব্য এবং সেবার সৃষ্টি হইল তাহার পরিমাপও প্রয়োজন। সেইজন্য জাতীয় আয়ের দুইটি সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে।

১। কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে দেশের ভিতরে কত ব্যক্তিগত আয়ের সৃষ্টি হইতেছে, তাহার সমষ্টি।

২। কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে দেশের ভিতরে কত দ্রব্য এবং সেবাস্রোতের সৃষ্টি হইতেছে তাহার সমষ্টি।

সুতরাং জাতীয় আয় বলিলেই একটি স্রোতের কথা আমাদের মনে হইবে। অর্থাৎ প্রতি একক সময়ে জাতীয় আয় কত, ইহাই আমাদের চিন্তা করিতে হইবে। সাধারণতঃ এই একক সময় হইতেছে এক বৎসর। সেইজন্য আমরা বলিয়া থাকি ১৯৬২ সালে ভারতের জাতীয় আয় এত ছিল, বা ১৯৭০ সালে ভারতের জাতীয় আয় এত হইবে। সেই হিসাবে প্রতি ঘণ্টা বা প্রতি সেকেণ্ডের জাতীয় আয়ও সৃষ্টি হইতেছে। যেরূপভাবেই আমরা জাতীয় আয়ের কথা চিন্তা করি না কেন, তাহাতে সময়ের পরিমাপ অবশ্যই থাকিতে হইবে। সুতরাং জাতীয় আয়ের পরিমাপ এবং মূলধনের পরিমাপ ভিন্ন হইবে। জাতীয় আয়ের পরিমাপ সময়ের পরিমাপে বলিতে হইবে, কিন্তু মূলধনের পরিমাপে সময়ের অন্তর্ভুক্তির কোন প্রয়োজন নাই।

উপরের সংজ্ঞাদ্বয়ের সাহায্যেই আমরা বুঝিতে পারি যে জাতীয় আয়কে ত্রিবিধ কোণ হইতে দৃষ্টিপাত করা যাইতে পারে।

১। জাতীয় আয় ব্যক্তিগত উৎপাদনের উপাদানের আয়ের সমষ্টি হিসাবে। (Income approach)

২। জাতীয় আয় দেশে মোট উৎপাদিত দ্রব্য এবং সেবার সমষ্টি হিসাবে। (Production approach)

৩। জাতীয় আয় দেশে সৃষ্টি মোট ব্যয় স্রোতের সমষ্টি হিসাবে। (Expenditure approach)

এই তিনটি দৃষ্টিকোণ হইতে আমরা জাতীয় আয়ের একই পরিমাপ পাই, কেন না, দেশের মোট উৎপাদনের সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত দেশবাসীর ব্যক্তিগত আয়। আবার মোট উৎপাদনের বাজার দর নির্দ্ধারিত হইতেছে লোকের চাহিদার প্রবলতা হইতে। চাহিদার প্রবলতা আবার নির্ভর করে লোকের আয়ের উপর। সুতরাং সামগ্রিক ভাবে লোকেরা যাহা আয় করে, তাহাই স্ব উৎপাদিত দ্রব্যের উপর ব্যয় করে। সুতরাং (১) এবং (৩) সমান। আবার মোট উৎপাদিত দ্রব্যের এবং সেবার সামগ্রিক মূল্যও লোকের মোট ব্যয়ের সম পরিমাণ। সুতরাং (২) এবং (৩) সমান। অতএব (১) এবং (৩) সমান।

জাতীয় আয়ের পরিমাপের প্রক্রিয়া :—

উপরের আলোচনা হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে উৎপাদন ব্যবস্থা হইতে জাতীয় আয়কে পৃথক করিয়া চিন্তা করা যায় না। এখন উৎপাদনের ভিতর মোট উৎপাদন এবং নীট উৎপাদন (net production), এই দুই-এর ভিতর ব্যবধান করা যাইতে পারে মোট উৎপাদনের মূল্যের যে অংশ যন্ত্রপাতির অবক্ষয়ের পরিপূরণের জন্য ধরিয়া রাখা হয় তাহাকে ক্ষয়-ক্ষতি খাতের অর্থ (Depreciation allowance) বলা হয়। মোট উৎপাদন হইতে ক্ষয়-ক্ষতি বাবদ অর্থ বাদ দিলে নীট উৎপাদনের মূল্য পাওয়া যায়। মনে করি একজন উৎপাদনকারী ১০০ টাকায় একটি যন্ত্র কিনিল, এবং মনে করিল যে উহা ১০ বৎসর চালু থাকিবে। এখন উৎপাদনকারী ঐ যন্ত্র হইতে উৎপাদিত দ্রব্যের মাধ্যমে যে বিক্রয়লব্ধ অর্থ পাইবে, তাহা হইতে প্রতি বৎসর সে ১০ টাকা সরাইয়া রাখিবে, যাহাতে ১০ বৎসর বাদে ১০০ টাকায় পুনরায় সে একটি নূতন যন্ত্র কিনিতে পারে। এই অপসারিত ১০ টাকাই অবক্ষয়ের পরিপূরক (depreciation allowance)। সমগ্র দেশের দিক হইতে চিন্তা করিলে এই অবক্ষয়ের পরিপূরক মোট উৎপাদনেরই একটি অংশ। সুতরাং

মোট উৎপাদন হইতে এই অবক্ষয়কে বিযুক্ত করাই শ্রেয়। এই অবক্ষয় বাদ দিলে যাহা পড়িয়া থাকে তাহাকে নীট জাতীয় উৎপাদন (net national product) বলা হয়। অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে ইহাই জাতীয় আয়ের প্রকৃষ্ট পরিমাপ। এই নীট জাতীয় উৎপাদন পাইতে হইলে নিম্নলিখিত ধাপগুলি অতিক্রম করিতে হইবে।

আমাদের চিন্তা করিতে হইবে যে, যে দেশে সরকারী এবং বেসরকারী উৎপাদন ব্যবস্থা রহিয়াছে, এবং এই সকল উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমেই 'আয়ের' সৃষ্টি হইতেছে।

প্রথমতঃ, যত উৎপাদন ব্যবস্থা রহিয়াছে, সেখান হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া আমরা কর দিবার পূর্বে সমষ্টিগত ব্যক্তিগত আয় (Personal income before tax) জানিতে পারি। ইহার সহিত বেসরকারী উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলির মুনাফা (মোট অর্থাৎ যে মুনাফা মালিকদের ভিতর বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় নাই) যোগ দিলে আমরা দেশের কর দিবার পূর্ব্বে বেসরকারী মোট আয় জানিতে পারি। ইহার সহিত সরকারী প্রতিষ্ঠান-গুলির আয় যোগ করিলে; এবং সরকার হইতে প্রদত্ত হস্তান্তরিত ব্যয় (Transferred payment) ও বিভিন্ন ব্যক্তিদের ভিতর পারস্পরিক উপঢৌকনের সমষ্টি বাদ দিলে উৎপাদনের উপাদানের মূল্যের সমষ্টি হিসাবে জাতীয় আয় (national income at factor cost) নির্ণীত হয়।

দ্বিতীয়তঃ যদি উৎপাদনের উপাদানের মূল্য হিসাবে জাতীয় আয় জানা যায়, তাহার সহিত অপ্রত্যক্ষ করের সমষ্টি যোগ করিয়া এবং সরকার হইতে যে সকল আর্থিক সুবিধা দেওয়া হয় (Subsidies) তাহা বাদ দিলে বাজার দামে জাতীয় আয় (national income at market price বা net national product) পাওয়া যায়।

তৃতীয়তঃ, উপরে প্রাপ্ত পরিমাণের সহিত অবক্ষয় এবং পরিচালনার জন্য সংরক্ষিত অর্থ (depreciation এবং maintenance allowance) যোগ দিলে মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross national product) পাওয়া যায়।

উপরে জাতীয় আয় নির্ধারণের বিভিন্ন পর্যায়ের কথা বলা হইল। জাতীয় আয় হিসাব করিতে বসিয়া কতদূরে আসিয়া থামিতে হইবে, তাহা পরি-সংখ্যানবিদ্‌দের অর্থবিজ্ঞানের জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতেছে। পুঁথিগতভাবে

জাতীয় আয় নির্ধারণের প্রকৃষ্টতম পন্থা হইতেছে ব্যক্তিগত আয়ের ভিত্তি হইতে শুরু করা। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা অপেক্ষা সহজতর উপায় হইতেছে উৎপাদনের ভিত্তি হইতে শুরু করা। আমাদের দেখিতে হইবে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোতে কতকগুলি বৃহৎ অংশ রহিয়াছে, এবং প্রতিটি অংশের **নীট নিজস্ব মূল্যগত অবদান** (net value added) কত। মনে করি আমরা রুটি উৎপাদনের কারখানা হইতে তথ্য সংগ্রহ করিতেছি। রুটি উৎপাদনের কাঁচা মাল হইতেছে ময়দা এবং উৎপাদনের উপাদানের প্রধান অংশ (মনে করি একমাত্র অংশ) হইতেছে শ্রমিক। প্রতি ইউনিট রুটি উৎপাদনে মনে করি ময়দার অংশ ৫০ পয়সা এবং শ্রমিকের অংশ ২৫ পয়সা। যদি এক ইউনিট রুটির মূল্য ৭৫ পয়সাই জাতীয় নির্ধারণে আমরা ধরিয়া লই, তাহা হইলে হিসাবে ভুল হইবে। কেন না যখন আটার উৎপাদন হইতে তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছিল তখন আটার ৫০ পয়সা ধরা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং রুটির নিজস্ব মূল্যগত অবদান ২৫ পয়সাই জাতীয় আয়ের হিসাবের ভিতর ধরিতে হইবে। যদি এরূপ ভাবে না ধরি তাহা হইলে নিম্নলিখিত ভুল হইবার সম্ভাবনা।

এক ইউনিট রুটির মূল্য ৭৫ পয়সা,
এক ইউনিট ময়দার মূল্য ৫০ পয়সা
এক ইউনিট গমের মূল্য ৩৫ পয়সা

অর্থাৎ রুটি, ময়দা এবং গম এই তিন জায়গা হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া আমরা এই তিন উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসকল হইতে জাতীয় আয় লিখিব ৭৫+৫০+৩৫ = ১·৬০ পয়সা। কিন্তু রুটিতে ৫০ পয়সা ময়দা বাবদ ব্যয় এবং ২৫ পয়সা শ্রমিক বাবদ ব্যয়। ময়দাতে (মনে করি) ৩৫ পয়সা গম বাবদ ব্যয় এবং ১৫ পয়সা শ্রমিক বাবদ ব্যয়। সুতরাং জাতীয় আয় বাস্তবিক পক্ষে হইবে ৩৫+১৫+২৫=৭৫ পয়সা। প্রথম পদ্ধতিতে অগ্রসর হইলে একই হিসাব দুইবার করা হইতেছে (double counting)। এই দুইবার গণনার সম্ভাবনাকে দূর করিবার জন্য মোট মূল্য কোন প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অবদান কত তাহার ভিত্তিতেই জাতীয় আয় গণনা করা হইয়া থাকে। জাতীয় আয় গণনার ইহা এক প্রধান অসুবিধা।

ইহা ব্যতিরেকে জাতীয় আয় নির্ধারণের আরও এক অসুবিধা আছে। মনে করি শ্রীমতী ক শ্রীযুক্ত খ এর গৃহে পাচিকার কাজ করেন। শ্রীযুক্ত খ

শ্রীমতী ক—কে যে বেতন দেন তাহা জাতীয় আয়ের অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু কিছুদিন বাদে শ্রীযুক্ত খ যদি শ্রীমতী ক'কে বিবাহ করেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থায় শ্রীমতী ক-এর আয় বা তাঁহার কাজ জাতীয় আয়ের হিসাবের অন্তর্ভূক্ত হইবে না, যদিও শ্রীমতী ক পূর্বের ন্যায় একই কাজ করিয়া যাইবেন। সুতরাং কোন্ প্রকারের কাজ করিলে আয়ের উদ্ভব হইবে এবং কোন্ প্রকারের কাজ করিলে হইবে না, তাহা নিরূপণ করা শক্ত।

তদুপরি মোট (gross) জাতীয় উৎপাদনের হিসাব পাওয়া সম্ভবপর হইলেও, নীট (net) জাতীয় উৎপাদনের হিসাব পাওয়া মুস্কিল। কেন না, যন্ত্রপাতির অবক্ষয়ের (depreciation) কোন নির্দিষ্ট হার নাই। সুতরাং অবক্ষয় (depreciation) বাবদ কত বাদ দিতে হইবে, তাহাও নির্দিষ্ট নহে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রমুখ সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে, ডাক্তার, শিক্ষক, অভিনেতা, খেলোয়াড়, প্রভৃতি ব্যক্তির আয়কে জাতীয় আয়ের ভিতর ধরা হয় না। সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে বস্তুগত উৎপাদনে অংশ গ্রহণ না করিলে আয় সৃষ্টি হয় বলিয়া মনে করা হয় না। এই ব্যবস্থায় মোট বস্তুগত উৎপাদনের বৃদ্ধিকেই সমাজের কল্যাণের একমাত্র ইঙ্গিত বলিয়া ধরা হয়। ইহার নিজস্ব গুণ থাকিলেও, ইহাতে ডাক্তার, শিক্ষক প্রভৃতিকে সমাজের পরগাছা বা পোষ্য বলিয়া মনে করা হয়। সুতরাং ইহা নীতিগতভাবে অনেকের নিকট স্বীকার্য্য বলিয়া মনে নাও হইতে পারে। ধনতান্ত্রিক দেশে যে কোন সেবারই (service) যদি বাজারে চাহিদা থাকে তাহাতে আয় সৃষ্টি হয় বলিয়া মনে করা হয়। ইহা যদিও সমাজের ব্যক্তি-অভিরুচি প্রকাশের সহায়ক কিন্তু ইহারও একটি অকল্যাণকর দিক আছে। যদি সমাজের অধিকাংশ লোকই অভিনেতা বা খেলোয়াড় হইতে চায়, তাহাতে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে, কিন্তু ইহাতে সামগ্রিকভাবে দেশের সমূহ ক্ষতি হইবে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সুতরাং জাতীয় আয়ের হিসাবের সহিত দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণের দিকটি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।

কোন দুই বৎসরের জাতীয় আয় হিসাব করিতে গেলে হয়ত দেখা যাইবে যে এক বৎসর যাহা উৎপাদন করা হইয়াছিল, অন্য বৎসর তাহা হয় নাই। এজন্য জাতীয় আয় উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য হিসাবে হিসাব করা হয়। কিন্তু যদি উৎপাদনের সংমিশ্রণের পরিবর্ত্তনের ফলে দেশের অধিকাংশ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে মূল্যগত ভাবে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলেও,

বস্তুগত জাতীয় আয় (real national income) বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মনে করার কোন কারণ নাই। আবার মূল্যগতভাবে বিচার করিতে গেলে দেশে কোন বিশেষ অবস্থা, যেমন মুদ্রাস্ফীতি বা মন্দা, বিদ্যমান ছিল কিনা তাহাও বিচার্য্য। সুতরাং জাতীয় আয়ের একটি সূচক সংখ্যা (Index number) তৈয়ারী পরিসংখ্যানবিদ্‌দের এক প্রধান কাজ।

সামাজিক হিসাব নিকাশ (Social Accounting) :

আধুনিক কালে জাতীয় আয়ের হিসাবের উপর ভিত্তি করিয়া সামাজিক হিসাব-নিকাশ নির্ণয় করিবার চেষ্টা বিভিন্ন দেশে চলিতেছে। যৌথ কোম্পানী যেমন উদ্বৃত্ত হিসাবের তালিকা (Balance sheet) বা লাভ-ক্ষতির হিসাব (Profit and Loss Accounts) তৈয়ার করে, সেই প্রকার জাতীয় আয়েরও হিসাব প্রস্তুত করা হয়। এই সামাজিক হিসাব-নিকাশ নানাভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। প্রথমতঃ, সমাজের সকল শ্রেণীর ব্যক্তির আয়ের (মজুরি, সুদ, খাজনা ও মুনাফা সমেত) একটি হিসাব-তালিকা প্রস্তুত করা হয় এবং তাহাদের ব্যয় ও সঞ্চয়ের আর একটি হিসাব-তালিকা তৈয়ারী করা হয়। ইহার পর এই দুইটি হিসাব মিলাইয়া দেখা হয়। এই দুইটি হিসাবের মধ্যে মিল থাকা উচিত। কারণ লোকের আয় সর্বদাই লোকের ব্যয় ও সঞ্চয়ের সমান হয়। অনুরূপভাবে সরকারী আয়-ব্যয়ের হিসাব তৈয়ারী করা হয়। অনেক সময়ে বৈদেশিক লেনদেনের হিসাব এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হিসাব করা হয়। আবার আর একটি হিসাব করিয়া দেখা যাইতে পারে। দেশের মোট ব্যক্তিগত সঞ্চয় (Private savings) এবং যৌথ কোম্পানীগুলির সঞ্চয় (Corporate savings) এবং বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের অথবা সরকারের সঞ্চয়ের (Public savings) পরিমাণ এবং দেশে বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগ এবং সম্পত্তি-বৃদ্ধির পরিমাণ সমান হইতেছে কিনা দেখিতে হইবে। যদি ইহা সমান না হয় তবে আবার নূতন করিয়া হিসাব করিতে হইবে। কারণ, মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ মোট বিনিয়োগের সমান হইবে। অনগ্রসর দেশগুলিতে সঠিক সামাজিক হিসাব-নিকাশ করা এখনও সম্ভবপর নহে। কারণ, বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহের সুবিধা এই দেশগুলিতে কম। সামাজিক হিসাব-নিকাশের তালিকার সাহায্যে আমরা দেশের অর্থনৈতিক জীবনের বিশেষ পরিবর্তনগুলির একটি স্পষ্ট ধারণা পাইয়া থাকি।

জাতীয় আয় পরিমাপের অসুবিধা (Difficulties in the measurement of National Income) :

জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার পথে কতকগুলি বিশেষ অসুবিধা আছে। প্রথম অসুবিধা হইতেছে পরিসংখ্যানের (statistics) স্বল্পতা এবং তাহার উপর নির্ভর করার অসুবিধা। দেশের মধ্যে মোট কত শস্য উৎপন্ন হয়, এবং বিভিন্ন প্রকারেব শিল্পসামগ্রী কি পরিমাণে উৎপন্ন হয়, এই সম্বন্ধে সঠিক তথ্য খুব কমই আছে। অনগ্রসর দেশগুলিতে এই সমস্যা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণের মধ্যে যদি নিরক্ষরের সংখ্যা বেশী থাকে এবং আয়কর দিতে হয় না এমন লোকের সংখ্যা বেশী থাকে, তবে জাতীয় আয়ের সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। তৃতীয়তঃ, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে যদি কৃষিজাত এবং শিল্পজাত উৎপাদন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে পরিচালিত হয় এবং সেইগুলি সংঘবদ্ধ না হয়, তবে জাতীয় আয় পরিমাপ করা খুবই কষ্টসাধ্য হয়। চতুর্থতঃ, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ছোট ছোট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইহাদের আয়-ব্যয় অথবা লাভ-ক্ষতির হিসাব রাখে না। ইহাতে জাতীয় আয় পরিমাপ করা অসুবিধাজনক হয়। পঞ্চমতঃ, যদি উৎপাদন ব্যবস্থা পারিবারিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে এবং যদি উৎপাদিত জিনিষগুলির অধিকাংশ প্রস্তুতকারীদের দ্বারা ব্যবহৃত হয় কিংবা জিনিষে জিনিষে বিনিময় (barter) হয়, তবে ঐ জিনিষগুলির মূল্য অর্থের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় না বলিয়া জাতীয় আয়ের হিসাব করা আরও কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। ষষ্ঠতঃ, অনেক সময় দেখা যায়, একই ব্যক্তি একাধিক উৎস হইতে আয় অর্জন করিয়া থাকে। জাতীয় আয়ের হিসাব তৈয়ারী করিবার সময় কোন্ ক্ষেত্র হইতে কি পরিমাণ আয় অর্জিত হইতেছে তাহার সঠিক হিসাব করা কঠিন হইয়া পড়ে। সপ্তমতঃ, কোন জিনিষের মূল্য নির্ধারণ করিবার সময় দুইবার গণনা করিয়া ফেলার (double counting) সম্ভাবনাও জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার পক্ষে একটি প্রধান সমস্যা। অষ্টমতঃ, যন্ত্রপাতির ও বিভিন্ন মূলধন সামগ্রীর ক্ষয়-ক্ষতি (Depreciation) বাবদ কত অর্থ বরাদ্দ করা উচিত এবং এই খাতে কত অর্থ মোট জাতীয় উৎপাদন হইতে বাদ দিতে হইবে তাহাও জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। তাহা ছাড়া, যে সমস্ত সেবামূলক কাজের জন্য কোন বেতন দেওয়া হয় না (unpaid services) সেইগুলি জাতীয় আয় হইতে বাদ দিতে হয়। কোন ব্যক্তি যদি

তাঁহার মহিলা প্রাইভেট সেক্রেটারীকে বেতন দিয়া থাকেন, তবে তাহা জাতীয় আয়ের অংশ হইবে। আবার যদি তিনি তাহার সেক্রেটারীকে বিবাহ করিয়া বসেন, তবে তাঁহাকে কাজের জন্য বেতন দিতে হইবে না এবং তাহা জাতীয় আয়ের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবে না। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের এই ছোটখাটো ঘটনাগুলিও জাতীয় আয়ের সঠিক হিসাব করিবার পথে সমস্যার সৃষ্টি করে। আবার অর্থের মূল্যও সর্বদা স্থির থাকে না, সেজন্য জাতীয় আয়ের পরিমাপ অর্থের হিসাবে করিতে গেলে কখনই সঠিক হয় না। সর্বশেষে, জাতীয় আয়ের পরিমাপ করিবার সময়ে সরকারী আয়-ব্যয় আর একটি সমস্যার সৃষ্টি করে। আমেরিকান লেখক কুজনেটসের (Prof. Kuznets) মতে, যে সকল কর উপাদানগুলির আয়ের উপর ধার্য করা হয় এবং আয় হইতে দেওয়া হয়, শুধু সেই করলব্ধ রাজস্ব জাতীয় আয়ের হিসাবে ধরা হইবে। পরোক্ষ করগুলি জাতীয় আয়ের হিসাবে গণনা করা উচিত নয়। কিন্তু, কোন্ কর আয় হইতে দেওয়া হয় এবং কোন্‌টি হয় না, তাহা নির্ণয় করা খুবই অসুবিধাজনক। সাধারণতঃ কোন লোকের মোট আয় যদি জাতীয় আয়ে ধরা হয়, তবে তাহার নিকট হইতে আয়করের দরুন প্রাপ্ত রাজস্ব জাতীয় আয়ে ধরা উচিত নয়। কারণ, এক্ষেত্রে একই আয়ের দুইবার গণনা (double counting) হয়। পরোক্ষ কর সর্বদাই জাতীয় আয়ের হিসাব হইতে বাদ দেওয়া উচিত। সরকারী ব্যয়ের ক্ষেত্রেও জাতীয় আয়ের হিসাব করিবার সময় সমস্যার সৃষ্টি হয়। যে সমস্ত সেবামূলক কাজ রাষ্ট্র করিয়া থাকে, সেইগুলির জন্য যে টাকা খরচ হয়, তাহা জাতীয় আয়ের হিসাবে ধরা হইবে কিনা সেই বিষয়ে অর্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে সেবা-মূলক কাজের জন্য রাষ্ট্র যে টাকা খরচ করে উহাকে মূল্য হিসাবে ধরিয়া লইয়া জাতীয় আয়ের হিসাব করা যাইতে পারে। জাতীয় আয়ের সঠিক পরিমাপ করিতে হইলে দেশের জনসংখ্যার পরিবর্তন মূল্যস্তরের হ্রাস বৃদ্ধি, বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যবস্থার পরিবর্তন ইত্যাদিও বিবেচনা করিতে হইবে।

জাতীয় আয় নিরূপণের উপযোগিতা (Importance of the measurement of National Income):

জাতীয় আয় নিরূপণের অনেক উপযোগিতা আছে। প্রথমতঃ, জাতীয় আয় কোন দেশের জীবনযাত্রার মান নির্ধারণে সহায়তা করে।

দ্বিতীয়তঃ, জাতীয় আয় পরিমাপের দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে কোন

দেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোন উন্নতি করিতেছে কিনা। বিভিন্ন বৎসরে জাতীয় আয়ের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করিয়া আমরা বুঝিতে পারি, দেশের শিল্পোৎপাদন, কৃষির উন্নতি এবং মূলধন-সৃষ্টি কি পরিমাণে হইয়াছে। তাহা ছাড়া, অর্থ-ব্যবস্থায় বাণিজ্য-চক্রের জন্য, মুদ্রাস্ফীতির চাপের জন্য এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিবর্তনের জন্য দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যে পরিবর্তন হয়, তাহা জাতীয় আয়ের পরিমাপের সাহায্যে আমরা বুঝিতে পারি।

তৃতীয়তঃ, আমরা যে কোন দুইটি দেশের জাতীয় আয় তুলনা করিয়া সেই দুই দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণের তুলনামূলক আলোচনা করিতে পারি।

চতুর্থতঃ, জাতীয় আয় নিরূপণের সময় আমরা যে সকল তথ্য লই তাহা দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি ঠিক করিয়া লইতে পারি। জাতীয় আয় নিরূপণ করিবার পূর্বে অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় হাত দেওয়া একরূপ অসম্ভব।

Exercises

1. What is National Income of a Country? How would you measure it? (৭২-৭৮ পৃষ্ঠা)

2. "Most of the major problems in Economics involve the conception of the National Income and un understanding of the factors governing it." (৭২-৭৮ পৃষ্ঠা)

3. Carefully examine the difficulties in the measurement of National Income. Discuss the importance of the concept of National Income in the study of Economics. (৭৯-৮১ পৃষ্ঠা)

4. Carefully explain how National Income can be measured. (৭২-৭৮ পৃষ্ঠা)

5. Write a short note on Social Accounting. (৭৮ পৃষ্ঠা)

৬

উৎপাদনের উপকরণ

Factors of Production

উপযোগ সৃষ্টি করাই হইতেছে উৎপাদন। উৎপাদন প্রধানতঃ চারিটি উপকরণের উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ যে কোন জিনিষ উৎপন্ন করিতে হইলে আমাদের চারিটি উপকরণের উপর নির্ভর করিতে হয়। প্রথমটি হইতেছে **জমি** বা **ভূমি** (Land)। জমি একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। সব প্রাকৃতিক সম্পদই অর্থশাস্ত্রে ভূমি বা শ্রম হিসাবে পরিগণিত হয়। দ্বিতীয় উপকরণ হইতেছে **শ্রম** (Labour)। ভূমি ও শ্রম, এই দুইটি হইতেছে উৎপাদনের মূল উপকরণ। শুধু ভূমি ও জমি থাকিলেই চলে না—এই দুইটি উপকরণের প্রকৃত সদ্ব্যবহার হওয়া চাই। এই সদ্ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন **মূলধনের** (Capital)। মূলধন একটি মূল উপকরণ নয়,—ইহা একটি উৎপাদিত উপকরণ। উপরিউক্ত তিনটি উপকরণের মধ্যে প্রকৃত সংহতি বজায় রাখার জন্য বিশেষ সংগঠনের (Organisation) দরকার। সুতরাং উৎপাদনের মোট উপকরণ হইতেছে চারিটি, যথা, ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা।

জমির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Land)

জমি উৎপাদনের একটি বিশিষ্ট উপাদান। অর্থবিজ্ঞানে জমি বলিতে সমুদয় প্রাকৃতিক সম্পদ বুঝায়। যাহা প্রকৃতির দান এবং মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট নয়, তাহাই জমি। উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে আমরা জমির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই: (১) উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে চাষবাসের পক্ষে উপযোগী জমির পরিমাণ বাড়াইতে অথবা কমাইতে পারা যায় না। কিন্তু, উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণগুলির যোগান সর্বদা সীমাবদ্ধ নয়। (২) সমগ্র দেশের পক্ষে জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ থাকিলে কোনও বিশেষ শিল্প প্রতিষ্ঠান বা খামারের পক্ষে জমির বিকল্প ব্যবহার আছে এবং সেইজন্য ইহার যোগান উক্ত প্রতিষ্ঠান বা খামারের কাছে পরিবর্তনশীল। জমির কোন

উৎপাদন-খরচ নাই (Land has no cost of Production)। (৩) জমির উর্বরতা সর্বদা সমান নহে। যে জমির উর্বরতা বেশী সেই জমির উৎপাদনের মূল্য উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা বেশী হয়। ইহাকে আমরা অতি-প্রান্তিক জমি (Intra-marginal Land) বলি। যখন জমির উর্বরতা কমিয়া এমন একটি পর্যায়ে আসে যে ইহার উৎপাদন মূল্য উৎপাদন ব্যয়ের সমান, তখন ইহাকে আমরা প্রান্তিক জমি (Marginal Land) বলি। যদি কোন জমির ক্ষেত্রে উৎপাদন মূল্য উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা কম হয়, তখন ইহাকে আমরা উপ-প্রান্তিক জমি (Sub-marginal Land) বলি। তাহা ছাড়া জমি হইতেছে এমন একটি মৌলিক উপকরণ যাহার গতিশীলতা নাই। জমি উৎপাদনের পক্ষে একটি মৌলিক উপকরণ (original factor)। কিন্তু গঠন ও অবস্থানে জমি ভিন্নজাতীয় (Land is heterogeneous in composition and situation)। (৪) জমিতে উৎপাদনের একটি নিয়ম বিশেষভাবে প্রযুক্ত হয়; ইহার নাম ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম (Law of Diminishing Returns)। মূলধন ও জমির মধ্যে একটি পার্থক্য আছে। মূলধন মানুষের পরিশ্রমে তৈয়ারী, কিন্তু জমি একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। জমির যোগান সীমাবদ্ধ, কিন্তু মূলধনের যোগান দীর্ঘকালীন সময়ে পরিবর্তনশীল। (ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মটি "উৎপাদন এবং অর্থনৈতিক প্রয়োগ" অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে)।

শ্রম (Labour)

সাধারণ অর্থে শ্রম বলিতে বুঝায় মানুষের দৈহিক বা মানসিক পরিশ্রম যাহা কোন দ্রব্য অথবা সেবাকার্য উৎপাদনে নিযুক্ত।

অর্থশাস্ত্রের সংজ্ঞা অনুযায়ী যাহারা বেতন অথবা মজুরীর বিনিময়ে কাজ করে তাহারাই শ্রমিক। তবে সাধারণতঃ শ্রমিক বলিতে যাহারা শুধু শারীরিক পরিশ্রম করে তাহাদেরই বুঝায়। শ্রমিক সরবরাহ অনেকগুলি উপাদানের উপর নির্ভর করে; যথা,—জনসংখ্যা, শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান, শ্রমিকের উপর শ্রমিক-সংঘের (Trade Union) প্রভাব, শ্রমিকদের গতিশীলতা (Mobility বা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার প্রবণতা ইত্যাদি। শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান মূলতঃ শ্রমিকদের আয়ের উপর নির্ভর করে। অন্যান্য যে সকল উপাদান শ্রমিক সরবরাহকে প্রভাবিত করে

সেইগুলি কোন না কোনভাবে শ্রমিকের কর্মদক্ষতাকে প্রভাবিত করে অথবা শ্রমিকের কর্মদক্ষতার দ্বারা প্রভাবিত হয়। সুতরাং শ্রমিক সরবরাহ মূলতঃ শ্রমিকের সংখ্যা এবং শ্রমিকের দক্ষতার উপর নির্ভর করে। শুধু তাহাই নহে, শ্রমিকগণ কতক্ষণ কাজ করিতে ইচ্ছুক, অর্থাৎ তাহাদের কাজের দিন ও ঘণ্টার উপরও শ্রমিক সরবরাহ নির্ভর করে। অবশ্য এই ব্যাপারে শ্রমিকগণ তাহাদের সংঘের নির্দেশ অনুযায়ী অনেকক্ষেত্রে চালিত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফিজিয়োক্র্যাট' (Physiocrat) অর্থনীতিবিদগণের মতে শ্রমশক্তি উৎপাদনমূলক এবং অনুৎপাদনমূলক এই দুইপ্রকার ছিল। অর্থশাস্ত্রের জনক এড্যাম স্মিথের মতে শ্রমশক্তিকে উৎপাদনের ভিত্তিতে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যে শ্রমের সাহায্যে কোন বাস্তব পদার্থ (material good) উৎপাদন করা সম্ভবপর, তাহাই 'উৎপাদনমূলক শ্রম (productive labour) এবং যে শ্রমের সাহায্যে কতিপয় অবাস্তব পদার্থ অথবা সেবা (immaterial good or service) উৎপাদন করা সম্ভবপর, তাহাই অনুৎপাদনমূলক শ্রম (unproductive labour)। এড্যাম স্মিথের মতে চিকিৎসক, আইন-ব্যবসায়ী, শিক্ষক, সংগীতজ্ঞ এবং গৃহকর্মে নিযুক্ত ভৃত্য,— তাহাদের সব পরিশ্রমই অনুৎপাদনমূলক। কারণ, তাহাদের কাজের সাহায্যে কোন বাস্তব পদার্থের উৎপাদন হয় না। এই ধরণের শ্রেণীবিভাগ বিজ্ঞান-সম্মত নহে। যে শ্রমিক গৃহস্থালীর জিনিষপত্র প্রস্তুত করে, তাহার শ্রমকে উৎপাদনমূলক শ্রম বলা হইবে। গৃহস্থালীর জিনিষপত্র রন্ধন কাজের জন্য একান্ত আবশ্যক, অথচ যে শ্রমিক রন্ধন কাজ করে তাহার শ্রমকে এড্যাম স্মিথ অনুৎপাদনমূলক শ্রম হিসাবে গণ্য করিতেন। তবে গৃহস্থালীর জিনিষপত্র প্রস্তুত করিবার সার্থকতা কোথায়? সুতরাং এড্যাম স্মিথের যুক্তিকে আমরা বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

উৎপাদন মূলক ও অনুৎপাদন মূলক শ্রম

আধুনিক অর্থ শাস্ত্রবিদগণ শ্রমশক্তির এই বিভাগ সমর্থন করেন না। তাঁহাদের মতে শ্রমিকের চেষ্টায় যদি কোন বস্তুর উপযোগিতা বাড়ে, তবে সেই শ্রম উৎপাদনমূলক। যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রমিক এমন জিনিষ উৎপাদন করে যাহা বাস্তব অথবা অবাস্তব যাহাই হোক না কেন, মানুষের অভাব মিটায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার শ্রমকে আমরা উৎপাদনমূলক শ্রম (productive labour) বলিতে পারি। সব রকম পরিশ্রমেরই উদ্দেশ্য হইতেছে কোন

অভাব পূরণ করা, স্থতরাং সব রকম শ্রমই উৎপাদনমূলক। প্রকৃত প্রশ্ন ইহা নহে যে, কোন্ শ্রম উৎপাদনমূলক এবং কোন্ শ্রম অনুৎপাদনমূলক। প্রকৃত প্রশ্ন হইতেছে, কোন্ শ্রম বেশী উৎপাদনমূলক এবং কোন্ শ্রম কম উৎপাদনমূলক।

শ্রমিকের কর্মদক্ষতা (Efficiency of labour)

শ্রমিকের কর্মদক্ষতা প্রধানতঃ তাহার শারীরিক কর্মদক্ষতা বা স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে। শ্রমিকের শারীরিক গঠনের উপর জলবায়ুর যথেষ্ট প্রভাব থাকে। পুষ্টিকর আহার, উত্তম বাসস্থানের ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজের ব্যবস্থা ইত্যাদির উপর শ্রমিকের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। জন্মগত ও জাতিগত কারণেও শ্রমিকের দক্ষতা বাড়িতে অথবা কমিতে পারে। সাধারণতঃ পার্বত্য জাতির শ্রমিকগণ উত্তম স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। আবার শীতপ্রধান দেশে আবহাওয়ার প্রভাবে শ্রমিকগণ যতটা শারীরিকভাবে কর্মক্ষম হয়, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শ্রমিকগণ সেই পরিমাণে শারীরিক কর্মদক্ষতা অর্জন করিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিকের উপযুক্ত পরিমাণে সাধারণ এবং কারিগরি শিক্ষা অর্জন করা চাই। শিক্ষিত শ্রমিকের জীবন যাত্রার মাণ উন্নত হয়, কর্মক্ষমতাও বাড়ে। কারিগরি শিক্ষা অর্জন করিলে শ্রমিকগণ উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে শিখে এবং সেইগুলি ব্যবহার করিয়া দেশে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে পারে। সাধারণ শিক্ষা শ্রমিকের সাধারণ বুদ্ধি বাড়াইয়া দেহ, বাজারের হালচাল সম্বন্ধে শ্রমিককে অবহিত থাকিতে সাহায্য করে এবং তাহার বুদ্ধিকে মার্জিত করে ও তাহার নৈতিক গুণের উন্নতি করে। ইহাতে শ্রমিকের দক্ষতা অনেক বাড়িয়া যায়। নৈতিক শিক্ষা শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ, শ্রমিকের দক্ষতা অনেক পরিমাণে তাহার কাজ করার প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে। মালিক ও শ্রমিক, এই দুই শ্রেণীর মধ্যে যদি প্রীতির সম্পর্ক না থাকে, তবে শ্রমিকও ভালভাবে কাজ করার জন্য উৎসাহিত হয় না। তাহা ছাড়া শীঘ্র কাজে উন্নতির আশা না থাকিলেও শ্রমিক ভালভাবে কাজ করিবার প্রেরণা পায় না। কাজে উন্নতি হইবার যদি সম্ভাবনা থাকে এবং যদি সেই সম্ভাবনা তাহার দক্ষতার উপর নির্ভর করে, তবে শ্রমিক আরও

বেশী উৎপাদন করিবার এবং ভালভাবে উৎপাদন করিবার জন্য চেষ্টা করে। ইহাতে তাহার দক্ষতা এবং উৎপাদনীশক্তি বাড়িয়া যায়।

চতুর্থতঃ, কাজ করিবার পরিবেশ অনেক সময়ে শ্রমিকের কর্মদক্ষতাকে প্রভাবিত করে। যদি কাজের পরিবেশ আনন্দদায়ক হয়, এবং কাজ করিবার সময় শ্রমিকের সুবিধা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়, তবে শ্রমিকদের ভালভাবে কাজ করিবার উৎসাহ বাড়ে।

কারিগরি কর্মকুশলতা (Technical Skill):

আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকদের কিছু না কিছু কারিগরি জ্ঞান-সম্পন্ন হইতে হয়। কারণ উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে আমাদের বর্তমানে উন্নত যন্ত্রপাতি এবং সামগ্রীর উপর নির্ভর করিতে হয়। শ্রমিকদের কারিগরি কর্মকুশলতার উপর তাহাদের উৎপাদনীশক্তি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে এবং সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রভাবিত হয়। সুতরাং কারিগরি কর্মকুশলতার সৃষ্টির সমস্যা মূলধন সৃষ্টির সমস্যার একটি অংশ। শুধু যন্ত্রপাতির সাহায্যে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি করা সম্ভবপর নয়। যন্ত্রপাতিগুলি ঠিকভাবে ব্যবহার করিবার মত কারিগরি কর্মদক্ষতা শ্রমিকদের থাকা প্রয়োজন। যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিবার বিদ্যা আয়ত্ত করার সহিত বিভিন্ন ধরণের যন্ত্র উদ্ভাবনের জ্ঞানও শ্রমিকদের অর্জন করা উচিত। শিল্পোন্নয়নের জন্য মূলধন-সৃষ্টির যেমন প্রয়োজন, শ্রমিকদের কারিগরি কর্মকুশলতারও ঠিক অনুরূপ প্রয়োজন। উন্নত এবং অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে শ্রমিকদের কারিগরি কর্মকুশলতার যে পার্থক্য আমরা দেখিতে পাই, তাহার প্রধান কারণ হইতেছে উভয় দেশের মধ্যে শ্রমশক্তি বিনিয়োগ পদ্ধতির পার্থক্য।

কারিগরি কর্মকুশলতার গুরুত্ব

কারিগরি কর্মকুশলতা অর্জনের উপায় (Factors governing the formation of technical skill)—শ্রমিকদের কারিগরি কর্মকুশলতা বাড়াইবার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন শ্রমশক্তি বিনিয়োগ করিবার পদ্ধতির পরিবর্তন। এই উদ্দেশ্যে শ্রমশক্তি কারিগরি শিক্ষালাভ করিবার আগে যাহাতে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করিতে পারে সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করিবার পর শ্রমিকদের কারিগরি শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কারিগরি শিক্ষার কেন্দ্র বা

কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। প্রসংগত বলা যাইতে পারে অধুনা ভারত সরকার বিভিন্ন স্থানে কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপনে মনোযোগী হইয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, শুধু কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করিলেই চলিবে না, শ্রমিকগণের কারিগরি নৈপুণ্য বাড়াইবার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করা উচিত। সরকার বিদেশ হইতে এই ব্যাপারে সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন, বিশেষতঃ, অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে বিদেশী কারিগরি বিশেষজ্ঞদের সাহায্য ব্যতীত শ্রমিকদের কারিগরি জ্ঞান বাড়াইবার অন্য কোন উপায় নাই। কারখানাগুলিতে শ্রমিকদের কারিগরির জ্ঞান বাড়াইবার জন্য তাহাদের শিক্ষানবীশ করা যাইতে পারে এবং কারিগরি বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে তাহাদের হাতে-কলমে কারিগরি বিদ্যা প্রদান করা যাইতে পারে।

তৃতীয়তঃ, সরকারের উচিত দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে কারিগরি শিক্ষাকে একটি বিশেষ মর্যাদা দেওয়া এবং কারিগরি শিক্ষালাভের উপযুক্ত ছাত্রদের বিদেশে এই শিক্ষালাভের জন্য প্রেরণ করা।

চতুর্থতঃ, দেশের ভিতরে যে সব বিদেশী এবং স্বদেশী শিল্পপ্রতিষ্ঠান আছে, তাহাদের রাজী করাইতে হইবে শ্রমিকদের কারিগরি কর্মকুশলতা লাভের ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য।

পঞ্চমতঃ, কারিগরি শিক্ষার প্রসার করিতে হইলে শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থার এবং জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে মজুরী নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া উচিত নিপুণ বা কর্মকুশল শ্রমিকদের পুরস্কার বা অধিক মজুরী প্রদান করিলে অনিপুণ শ্রমিকদের মধ্যে কর্মকুশল হইবার আকাংখা হইবে।

সর্বশেষে, শ্রমিকদের কারিগরি দক্ষতা বাড়াইবার জন্য অধিক পরিমাণে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা উচিত।

কারিগরি দক্ষতা কিভাবে বাড়ান যাইতে পারে তাহা আলোচিত হইয়াছে। কারিগরি দক্ষতা অনেক সময় বংশগত দক্ষতার (Hereditary skill) উপর নির্ভর করে। একজন কারিগরি বিশেষজ্ঞের ছেলের ছোটবেলা হইতেই কারিগরি জ্ঞানের দিকে বিশেষ ঝোঁক থাকিতে পারে এবং ইহাতে তাহার কারিগরি কর্মকুশলতা বাড়িতে পারে। যন্ত্র নির্মাণ করিবার কারখানা স্থাপন করিয়া এবং ক্ষুদ্রায়তন কুটিরশিল্পগুলির উন্নতি করিয়াও শ্রমিকদের কারিগরি বিদ্যা বাড়াইবার চেষ্টা চলিতে পারে। শ্রমিকদের মধ্যে যদি

প্রগতিশীল মনোবৃত্তির প্রসার করা যায় তবে কৃষি-প্রধান অনুন্নত দেশেও কারিগরি জ্ঞানের দিকে তাহাদের আকর্ষণ বাড়িতে পারে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে এবং জাপানে শ্রমিকদের মধ্যে বড় হইবার আকাংখাই তাহাদের কারিগরি জ্ঞান লাভের প্রেরণা দিয়াছে।

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব (Malthusian Theory of Population)—অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে ম্যালথাস নামে একজন অর্থনীতিবিদ্ জনসংখ্যা সম্বন্ধে একটি তত্ত্বের অবতারণা করেন। ম্যালথাসের মতে যখনই কোন দেশে উৎপাদিত খাদ্য পরিমাণের সাহায্যে সেই দেশের লোকসংখ্যার খাদ্যের সংস্থান হয় না, তখনই সেই দেশকে অতি-জনাকীর্ণ (over-populated) বলা যায়। ম্যালথাসের মতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হয় জ্যামিতিক হারে (যেমন, ২×২×২×২×…), আর দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ে গাণিতিক হারে (যেমন, ২+২+২+২…)। যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং খাদ্যশস্যোৎপাদনের হার সমান হয়, তখন দেশে প্রকৃত জনসংখ্যা বিদ্যমান থাকে। যদি কোন দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশী হয়, তবে সেই দেশকে আমরা অতি-জনাকীর্ণ বলিতে পারি না। ম্যালথাসের মতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খাদ্যশস্য উৎপাদনের বৃদ্ধির হারকে অতিক্রম করিয়া গেলেই সংশ্লিষ্ট দেশ অতি-জনাকীর্ণ দেশে পরিণত হয়।

যদি কোন দেশ অতি-জনাকীর্ণ হয়, তবে বাড়তি জনসংখ্যা কমাইবার দুইটি উপায়ের মধ্যে একটি হইতেছে নিবৃত্তিমূলক নিয়ন্ত্রণ (preventive checks)। অপরটি সাধারণতঃ প্রাকৃতিক কারণে এমনিতেই ঘটিয়া থাকে। যেমন, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, রোগ ইত্যাদি কারণে প্রতি বৎসরই কিছু না কিছু লোক মারা যায়।

নিবৃত্তিমূলক নিয়ন্ত্রণের প্রধান ব্যবস্থাগুলি হইতেছে অধিক বয়সে বিবাহ, জন্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন ইত্যাদি।

আমরা ম্যালথাসের নীতির সমালোচনা করিতে পারি। প্রথমতঃ, খাদ্য-শস্যের উৎপাদনের উপর নির্ভর করিয়া আমরা বলিতে পারি না কোন দেশ আদৌ অতি-জনাকীর্ণ কিনা। কোন দেশে সাময়িকভাবে খাদ্যের ঘাটতি হইলে সেই দেশ বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করিতে পারে। প্রশ্ন হইতেছে, যে হারে জনসংখ্যা বাড়িতেছে, সেই হারে বাড়তি জনশক্তিকে প্রকৃতভাবে

কাজে লাগান যাইতেছে কিনা। জনসংখ্যার প্রকৃত সমস্যা হইতেছে সুষ্ঠু উৎপাদন এবং উৎপাদিত সামগ্রীর ন্যায়সংগত বণ্টনের সমস্যা। শুধু খাদ্যশস্যের উৎপাদন নহে, মোট উৎপাদনের সহিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনা করা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ, লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত শ্রমিকের সংখ্যাও বাড়ে এবং এই নূতন শ্রমশক্তিকে যদি উৎপাদনের কাজে লাগান যায়, তবে দেশের কৃষি এবং শিল্প-ক্ষেত্রে উৎপাদনও বাড়িতে পারে।

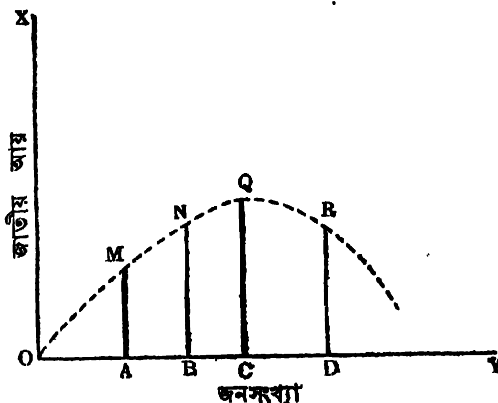
আধুনিককালে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের উপকারিতা অনেকেই অনুভব করিতেছেন এবং ইহাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়াছে। স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার হওয়ায় এবং অর্থনৈতিক চাপের সৃষ্টি হওয়ায় পুরুষ নারী উভয়েরই বিবাহের বয়স অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং অনেকের মতে ম্যালথাসের মতবাদ বর্তমানকালে অযৌক্তিক। কিন্তু, একথা মনে রাখিতে হইবে যে জনসংখ্যার চাপ কমাইবার জন্য ম্যালথাসই সর্বপ্রথম নিবৃত্তিমূলক নিয়ন্ত্রণের (Preventive checks) কথা বলিয়াছিলেন। তবে বর্তমান কালের অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে শুধু খাদ্যশস্যের উৎপাদনের সহিত জনসংখ্যাকে যুক্ত করা উচিত নয়। এখন আমাদের দেখিতে হইবে দেশের আয় এবং অর্থনৈতিক সংগতির পরিপ্রেক্ষিতে কাম্য জনসংখ্যা কিভাবে নির্ণয় করা যায়।

কাম্য জনসংখ্যা-তত্ত্ব (Optimum Theory)

এই তত্ত্ব অনুযায়ী কোন দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধি কি প্রকার হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিবার জন্য খাদ্যশস্য উৎপাদনের উপর নির্ভর করা উচিত নহে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত দেশের উৎপাদন, আয় এবং কর্মসংস্থান কতখানি বাড়িয়াছে তাহাই আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে। যদি দেখা যায় জনসংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ার সংগে সংগে দেশের আয় ও উৎপাদন সেই হারে বাড়িতেছে না এবং বর্ধিত জনশক্তিকে কোন কাজে নিয়োগ করা যাইতেছে না, তখন বুঝিতে হইবে দেশটি অতিজনাকীর্ণ। দেশের সমুদয় অর্থনৈতিক সম্পদের সাহায্যে সমগ্র জনসংখ্যাকে কাজে লাগান যায় কিনা তাহাই কাম্য জনসংখ্যাতত্ত্বের বিবেচ্য বিষয়। যদি দেখা যায় যে হারে জনসংখ্যা বাড়িতেছে, দেশের আয় ও উৎপাদন তাহা অপেক্ষা বেশী হারে বাড়িতেছে, তখন বুঝিতে হইবে দেশের জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম (Under-population)। যদি দেখা যায়, যে হারে জনসংখ্যা বাড়িতেছে, দেশের আয়, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান ঠিক সেই হারে বাড়িতেছে, তখন বুঝিতে হইবে

যে দেশে ঠিক কাম্য জনসংখ্যা (Optimum Population) হইয়াছে। আবার যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেশের আয়, উৎপাদন এবং কর্ম-সংস্থান বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশী হয় তবে বুঝিতে হইবে যে দেশটি অতিজনাকীর্ণ (Over-populated)। নিম্নের চিত্রে ইহা পরিষ্কারভাবে বুঝান হইয়াছে।

এই চিত্রে OY এবং OX রেখা দ্বারা যথাক্রমে জনসংখ্যা ও জাতীয় আয়



চিত্র নং ২৩

বৃদ্ধির পরিমাপ বুঝাইতেছে। জনসংখ্যা OA হইতে OB, এবং OB হইতে OC পর্যন্ত বাড়িয়া যাওয়ার সংগে সংগে জাতীয় আয়ও ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। যখন জনসংখ্যা OC পর্যন্ত বাড়িয়াছে তখন জাতীয় আয়ের সর্বাপেক্ষা বেশী বৃদ্ধি হইয়াছে। এই অবস্থায় জাতীয় আয় CQ পর্যন্ত বাড়িয়াছে। OC হইতেছে কাম্য জনসংখ্যা। ইহার পর জনসংখ্যা যদি আরও বাড়িয়া যায়, জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার কমিতে থাকিবে। উপরের চিত্রে যখন OD জনসংখ্যা হইবে তখন ইহাকে আমরা অতিপ্রজননতা বলিতে পারি।

মূলধনের সংজ্ঞা (Definition of Capital)—ব্যবসায়-বাণিজ্যে 'মূলধন' কথাটি বিশেষ প্রচলিত। মূলধন বলিতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি সেই টাকা যাহার সাহায্যে ব্যবসায় চালান যায়। কিন্তু অর্থশাস্ত্রে 'মূলধন' কথাটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। দেশে টাকার পরিমাণ বাড়িয়া গেলেই যে মূলধনের বৃদ্ধি হয় তাহা নহে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতবর্ষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যেরকমভাবে টাকার পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছিল, সেই

অনুপাতে মূলধনের বৃদ্ধি হয় নাই। মূলধন বলিতে আমরা একদিকে যন্ত্রপাতি অথবা উৎপাদনের সাজসরঞ্জাম বুঝি। অষ্ট্রীয়ান অর্থবিজ্ঞানীগণ মূলধনের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, "মূলধন হইতেছে উৎপাদনের একটি উৎপাদিত উপকরণ।" ("Capital is a produced means of production")। মূলধনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে চারিটি। যথা, (১) মূলধন অতীত শ্রমের ফল (result of past labour), (২) মূলধন সঞ্চয়ের ফল (result of saving), (৩) মূলধন উৎপাদনশীল (Productive) এবং (৪) মূলধন সম্ভাব্য (Prospective), অর্থাৎ, মূলধন-সৃষ্টির সময় আমাদের ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় থাকিতে হয়।

টাকার সাহায্যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ভোগ-সামগ্রী ক্রয় করি ততক্ষণ পর্যন্ত টাকা উৎপাদনের কোন কাজে লাগে না। যখন টাকার সাহায্যে আমরা উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ (যথা, শ্রমশক্তি, জমি ইত্যাদি) ক্রয় করি এবং ইহার সাহায্যে মূলধন-সামগ্রী ক্রয় করি, তখন টাকা মূলধন বৃদ্ধির সহায়ক হয়। কিন্তু এইজন্য টাকাকে মূলধন বলা চলে না।

মূলধন এবং ধনের মধ্যে পার্থক্য হইতেছে এই যে সব মূলধনই ধন, কিন্তু সব ধনই মূলধন নহে। যে ধন বা সম্পদ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অভাব পূরণের জন্য ভোগ-সামগ্রী ক্রয়ে ব্যবহৃত হয়, সেই ধন মূলধন নহে। কিন্তু ধনের যে অংশ পুনরুৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়, সেই অংশকে মূলধন বলা চলে। সুতরাং কোন সম্পদ প্রকৃতই মূলধন কিনা তাহা বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে কি কাজে সম্পদটিকে ব্যবহার করা হইতেছে। ধরা যাক একটি বাড়ীতে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হইল,—ইহা নিশ্চয়ই মূলধন নহে। কিন্তু যদি সেই বাড়ীতে কোন স্কুল প্রতিষ্ঠা না করিয়া একটি কারখানা স্থাপন করা হয়, তবে বাড়ীটি মূলধন হিসাবে পরিগণিত হইবে।

বিভিন্ন ধরণের মূলধন (Different types of Capital)—মূলধনের সংজ্ঞা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে মূলধন বস্তুগত (concrete capital) অর্থগত (Money capital) এবং ঋণগত (Debt capital) হইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ভাবে মূলধনের শ্রেণীবিভাগ করা হয়।

স্থায়ী বা স্থাবর এবং চলতি বা অস্থাবর মূলধন (Fixed and Circulating Capital)—মূলধনকে সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। একটি হইতেছে স্থায়ী বা স্থাবর মূলধন (Fixed capital) এবং অপরটি

হইতেছে চলতি বা অস্থাবর মূলধন (Circulating capital)। যে সামগ্রী বহুদিন ধরিয়া এবং বারে বারে উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা যায়, সেই সামগ্রীকে স্থায়ী বা স্থাবর মূলধন বলা হয়। যেমন—চরকা, তাঁত, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি স্থায়ী মূলধন। আবার উৎপাদন-কাজে মাত্র একবার ব্যবহার করা চলে এইরকম সামগ্রীকে চলতি বা অস্থাবর মূলধন বলা হয়। যেমন, তুলা হইতে সূতা তৈয়ারী করা হইলে সেই সূতার সাহায্যে কাপড় তৈয়ারী করা হয়। সূতা তৈয়ারী হইয়া গেলে তুলার আর অস্তিত্ব থাকে না। এই তুলাকে আমরা চলতি বা অস্থাবর মূলধন বলিতে পারি। কিন্তু সূতা কাটিবার যন্ত্রটি একটি স্থায়ী মূলধন।

বিশিষ্ট মূলধন এবং অবিশিষ্ট মূলধন (Specialised or Sunk capital and Unspecialised or Floating capital)—মূলধনের আর একটি প্রকারভেদ আছে; তাহা অনুযায়ী যে সকল যন্ত্রপাতি মাত্র একটি বিশেষ শ্রেণীর উৎপাদন-কাজে ব্যবহৃত হয়, তখন ইহাকে বিশিষ্ট বা নিমজ্জমান মূলধন (Specialised or Sunk capital) বলা হয়। যেমন, লৌহ তৈয়ারী করিবার কারখানায় যে চুল্লী ব্যবহৃত হয়, তাহা অন্য কোন শিল্পে ব্যবহার করা সম্ভব নহে। আবার যে সকল সামগ্রী শুধু একটি বিশেষ শ্রেণীর উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত না হইয়া অনেকগুলি জিনিষের উৎপাদনে ব্যবহৃত হইতে পারে, সেই সামগ্রীগুলিকে নির্বিশেষ বা ভাসমান মূলধন (Unspecialised or Floating capital) বলা হয়।

ভোগকারীর মূলধন এবং উৎপাদকের মূলধন (Consumers' Capital and Producers' Capital)—ভোগকারীর মূলধন বলিতে আমরা বুঝি এমন মূলধন যাহা উৎপাদনের সময় লোকে ভোগ করে। উৎপাদনের সময় ভোগকারীগণ খাদ্য, বাসস্থান, পোষাক ইত্যাদি যাহা কিছু ভোগ করে তাহাই ভোগকারীর মূলধন (Consumers' Capital)। উৎপাদকগণ যে সমস্ত যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, বা অন্যান্য সরঞ্জাম ব্যবহার করে সেইগুলি হইতেছে উৎপাদকের মূলধন (Producers' Capital)। উৎপাদকের মূলধনকে অনেক ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক মূলধন (Trade Capital) বলা হয়।

উপরে মূলধনের যে শ্রেণী-বিভাগ করা হইয়াছে, তাহা সামাজিক মূলধনের বিভিন্ন রূপ। সামাজিক মূলধন (Social Capital) বলিতে আমরা বুঝি

সেই মূলধন যাহা হইতে সমাজের আয়ের সৃষ্টি হয়। আর এক প্রকার মূলধন আমরা দেখিতে পাই, তাহা হইতেছে ব্যক্তিগত মূলধন (Private or personal Capital)। লোকেরা যে সকল জিনিষ হইতে আয় করে, যেমন বাসগৃহ, কোম্পানীর কাগজ, দোকানপাট, সেইগুলিকে আমরা ব্যক্তিগত মূলধন বলি। সামাজিক মূলধনের সহিত ব্যক্তিগত মূলধন যোগ করিলে আমরা জাতীয় মূলধনের (National Capital) পরিমাপ করিতে পারি।

জমি ও মূলধনের মধ্যে সাদৃশ্য এবং পার্থক্য ঃ

জমি ও মূলধনের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়। মূলধনের ন্যায় জমিও ক্ষয়িষ্ণু। মূলধনের ব্যবহার চালিতে থাকিলে উহার উৎপাদনী শক্তি একদিন না একদিন কমিয়া আসে; সেইপ্রকার জমিরও ব্যবহার চলিতে থাকিলে একদিন না একদিন ইহার উর্বরতা কমিয়া আসে। মূলধন যেরূপ নূতন সৃষ্টি করা যায়, জমি সেই প্রকার নূতন সৃষ্টি করা যায় না বটে, কিন্তু, মানুষ নিজের পরিশ্রমে জমির উর্বরতা এবং উৎপাদনীশক্তি বাড়াইতে পারে। জমি ও মূলধনের মধ্যে এই সাদৃশ্য থাকিলেও ইহাদের মধ্যে পার্থক্যই বেশী। প্রথমতঃ জমি হইতেছে একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। কিন্তু মূলধন হইতেছে একটি উৎপাদিত উপাদান। দ্বিতীয়তঃ, জমির যোগান সীমাবদ্ধ; ইচ্ছামত ইহাকে বাড়ান বা কমান যায় না। তৃতীয়তঃ, মূলধন যদি বারবার ব্যবহার করা হয় তবে ইহা হয়তো নষ্ট হইয়া যাইতে পারে; কিন্তু জমি যদি বারবার ব্যবহার করা হয়, ইহার উর্বরতা শেষ পর্যন্ত কমিলেও ইহা কখনই নষ্ট হইয়া যাইবে না। চতুর্থতঃ, মূলধন স্থানান্তরযোগ্য; কিন্তু, জমি স্থানান্তরযোগ্য নয়। সর্বশেষে, মূলধন হইতে আমরা যে আয় পাই, তাহা সব ক্ষেত্রেই একপ্রকার (uniform); কিন্তু, জমি হইতে প্রাপ্ত খাজনা সব জমির ক্ষেত্রে একপ্রকার নয়। জমির প্রকার ভেদে খাজনারও তারতম্য ঘটে।

মূলধনের কাজ (Functions of Capital)—আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় মূলধনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মূলধনের দুইটি বিশেষ গুণ আছে —একটি হইতেছে ইহার বর্তমান উৎপাদনী শক্তি (Productivity) এবং অপরটি হইতেছে ইহার ভবিষ্যৎ উৎপাদনী শক্তি। মূলধন বিনিয়োগ করিলে বিনিয়োগকারী শুধু বর্তমানের জন্যই নহে, ভবিষ্যতের জন্যও মুনাফার আশা করিয়া থাকে। চিরাচরিত উৎপাদন-প্রথার পরিবর্তে বর্তমানে উন্নত ধরণের উৎপাদন-প্রথা চালু হইয়াছে। গরু এবং লাংগলের সাহায্যে যতটা ফসল

উৎপন্ন হয়, ভারী ট্র্যাক্টরের সাহায্যে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী ফসল উৎপন্ন করা যাইতে পারে। সুতরাং মূলধনের প্রথম এবং প্রধান কাজ হইতেছে উৎপাদনের বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। আধুনিককালে বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা চালু করিয়া দেশের শিল্পোন্নয়ন অর্জন করার মধ্যে মূলধনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অস্থাবর মূলধন বিভিন্ন শিল্পে কাঁচামাল সরবরাহ করিয়া থাকে। দৈনন্দিন জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিষ আমরা অস্থাবর মূলধন হইতে পাই। মূলধনের আর একটি কাজ হইতেছে উৎপাদন পদ্ধতিকে পরোক্ষ করা। দৈনন্দিন জীবনে আমাদের বিভিন্ন অভাব পূরণ করিবার জন্য সরাসরিভাবে কোন জিনিষ উৎপাদন করিবার কাজে আত্মনিয়োগ না করিয়া আমরা প্রথমে প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি উৎপন্ন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্মাণে আত্মনিয়োগ করিতে পারি।

মূলধনের বিনিয়োগ হইলে উৎপাদন বাড়ে, উৎপাদন-ব্যয় কমে, জিনিষ-পত্রের দাম কমিয়া যায়, সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় এবং সূক্ষ্মভাবে শ্রম-বিভাগ করাও সম্ভবপর হয়।

মূলধনের আর একটি বিশেষ কাজ হইতেছে অনুন্নত দেশগুলির আর্থিক উন্নতিসাধনে সহায়তা করা। উদাহরণস্বরূপ ভারতবর্ষের কথা ধরা যাক্। ভারতের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। কৃষকদের আয় খুব অল্প, কারণ চিরাচরিত পদ্ধতি অনুযায়ী উৎপাদন-কাজ চালাইয়া যাওয়ায় তাহাদের উৎপাদন খুব অল্প হয়। আধুনিক ধরণের যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন ব্যবস্থা চালু করিলে তাহাদের উৎপাদন ও আয় বাড়িতে পারে। সুতরাং কৃষকদের হাতে মূলধনের পরিমাণ বাড়িলেই তাহাদের আয়ের বৃদ্ধি হইবে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে। দেশের দ্রুত শিল্পোন্নয়ন দ্রুত মূলধন বৃদ্ধির হারের উপর নির্ভর করে।

মূলধন সঞ্চয় (Accumulation of Capital)—মূলধন বৃদ্ধি মূলতঃ সঞ্চয়-বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। সঞ্চয় বলিতে শুধু টাকা জমান বুঝায় না। সঞ্চয় বলিতে আমরা সহজে উৎপাদনের উপকরণগুলির কিছু পরিমাণ ভোগের কবল হইতে মুক্ত করিয়া বিনিয়োগের কাজে এবং মূলধন সৃষ্টির কাজে নিয়োগ করাও বুঝি। মূলধন-সৃষ্টি সম্ভবপর হয় তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে। প্রাথমিক পর্যায়ে মূলধন সৃষ্টির জন্য সঞ্চয়ের সৃষ্টি করা আবশ্যক। সঞ্চয়ের সৃষ্টি দুইটি

উপাদানের উপর নির্ভরশীল। একটি হইতেছে সঞ্চয়কারীর সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা (Will to save) এবং অপরটি হইতেছে সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা (Power to save)। সঞ্চয় করিবার প্রবৃত্তি সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কারণের উপর নির্ভর করে—(১) ভবিষ্যতের সংস্থান করিবার জন্য সাবধানী এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ আয়ের কিছু অংশ সঞ্চয় করিতে চায়। (২) আপনজনের প্রতি স্নেহ-ভালবাসাও মানুষকে সঞ্চয় করিবার প্রেরণা দেয়। (৩) ভবিষ্যতে ব্যবসায়ের লেনদেনের জন্য প্রয়োজন হইতে পারে এই ধারণা হইতেও লোকে সঞ্চয় করে। (৪) যাহারা ব্যবসায়ী তাহাদের কিছু টাকা সর্বদাই সঞ্চিত রাখিতে হয়—যাহাতে ভবিষ্যতে কোন লাভজনক ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ আসিলে টাকার অভাব না হয়। তাহা ছাড়া ফাট্কা কারবারীদেরও নিজেদের ফাট্কা ব্যবসায় চালাইয়া যাইবার জন্য কিছু টাকা সর্বদা সঞ্চিত রাখিতে হয়। (৫) উচ্চাকাংখা এবং সমাজে সম্মান প্রতিপত্তি লাভের দুর্বার আকর্ষণ হইতেও লোকে টাকা সঞ্চয় করিতে চায়। (৬) সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা প্রধানতঃ নির্ভর করে সঞ্চয়কারীর আয়ের উপর। আয় অর্জিত হইলে লোকে প্রথমেই একান্ত প্রয়োজনীয় ভোগসামগ্রীগুলি ক্রয় করে এবং ইহার পর কিছু টাকা সঞ্চয় করে। কতটা টাকা সঞ্চয় করা সম্ভবপর তাহা নির্ভর করে সঞ্চয়কারীর আয়ের উপর। (৭) যদি জনসাধারণ নির্ভয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যাংক, বীমা-কোম্পানী, শেয়ার প্রভৃতিতে টাকা জমা রাখিতে পারে তবে তাহাদের সঞ্চয় করিবার প্রবৃত্তি বাড়ে। (৮) যদি ব্যাংকে সুদের হার বাড়িয়া যায়, তবে আমানতকারীর সঞ্চয়ের প্রবৃত্তিও বাড়িয়া যায়। (৯) যদি দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুন্ন থাকে এবং ব্যাংক ব্যবস্থার ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় স্থায়িত্ব (stability) থাকে তবে লোকের সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি বাড়িয়া যায়।

সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা নির্ভর করে আয়ের উপর। যাহারা বড়লোক তাহারা যে পরিমাণ সঞ্চয় করিতে পারে, গরীব লোকেরা সেই পরিমাণ সঞ্চয় করিতে পারে না। শ্রমিকেরা বেশী সঞ্চয় করিতে পারে না, কারণ তাহাদের মজুরী-হার সাধারণতঃ অল্প থাকে। যাহারা গরীব, তাহাদের ভোগ করিবার প্রবণতা বেশী থাকে; কারণ, তাহাদের যে পরিমাণ অভাব সেই পরিমাণে অভাব দূর করিবার মত আর্থিক সংগতি থাকে না। কিন্তু যাহারা বড়লোক তাহাদের সঞ্চয় করিবার প্রবণতাও বেশী, ক্ষমতাও বেশী। মূলধন-সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে সঞ্চয় সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে। মূলধন-সৃষ্টির দ্বিতীয় পর্যায়ে

প্রয়োজন দেশের সমুদয় সঞ্চয়ের একত্রীকরণ করা বা সংহতিসাধন করা। তৃতীয় পর্যায়ে এই সঞ্চয়কে বিনিয়োগ করিতে হয়। সঞ্চয়কে যখন বিনিয়োগ করা হয়, তখনই মূলধনের বৃদ্ধি ঘটে। অনুন্নত দেশগুলিতে আমরা যে প্রচ্ছন্ন বেকার অবস্থা দেখিতে পাই তাহার সমাধান করিতে পারিলেও অনেক টাকা বাঁচিয়া যায় এবং ইহাতে সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

সংগঠন কি আলাদা উপাদান? (Is Organisation a separate Factor of Production ?)

নিও-ক্লাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে সংগঠন একটি পৃথক উপাদান। তাঁহাদের মতে সংগঠনের সাহায্যে অন্যান্য উপাদানগুলির মধ্যে সংযোগ সাধন করিয়া উহাদের উৎপাদনের উপযোগী করিয়া তোলা সম্ভবপর হয়। উৎপাদনের ঝুঁকি বহন করা এবং ব্যবসায়ের নীতি পরিচালনা করা সংগঠনের কাজ। সুতরাং সংগঠনকে একটি আলাদা উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা যাইতে পারে।

কিন্তু অনেক আধুনিক লেখকদের মতে সংগঠন উৎপাদনের একটি আলাদা উপাদান নয়। তাহাদের মতে উদ্যোক্তা যে সকল কাজ করে সেইগুলিও একপ্রকার শ্রম। প্রত্যেক শ্রমিককেই কিছু না কিছু সংগঠনের কাজ করিতে হয়। উদ্যোক্তা যে সকল কাজ করে সেইগুলিও এক ধরণের শ্রম। উদ্যোক্তার কাজ এবং শ্রমের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা নিছক পরিমাণগত,—এই পার্থক্যকে মৌলিক পার্থক্য বলা যাইতে পারে না। উদ্যোক্তা ব্যবসায়ের ঝুঁকি বহন করে এবং এইজন্য তাহার যে আয় হয়, তাহাকে আমরা মুনাফা বলি। সেই হিসাবে চিন্তা করিলে জমির মালিক অথবা শ্রমিক প্রত্যেকেরই কাজের মধ্যে কিছু না কিছু ঝুঁকির সম্ভাবনা থাকে। সেইজন্য জমির খাজনা এবং শ্রমের জন্য মজুরীর মধ্যেও আমরা কিছু পরিমাণে মুনাফার অংশ আছে বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। তবে অর্থনৈতিক কাজগুলির বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য উদ্যোক্তাকে আমরা একটি পৃথক উপাদান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারি। কোন জিনিষের দাম এবং উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দায়িত্ব হইতেছে উদ্যোক্তার। তাহা ছাড়া, সব উপাদানেরই পৃথক ভাবে আয় হয় এবং সেইদিক হইতে সংগঠনের আয়ও আলাদা। সুতরাং অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের দিক হইতে চিন্তা করিলে সংগঠনকে একটি আলাদা উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা উচিত।

উদ্যোক্তার কাজ (Functions and importance of an entrepreneur)

আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উপাদানের বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে পূর্ণ-সংহতি আনয়ন করিবার, উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রয়-মূল্য নিরূপণ করিবার এবং সর্বোপরি সংশ্লিষ্ট শিল্প-প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার জন্য নীতি নির্ধারণ করিবার প্রয়োজন সর্বদাই অনুভূত হয়, এবং এই কাজগুলি যিনি অথবা যাহারা সম্পাদন করেন, তাঁহাকে বা তাঁহাদেরর উদ্যোক্তা বা ব্যবস্থাপক (entrepreneur) বলা হয়।

উদ্যোক্তাকে অনেক কাজ করিতে হয়। ব্যবসায় আরম্ভ হইবার অনেক আগেই উদ্যোক্তাকে ব্যবসায়ের সব রকম সম্ভাব্য খরচ সম্বন্ধে হিসাব তৈয়ার করিতে হয় এবং কি আয়তনে উৎপাদন করিতে হইবে, তাহা স্থির করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ উদ্যোক্তাকে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল, যন্ত্রপাতি, শ্রমিক এবং জমি ইত্যাদি উপকরণ সংগ্রহ করিতে হয় এবং সেইগুলির সদ্ব্যবহার করিতে হয়। ব্যবসায় হইতে যে আয় হয় তাহা হইতে জমির জন্য খাজনা, মূলধনের জন্য সুদ, শ্রমিকের জন্য মজুরী উদ্যোক্তাকেই প্রদান করিতে হয় এবং সেই বিষয়ে সমুদয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। তৃতীয়তঃ, উদ্যোক্তার প্রধান কাজ হইতেছে ব্যবসায়ের বিনিয়োগ এবং অন্যান্য ব্যাপারে ঝুঁকি গ্রহণ করা। সব রকম ব্যবসায়েই লাভের আশার সহিত লোকসানেরও আশংকা থাকে। যদি কোন ব্যবসায়ে লোকসান হয়, তবে সেই লোকসানের সমুদয় ঝুঁকি উদ্যোক্তাকেই বহন করিতে হয়। চতুর্থতঃ, শিল্প-ব্যবস্থার এবং কোন শিল্পের উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করা অথবা নানাপ্রকার গবেষণামূলক কাজকর্মের সাহায্যে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইবার চেষ্টা করা, ইত্যাদিও উদ্যোক্তারই কাজ। সর্বাপেক্ষা কম খরচে কিভাবে—"কাম্য উৎপাদন" (optimum output) করা যায়, সেই চেষ্টা উদ্যোক্তাকেই করিতে হয়। এইজন্য উদ্যোক্তাকেই চেষ্টা করিতে হয় নূতন পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করিয়া কাজ করা যাহাতে উৎপাদন বাড়ান যায় এবং উৎপাদন-ব্যয় কমান যায়। অনেক ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা উৎপাদন ব্যবস্থায় নূতনত্ব (Innovation) উদ্ভাবন করেন। বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে যাহাতে পূর্ণ সমন্বয় রক্ষিত হয় সেই চেষ্টা উদ্যোক্তা করিয়া থাকেন।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উদ্যোক্তার গুরুত্ব খুবই বেশী। ক্রেতাদের

বিভিন্ন ধরণের পছন্দ, কোন জিনিষের ভবিষ্যৎ চাহিদা, কাঁচামালের ভবিষ্যৎ দাম, বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা, প্রভৃতি অনিশ্চয়তার মধ্যেই উদ্যোক্তাকে সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-নীতি, বিক্রয়-করণ নীতি এবং মূল্যনীতি স্থির করিতে হয়।

আধুনিক অর্থব্যবস্থায় উদ্যোক্তার রূপান্তর এবং যৌথমূলধনী কারবারের প্রসার (Transformation of the entrepreneur in modern economy and the spread of Joint-Stock business)

আধুনিক অর্থব্যবস্থায় কোন ব্যবসায়ে উদ্যোক্তা খুব কম ক্ষেত্রেই মাত্র একজন থাকেন। অধিকাংশই ক্ষেত্রেই যৌথ মূলধনী কারবারের মাধ্যমে ব্যবসায়-বাণিজ্যের কাজ চলিয়া থাকে। বহু লোক কোন কোম্পানীর শেয়ার অথবা অংশপত্র কিনিয়া উক্ত কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডার হইতে পারেন। শেয়ার হোল্ডারগণ নিজেদের মধ্য হইতে একটি পরিচালক-সভা বা Board of Directors নির্বাচিত করেন। এই পরিচালক সভাই শেয়ার-হোল্ডারদের পক্ষ হইতে সমগ্র শিল্পটি পরিচালনা করেন এবং উদ্যোক্তাদের ন্যায় ব্যবসায়ের সমুদয় ঝুঁকির দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। সুতরাং এইরূপ প্রতিষ্ঠানে পরিচালক মণ্ডলী (Board of Directors) প্রকৃত উদ্যোক্তা। যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ের শেয়ার হোল্ডারদের দায় সীমাবদ্ধ (limited liabilities)। অর্থাৎ, কোন শেয়ার হোল্ডার যত অংশ শেয়ার কিনেন, শিল্পের ঋণের সেই অংশের জন্য তাহাকে ঋণ বহন করিতে হয়।

যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ে মূলধন সংগ্রহের উপায় (Ways of raising capital for a Joint Stock Company)

যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ে আমরা চার প্রকার মূলধন দেখিতে পাই। প্রথমতঃ এই ব্যবসায়টি শেয়ার বিক্রয় করিয়া যে পরিমাণ টাকা তুলিয়া ব্যবসায় শুরু করিবার অনুমতি সরকারের নিকট হইতে লাভ করে, তাহাকে অনুমোদিত মূলধন (Authorised capital) বলে। এই অনুমোদিত মূলধনের যে পরিমাণ মূল্যের শেয়ার বিক্রয়ের জন্য বাজারে চালু করা হয়, তাহাকে ইস্যু মূলধন (Issue capital) বলা হয়। এই ইস্যু মূলধনের যে পরিমাণ বাজারে বিক্রীত হয়, তাহাকে বিক্রীত মূলধন (Subscribed capital) বলা হয়। ক্রয় করিতে প্রতিশ্রুত এই প্রকার শেয়ারের যে পরিমাণ মূল্য প্রকৃতপক্ষে

অংশীদারদের নিকট হইতে আদায় করা হয়, তাহাকে আদায়ীকৃত মূলধন (Paid-up capital) বলা হয়।

যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণতঃ দুইটি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করে। প্রথমতঃ, শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করা যাইতে পারে। যাহারা শেয়ার ক্রয় করিবে, তাহারাই প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির মালিক এবং ব্যবসায়ের সমুদয় ঝুঁকি সীমাবদ্ধ পরিমাণে তাহাদেরই বহন করিতে হয়। যদি ব্যবসায়ের লাভ হয় তবে বৎসরের শেষে তাঁহাদের শেয়ার অনুযায়ী তাহারা লভ্যাংশ (Dividend) পাইয়া থাকেন।

দ্বিতীয়তঃ, যৌথ-মূলধনী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি ঋণপত্র বা বণ্ড (Bonds) বা ডিবেঞ্চার (Debentures) বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিয়া থাকে। যাহারা ডিবেঞ্চার বা ঋণপত্র ক্রয় করে, তাহারা প্রতিষ্ঠানের মহাজন; তাহাদের নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করিতে হয়। যদি কোন বৎসর যৌথমূলধনী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের লোকসান হয়, তবুও ইহাকে ঋণপত্র বা ডিবেঞ্চার ক্রেতাদের সুদ প্রদান করিতে হয়। এই ঋণপত্র একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য করা হয় এবং এই সময় অতিক্রান্ত হইবার সময় ঋণ শোধ করা হয়।

যে সকল শেয়ার যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলি কর্তৃক বিক্রীত হয় সেগুলি দুই প্রকারের, যথা,—সাধারণ (Ordinary) এবং অগ্রাধিকার মূলক (Preferential share)। অগ্রাধিকারমূলক শেয়ারের মালিকগণকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জিত হইলে নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়। যদি কোন বৎসর ব্যবসার-প্রতিষ্ঠানের কোন লাভ না হয়, তবে এই প্রকার শেয়ারের বিপক্ষে কোন কিছুই দেওয়া হয় না, কিন্তু যদি অগ্রাধিকার-মূলক শেয়ারগুলি সঞ্চয়মূলক (Cumulative) হয়, তবে কোন বৎসর লভ্যাংশ প্রদান না করা হইলে পরবর্তী বৎসর আগেকার বৎসরের পাওয়া লভ্যাংশ দিতে হয়। আগে সঞ্চয়মূলক শেয়ারগুলির মালিকদের লভ্যাংশ প্রদান করিতে হয়। তাহাদের লভ্যাংশ প্রদান করিবার পর যদি অবশিষ্ট থাকে, তবে সাধারণ শেয়ার হোল্ডারের লভ্যাংশ প্রদান করা যায়। যদি কোন বৎসর ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানটির মুনাফা অর্জিত হয়, তবেই সাধারণ শেয়ার হোল্ডারগণ কিছু লভ্যাংশ পাইবার আশা করিতে পারে।

যৌথ-মূলধনী কারবারের সুবিধা ও অসুবিধা (Merits and Demerits of a Joint-Stock Company)—যৌথ-মূলধনী কারবারের

কতিপয় সুবিধা ও অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ, যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে মূলধন সংগ্রহ করা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি অপেক্ষা কিছু সহজ। বর্তমানে কোন দেশের শিল্পোন্নয়নের জন্য বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। এইজন্য প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন। কিন্তু, এক-মালিকানা কারবার অথবা অংশীদারী কারবারে প্রচুর পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভবপর নহে। যৌথ-মূলধনী কারবারে প্রত্যেক শেয়ার-হোল্ডারের দায় সীমাবদ্ধ বলিয়া একজনের দোষে অন্য একজনকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। সেইজন্য বড়লোকদের পক্ষে যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ে নিরাপদে মূলধন বিনিয়োগ করা অথবা শেয়ার ক্রয় করা সম্ভবপর হয়। দ্বিতীয়তঃ যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ে অন্য কারবার অপেক্ষা বেশী পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ করা যায় বলিয়া বিনিয়োগের পরিমাণও বেশী হয়। ইহাতে উৎপাদন-খরচ কমিয়া যায়। তৃতীয়তঃ, এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বেশী মাহিনা প্রদান করিয়া কর্মকুশল কারিগর বা দক্ষ শ্রমিকদের নিয়োগ করা সম্ভবপর। ইহাতে উৎপাদনের পরিমাণই যে বাড়ে তাহা নহে, উৎপাদিত সামগ্রীর মানও যথেষ্ট উন্নত হয়। সামগ্রিকভাবে ইহাতে উৎপাদনীশক্তি (Productivity) বাড়ে। সর্বশেষে, যৌথ-মূলধনী কারবারের মূলধনের পরিমাণ অন্য কারবার অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত বেশী হওয়ায় শিল্পক্ষেত্রে বৃহদায়তন উৎপাদনের সমুদয় সুবিধা ভোগ করা সম্ভবপর। অনেকক্ষেত্রে বড় বড় যৌথ মূলধনী কারবারের সাহায্যে নূতন ধরণের উৎপাদন পদ্ধতি এবং যন্ত্রপাতির আবিষ্কার সম্ভবপর হইয়াছে।

উপরি-উক্ত গুণগুলি থাকা সত্বেও যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ে আমরা কতিপয় ত্রুটি দেখিতে পাই। প্রথমতঃ, একটি যৌথ-মূলধনী কারবারে অনেক শেয়ার-হোল্ডার থাকে। তাহাদের পক্ষে ব্যবসায় পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করা সম্ভবপর নহে। যদি পরিচালক সভার (Board of Directors) সদস্যগণ খুব সৎ প্রকৃতির না হন, তবে শেয়ার-হোল্ডারদের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে। দ্বিতীয়তঃ, এই ধরণের ব্যবসায় সাধারণতঃ বৃহদায়তনের হওয়ায় কারবারের প্রকৃত মালিকের, অর্থাৎ শেয়ার-হোল্ডার অথবা পরিচালক সভার সদস্যগণের সহিত কর্মচারীদের প্রকৃত যোগাযোগ থাকে না। ইহাতে কর্মচারীদের পক্ষেও আন্তরিকভাবে কাজ চালাইয়া যাওয়া সব সময়ে সম্ভবপর হয় না। আমরা আজকাল শিল্প বিরোধের প্রাচুর্য দেখিতে পাই, ইহার

অন্যতম কারণ হইতেছে মালিক ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে প্রকৃত যোগসূত্রের অভাব। কারবারের সাফল্যের জন্য বেতনভুক কর্মচারীগণ যে সর্বদাই আন্তরিকভাবে পরিশ্রম করে তাহা নহে।

উপরোক্ত ত্রুটিগুলি থাকা সত্ত্বেও যৌথ-মূলধনী ব্যবসায় দিনের পর দিন জনপ্রিয়তা অর্জন করিতেছে। আজকাল অনেক সরকারী প্রতিষ্ঠানও যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।

অন্যান্য বিভিন্ন ধরণের ব্যবসায় সংগঠন (Other different types of business organisation)

এক মালিকানা-কারবার (One-man Business)—যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের শুধু একজনই মালিক। তাহাকে এক-মালিকানা কারবার বলে। ব্যবসায়ের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তিনিই উদ্যোক্তার কাজ করেন এবং ব্যবসায়ের সমুদয় ঝুঁকি ও দায়িত্ব বহন করেন। তিনি নিজেই প্রতিষ্ঠানের মালিক বলিয়া নিজের মূলধন নিজেই খাটান। উৎপাদন কত পরিমাণে হইবে এবং উৎপাদিত সামগ্রী কি দামে বিক্রীত হইবে, তাহাও তিনিই স্থির করেন। ব্যবসায়ে যদি লাভ হয় তবে তিনিই সম্পূর্ণ লাভের অধিকারী হইবেন ; আর যদি ব্যবসায়ে ক্ষতি হয়, তবে তাঁহাকেই সব ক্ষতির বোঝা বহন করিতে হইবে। অনেক ক্ষেত্রে মালিক নিজেই শ্রমিকের ভূমিকা অবলম্বন করেন ; অবশ্য ইহা দেখা যায় তখনই যখন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির আকার খুবই ছোট থাকে। এই ব্যবসায়ের একটি প্রধান সুবিধা হইতেছে এই যে এখানে ব্যবসায়ে মালিকানা ও পরিচালনা একই ব্যক্তির হাতে থাকায় শিল্পের উৎপাদনী শক্তি বাড়িয়া যায়। কিন্তু এক-মালিকানা কারবারের প্রধান ত্রুটি হইতেছে এই যে এই প্রকার ব্যবসায়ে মূলধনের খুব অভাব হয়। দেশের ব্যাংক অথবা অন্যান্য আর্থিক সংস্থাগুলি এই প্রকার ব্যবসায়ে টাকা ধার প্রদান করিতে সর্বদা উৎসাহী হয় না। তাহা ছাড়া, উদ্যোক্তাদেরও যে সব সময় শ্রেষ্ঠ ব্যবসায় বুদ্ধি থাকে তাহা নহে। অনেক সময় কোন প্রতিষ্ঠানের মালিকের দোষে অনেক প্রতিষ্ঠান নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এইজন্য আজকাল জনসাধারণ অংশীদারী ব্যবসায় এবং বিশেষতঃ যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ের দিকে ঝুঁকিতেছে।

অংশীদারী কারবার (Partnership Business)—অংশীদারী কারবারে কয়েকজন লোক মিলিতভাবে মূলধন সরবরাহ করে এবং ব্যবসায়ের

সমুদয় ঝুঁকি বহন করে; উৎপাদনের পরিমাণ অথবা দাম-নির্ধারণ ইত্যাদি যাবতীয় কাজ অংশীদারগণ নিজেরাই স্থির করে। এই প্রকার ব্যবসায়ের প্রধান সুবিধা হইতেছে এই যে ইহাতে এক-মালিকানা ব্যবসায়ের তুলনায় অধিক পরিমাণে মূলধন পাওয়া যায়। ব্যবসায়ের ঝুঁকি ও লোকসানের দায়িত্বও শুধু একজনের থাকে না, ইহা কয়েকজন অংশীদারের মধ্যে তাঁহাদের অংশের পরিমাণ অনুযায়ী বণ্টিত হয়। অংশীদারের ব্যবসায়ে লাভ অথবা ক্ষতি হইতে পারে। কিন্তু ব্যবসায়ে যাঁহারা অংশীদার তাঁহাদের দায় অসীম (unlimited Iiabilities); এই ব্যবসায়ে মালিকানা ও ব্যবসায় পরিচালনা একই ব্যক্তির হাতে অর্পিত হয় বলিয়া উৎপাদন ব্যবস্থা অধিকতর দক্ষতার সহিত পরিচালিত হয়। অনেক সময়ে হয়ত একজন অংশীদারের অনেক মূলধন আছে অথচ পরিচালনাগত কর্মকুশলতা নাই। তখন তিনি এমন আর একজন অংশীদার গ্রহণ করিলেন যাহার পরিচালনাগত কর্মকুশলতা আছে অথচ ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন নাই।

সমবায় (Co-operation)—বর্তমানে আমরা আর এক ধরণের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাই যাহা সমবায়ের নীতির উপর ভিত্তিশীল। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ে যে সমস্ত ত্রুটি আমরা দেখিতে পাই সেগুলি দূর করিবার পক্ষে সমবায়মূলক প্রতিষ্ঠান খুবই উপযোগী। সমবায়মূলক প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকরাই প্রতিষ্ঠানের মালিক; তাহারা নিজেরাই মূলধন, শ্রম, ভূমি প্রভৃতি উপকরণ সংগ্রহ করে এবং নিজেরা পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ব্যবসায়ের পরিচালনা করে। ব্যবসায়ের যে মুনাফা থাকে, তাহাতে সকলেরই অংশ থাকে। যদি কখনও লোকসান হয়, তবে সকলেই ইহার বোঝা বহন করে। কয়েকজন লোক স্বেচ্ছায় ঐক্যবদ্ধ হইলেই সমবায়মূলক প্রতিষ্ঠান গঠিত হওয়া সম্ভবপর। যখন কতিপয় লোক কোন অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমবায়ের ভিত্তিতে নিজেদের ইচ্ছায় ঐক্যবদ্ধ হয়, তখন তাহারা সমবায় সমিতি (Co-operative Society) গঠন করিয়াছে বলা যায়। সমবায়ের কতিপয় মূলনীতি আছে। সেইগুলি হইতেছে একতা, সাম্য, সংহতি, নৈকট্য, মিতব্যয়িতা ইত্যাদি। যে সকল লোক স্বেচ্ছায় একত্রিত হইয়া সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠন করে তাহাদের মধ্যে একতা (unity) ও সংহতি (solidarity) বজায় থাকা চাই। তাহাদের পরস্পরের নিকটে

বাস করা চাই, এবং খরচ করার সময় তাহাদের খুব মিতব্যয়ী হওয়া চাই। সততাই সমবায়ের মূলভিত্তি।

সরকারী কারবার (State Management)—আধুনিককালে সরকারী কারবারের দিকেও কোন কোন দেশে একটি ঝোঁক দেখা যায়। এই প্রতিষ্ঠানগুলি সরকার স্থাপন করেন। ইহার তহবিলের অর্থ আসে সরকার হইতেই, অনেক সময় সরকার জনসাধারণের নিকট শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়াও সরকারী কারবারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করেন। ভারতবর্ষে রেলওয়ে একটি সরকারী কারবার। পশ্চিমবংগে স্টেট বাস সার্ভিস্ একটি সরকারী কারবার। সরকারই ইহার পরিচালনা করেন। সরকারী কারবারের সাফল্য নির্ভর করে সরকারী কর্মচারীদের কর্মকুশলতা ও সততার উপর। রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় প্রতিযোগিতার কোন প্রকার সম্ভাবনা, থাকে না বলিয়া অর্থের অনেক অপচয় বন্ধ করার স্থবিধা। কিন্তু, সরকারী কারবার পরিচালনার ব্যবস্থাও ত্রুটিহীন নয়। অনেক সময় সরকারী কর্মচারীদের আন্তরিকতা, কর্মদক্ষতা ও সততার অভাবে ইহাদের পরিচালনা ত্রুটিপূর্ণ হইয়া পড়ে। সরকারী কারবারের বিরুদ্ধে একটি যুক্তি হইতেছে এই যে ইহার ফলে ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত উদ্যম (private incentives) ও উৎসাহ নষ্ট হয়। তাহা ছাড়া নিয়মিত বাঁধাধরা কাজ করিতে করিতে সরকারী কর্মচারীদের পরিচালন যোগ্যতা অনেক ক্ষেত্রে নষ্ট হইয়া যায়। তবুও বর্তমানে সরকারী কারবারের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। একটি দেশ যতই সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হইবে, সরকারী কারবারের সংখ্যাও ততই বাড়িবে।

Exercises

1. What do you mean by 'Land' in Economics? Distinguish between 'Land' and Capital'. (৮২—৮৩; ৯৩ পৃষ্ঠা)

2. Clearly distinguish between the different senses in which the word 'Capital' is used in popular and economic language. (৯০—৯৩ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the functions of Capital. Upon what factors does the growth of Capital depend? (৯৩—৯৬ পৃষ্ঠা)

4. Discuss the different theories of Population. (৮৮—৯০ পৃষ্ঠা)

5. Examine the chief factors which determine the efficiency of a worker in modern industry. (১৮৫—৮৬ পৃষ্ঠা)

6. Discuss the functions and importance of an entrepreneur in the modern industrial organisation. (৯৭—৯৮ পৃষ্ঠা)

7. Is 'Organisation' a separate factor of Production ? (৯৬ পৃষ্ঠা)

8. How does a joint stock company raise its Capital ? Discuss the merits and demerits of joint stock business. (৯৮—১০১ পৃষ্ঠা)

9. What are the different types of business organisation you witness today ? What are their respective merits and demerits ? (৯৭—১০৩ পৃষ্ঠা)

———

৭

উৎপাদনের সংগঠন

Organisation of Production

আধুনিক যুগে উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমেই জটিল হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু জটিল হইলেও উৎপাদন-ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে চালনা করা যায় যদি ইহাতে শ্রম-বিভাগের (Division of Labour) ব্যবস্থা থাকে। উৎপাদনের কাজকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভাগ করিয়া প্রত্যেকটি অংশ পৃথক লোকের হাতে ছাড়িয়া দিলে সেই ব্যবস্থাকে শ্রম-বিভাগ বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাটার জুতার দোকানে কতিপয় কর্মচারী আছেন যাহারা জুতা বিক্রয় করেন; আবার কতিপয় কর্মচারী আছেন যাহারা প্রচার-বিভাগে কাজ করেন; আবার কতিপয় কর্মচারী আছেন যাহারা জুতা তৈয়ারী করেন; সর্বশেষে কতিপয় কর্মচারী পরিশুদ্ধ চামড়া তৈয়ারী করা অথবা রং দেওয়ার বিভাগে কাজ করেন; এখানে আমরা শ্রম-বিভাগ দেখিতে পাই। বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল এই শ্রম-বিভাগ। উৎপাদন-ব্যবস্থায় শ্রম-বিভাগ থাকিলে আমরা শ্রমিকদের বিভিন্ন কাজে বিশেষ বৈশিষ্ট্য (Specialisation) দেখিতে পাই। শ্রম-বিভাগ আছে বলিয়াই বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে বিনিময় (Exchange) হয়। একজন শ্রমিক হয়ত একটি জিনিষ তৈয়ারী করিল, অপর একজন শ্রমিক হয়ত আর একটি জিনিষ তৈয়ারী করিল। তখন দুইটি জিনিষের মধ্যে প্রয়োজন হইলে বিনিময় করা সম্ভবপর। শুধু তাহাই নহে শ্রম-বিভাগে শ্রমিকদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা (Co-operation) বজায় থাকে।

শ্রম বিভাগের প্রকার ভেদ (Different forms of Division of Labour)

শ্রম-বিভাগ দুইপ্রকার হইতে পারে; যথা, সহজ শ্রম-বিভাগ ব্যবস্থা ও জটিল শ্রম-বিভাগ ব্যবস্থা। সহজ শ্রম-বিভাগকে আমরা দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারি। যথা, ব্যবসায় ও বৃত্তিগত বিভাগ (Division into

trade and occupation) এবং সম্পূর্ণ পদ্ধতিতে শ্রম-বিভাগ (Division of labour into complete processes)। যদি একটি মুচী নিজেই চামড়া পরিষ্কার করিয়া জুতা তৈয়ারী করে এবং নিজেই ইহা বাজারে বিক্রয় করে, তবেই উৎপাদন-ব্যবস্থার মধ্যে আমরা সম্পূর্ণ শ্রম-বিভাগ পদ্ধতি দেখিতে পাই। কিন্তু, যদি মুচী নিজ হাতে সম্পূর্ণভাবে জুতা তৈয়ারী না করে, এবং জুতা তৈয়ারী করিবার এক একটি অংশ যদি বিভিন্ন লোকের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়, তবে ইহাকে এক অসম্পূর্ণ পদ্ধতিতে শ্রমবিভাগ (Division of labour into incomplete processes) বলা হয়। যখন দেখিতে পাই, তাঁতী কাপড় বোনে অথবা কুমার মাটির খেলনা বাসন তৈয়ার করে, তখন ইহাকে আমরা বৃত্তিগত বা ব্যবসাগত শ্রম বিভাগ বলি। আর এক ধরণের শ্রম-বিভাগ আছে, ইহাকে আমরা আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ (Territorial division of labour) বলি। যেমন, বাংলাদেশে পাট উৎপন্ন হয় এবং মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের কালো মাটিতে তুলা উৎপন্ন হয়।

শ্রম-বিভাগের সুবিধা (Advantages of Division of Labour) —শ্রম-বিভাগের প্রধান সুবিধা হইল, জটিল বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমেই সহজ হইয়া যায়; কোন বড় কারখানার যদি মাত্র একজন উদ্যোক্তা থাকিতেন তবে তাঁহার পক্ষে হয়ত এই কারখানার সমুদয় কাজ ব্যক্তিগতভাবে দেখাশোনা করা সম্ভবপর হইত না এবং ইহাতে উৎপাদনের কাজ ব্যাহত হইত। কিন্তু শ্রম-বিভাগের ব্যবস্থা থাকিলে যে কোন ব্যবস্থায় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভবপর। শিল্পোন্নয়নের যুগে শ্রম-বিভাগের গুরুত্ব ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে।

পরিচালনার সুবিধা

শ্রম-বিভাগের ফলস্বরূপ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। উৎপাদন-ব্যবস্থা যতই বৃহদায়তন হইবে, শ্রম-বিভাগও তত বেশী হইবে। শ্রম-বিভাগের জন্য যে দুইটি জিনিষের বিশেষ প্রয়োজন, তাহা হইতেছে, বাজারের বিস্তার এবং অব্যাহত উৎপাদন।

উৎপাদন বৃদ্ধি

শ্রম-বিভাগের ফলে শ্রমিকদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে বিশেষ নৈপুণ্য (Specialisation) অর্জন করিয়া থাকে—ইহাতে একদিকে যেমন উৎপাদন ব্যবস্থার উৎকর্ষতা বাড়ে, অপরদিকে সেইপ্রকার উৎপাদিত সামগ্রীগুলিও উন্নত ধরণের হয় সেজন্য সেইগুলি বিক্রয় করিবার সুযোগও যথেষ্ট বাড়িয়া যায়। শুধু কর্মনৈপুণ্যই নহে, শ্রম-বিভাগের

শ্রমিকদের কর্ম-কুশলতা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি

ফলে শ্রমিকদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতাও অনেক বাড়িয়া যায় এবং ইহাতে উৎপাদন-ব্যবস্থাও বিশেষ উন্নত হয়।

শ্রম-বিভাগের ফলে বর্তমান যান্ত্রিক যুগের উৎপাদন-ব্যবস্থা অনেক সহজ হইয়া গিয়াছে। কোন জিনিষ উৎপাদনে অনেক সময় বাঁচান যায় যদি সেই উৎপাদন-ব্যবস্থায় যথোপযুক্ত শ্রম-বিভাগের ব্যবস্থা করা যায়। কারণ, যদি উৎপাদনের বিশেষ অংশের জন্য কোন শ্রমিককে নিযুক্ত করা হয়, তবে তাহার পক্ষে উৎপাদন কৌশল আয়ত্ত করিতে বেশী সময় লাগে না। কিন্তু সেই শ্রমিককে যদি উৎপাদনের সমুদয় অংশের জন্য নিযুক্ত করা হয়, তবে তাহার পক্ষে উৎপাদন কৌশল আয়ত্ত করিতে অনেক সময় লাগে। উৎপাদন-ব্যবস্থা সরল হইয়া গেলে নূতন নূতন যন্ত্র উদ্ভাবনের এবং শিল্পোৎপাদন সম্বন্ধে নূতন গবেষণার পথও পরিষ্কার হয়।

উৎপাদন ব্যবস্থা সহজ হইয়াছে

শ্রম-বিভাগের অসুবিধা (Disadvantages of Division of Labour—শ্রম বিভাগের কতিপয় অসুবিধাও আছে। শ্রম-বিভাগের নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক শ্রমিক কাজের একটি বিশেষ অংশ লইয়া ব্যস্ত থাকে। ইহাতে কাজে একঘেয়েমী আসে এবং শ্রমিকের উৎপাদনী শক্তি অনেক পারমাণে নষ্ট হয়। শ্রমিকদের যদি কাজে উৎসাহ কমিয়া আসে, তবে উৎপাদন-ব্যবস্থার উৎকর্ষতা অনেক কমিয়া যায়।

কাজে একঘেয়েমি

দ্বিতীয়তঃ, শ্রম-বিভাগের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমেই বৃহদায়তন হইয়া পড়ে। ইহাতে মালিকের সহিত শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে না. তাহা ছাড়া বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থায় স্বভাবতঃই নূতন ধরণের যন্ত্রপাতি প্রবর্তন করিবার চেষ্টা মালিক শ্রেণীর থাকে; ইহাতে অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকদের কাজের সময় অথবা বাসস্থানের ব্যবস্থা খারাপ হইয়া পড়ে। সর্বোপরি, শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের অভাবে শিল্প-বিরোধের পরিমাণও বাড়িয়া যায়; অর্থাৎ শ্রমিক ও মালিকশ্রেণীর মধ্যে কলহ লাগিয়াই থাকে।

শিল্প বিরোধের সৃষ্টি

আঞ্চলিক শ্রম-বিভাগের একটি প্রধান দোষ হইতেছে এই যে কোন প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্য জনসাধারণকে একটি বিশেষ অঞ্চলের উপর নির্ভর

করিতে হয়। যদি দেশে যুদ্ধবিগ্রহ অথবা কোন প্রাকৃতিক কারণ অথবা অন্য যে কোন কারণে একটি অঞ্চলে উৎপাদন হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায়, তবে সমগ্র দেশকে অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। তাহা ছাড়া, এই প্রকার শ্রম-বিভাগের ফলে একটি শিল্প যদি কখনও একটি বিশেষ স্থানেই উন্নত হয়, তখনই সেই স্থানে এক শ্রেণীর শ্রমিকদের জন্য বিশেষ চাহিদা দেখা যায় এবং সমস্ত শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে মজুরীর বৈষম্য দেখা যায়।

আঞ্চলিক শ্রম-বিভাগের অসুবিধা

আধুনিক শিল্প ব্যবস্থা শ্রম-বিভাগের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। শুধু শিল্প ব্যবস্থাই নহে, আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থাও শ্রম-বিভাগের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। আধুনিক যুগে এককভাবে উৎপাদন-ব্যবস্থা চালাইয়া যাওয়া সম্ভবপর নয়। কোন জিনিষ উৎপন্ন করিতে হইলে আমাদের প্রথম প্রয়োজন হইতেছে কাঁচা মাল সংগ্রহ করা। দ্বিতীয়তঃ, জিনিষটি উৎপন্ন করিবার সময় আমাদের মূলধন ও শ্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে হয়। ক্ষুদ্রায়তন হোক আর বৃহদায়তনই হোক যে কোন উৎপাদন ব্যবস্থার গোড়ায় এই দুইটি জিনিষের প্রয়োজন এবং সেইজন্যই কিছু না কিছু শ্রম-বিভাগের প্রয়োজনীয়তা যে কোন প্রকার উৎপাদন ব্যবস্থায় অনুভূত হইবেই। উৎপন্ন জিনিষগুলিকে দেশের ভিতরে অথবা দেশের বাহিরে বিক্রয় করিতে হইলেও আমাদের শ্রম-বিভাগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আমরা দেখিতে পাই আন্তর্জাতিক শ্রম-বিভাগ। যে দেশ যে জিনিষ উৎপাদনে কতিপয় আপেক্ষিক সুবিধা ভোগ করে, সেই দেশ সেই জিনিষটি উৎপাদন করে। বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার মধ্যে আমরা শ্রম-বিভাগ দেখিতে পাই। অংশীদারী কারবারে অংশীদারদের মধ্যে যৌথ মূলধনী কারবারে ডিরেক্টর বা পরিচালকদের মধ্যে এবং সমবায় কর্মীদের মধ্যে শ্রম-বিভাগ থাকে। তাহা না হইলে কোন কাজই সুসম্পন্ন হয় না। সামাজিক ব্যবস্থায়ও আমরা শ্রম-বিভাগ দেখিতে পাই। কৃষক চাষ করে, এবং কারখানার শ্রমিক কারখানায় কাজ করে,—যে জিনিষের সাহায্যে কারখানার শ্রমিককে কাজ করিতে হয়, তাহার কিছু জিনিষ (কাঁচা মাল বা raw materials) আসে কৃষিক্ষেত্র হইতে। দেশের শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন কাজ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। শিল্প-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করে সরকার অথবা ব্যবসায়ী শ্রেণী। এইভাবে আমরা দেখিতে পাই আধুনিক সমাজও শ্রম-বিভাগের উপর নির্ভরশীল।

শ্রম-বিভাগের-সীমা—শ্রম-বিভাগের একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে, তাহা নির্ভর করে বাজারের উপর ("Division of labour is limited by the extent of the market")। কি পরিমাণ শ্রম-বিভাগের ব্যবস্থা একটি শিল্পে হইতে পারে তাহা সেই শিল্পের উৎপাদন ব্যবস্থার আয়তনের উপর নির্ভর করে ; যেমন বৃহদায়তন উৎপাদনে বেশী পরিমাণে শ্রম-বিভাগ হয় এবং ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনে কম পরিমাণে শ্রম-বিভাগ হয়। উৎপাদনের আয়তন আবার উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রয় করিবার মত বাজার আছে কিনা, তাহার উপর নির্ভর করে। ধরা যাক্, একটি জিনিষের জন্য বাজারে খুবই চাহিদা ; উৎপাদক তখন ইহা বেশী করিয়া উৎপাদন করিবে, বেশী উৎপাদন করিতে গেলেই শ্রম বিভাগও বেশী পরিমাণে হইবে।

আবার যদি সেই জিনিষের জন্য বাজারে চাহিদা খুবই অল্প থাকে, তবে উৎপাদকগণ ইহা বেশী করিয়া উৎপাদন করিবে না। সেই জন্যই বলা হয়, শ্রম-বিভাগ বাজারের বিস্তারের পরিমাণ দ্বারা সীমাবদ্ধ। শ্রম-বিভাগের প্রসার অনেক ক্ষেত্রে শিল্প ও উৎপাদন পদ্ধতি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়। তাহা ছাড়া মূলধনের পরিমাণের উপরেও শ্রম-বিভাগের পরিমাণ কত হইবে তাহা নির্ভর করে।

বৃহদায়তন উৎপাদনের বিভিন্ন সুবিধা (Economies of large-scale production)—

যখন উৎপাদন-ব্যস্থার আয়তন বড় হয় এবং বিভিন্ন উৎপাদনগুলিকে বৃহৎ মাত্রায় নিয়োগ করা হয়, তখন উৎপাদনকে আমরা বৃহদায়তন উৎপাদন (large scale production) বলিয়া থাকি। অধ্যাপক মার্শাল বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধাগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথ আভ্যন্তরীণ সুবিধা ও ব্যয়-সংকোচ (internal economies) এবং বাহ্যিক সুবিধা ও ব্যয়সংকোচ (external economies)। যখন কোনও একটি প্রতিষ্ঠান বৃহদায়তনে উৎপাদন করিয়া নিজের প্রচেষ্টায় এবং যোগ্যতায় কতিপয় সুবিধা লাভ করে, তখন ইহাকে আভ্যন্তরীণ সুবিধা (internal economies) বলা হয়। কিন্তু যখন, কতিপয় সুবিধা শিল্প প্রতিষ্ঠান নিজের চেষ্টায় পায় না,—যখন এই সুবিধাগুলির সৃষ্টি হয় বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মিলিত সংস্থার

চেষ্টায়, তখন সেই সুবিধাগুলি সম্মিলিত শিল্পের কাছে আভ্যন্তরীণ হইলেও কোনও একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছে ইহা বাহ্যিক। একটি বিশেষ শিল্প প্রতিষ্ঠান যখন নিজের চেষ্টায় উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণগুলির সদ্ব্যবহার করেন, তখন শিল্পে এক-দিকে যেমন উৎপাদন বাড়ে, অপরদিকে সেই প্রকার উৎ-পাদনের খরচ কমিয়া যায়। বিশেষতঃ উৎপাদনের কোন অবিভাজ্য উপকরণ (indivisible factor of production) থাকিলে ইহা যতই ব্যবহার করা হইবে, ইহার খরচ ততই কমিয়া যাইবে। একটি উদাহরণ দিলে কথাটি পরিষ্কার হইবে। ধরা যাক্, একটি মেসিন হইতে আমরা কোন জিনিষের ২০টি ইউনিট পাইতে পারি, অর্থাৎ মেসিনটি কোন জিনিষ ২০ ইউনিট উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু আমাদের যদি ১০ ইউনিট জিনিষের প্রয়োজন হয়, তখন আমরা মেসিনটিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া একটি অংশ ব্যবহার করিতে পারি না, কারণ মেসিনটি অবিভাজ্য। সুতরাং ১০ ইউনিট উৎপাদন করিবার প্রয়োজন থাকিলেও আমাদের সম্পূর্ণ মেসিনটিই ব্যবহার করিতে হইবে। যদি মেসিনটি ব্যবহার করিতে ২০৲ টাকা খরচ হয়, তবে সেক্ষেত্রে প্রতি ইউনিটের জন্য খরচ হয় দুই টাকা। কিন্তু যদি আমরা ২০ ইউনিট উৎপাদন করি, তবে প্রতি ইউনিটের জন্য খরচ হইবে এক টাকা। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে উৎপাদন যতই বাড়িতে থাকিবে, প্রতি ইউনিটের স্থির উৎপাদন খরচও ততই কমিতে থাকিবে।

বৃহদায়তন উৎপাদনের দুই প্রকার সুবিধা—আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক

দ্বিতীয়তঃ, বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় আমরা যন্ত্রগত ব্যয় সংকোচের (technical economies) সুবিধা লাভ করি। বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে বাষ্প এবং বিদ্যুৎ ব্যবহার করা চলে; ইহাতে উৎপাদন খরচ কমিয়া যায়। তাহা ছাড়া, একটি জিনিষের উৎপাদন বাড়িবার সংগে সংগে আনুষংগিক (subsidiary) কতিপয় জিনিষের উৎপাদন বাড়িয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, জুতা তৈয়ারীর কারখানা চেষ্টা করিলে চামড়ার থলি তৈয়ারী করিবার কারখানাও স্থাপন করিতে পারে।

তৃতীয়তঃ, বৃহদায়তনে উৎপাদন করিলে উৎপাদন ধারার সংযুক্তি হয় এবং ইহার ফলে আমরা কতিপয় সুবিধা (economies of linked process) পাই। যেমন,—সময়, যানবাহনের খরচ, জ্বালানি ও বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের খরচ একই সংগে কমিয়া যায়। তাহা ছাড়া, বৃহদায়তন উৎপাদন

ব্যবস্থায় একটি কারখানা নিজের পরিত্যক্ত উপাদানগুলির সাহায্যে—বিভিন্ন উপ-দ্রব্য তৈয়ারী করিতে পারে। ইহাকে আমরা "economies of by-product" বলিতে পারি।

চতুর্থতঃ, বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিচালনার দিক হইতেও একটি ফার্ম কতিপয় বিশেষ সুবিধা লাভ করে; ইহাকে পরিচালনগত সুবিধা বা "economies of management" বলা হয়। ক্ষুদ্র ফার্মের ক্ষেত্রে মালিক নিজেই সব কিছুর পরিচালন ভার গ্রহণ করেন; কিন্তু, বড় ফার্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে শ্রম-বিভাগ দেখা যায় এবং শ্রম-বিভাগের সব সুবিধা পাওয়া যায়। কিন্তু, বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় এই সুবিধা বেশীদিন পাওয়া যায় না। কারণ, ফার্মটির আয়তন যতই বড় হইতে থাকিবে, পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সংযোগ সাধন করা ততই জটিল হইয়া পড়ে।

পঞ্চমতঃ, বৃহদায়তন ফার্মগুলি কতিপয় বিশেষ বাণিজ্যিক ব্যয় সংকোচের সুবিধা (commercial economies) লাভ করে। কারণ, ইহার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে কাঁচামাল সংগ্রহ করা, পাইকারী জিনিষ কেনা অথবা বাজারে ঋণ সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়। বিজ্ঞাপন দেওয়ার ক্ষেত্রেও বড় ফার্মে ইউনিট প্রতি খরচ কম হয়। বড় ফার্ম ব্যাংক হইতে সুবিধাজনক সর্তে ঋণ আদায় করিতে পারে এবং দরকার হইলে শেয়ার ও ডিবেঞ্চার সুবিধাজনকভাবে বিক্রয় করিতে পারে; ইহাকে আর্থিক ব্যয় সংকোচের সুবিধা (financial economies) বলা যাইতে পারে। সর্বশেষে, বড় বড় ফার্মগুলি ছোট ফার্ম অপেক্ষা আনুপাতিকভাবে বহু কম ঝুঁকির ভার বহন করে। বৃহদায়তনে উৎপাদন চলিতে থাকিলে, মোট উৎপাদনের হিসাবে আনুপাতিকভাবে ঝুঁকি কমিতে থাকে। একটি জিনিষের ক্ষেত্রে লোকসান হইলে উৎপাদক আরেকটি জিনিষের বিক্রয়লব্ধ লাভ হইতে সেই লোকসান পূরণ করিবার চেষ্টা করিতে পারে। বৃহদায়তনে উৎপাদন সুরু হইলে বিক্রয়-বাজারের আয়তনও বড় হয়।

আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংকোচের সহিত একটি ফার্ম কতিপয় বাহ্যিক ব্যয়সংকোচের সুবিধাও লাভ করে। কয়েকটি ফার্ম মিলিত ভাবে নিজেদের চেষ্টায় কোন জিনিষের জন্য একটি বৃহৎ বিক্রয়-বাজারের সৃষ্টি করিলে অনুরূপ জিনিষ উৎপাদনকারী ছোট ছোট ফার্মগুলিও সেই বিক্রয়-বাজারের সুবিধা পাইয়া থাকে; ইহাতে জিনিষটির বিক্রয় বেশী হয়। আবার, বৃহদায়তনে

উৎপাদন করে এইরূপ কারখানার প্রতি শ্রমিকগণ স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হয়; ফলে শিল্পোন্নত অঞ্চলগুলিতে শ্রমিক সরবরাহ সর্বদাই বেশী থাকে। সেই ক্ষেত্রে ছোট ছোট ফার্মগুলিও শ্রমিক সরবরাহ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকে। শিল্পের কেন্দ্রীয়করণ বা স্থানীয় করণের জন্য একটি ফার্ম যে সুবিধাগুলি পাইয়া থাকে সেইগুলির অধিকাংশই ব্যয়সংকোচের বাহ্যিক কারণের মধ্যে পড়ে।

বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার সীমা বা অসুবিধা (Limits to or diseconomies of large-scale production)

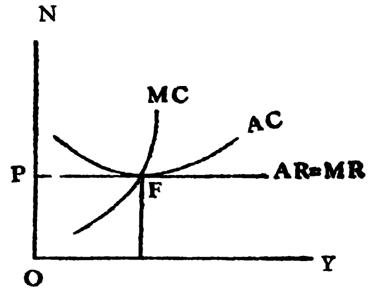
বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার কতিপয় অসুবিধাও আছে। সূক্ষ্ম কারুকার্য সমন্বিত জিনিষ উৎপাদন করা বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় সম্ভব হয় না; কিন্তু ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় ইহা সম্ভবপর হয়। বাজারে এক ধরণের কতিপয় ক্রেতা থাকে যাহারা সর্বদাই হস্তজাত জিনিষপত্র কিনিতে চাহে। দ্বিতীয়তঃ বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় ফার্মের শ্রমিকদের সহিত মালিকের কখনই প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে না। ইহাতে শিল্প বিরোধের সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়। মালিকের পক্ষেও উৎপাদনের খুঁটিনাটি সব খবর রাখা সম্ভবপর নয়। তৃতীয়তঃ, বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অধিক পরিমাণে যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করা হয়। ইহাতে অনেক ক্ষেত্রেই কিছু লোককে কাজ হইতে ছাঁটাই করিতে হয় এবং এই ভাবে বেকার সমস্যার তীব্রতা বাড়িয়া যায়। চতুর্থতঃ বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির আর একটি অসুবিধা হইতেছে এই যে ইহাদের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন বিভাগের পরিচালকদের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা খুব কঠিন হয়। সর্বশেষে, বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে অধিক পরিমাণে বিনিয়োগের ঝুঁকিও বহন করিতে হয়। বেশী করিয়া টাকা ধার করিতে গেলে সুদের হার বেশী দেওয়ার বোঝাও বহন করিতে হয়।

বৃহদায়তন উৎপাদনের এই অসুবিধাগুলি (diseconomies) ইহার সীমা নির্ধারণ করে। উৎপাদনের উপাদানগুলির যোগান সর্বদাই সীমাবদ্ধ। সুতরাং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির আয়তন বাড়াইবার একটি সীমা সর্বদাই থাকে। এই সীমা অতিক্রম করিয়া গেলেই উৎপাদন-খরচ বাড়িতে থাকে এবং বিবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

সর্বোত্তম আয়তনের ফার্ম (Optimum Firm)—কারবার যে আয়তনের হইলে একদিকে সর্বাধিক লাভ অর্জিত হয় এবং অপর দিকে গড়

উৎপাদন খরচ সর্বনিম্ন হয়, ইহাকে সেই শিল্পের সর্বোত্তম আয়তনের ফার্ম (Optimum Firm) বলে। প্রথম দিকে যখন কোন ফার্ম উৎপাদন বাড়াইতে আরম্ভ করে, তখন ইহার উৎপাদন খরচ কমিতে থাকে। এই ভাবে উৎপাদন বাড়াইতে বাড়াইতে অথবা কারবারের আয়তন বাড়াইতে বাড়াইতে ফার্মটি এমন একটি পর্যায়ে উপনীত হইবে যখন ইহার উৎপাদন খরচ সর্বনিম্ন হইবে। এই পর্যায়ের পরেও যদি ফার্মটি উৎপাদন বাড়াইতে থাকে, তবে বৃহদায়তন উৎপাদনের নানা রকম অসুবিধা দেখা দিবে এবং উৎপাদন খরচ বাড়িতে আরম্ভ করিবে। সুতরাং কারবারের যে আয়তনে উৎপাদন ব্যয় সর্বনিম্ন হয় অথচ লাভের পরিমাণ সর্বাধিক থাকে, ফার্মের পক্ষে সেই আয়তনেই ব্যবসায় চালান উচিত, এবং সেই আয়তনই হইতেছে সর্বোত্তম আয়তন (optimum scale)। নিম্নে একটি ফার্মের সর্বোত্তম আয়তন দেখান যাইতেছে।

এই চিত্রে ON রেখা দাম ও ব্যয় এবং OY রেখা উৎপাদনের পরিমাণ বুঝাইতেছে। F বিন্দুতে তখন গড় খরচ (AC), প্রান্তিক খরচ (MC), প্রান্তিক আয় (MR) এবং দাম পরস্পরের সমান। শুধু তাহাই নহে, দাম সর্বনিম্ন গড় খরচের সমান; কারণ, গড় খরচের Curve-টি ইহার সর্বনিম্ন বিন্দুতে গড় আয় রেখার average revenue curve) সহিত tangent হইয়াছে। এই ভারসাম্য বিন্দুটির ভিত্তিতে যে উৎপাদন হইতেছে তাহাই হইল উৎপাদন (optimum output)। যখন উৎপাদন এই অবস্থায় থাকে তখন একটি ফার্মকে আমরা সর্বোত্তম আয়তনের ফার্ম বলিতে পারি।



চিত্র নং ২৪

বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন সময় এবং বিভিন্ন শিল্প অনুযায়ী সর্বোত্তম ফার্মের আয়তনে পার্থক্য দেখা যায়। কোন ফার্মের সর্বোত্তম আয়তন নানা অবস্থার উপর নির্ভর করে,—যথা, যন্ত্রগত সুবিধা, মালিকের দক্ষতা, মূলধন সংগ্রহ অথবা কাঁচামাল সংগ্রহের সুবিধা বা অসুবিধা, বাজারের আয়তন, প্রতিযোগিতার প্রকৃতি, ব্যবসায়ে ঝুঁকির পরিমাণ, ইত্যাদি।

ফার্মের আয়তন (Size of a business unit)—একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তন কত বড় হইবে তাহা একাধিক কারণের উপর নির্ভর করে।

প্রথমতঃ, একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তন নির্ভর করে ইহার তৈয়ারী বিভিন্ন জিনিষের চাহিদার উপর। যদি কোন জিনিষের ব্যাপক চাহিদা থাকে এবং যদি ইহার বাজারের আয়তন বড় হয়, তবে ইহা উৎপন্ন করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আয়তনও বড় হয়।

দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদন যদি এইরকম কম হয় যে বড় বড় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা এবং অধিক পরিমাণে মূলধন নিয়োগ করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে, তবে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তন বড় হইয়া যায়।

তৃতীয়তঃ, বাজারের নৈকট্য, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধাও শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তনকে প্রভাবিত করে।

চতুর্থতঃ, পরিচালনগত সুবিধা বা অসুবিধাও কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আয়তনের উপর নির্ভর করে। যেখানে পরিচালন ব্যবস্থা খুব সহজ সেখানে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আয়তন সাধারণতঃ ছোট হয়।

পঞ্চমতঃ, যদি কাঁচামালের সরবরাহ অপর্যাপ্ত হয় এবং উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানগুলি সহজলভ্য হয়, তবে শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তনও বড় হয়।

ষষ্ঠতঃ, ব্যবসায়ে ঝুঁকির পরিমাণ এবং আর্থিক বা মূলধনজনিত সুযোগ সুবিধার উপরও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আয়তন নির্ভর করে। অধ্যাপক ই. এ. জি. রবিনসনের (Prof. E. A. G. Robinson)-এর মতে প্রধানতঃ পাঁচটি জিনিষের উপর শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তন নির্ভর করে; সেইগুলি হইতেছে বড় বড় যন্ত্রপাতি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা, বাজারের বিস্তৃতি, পরিচালনজনিত সুবিধা, ঝুঁকিবহনের ক্ষমতা এবং মূলধনের প্রাচুর্য।

উপরে বর্ণিত কারণগুলি ছাড়াও শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তনকে প্রভাবিত করে এইরকম কতিপয় উপাদান আছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যয় সংকোচনের আশা লইয়া ইহার আয়তন বাড়াইয়া দেয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে একচেটিয়া মুনাফা পাইবার আশায় অথবা বাজার হইতে সহজে মূলধন সংগ্রহের আশায় কতিপয় ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান একত্রিত হইয়া একটি বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। আবার বাজারে প্রতিপত্তি লাভের এবং সরকার হইতে কতিপয় সুযোগ সুবিধা লাভের আশা লইয়াও কোন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান নিজেদের আয়তন বাড়াইয়া থাকে।

আধুনিক শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থার বিশেষীকরণ ও সমবায় (Specialisation and Co-operation in the modern production system)

আধুনিক শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমেই বৃহদায়তন হইতেছে। বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থা শ্রম-বিভাগের উপর ভিত্তিশীল; শ্রম-বিভাগের একটা প্রধান গুণ হইতেছে ইহার বিশেষীকরণ (specialisation)। আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানই নানাভাবে ব্যয়-সংকোচনের চেষ্টা করিয়া থাকে। এইজন্য প্রত্যেক অংশের কাজ সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তিকে দিয়া করান হয়। এইভাবে শ্রমিকগণ নিজ নিজ স্থানে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করিয়া থাকে। শুধু বিশেষত্বকরণই নহে, সহযোগিতাও (Co-operation) আধুনিক উৎপাদন-ব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি। শ্রম-বিভাগের সহিত শ্রমিকদের পরস্পরের মধ্যে এবং শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে সহযোগিতার প্রসার ঘটে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও আমরা দেখিতে পাই, যে দেশ কোন একটি বিশেষ জিনিষ উৎপাদনে পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছে, সেই দেশ সেই জিনিষটি উৎপন্ন করে।

পারস্পরিক সমবায়ও আধুনিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। একটি জিনিষের বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উৎপাদিত হয়। বিভিন্ন অংশগুলি তৈয়ারী করিবার জন্য আমরা পরস্পর নির্ভরশীলতা ও সমবায়ের প্রয়োজন অনুভব করি।

আধুনিক কালে আমরা যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাই, সেইগুলির অধিকাংশই যৌথমূলধনী ব্যবসায়। যৌথমূলধনী কারবারে আমরা পরিচালকদের শ্রম-বিভাগ এবং পারস্পরিক সহযোগিতা দেখিতে পাই। অংশীদারী কারবারেও অংশীদারদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা থাকে। ইহা ছাড়া, আধুনিক কালে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। সমবায়ের ভিত্তিতে শিল্প-গবেষণা পরিচালনা করা এবং উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রয়করণের ব্যবস্থা করা আজকাল প্রায়ই দেখা যায়। শিল্প-সমবায় (Industrial co-operatives) গঠন করিয়া একই সামগ্রী প্রস্তুতকারী বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের বিজ্ঞাপন এবং অন্যান্য প্রচার-কাজ প্রভৃতির ব্যয় সংকোচনের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। সেইজন্য বলা হয়, আধুনিক শিল্প ব্যবস্থা অনেক অংশেই বিশেষত্বকরণ এবং সমবায়ের উপর ভিত্তিশীল।

শিল্প স্থানীয়করণ (Localisation of Industries)

আঞ্চলিক শ্রম-বিভাগের প্রভাবে (Territorial Division of Labour) অনেক সময় একটি শিল্প বিশেষ একটি স্থানে কেন্দ্রীভূত থাকে। ইহাকে শিল্পের একদেশতা বলে। যেমন, বোম্বাই ও আমেদাবাদে বস্ত্র-শিল্প, কলিকাতা ও ইহার আশেপাশে পাটশিল্প এবং উত্তর প্রদেশে চিনিশিল্প কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

শিল্পের স্থানীয়করণের কারণ (Causes of Localisation of Industries)—শিল্পের একদেশতার কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হইতেছে কাঁচা মালের নিকটে শিল্প অবস্থান (Nearness to raw materials)। পূর্ববংগে কাঁচামাল বেশী করিয়া উৎপাদিত হইত বলিয়া কলিকাতার আশে-পাশে পাটশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। জামসেদপুরের কাছাকাছি লোহা, কয়লা প্রভৃতি খনিজ সামগ্রী আছে বলিয়াই সেখানে ইস্পাতের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। বোম্বাই রাজ্যে কাঁচা তুলা পাওয়া যায় বলিয়াই বোম্বাই ও আমেদাবাদে বস্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, একটি শিল্পের কোন স্থানে কেন্দ্রীভূত হইবার আর একটি কারণ হইল ইহার শক্তি-সম্পদের উৎসের নিকট অবস্থান (Nearness to sources of power)। পূর্বে জলশক্তির দ্বারা অনেক কারখানা চালিত হইত। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, পশ্চিমবংগে পাটকলগুলি হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত।

তৃতীয়তঃ, বাজারের নিকট অবস্থান (Nearness of market) শিল্প স্থানীয়করণের আর একটি কারণ। কলিকাতার পাটশিল্পের প্রতিষ্ঠা পাটজাত দ্রব্যাদির বিরাট বাজার সৃষ্টি করিয়াছে। সাধারণতঃ বড় বড় সহর, রেলওয়ে জংশন ইত্যাদি স্থানে বিভিন্ন শিল্প কেন্দ্রীভূত হয়।

চতুর্থতঃ, প্রচুর পরিমাণে শ্রমিকের যোগানও (Supply of labour) শিল্প স্থানীয়করণকে প্রভাবিত করে। দক্ষ কারিগর বা কর্মকুশল শ্রমিক ব্যতীত কোন শিল্পই উন্নত হইতে পারে না। যে স্থানে কর্মকুশল শ্রমিকের প্রচুর সরবরাহ থাকে, সেখানেই শিল্পপতিগণ নিজেদের শিল্পকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন।

পঞ্চমতঃ, ভৌগোলিক কারণ যেমন জলবায়ু, প্রাকৃতিক কারণে জমির উর্বরতা ইত্যাদি কারণও শিল্প স্থানীয়করণকে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশে

অধিক পাটের উৎপাদন হওয়ার অন্যতম কারণ ইহার জলবায়ু এবং জমির গুণ এবং সেইজন্য পাটশিল্পের কাঁচামাল এখানে এত বেশী। সুতরাং পাটশিল্প যে বাংলাদেশেই (যেখানে কলিকাতার মত এত বড় শহর ও বিরাট বাজারের সম্ভাবনা আছে) কেন্দ্রীভূত হইবে, তাহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই।

ষষ্ঠতঃ, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতাও শিল্পস্থানীয়করণকে প্রভাবিত করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে কলিকাতা যখন ভারতের রাজধানী ছিল তখন বিভিন্ন শিল্প সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা এবং সাহায্যের আশায় কলিকাতা ও ইহার আশেপাশে কেন্দ্রীভূত হইত।

শিল্প স্থানীয়করণ সাধাণতঃ বৃহদায়তন উৎপাদন এবং শ্রমবিভাগের অন্যতম প্রভাব। যে সকল দেশ শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে, সেইগুলিতেও আমরা শিল্পস্থানীয়করণ দেখিতে পাই।

শিল্পের বিকেন্দ্রীয়করণ

আধুনিককালে আমরা শিল্পের বিকেন্দ্রীয়করণের (Decentralisation of industries) দিকে একটি ঝোঁক দেখিতে পাই। ভারতবর্ষের গ্রামীণ ও কুটিরশিল্পগুলিকে বিকেন্দ্রীত করার চেষ্টা করা হইতেছে। শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ করিবার প্রধান কারণ হইতেছে শিল্প স্থানীয়করণের অপগুণগুলি প্রতিরোধ করার প্রয়াস। কিন্তু শিল্পস্থানিকতার কতিপয় গুণও আছে। আমরা এখন শিল্প স্থানিকতার ফলাফল আলোচনা করিব।

শিল্প স্থানীয়করণের সুফল (Good effects of localisation of industries)—শিল্পস্থানিকতার প্রধান গুণ হইতেছে এই যে একটি স্থানে শিল্প কেন্দ্রীভূত হইলে সেখানকার উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্রী বিশেষ সুনাম অর্জন করে। যেমন শান্তিপুরের ধুতি ও শাড়ী অথবা আহমেদাবাদ মিলগুলির কাপড় ক্রেতার নিকট বিশেষ আদরণীয় হয়। সুইজ্যারল্যাণ্ডের ঘড়িশিল্প সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া সুনাম অর্জন করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ কোন একটি বিশেষ স্থানে শিল্প কেন্দ্রীভূত হইলে যে শুধু ইহার উৎপন্ন সামগ্রীর সুনাম হয় তাহা নহে, সেই স্থানে কর্মকুশল কারিগরও সহজলভ্য হয়। ভাল তাঁতী শান্তিপুরেই পাওয়া যায়। যেস্থানে শিল্পগুলি কেন্দ্রীভূত হয়, বিভিন্ন অঞ্চলের সুদক্ষ কারিগর ও শ্রমিকগণ সেই স্থানে কাজের আশায় একত্রিত হয়।

তৃতীয়তঃ, শিল্প স্থানীয়করণের ফলে শিল্পাঞ্চলে একটি শিল্প পরিবেশের সৃষ্টি

হয় যাহাতে শিল্প-কারিগরদের সন্তান-সন্ততিগণও সেই শিল্প-সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে প্রাথমিক জ্ঞান এবং অনেক সময় পারদর্শিতা অর্জন করে। শৈশব হইতেই ভবিষ্যতের কারিগরগণ সংশ্লিষ্ট শিল্প সম্বন্ধে বিভিন্ন জ্ঞাতব্য তথ্য আয়ত্ত করে এবং সেই কাজে উৎসাহী হয়।

চতুর্থতঃ, শিল্প স্থানীয়করণের ফলে শিল্পাঞ্চলে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাও উত্তমরূপে গড়িয়া উঠে এবং সেই অঞ্চলে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম হয় ও অনেক লোকের কর্মসংস্থান হয়।

সর্বশেষে, শিল্প স্থানীয়করণের ফলে শিল্পাঞ্চলের আশেপাশে অনেক পরিপূরক শিল্প (Subsidiary industries) গড়িয়া উঠে। উদাহরণস্বরূপ কলিকাতার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কলিকাতার আশেপাশে অনেক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এইগুলির অধিকাংশ পরিপূরক শিল্প হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহা ছাড়া, কোন শিল্পের বিশেষ সাহায্যে আসে এই প্রকার শিল্পগুলিও সংশ্লিষ্ট শিল্পের উন্নতির সংগে সংগে উন্নত হয়।

শিল্প স্থানীয়করণের কুফল (Bad effects of localisation of industries)—শিল্প একদেশতার প্রধান ত্রুটি হইতেছে এই যে যদি কোন শিল্পের ব্যবসায়ে কখনও মন্দা দেখা দেয়, তখন শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট সকলেরই আর্থিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়, তখন অনেক লোক বেকার হইয়া যায় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। ভারতে দেশবিভাগের অব্যবহিত পরে যখন পশ্চিমবংগের পাটশিল্প বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, তখন অনেক লোক বেকার হইয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধের সময় একস্থানে একটি শিল্প কেন্দ্রীভূত থাকা দেশের নিরাপত্তার পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। পশ্চিমবংগের পাটশিল্প কেন্দ্রীভূত কিন্তু যুদ্ধের সময় যদি কলিকাতা সহর আক্রান্ত হয়, তবে দেশের পাটশিল্পকে বিরাট ক্ষতি ও দুর্গতির সম্মুখীন হইতে হইবে ; কিন্তু শিল্পটি যদি পশ্চিমবংগে কেন্দ্রীভূত না হইয়া সমগ্র দেশে বিকেন্দ্রীভূত হইত, তবে বিপদের সম্ভাবনা থাকিত না। দেশের শিল্পোন্নয়নের জন্য এবং শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের জন্য সমগ্র দেশ একটি বিশেষ অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত একটি শিল্পের উপর নির্ভর করিবে —অর্থনৈতিক বিবেচনার দিক হইতে ইহা সমর্থনযোগ্য নহে। সেইজন্যই আজকাল শিল্প বিকেন্দ্রীকরণের (Decentralisation of industries) দিকে ঝোঁক দেখা যাইতেছে।

ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থা টিকিয়া থাকার কারণ (Causes of the survival of small-scale Production).

বৃহদায়তন উৎপাদনের অনেক সুবিধা আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু এইগুলি থাকা সত্ত্বেও আমরা ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা টিকিয়া থাকিতে দেখিতে পাই। ইহার প্রথম কারণ, বৃহদায়তন ব্যবস্থার যে শুধু কতিপয় সুবিধা আছে, তাহা নহে ; ইহার কতিপয় অসুবিধাও আছে। একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে বৃহদায়তন উৎপাদনের ফলে শুধু উৎপাদন খরচই বাড়িতে থাকে। বৃহদায়তন উৎপাদনের সীমা নির্ভর করে বাজারের বিস্তৃতির (extent of the market)-এর উপর। বাজারের বিস্তৃতি নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট জিনিষের চাহিদার উপর, অনেক জিনিষ আছে যেগুলি বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপন্ন হয় না। সূক্ষ্ম কারুকার্য, হাতের তৈয়ারী জিনিষ এইগুলিরও একটি চাহিদা আছে এবং সেই চাহিদা মিটাইতে হইলে বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা হইতে ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থাই অধিকতর উপযোগী। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, খুব মিহি কাপড় একটি মিল তৈয়ারী করিতে পারে। কিন্তু, ইহার উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য এবং বিভিন্ন ধরণের নক্সা তৈয়ারী করিয়া ইহাকে রুচি-সম্পন্ন করিয়া তোলা একটি মিলের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তখনই ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসারের পথে কতিপয় ভৌগোলিক বাধা (Geographical obstacles) এবং মনস্তাত্ত্বিক বাধা (Psychological obstacles) থাকে। যদি কোন জিনিষ উৎপাদন করিবার জন্য দরকারী কাঁচা মাল সমস্ত দেশে ছড়াইয়া থাকে অথবা ভোগকারীগণ বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া থাকে, তবে অনেক ক্ষেত্রে বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হয়।

তৃতীয়তঃ, জিনিষপত্রের পৃথকীকরণ (Product differentiation) করিলে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান নিজের নিজের জিনিষগুলির বৈশিষ্ট্য বাড়াইবার চেষ্টা করে। তখনও ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

চতুর্থতঃ, কতিপয় উৎপাদন ক্ষেত্র আছে যেখানে বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা লাভজনক নয়। উদাহরণ স্বরূপ কৃষিকাজ ও হস্তচালিত শিল্পের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির একটি

বিশেষ সুবিধা আছে। সেইগুলিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির মালিকগণ নিজেরাই সব বিভাগের বিভিন্ন কাজের দেখাশোনা করিয়া থাকেন; ইহাতে শ্রমিকদের পক্ষে কাজে ফাঁকি দেওয়া সম্ভবপর হয় না।

পঞ্চমতঃ, যে সকল উদ্যোক্তা ব্যবসায়ে অতিরিক্ত ঝুঁকি বহন করিতে সাহসী হয় না, তাহারা স্বভাবতঃই ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা পছন্দ করে।

এই সমস্ত কারণে আমরা আধুনিককালে বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার যুগেও ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা টিকিয়া থাকিতে দেখিতে পাই। জাপানে এবং আমেরিকায় ইহা বিশেষভাবে দেখা যায়। উৎপাদন ব্যবস্থাকে সকল দিক হইতেই ভাল করিতে হইলে বৃহদায়তন এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির পরস্পরের প্রতিযোগী না হইয়া সহযোগী হওয়া উচিত।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের একত্রীকরণের কারণ (Causes of, or motives behind combination of business establishments)

সমবায় প্রতিষ্ঠান একত্রীকরণের উদ্দেশ্য

প্রথমতঃ, আধুনিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলিকে যদি ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়, তবেই একাধিক ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান একত্র মিলিত হইয়া একটি বৃহৎ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে চেষ্টা করে।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির এইভাবে একত্র মিলিত হইবার পিছনে আর একটি উদ্দেশ্য হইল বাজারের উপর একচেটিয়া কর্তৃত্বলাভের চেষ্টা করা এবং বৃহদায়তন উৎপাদনের সমুদয় আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সুযোগ-সুবিধা (Internal and external economies of large-scale production) লাভ করা। বাজারের উপর যদি একচেটিয়া কর্তৃত্বলাভ করা যায় এবং বৃহদায়তন উৎপাদনের সমুদয় সুযোগ-সুবিধা যদি পাওয়া যায়, তবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি লাভবান হয়। বেশী লাভ করিবার এই আকাংখাই মূলতঃ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের একত্রীকরণের কারণ।

তৃতীয়তঃ, বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের, বিশেষতঃ, একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বেশী থাকে। এই ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির লোভের বশবর্তী হইয়াও অনেক ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান একত্রিত হইয়া একটি একচেটিয়ামূলক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার চেষ্টা করে।

চতুর্থতঃ, ব্যবসায়ের মন্দা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্যও অনেক ক্ষুদ্র

প্রতিষ্ঠান একত্রিত হইয়া একটি একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার চেষ্টা করে।

একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার মনোভাব সমাজের পক্ষে হিতকর কিনা সেই বিষয়ে অর্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকের মতে এই মনোভাব সমাজের পক্ষে ক্ষতির কারণ হয়। কারণ, ইহাতে সমাজের একশ্রেণীর হাতে অর্থাৎ, এক-চেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে সমুদয় অর্থনৈতিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হয় (concentration of economic power)। সমাজের অর্থনৈতিকশক্তির যদি অসম বণ্টন (inequitable distribution) হয়, তবে সমগ্র সমাজের পক্ষে ইহা ক্ষতির কারণ হয়। একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যদি বেশী করিয়া গঠিত হয়, তবে সমাজে শ্রমিক শোষণ, শ্রমিক-মালিক বিরোধ, ইত্যাদি লাগিয়াই থাকে।

একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার মনোভাব কি সমাজের পক্ষে হিতকর ?

আবার, কোন কোন অর্থবিজ্ঞানীর মতে, এই ব্যবস্থায় যদি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি অধিক উৎপাদন করিতে পারে এবং উৎপাদন খরচ কমাইয়া দিতে পারে, তবে সমাজের পক্ষে ইহা ক্ষতিকারক নহে। কারণ, তখন সামগ্রিকভাবে সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থা উন্নতি হইবে এবং আয় বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু, এখানে মনে রাখিতে হইবে একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠিত হইতে থাকিলে বাজারে অবাধ প্রতিযোগিতা (free competition) বাধাপ্রাপ্ত হয় বলিয়া আধুনিক ধনতান্ত্রিক দেশগুলি (যেমন, আমেরিকা) একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করা পছন্দ করে না।

লম্বমুখী একত্রীকরণ এবং সমশ্রেণীয় ফার্মের একত্রীকরণ (Vertical combination and Horizontal combination)

বিভিন্ন ফার্মের একত্রীকরণের সাধারণতঃ দুইটি পদ্ধতি দেখা যায়। কখন কখনও আমরা দেখিতে পাই যে একই জিনিষ তৈয়ারী করে অথবা বিক্রয় করে এইরূপ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান একত্রিত হইয়া প্রতিষ্ঠান গঠন করে। এই একত্রীকরণকে বলা হয় সমশ্রেণীয় ফার্মের একত্রীকরণ (horizontal combination of firms)। আবার দেখা যায় যে কোন কারখানার মালিক উৎপাদিত জিনিষগুলির কাঁচামাল সরবরাহ করা, জিনিষপত্র তৈয়ারী করা এবং সর্বশেষে বিক্রয় করা, ইত্যাদি বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করিবার জন্য যে

সকল প্রতিষ্ঠান আছে, সেইগুলির একত্রীকরণ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, কোন জুতার কারখানার মালিক চামড়া তৈয়ারী করা, চামড়া পরিশুদ্ধ করা ও ইহাতে রং দেওয়া, জুতা তৈয়ারী করা এবং অবশেষে ইহা বিক্রয় করা প্রভৃতি বিভিন্ন কাজের জন্য যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান আছে সেইগুলির একত্রীকরণ করে। ফার্মের এই ধরণের একত্রীকরণকে লম্বমুখী একত্রীকরণ (vertical combination of frms) বলা হয়। জুতা তৈয়ারী করিতে কাঁচা চামড়া, সূতা, জুতা তৈয়ারীর যন্ত্রপাতি, রং, ইত্যাদি বহু জিনিষের সরবরাহ করে। এইভাবে উপর হইতে নীচু স্তর পর্যন্ত একত্রীকরণকেই বলা হয় (vertical combination).

যখন বিভিন্ন ইস্পাত কারখানা অথবা বিভিন্ন কয়লার খনি একত্রি হইয়া একটি একচেটিয়ামূলক ব্যবসায় সংঘ প্রতিষ্ঠা করে তখন ইহাকে সমশ্রেণীয় ফার্মের একত্রীকরণ (horizontal combination) বলা চলে। কিন্তু, যখন একটি কয়লার খনি এবং লোহা ও ইস্পাত কারখানা একত্রিত হয়, তখন ইহাকে vertical combination বলা চলে।

উপরের স্তর হইতে নীচু স্তর পর্যন্ত সব রকম কাজ যদি একচেটিয়ামূলক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে, অর্থাৎ যদি vertical combination গঠিত হয়, তবে একটি প্রধান সুবিধা হইতেছে এই যে ইহাতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাব হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। কোন সময়ে যদি কয়লা সরবরাহ প্রচুর পরিমাণে না থাকে তবে ইস্পাত তৈয়ারীর কাজ বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু, এই ধরণের প্রতিষ্ঠানে সেই অসুবিধা হয় না। দ্বিতীয়তঃ, উপরের স্তর হইতে নীচু স্তর পর্যন্ত যদি ফার্মের একত্রীকরণ হয়, তবে উৎপাদন খরচ অনেক কমিয়া যায়। উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ের কাজ যদি পাশাপাশি কতিপয় কারখানায় সম্পন্ন হয়, তবে নানাদিক দিয়া ব্যয় সংকোচনের সুবিধা থাকে এবং ইহাতে একচেটিয়ামূলক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি লাভবান হয়।

উপর হইতে নীচু পর্যন্ত একত্রীকরণের সুবিধা ও অসুবিধা

তবে সংগঠনের দিক হইতে বিবেচনা করিলে এই ধরণের সংঘ পরিচলচনা করা খুব সহজ নয়। উদ্যোক্তা যে কয়লা খনি পরিচালনা এবং লৌহ ও ইস্পাত কারখানা পরিচালনায় সমান দক্ষ হইবে তাহার সম্ভাবনা কম।

অপরপক্ষে, সমশ্রেণীর ফার্মগুলির একত্রীকরণের কতিপয় সুবিধা ও

অসুবিধা আছে। ইহার প্রথম সুবিধা হইতেছে এই যে সমশ্রেণীর ফার্মগুলি একত্রিত হইয়া গেলে পারস্পারিক প্রতিযোগিতার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, এই ধরণের একচেটিয়ামূলক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সংগঠন করা খুব সহজ। সেজন্য আধুনিককালে এই ধরণের একত্রীকরণ বেশী দেখা যায়; তবে ইহারও কিছু অসুবিধা আছে। সমুদয় কয়লা খনি যদি লোহা ও ইস্পাত তৈয়ারীর কারখানায় কয়লা নিয়মিতভাবে সরবরাহ না করে অথবা যদি কোন একচেটিয়ামূলক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে কাঁচামাল না পায় তবে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

সমশ্রেণীর ফার্মের একত্রীকরণের সুবিধা বা অসুবিধা

ফার্মের বিভিন্ন ধরণের একত্রীকরণ—বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের একত্রীকরণের বিভিন্ন রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন সময় মৌখিক চুক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন ফার্ম একই ব্যবসায় নীতি অনুসরণ করিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ Burma Oil Comyany এবং Standard Oil Companyর মধ্যে একই দাম চাহিবার মৌখিক চুক্তির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনেক সময় একটি কোম্পানী অন্যান্য কোম্পানীর কারবার কিনিয়া লয় এবং একটি বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করে। ইহাকে হোল্ডিং কোম্পানী (Holding Company) বলা হয়। আমেরিকায় ট্রাস্ট গঠন করা বে-আইনী ঘোষিত হইবার পর অনেক হোল্ডিং কোম্পানী গঠিত হয়। আবার কোন কোন সময়ে একাধিক ফার্ম একত্রিত হইয়া নিজেদের সত্তা বিসর্জন দেয় এবং একটিমাত্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করে তখন ইহাকে মার্জার (merger) বলা হয়।

একত্রীকরণের বিভিন্ন রূপ

কার্টেল এবং ট্রাস্ট (Cartal and Trust)—যখন একই জিনিষ উৎপাদন করে এইরূপ ফার্মগুলি একত্রিত হইয়া নিজেদের জিনিষ বিক্রয় করিবার জন্য একটি সংস্থা গঠন করে, তখন ইহাকে কার্টেল বলে। কোন্ প্রতিষ্ঠান কতখানি জিনিষ উৎপাদন করিবে এবং কত দামে উৎপাদিত জিনিষ বিক্রয় করিবে তাহা কার্টেল স্থির করে। কার্টেল ছাড়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির আর এক ধরণের একত্রীকরণ দেখা যায়। ইহাকে ট্রাস্ট (trust) বলে। যখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে একত্র মিলিত হয় এবং একটি অছি পরিষদের (Board of Trustees) হাতে নিজেদের পরিচালন-

ভার অর্পণ করে, তখনই একটি ট্রাস্ট গঠিত হয়। ইহা শুধু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি কতখানি উৎপাদন করিবে এবং কত দামে বিক্রয় করিবে, তাহাই স্থির করে না, ইহা উৎপাদন-পদ্ধতিও স্থির করিয়া দেয়। অনেক সময় একটি ট্রাস্টের অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কাজ বন্ধ করিয়া অছি-পরিষদ অপর একটি প্রতিষ্ঠানের কাজ বেশী করিবার নির্দেশ দান করে। এই প্রকার ব্যবসায়-সংহতি বাজারে একত্রিত বৃহদায়তন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির একচেটিয়া কর্তৃত্বের সৃষ্টি করে। ক্রেতাদের দিক হইতে ইহা খুব সমর্থনযোগ্য নহে। কারণ ক্রেতাগণ তখন চাপে পড়িয়া বেশী দাম দিয়া প্রয়োজনীয় জিনিষ ক্রয় করে।

যে সব শিল্পে বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা পাওয়া যায় সেই সকল শিল্পের ক্ষেত্রে কার্টেল অপেক্ষা ট্রাস্ট গঠন করা অধিকতর লাভজনক। তাহা ছাড়া কার্টেলের তুলনায় ট্রাস্ট বেশীদিন স্থায়ী হয়। একটি কার্টেল একবার গঠিত হইলে বিভিন্ন ফার্মের সত্তা একেবারে নষ্ট হয় না, সুতরাং কার্টেল ভাংগিয়া যাইবার সম্ভাবনাও একেবারে তিরোহিত হয় না। কিন্তু, একটি ট্রাস্ট একবার গঠিত হইলে বিভিন্ন ফার্মের আলাদা কোন সত্তা থাকে না; সুতরাং ইহার সহজে ভাংগিয়া যাইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। একটি ট্রাস্টের পক্ষে মূলধন সংগ্রহ করাও একটি কার্টেল অপেক্ষ সহজ, যে কোন ট্রাস্ট বাজারে একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচিত হয়। সুতরাং, ব্যাংক অথবা অন্যান্য ঋণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে একটি ট্রাস্টের পক্ষে সহজে মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভবপর।

কার্টেলের তুলনায় ট্রাস্টের সুবিধা

কার্টেলের একচেটিয়া লাভের সুযোগ ট্রাস্ট অপেক্ষা বেশী। কারণ, একটি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত সব কয়টি ফার্মই একটি কার্টেলে সমবেত হইতে পারে। কিন্তু সবগুলি ফার্ম একসংগে কদাচিৎ একটি ট্রাস্টের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ট্রাষ্টের তুলনায় কার্টেলের সুবিধা

দ্বিতীয়তঃ একটি কার্টেলে সবগুলি ফার্মের আলাদা সত্তা থাকার ফলে কার্টেলটি খুব নমনীয় হয়। ইহাতে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ফলস্বরূপ সংগঠনটি দৃঢ় হয়। তৃতীয়তঃ, ট্রাস্ট গঠন করায় কার্টেল গঠন করা অপেক্ষা খরচ বেশী।

Exercises

1. What is meant by Division of Labour ? Discuss its merits and demerlts. How is the modern society based upon it ? What are the limitations of Divison of Labour ?
(১০৭—১১০ পৃষ্ঠা)

2. Explain and illustrate what is meant by external and internal economies ? Discuss in this connection the limits of large scale production. (১১০—১১২ পৃষ্ঠা)

3. What are ths factors leading to localisation of industry ? Mention the effects of such localisation.
(১১৬—১৯পৃষ্ঠা)

4. Discuss the factors that determine the size of a business unit. (১১৩—১৫পৃষ্ঠা)

5. What are the conditions under which small scale units of producation are more economical than large scale production ? (১১৯—২০ পৃষ্ঠা)

6 Show how the modern industrial organisation is based upon Specialisation and Co-operation. (১১৫ পৃষ্ঠা)

7. Discuss the various motives which impel different firms to combine. Are all such motives anti social ?
(১২০—২১ পৃষ্ঠা)

8. Account for the growing tendency towards large industrial combinations and estimate its social implications.
(১২০—২১ পৃষ্ঠা)

9. Distinguish between vertical and horizontal combina tions rnd examine their advantages and disadvantages.
(১২১—২৩পৃষ্ঠা)

10. Discuss the relative merits of Cartels and Trusts.
(১২৩—২৫পৃষ্ঠা)

11. Explain carefully the factors which tend to set a limit to the growth of a firm. (C.U. B. A. Part I 1964)
(১১৩—১৪ পৃষ্ঠা)

৮

নিরপেক্ষ রেখা তত্ত্ব

(Indifference Curve Analysis)

উপযোগ তত্ত্ব হইতে নিরপেক্ষ রেখা তত্ত্ব (From Utility curve analysis to Indifference curve analysis).

ইতিপূর্বে চাহিদা সংক্রান্ত মূল সমস্যাটি উপযোগের মাধ্যমে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। ক্রেতার সমস্যার ক্ষেত্রে আমরা দেখিয়াছি, কি করিয়া তাহার সীমিত আয়ের ভিতর সর্বাপেক্ষা অধিক উপযোগ পাওয়া যায়। এই উপযোগ তত্ত্ব কয়েকটি ধারণার (assumptions) উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রথমতঃ মনে করা হয় যে উপযোগ পরিমাণ যোগ্য। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন ব্যক্তির লব্ধ উপযোগ তুলনীয় এবং তৃতীয়তঃ, টাকা বা অর্থের প্রান্তিক উপযোগ, সর্বদা অপরিবর্তিত। একটু যুক্তি সঙ্গত ভাবে চিন্তা করিলেই উপযোগ তত্ত্বের এই গোড়ার ধারণাগুলির অসঙ্গতি চোখে পরে। যেমন, যদি আমরা প্রশ্ন তুলি যে ক্রেতা কেন ব্যয় করিতে চায়, তাহা হইলে উপযোগ তত্ত্বের উত্তর হইবে ক্রেতা উপযোগ পায় বলিয়াই ব্যয় করিতে চায়। কিন্তু যদি আবার প্রশ্ন করি যে কি করিয়া বুঝি যে ক্রেতা উপযোগ পায়, তাহা হইলে উত্তর হইবে ক্রেতা ব্যয় করে বলিয়াই বুঝিতে পারি যে ক্রেতা উপযোগ পাইতেছে। অর্থাৎ কার্য্য-কারণ সম্বন্ধটি উপযোগ তত্ত্বে হারাইয়া গিয়াছে। সুতরাং উপযোগ তত্ত্বের যৌক্তিকতা যথেষ্ট সুদৃঢ় নহে। আবার মনে করি ক্রেতা বাজারে গিয়া দুইটি দ্রব্য আপেল এবং কমলা কিনিতেছে। ক্রেতা তাহার আয় এই দুইটি দ্রব্যের উপর এমন ভাবে বণ্টন করিয়া দিবে যে ভারসাম্য অবস্থায় ক্রেতা আপেল এবং কমলা উভয় দিক হইতেই সমান পরিতৃপ্তি পাইবে। এখন যদি কোন কারণে কমলার দাম কমিয়া যায় এবং যদি কমলার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা একহইতে বেশী হয় তাহা হইলে কমলার উপর ক্রেতা মোট ব্যয় বৃদ্ধি করিবে। ইহার জন্য অতিরিক্ত অর্থ সে আপেল হইতে সরাইয়া আনিয়া কমলার জন্য ব্যয় করিবে। কিন্তু ইহা সম্ভবপর নয় যতক্ষণ পর্য্যন্ত অর্থের প্রান্তিক উপযোগ অপরিবর্তিত রহিয়াছে। অতএব নূতন ভারসাম্য পাইতে গেলে অর্থের প্রান্তিক উপযোগ অপরিবর্তিত

থাকিতে পারে না। সুতরাং উপযোগ তত্ত্বের মূল কাঠামোই এই সমালোচনায় ধূলিসাৎ হইয়া যায়।

সাধারণভাবে আমরা আরও বলিতে পারি যে কোন দুইজন ব্যক্তির উপযোগ তুলনীয় নহে। এবং দ্বিতীয়তঃ, উপযোগ বলিতে আমরা একটা মানসিক অবস্থাকেই বুঝাইতে চাই; তাহাকে টাকার মাধ্যমে ব্যক্ত করার প্রয়াগ ভ্রান্তি বিলাস ব্যতিরেকে আর কিছু নয়।

এই সব অসুবিধার জন্য হিক্স এবং অ্যালেনের যুগ্ম প্রচেষ্টায় যে নূতন উপায়ে ক্রেতার ভারসাম্য বুঝিতে চাওয়া হইয়াছে, তাহাই নিরপেক্ষা-রেখা তত্ত্ব নামে সুপ্রসিদ্ধ।

এই নিরপেক্ষ রেখা তত্ত্বে দুইটি প্রাথমিক বক্তব্য আছে। (১) যেহেতু উপযোগ পরিমাপযোগ্য নহে, অতএব 'উপযোগ' কথাটি ব্যবহার না করিয়া 'তৃপ্তি' কথাটি ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়। উপযোগ পরিমাণ সংক্রান্ত যে সকল অসুবিধা রহিয়াছে, তাহা দূরীভূত হয় যদি মনে করি ক্রেতারা কম এবং বেশী তৃপ্তির ভিতর প্রভেদ করিতে পারে এবং কম তৃপ্তি অপেক্ষা বেশী তৃপ্তি অধিক পছন্দ করে; কিন্তু কতটা তৃপ্তি পাওয়া গেল তাহার পরিমাণ অপ্রয়োজনীয়। (২) উপযোগ পরিমাণের প্রচেষ্টা না করিয়া ক্রেতা একটি দ্রব্য দ্বারা আর একটি দ্রব্যকে কি হারে প্রতিস্থাপন করিতে চায়, তাহা জানিতে পারাই যথেষ্ট। সুতরাং নিরপেক্ষ রেখা তত্ত্বে 'প্রান্তিক উপযোগ' কথাটির স্থলে, প্রান্তিক প্রতিস্থাপনের হার কথাটি ব্যবহার করা হইয়াছে।

নিরপেক্ষ রেখা তত্ত্বে বলিতে চাওয়া হইয়াছে যে ক্রেতা বাজারে একাধিক দ্রব্য কিনিতে চায়। ক্রেতা বাজারে গিয়া তাহার সীমিত আয়ের ভিতর বিভিন্ন দ্রব্যের এমন একটি সমন্বয় করিবে যাহাতে তাহার আয় সবটাই ব্যয় হইয়া যায় এবং ঐ আয়ের ভিতর সে সর্বাধিক পরিতৃপ্তি পাইতে পারে। সুতরাং ক্রেতা একদিকে তাহার আয়ের সীমারেখা দেখিবে, এবং অপরদিকে তাহার পছন্দের তালিকার স্বরূপটি বিচার করিবে। আয়ের সহিত পছন্দের সামঞ্জস্য বিধানই নিরপেক্ষ রেখা তত্ত্বের প্রধান বক্তব্য। আমরা প্রথমে পছন্দ লইয়া আলোচনা করি; তাহার পর আয় লইয়া আলোচনা করিব এবং পরিশেষে আয়ের সহিত পছন্দের সামঞ্জস্য বিধান করিব।

মনে করি ক্রেতা বাজারে গিয়া দুইটি দ্রব্য X এবং Y কিনিতে মনস্থ করিয়াছে। মনে করি বাজারে যেন X এবং Y-র বিভিন্ন পরিমাণ একত্র

করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সমন্বয়ে সাজান রহিয়াছে। এখন ক্রেতা কোন সমন্বয়টি পছন্দ করিবে? ক্রেতা দেখিতেছে যে কোন সমন্বয়ে হয়ত 5X এবং 6Y রহিয়াছে; কোন সমন্বয়ে আবার 5X এবং 8Y রহিয়াছে; কোন সমন্বয়ে 5X এবং 3Y রহিয়াছে এবং কোন সমন্বয়ে হয়ত 4X এবং 8Y রহিয়াছে। এ ক্ষেত্রে ক্রেতা বলিবে যে 5X+5Y সমন্বয় হইতে সে 5X+8Y সমন্বয়ে অধিক পরিতৃপ্তি এবং 5X+3Y সমন্বয়টিতে কম পরিতৃপ্তি পাইবে। এই দুইটি সমন্বয়ের প্রথমটিতে সমান পরিমাণ X-র সহিত পূর্বাপেক্ষা অধিক Y এবং দ্বিতীয়টিতে কম Y পাইতেছে। সুতরাং প্রথমটির জন্য অধিক পরিতৃপ্তি এবং দ্বিতীয়টির জন্য কম পরিতৃপ্তি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু হয়ত সে 5X+6Y সমন্বয় এবং 4X+6Y সমন্বয় এই দুইটির ভিতর কোন একটিকে পৃথক করিয়া পছন্দ করিতে পারিবে না। এখানে দ্বিতীয় সমন্বয়টিতে এক ইউনিট কম X রহিয়াছে কিন্তু তাহার পরিবর্তে দুই ইউনিট বেশী Y দেওয়া হইয়াছে। ক্রেতা যদি মনে করে যে এক ইউনিট কম X দুই ইউনিট বেশী Yএর দ্বারা পূরণ করা হইয়াছে, অর্থাৎ যদি ক্রেতা এক ইউনিট কম X'র পরিবর্তে দুই ইউনিট বেশী Y লইতে রাজী থাকে তাহা হইলে সে 5X+6Y এবং 4X+8Y এই দুইটি সমন্বয় হইতে সমান পরিতৃপ্তি পাইবে। অর্থাৎ এই দুইটি সমন্বয়ের ভিতর কোন একটি তাহার নিকট অধিক কাম্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না, অর্থাৎ ক্রেতা এই দুইটি সমন্বয়ের ভিতর নিরপেক্ষ থাকিবে। এইরূপে X-র পরিমাণ কমাইয়া এবং Y-র পরিমাণ বাড়াইয়া আমরা ক্রেতার নিরপেক্ষতার পরিধি আরও বিস্তৃত করিতে পারি। যতগুলি সমন্বয়ের জন্য সে 5X+6Y সমন্বয়ের সহিত নিরপেক্ষ থাকিবে, ততগুলি বিন্দু যদি আমরা রেখাচিত্রের সাহায্যে যোগ করি তাহা হইলে আমরা একটি নিরপেক্ষ রেখা পাই। এই নিরপেক্ষ রেখা প্রতি বিন্দুতে 5X+6Y সমন্বয়ের সহিত সমতুল্য পরিতৃপ্তি পাওয়া যাইবে। আবার 5X+8Y হইতে ক্রেতা উচ্চস্তরের পরিতৃপ্তি পাইতে পারে, তাহার সহিত তুলনীয় সমন্বয়গুলি বাহির করিয়া আমরা আরও একটি নিরপেক্ষ রেখা টানিতে পারি, যাহাতে ক্রেতা পূর্ব সমন্বয়গুলি অপেক্ষা অধিক পরিতৃপ্তি পাইবে এবং 5X+3Y সমন্বয়ের সহিত সমতুল্য বিন্দুগুলি যোগ করিয়া আমরা আরও একটি নিরপেক্ষ রেখা পাইতে পারি যাহার প্রতিটি বিন্দুতেই 5X+6Y সমন্বয় অপেক্ষা কম পরিতৃপ্তি পাওয়া যাইবে, কিন্তু 5X+3Y-র সমান পরিতৃপ্তি পাওয়া যাইবে।

ক্রেতার মনটি এইরূপ অসংখ্য নিরপেক্ষ রেখার সমষ্টি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

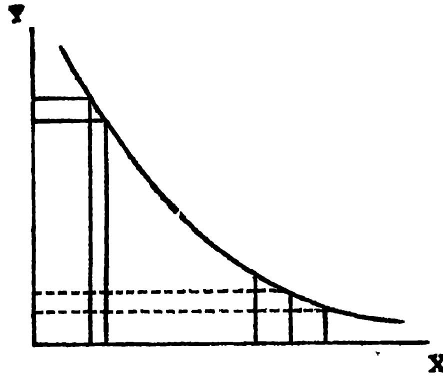
কোন একটি নিরপেক্ষ রেখা পাইতে হইলে প্রথমতঃ একটি দ্রব্য কমাইয়া অপর দ্রব্যটির পরিমাণ বাড়াইতে হইবে, নতুবা ক্রেতা হয় নিম্নতর কিংবা উচ্চতর পরিতৃপ্তির স্তরে চলিয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ যে দ্রব্যটির পরিমাণ কমান হইতেছে, তাহার প্রতি এক ইউনিট কমইবার জন্য অপর দ্রব্যটির পরিমাণ কি হারে বৃদ্ধি হইতেছে তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। বাস্তব পক্ষে এই হারটি বৃদ্ধি করাইতে হইবে। যেমন আমাদের উদাহরণে 5X+6Y এবং 4X+8Y এই দুইটি সমন্বয়ে আমরা দেখিতেছি যে এক ইউনিট X-র পরিবর্তে দুই ইউনিট Y প্রতিস্থাপন করা হইয়াছে। কিন্তু যদি আরও এক ইউনিট X কমান হয়, তবে দুই বা ততোধিক Y লাগিবে। এক ইউনিট X-র পরিবর্তে যত ইউনিট Y হইলে সমান পরিতৃপ্তি হয়, তাহাকে Y'র প্রান্তিক প্রতিস্থাপন ক্ষমতা (marginal rate of substitution of Y for X) বলে। ইহার কারণ এই যে ক্রেতা যত বেশী Y পায় ততই Y-র জন্য তাহার আগ্রহ কমিয়া যায়। সুতরাং বেশী হারে Y না পাইলে সে আর X পরিত্যাগ করিতে রাজী হয় না। কোন একটি নিরপেক্ষ রেখায় এই প্রান্তিক প্রতিস্থাপনের হারটি বৃদ্ধি পাইয়া যাইতেছে দেখাইতে হইবে। কোন একটি নিরপেক্ষ রেখার জন্য আমরা নিম্নলিখিত উদাহরণটির সাহায্য লইতে পারি।

তালিকা নং ১

দ্রব্য Y	দ্রব্য X	প্রান্তিক প্রতিস্থাপনের হার
10	5	
9	6	1/1
8	8	1/2
7	11	1/3
6	15	1/4
5	20	1/5
4	26	1/6

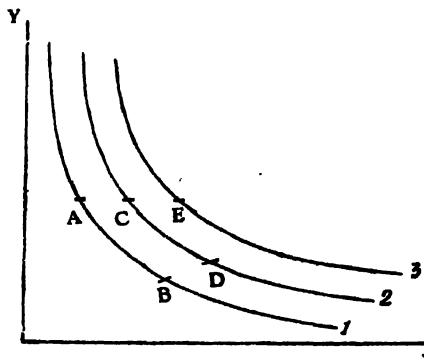
এখানে দেখিতে পাইতেছি যে প্রথম দিকে ১টি Y-র জন্য ১০টি X হইলে চলিত। কিন্তু যতই X-র পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ততই X-র

প্রতিস্থাপনের হার ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, এই ভাবে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই X এবং Y যতগুলি সমন্বয় আমরা লইয়াছি সকলগুলি যদি আমরা রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখাই, তাহা হইলে নিম্নে অঙ্কিত চিত্ররূপটি পাই (চিত্র নং ২৫)



চিত্র নং ২৫

এই চিত্র হইতে অনায়াসেই জানিতে পারা যায় (যাহা আমরা কিছু পরেই ব্যাখ্যা করিব) যে X-র পরিমাণ যত বৃদ্ধি করা, হইবে, ততই Yকে প্রতিস্থাপন করিবার ক্ষমতা কমিয়া আসিবে, অর্থাৎ X দ্বারা Yকে প্রতিস্থাপন করিলে প্রান্তিক প্রতিস্থাপনের হার বৃদ্ধি পাইবে। যেহেতু ক্রেতা অনেক নিরপেক্ষ রেখা লইয়া বাজারে যায়, অতএব নিরপেক্ষা রেখা বলিতে আমরা নম্নাঙ্কিত চিত্ররূপটি বুঝি।



চিত্র নং ২৬

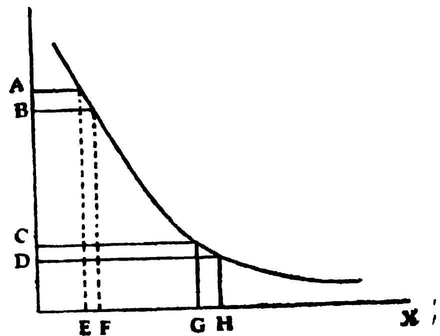
এই চিত্রে (চিত্র নং ২৬) ক্রেতা 1, 2 বা 3 রেখা সকলে কত পরিতৃপ্তি

পাইতেছে তাহা জানিবার কোন প্রয়োজন নাই। আমরা এই জানিয়াই সন্তুষ্ট যে ২৬নং চিত্রে নিরপেক্ষ রেখার যে কোন বিন্দুতে ক্রেতা সমান পরিতৃপ্তি পায়, কিন্তু ১নং রেখার পরিতৃপ্তি হইতে ২নং রেখার পরিতৃপ্তি উচ্চতর। এই ভাবে ক্রেতা যত উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখায় আরোহণ করিবে, ততই তাহার পরিতৃপ্তির স্তর উচ্চতর হইবে। ২৬নং চিত্রের মাধ্যমে, ক্রেতা A এবং B সমন্বয়ের ভিতর নিরপেক্ষ, কিন্তু A এবং B হইতে ক্রেতা C কিংবা D অধিক পছন্দ করিবে। আবার সে C কিংবা D সমন্বয়ের ভিতর নিরপেক্ষ; কিন্তু C কিংবা D অপেক্ষা সে E অধিক পছন্দ করিবে। ক্রেতা চাহিবে সে কত উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখায় আরোহণ করিতে পারে। কিন্তু আরোহণের সীমা তাহার আয় দ্বারা নির্ধারিত হয়।

নিরপেক্ষ রেখার গুণগত বৈশিষ্ট্য: (Properties of an Indifference curve)

নিরপেক্ষ রেখার দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু এখানে আবার পুনরাবৃত্তি করিতেছি। প্রথমতঃ, একটি নিরপেক্ষ রেখা পাইতে হইলে একটি দ্রব্য কমাইয়া অপরটির পরিমাণ বৃদ্ধি করাইতে হইবে। যদি তাহা না করা হয়, তাহা হইলে ক্রেতা হয় উচ্চতর, না হয় নিম্নতর নিরপেক্ষ রেখায় চলিয়া যাইবে। সুতরাং কোন একটি নিরপেক্ষ রেখা সর্বদা নিম্নগামী হইবে—উহা উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে দক্ষিণ-পূর্ব দিক অবতরণ করিবে (২৫নং চিত্র)

দ্বিতীয়তঃ নিরপেক্ষ রেখা মূল বিন্দুর দিকে উত্তল (Convex) থাকিবে। এই উত্তল চেহারা প্রান্তিক প্রতিস্থাপনের হার বৃদ্ধির সহিত সামঞ্জস্য পূর্ণ। নিম্নে ২৭নং চিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে। ২৭নং চিত্রে ক্রেতা যখন প্রথমে ১ ইউনিট Y(=AB) পরিত্যাগ করে তখন সে EF

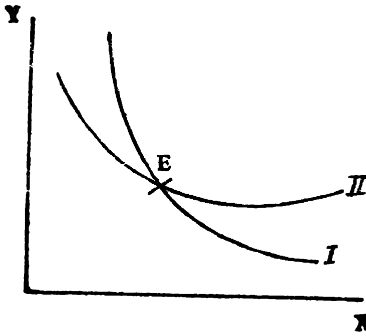


২৭নং চিত্র

পরিমাণ X পায়; কিন্তু তাহার পর যখন সে আরও ১ ইউনিট Y (=CD=AB) ত্যাগ করে তখন সে EF হইতে বেশী, GH পরিমাণ X চায়।

নিরপেক্ষ রেখা যদি Convex না হইয়া Concave হইত তবে বেশী X এবং বেশী Y হইতে যে তৃপ্তি পাওয়া যাইত, কম X এবং কম Y হইতেও তাহার সমান পরিতৃপ্তি পাওয়া যাইত। কিন্তু ইহা হওয়া উচিত নয়। সুতরাং নিরপেক্ষ রেখা সর্বদা Convex হইবে।

তৃতীয়তঃ, কোন দুইটি নিরপেক্ষ রেখা পরস্পরকে ছেদ করিতে পারে না। যদি তাহারা ছেদ করে তাহা হইলে সম-পরিতৃপ্তির সর্তটি পালিত হয় না। নিম্নাঙ্কিত চিত্রে (২৮নং চিত্র) দুইটি নিরপেক্ষ রেখা পরস্পরকে E বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। সুতরাং E বিন্দু I এবং II দুইটি নিরপেক্ষ রেখার উপরই অবস্থিত। সুতরাং E বিন্দুতে I এবং II দুই নিরপেক্ষ রেখার পরিতৃপ্তিই নির্দেশিত হইবে। কিন্তু ইহা সম্ভবপর নহে; যেহেতু দুইটি নিরপেক্ষ রেখার পরিতৃপ্তি একই বিন্দুতে থাকা সম্ভবপর নহে। সুতরাং নিরপেক্ষ রেখাও পরস্পরকে ছেদ করিতে পারে না।

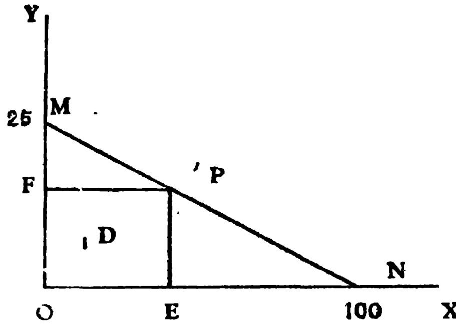


২৮নং চিত্র

ক্রেতার ভারসাম্য (Consumer's equilibrium)

আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে ক্রেতা তাহার নিরপেক্ষ রেখা চিত্রে যত উচ্চে উঠিতে পারে ততই অধিক পরিতৃপ্তি পাইবে। কিন্তু পরিতৃপ্তির সোপানারোহণের সীমা ক্রেতার আয়ের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। সেইজন্য এইবার আয়ের ভূমিকাটি আলোচনা করিতে হইবে। আমাদের উদাহরণে ক্রেতা X এবং Y নামক দুইটি দ্রব্যের ভিতর তাহার আয় বণ্টন করিয়া দিবে। মনে করি ক্রেতার আয় ১০০ টাকা এবং মনে করি একটি Y-র দাম ৪ টাকা এবং একটি X-র দাম ১ টাকা। সুতরাং ক্রেতা তাহার আয় দ্বারা ২৫ ইউনিট Y কিংবা ১০০ ইউনিট X কিনিতে পারে। দেখা যাইতেছে যে বাজারে X এবং Y-র ভিতর বিনিময় হার হইতেছে ৩/৪, অর্থাৎ ৪ ইউনিট X দিলে ১ ইউনিট Y পাওয়া যায়। ক্রেতাকে এই বিনিময় হারেই X এবং Y কিনিতে হইবে। ইতিপূর্বের তালিকা নং ১-র দিকে তাকাইয়া বুঝিতে

পারি যে ক্রেতা যখন ৬ ইউনিট Y এবং ১৫ ইউনিট X ক্রয় করে, তখন তাহার মনেও প্রান্তিক প্রতিস্থাপনের হার ১/৪। সুতরাং ক্রেতা এই সমন্বয়টি ক্রয় করিবে। অন্যান্য সমন্বয়ের দিকে ক্রেতা আকৃষ্ট হইবে না এইজন্য যে বাজারে যে বিনিময় হার, তাহার সহিত উহাদের কোন সামঞ্জস্য নাই। ২৯নং চিত্রের সাহায্যে এই ভারসাম্যটি আরও সুস্পষ্ট করা যাইতে পারে। এই চিত্রে ক্রেতা ON (=১০০ ইউনিট) ইউনিট X (যেহেতু X-র



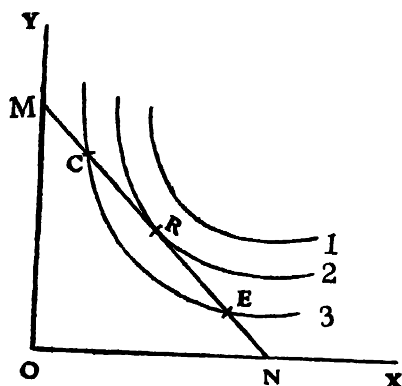
২৯নং চিত্র

বাজার দাম ১ টাকা) কিনিতে পারে যদি ক্রেতা তাহার আয় সবটাই X-র উপর ব্যয় করে (ক্রেতার আয় ১০০ টাকা)। আবার ক্রেতা যদি তাহার আয় (১০০ টাকা) কেবল মাত্র Y-র উপর ব্যয় করে তাহা হইলে সে OM (= ২৫ ইউনিট Y) পরিমাণ Y কিনিতে পারে। MN রেখা নির্দেশ করে বাজারে X এবং Y-র ভিতরে বিনিময় হার কত হইবে। MN রেখাকে আয় রেখা বলা হয়। আমাদের উদাহরণ অনুযায়ী এই বিনিময় হার হইতেছে $\frac{25}{100}=\frac{1}{4}$

$\frac{OM}{ON}$

যখনই MN রেখাটি টানা হইল, তখনই আমরা জানিতে পারিলাম যে ক্রেতার আচরণ OMN ত্রিভুজের ভিতর সীমাবদ্ধ হইল। ক্রেতা MN রেখার বাহিরে, যেমন P বিন্দুতে যাইতে পারিব না। কেন না P বিন্দুতে X এবং Y-র যে সমন্বয় তাহা তাহার আয়ের ভিতর ক্রয় করা সম্ভবপর নহে। আবার ক্রেতা D জাতীয় বিন্দুতেও (যাহা AB রেখার বামপার্শ্বে অবস্থিত) থাকিব না। কেন না D বিন্দুতে ক্রেতা তাহার আয় সবটা ব্যয় করিবে না।

সুতরাং ক্রেতাকে সর্বদাই MN রেখার উপর অবস্থান করিতে হইবে। যদি ক্রেতা MN রেখার উপর যে কোন বিন্দুতে অবস্থান করে তাহা হইলে ক্রেতার আয় সবটাই ব্যয় করা হইবে। সুতরাং ক্রেতাকে MN রেখার উপরই ভারসাম্যে পৌছিতে হইবে। কিন্তু ৩০নং চিত্রে দেখা যাইতেছে MN রেখার উপর যে কোন বিন্দুতেই ভারসাম্য হইতে পারে না। যেমন C কিংবা E বিন্দুতে ভারসাম্য হইতে পারে না। কেন না C কিংবা E বিন্দুতে ক্রেতা যে ভাবে ব্যয় করে তাহার পুনর্বণ্টন করিলে R বিন্দুতে আসা যায়; সেখানে C কিংবা E অপেক্ষা উচ্চতর পরিতৃপ্তি পাওয়া যায়।



৩০নং চিত্র

R বিন্দুতে ক্রেতার আয় রেখা একটি নিরপেক্ষ রেখাকে (২নং) ঠিক স্পর্শ করিয়াছে, সুতরাং ক্রেতার সীমিত আয়ের ভিতরে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখায় আরোহণ সম্ভবপর নহে। কিন্তু C কিংবা E বিন্দুতে আয় রেখা নিরপেক্ষ রেখাকে ছেদ করে, অতএব ক্রেতা উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখায় আরোহণ করিতে পারে। সুতরাং ভারসাম্য পাইতে হইলে আয় রেখাকে নিরপেক্ষ রেখার সহিত স্পর্শক হইতে হইবে। আরও লক্ষ্যনীয় যে R বিন্দুতে প্রান্তিক প্রতিস্থাপনের হার এবং বাজারে বিনিময় হার পরস্পরের সহিত সমান। সুতরাং নিরপেক্ষ রেখা তত্ত্বে ভারসাম্য অর্জন করিতে হইলে দুইটি সর্ত্ত পালন করিতে হইবে।

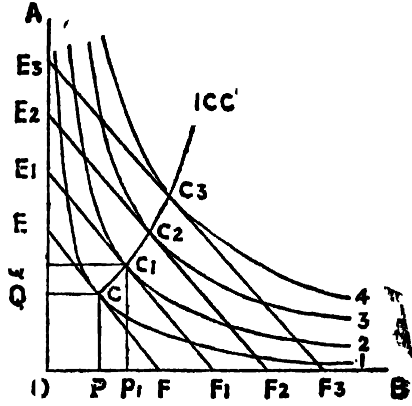
(১) আয় রেখাকে নিরপেক্ষ রেখার সহিত স্পর্শক হইতে হইবে, অর্থাৎ বাজার বিনিময় হারকে, প্রান্তিক প্রতিস্থাপনের হারের সহিত সমান হইতে হইবে।

(২) নিরপেক্ষ রেখাকে মূলবিন্দুর দিকে উত্তল (convex) হইতে হইবে।

ক্রেতার ভারসাম্যের উপর আয়ের প্রভাব এবং দামের প্রভাব

আমাদের পূর্ব উদাহরণে ক্রেতা তাহার আয়ে (১০০ টাকা) ২৫ ইউনিট

Y কিংবা ১০০ ইউনিট X কিনিতে পারে। মনে করি X এবং Y-র দাম অপরিবর্তিত রহিয়াছে। এখন যদি ক্রেতার আয় ২০০ টাকা হয় তাহা হইলে সে ৫০ ইউনিট Y এবং ২০০ ইউনিট X কিনিতে পারিবে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ আয় রেখাই দক্ষিণ পার্শ্বে সরিয়া যাইবে, এবং একটি নূতন ভারসাম্যবিন্দু পাওয়া যাইবে। নিম্নাঙ্কিত চিত্রের সাহায্যে ইহা দেখান হইয়াছে। ৩১ নং চিত্রে দেখান হইয়াছে যে ক্রেতার আয় যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, ক্রেতার আয় রেখাও E F, E_1 F_1…হইয়া



৩১নং চিত্র

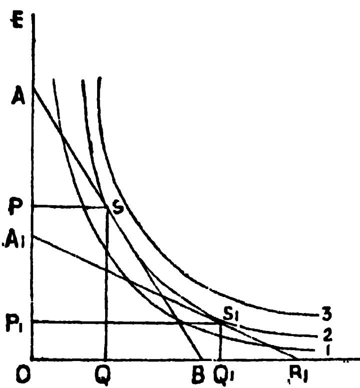
ক্রমশঃ উচ্চে উঠিতেছে। ক্রেতাও নূতন নূতন ভারসাম্য C_1 C_1 C_2… প্রভৃতি অর্জন করিতেছে। যদি আমরা C_1 C_1 C_2 প্রভৃতি বিন্দু যোগ করি তাহা হইলে যে সঞ্চার পথ পাই, তাহাকে আয়-ভোগ রেখা (Income consumption curve কিংবা ICC) বলে। এই রেখা ঊর্দ্ধগামী এবং ইহার যে-কোন দুইটি বিন্দুতে দেখান হয় ক্রেতা' আয় প্রভাবে (Income effect) কি ভাবে ক্রয় করিতেছে।

আমরা চাহিদার উপর আয় পরিবর্তনের প্রভাব দেখাইতে পারি। যতই আয়ের পরিবর্তন হয়, ক্রেতার নিরপেক্ষ রেখা ততই উঁচুতে হয়। আয়ের পরিবর্তনের সংগে সংগে ক্রেতার বাজেট বা মূল্যরেখারও পরিবর্তন হয়। নিরপেক্ষ রেখা উঁচুতে থাকিলে মূল্য রেখাও উঁচুতে থাকে এবং উঁচুতেই ভারসাম্য অর্জিত হয়। ইহার অর্থ হইতেছে এই যে আয়ের যতই পরিবর্তন হইবে, ক্রেতার জিনিষপত্র কিনবার পরিমাণও ততই পরিবর্তিত হইবে। যদি আয় বাড়ে, তবে X এবং Y উভয় জিনিষের জন্য চাহিদা বাড়িবে। ইহাকে চাহিদার উপর আয়ের পরিবর্তনের প্রভাব বা আয় প্রভাব (Income effect) বলা হয়।

উপরের ৩১নং চিত্রে C, C_1, C_2, C_3 বিন্দুগুলিতে যথাক্রমে 1, 2, 3, 4, প্রভৃতি নিরপেক্ষ রেখার সহিত ক্রেতার সংশ্লিষ্ট মূল্য রেখার স্পর্শ দেখা যাইতেছে। C, C_1, C_2, C_3 এই বিন্দুগুলিই দেখাইতেছে যে ক্রেতার যতই

আয়ের পরিবর্তন হইতেছে ততই সে আরও বেশী করিয়া X এবং Y কিনিতেছে। এই বিন্দুগুলিকে যে রেখা দ্বারা যোগ করা হইয়াছে ইহার নাম আয়-ভোগ রেখা বা Income Consumption Curve উপরের চিত্রে ICC রেখাটি ইহাই বুঝাইতেছে।

এই বিশ্লেষণের সাহায্যে চাহিদার উপর আর একটি জিনিষের প্রভাব দেখান যাইতে পারে। তাহা হইতেছে,—যদি কোন কারণে X খুব সস্তা হইয়া যায় তবে লোকে বেশী করিয়া X কিনিবে এবং কম করিয়া Y কিনিবে। ইহাতে সে X এবং Y আগেকার সম্মিলনে (Combination) না কিনিয়া নূতন সম্মিলন অনুযায়ী কিনিবে। ধরা যাক্ ৩২নং চিত্রে ক্রেতা OP পরিমাণ X এবং OB পরিমাণ Y কিনিতেছে। এখন যদি কোন কারণে Y-এর দাম কমিয়া যায় (অথচ ক্রেতার আয়ের কোন পরিবর্তন না হয়), তবে ক্রেতা কম করিয়া X কিনিবার পরিবর্তে বেশী করিয়া Y কিনিতে চাহিবে। সুতরাং Y সস্তা হইয়া গিয়াছে এই ভিত্তিতে ক্রেতা তখন একটি নূতন বাজেট রেখা অথবা মূল্য রেখা স্থির করিবে।

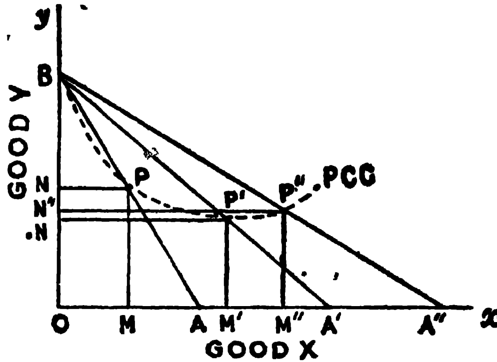


৩২নং চিত্রে

এই মূল্য রেখাটি হইতেছে উপরের চিত্রে A_1 B_1 রেখা। এই রেখাটি নিরপেক্ষ রেখাটিকে S_1 বিন্দুতে স্পর্শ করিয়াছে। সুতরাং যখন ক্রেতা বেশী করিয়া Y কিনিতেছে (এই চিত্রে সে OQ হইতে OQ_1 পর্যন্ত Y এর ক্রয় বাড়াইয়াছে) তখন সে কম করিয়া X কিনিতেছে (এই চিত্রে সে OP হইতে OP_1 পর্যন্ত X এর ক্রয় কমাইয়াছে)। অথচ সে সমান তৃপ্তিই পাইতেছে। একটি বিকল্প বা পরবর্তী জিনিষের দামের পরিবর্তন হইলে অপর জিনিষটির ক্রয়ের উপর ইহার যে প্রভাব হয়, তাহাকে আমরা প্রতিস্থাপন প্রভাব (Substitution effect) বলিতে পারি।

নিরপেক্ষ রেখাতত্ত্বের বিশ্লেষণ হইতে আমরা চাহিদার নিয়মটি বুঝিতে পারি। তাহা বুঝিতে হয় চাহিদার উপর মূল্য-প্রভাবের (Price effect) বিশ্লেষণ হইতে। যদি একটি জিনিষের দাম, ধর X-এর দাম, কমিয়া যায়

তবে ক্রেতার উপর ইহার দুইটি প্রভাব দেখা যায়। প্রথমতঃ, যেই একটি জিনিষ সস্তা হইয়া গেল, সংগে সংগে ঐ জিনিষের হিসাব অনুযায়ী ক্রেতার আয় বাড়িয়া গেল। সুতরাং তাহার পছন্দ তালিকা আরও উন্নত স্তরের হইবে এবং সে আরও বেশী করিয়া ঐ জিনিষটি কিনিবে। আবার যখন X'এর দাম কমিল তখন অন্যান্য জিনিষ কম কিনিয়া ক্রেতা বেশী করিয়া X কিনিতে চেষ্টা করিবে। এ ক্ষেত্রে X বেশী করিয়া কিনিবার প্রথম কারণটি হইতেছে আয়-প্রভাবের (Income effect) দরুণ এবং দ্বিতীয় কারণটি হইতেছে প্রতিস্থাপন-প্রভাবের (Substitution effect) দরুণ। এই দুইটি প্রভাবের যৌথ ফল হইতেছে মূল্য-প্রভাব। নিম্নলিখিত চিত্রের সাহায্যে মূল্য-প্রভাব বুঝান যাইতে পারে।



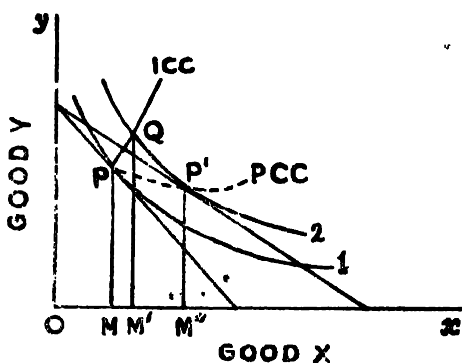
৩৩নং চিত্রে

P বিন্দুতে ক্রেতা ভারসাম্য অর্জন করিয়াছে। ক্রেতা এখানে OM পরিমাণ X ও ON পরিমাণ Y কিনিতেছে। যদি ক্রেতা সম্পূর্ণ টাকাটাই X কিনিবার জন্য খরচ করিত, তবে সে OA পরিমাণ X কিনিতে পারিত। ধরা যাক্, ক্রেতার আয় ঠিকই আছে, অথচ X'এর দাম কমিয়াছে। ইহাতে আগেকার আয়ে ক্রেতা OA পরিমাণ X কিনিতে পারে। Y'র দাম আমরা অপরিবর্তিত ধরিয়াছি, সুতরাং Y' এর দিক হইতে ক্রেতার OB পরিমাণ আয় ঠিকই আছে। X'র দাম কমিলে ক্রেতার নূতন ভারসাম্য বিন্দু হইবে P' বিন্দুতে এবং এখানে সে OM' পরিমাণ X এবং ON' পরিমাণ Y কিনিবে। ইহার পর যদি X-এর দাম আরও কমে, তবে ক্রেতা ইচ্ছা করিলে OA পরিমাণ X কিনিতে পারে; কিন্তু এই ক্ষেত্রে ক্রেতার ভারসাম্য

অর্জিত হইবে P" বিন্দুতে। ক্রেতা এখানে OM" পরিমাণ X এবং ON" পরিমাণ Y কিনিতেছে। এখন P, P', P" এই বিন্দুগুলিকে যোগ করিলে আমরা Price Consumption Curve (PCC) টানিতে পারি। এই রেখাটি মূল্য-প্রভাব (Price effect) বুঝাইতেছে।

নিরপেক্ষ রেখাতত্ত্ব ও চাহিদার নিয়মঃ—(Indifference curve analysis and the Law of Demand)

দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে ইহাই চাহিদার নিয়ম। প্রকৃত পক্ষে দামের পরিবর্তনের প্রভাব আয়-প্রভাব এবং প্রতিস্থাপন প্রভাবের উপর নির্ভর করে। সুতরাং নিরপেক্ষ রেখা তত্ত্বের সাহায্যে চাহিদার নিয়ম বুঝান যায়। নিম্নের চিত্রের সাহায্যে ইহা বুঝান যায়।



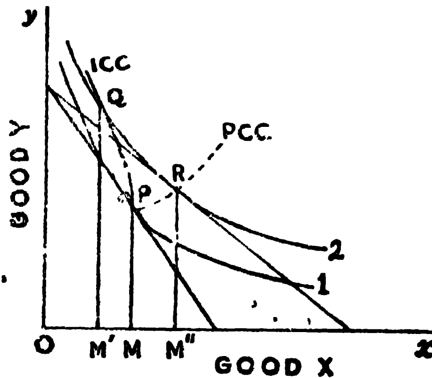
৩৪নং চিত্র

এই চিত্রে প্রথমে আমরা আয়-প্রভাব দেখিতে পাই; আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবার সংগে সংগে ক্রেতা X-এর ক্রয়ের পরিমাণ OM হইতে OM' পর্যন্ত বাড়াইতেছে এবং ভারসাম্য P বিন্দু হইতে Q বিন্দুতে চলিয়া যাইতেছে। ইহার পর যদি X-এর দাম কমিয়া যায়, তবে আমরা প্রতিস্থাপন-প্রভাব দেখিতে পাই এবং ক্রেতার ভারসাম্য সেইক্ষেত্রে Q বিন্দুতে না হইয়া P' বিন্দুতে হইবে। ইহাতে X-এর চাহিদা OM' হইতে OM" পর্যন্ত পড়িবে। P এবং P' বিন্দু দুইটিকে একটি রেখার দ্বারা যোগ করিলে আমরা Price Consumption Curve (PCC) পাই। ইহাই মূল্য-প্রভাব। বিকল্পভাবে ইহাই চাহিদার নিয়ম। প্রথমে কোন জিনিষের দাম কমিয়া গেলেই ক্রেতার প্রকৃত আয় (Real Income) বাড়ে; ইহাতে আয়-প্রভাব কার্যকরী হয়। আবার, কোন জিনিষের দাম কমিয়া গেলে অন্য জিনিষের

অনুপাতে ইহার প্রান্তিক গুরুত্ব (marginal significance) বাড়িয়া যায় এবং সেইজন্য ক্রেতা ইহা বেশী করিয়া কিনিয়া অন্য জিনিষ কম করিয়া কিনে। এখানে প্রতিস্থাপন-প্রভাব কার্যকরী হয়। এই দুইটি প্রভাবের যৌথ ফল স্বরূপ কোন জিনিষের দাম কমিলে সেই জিনিষের চাহিদা বাড়িয়া যায়। ইহাই চাহিদার নিয়ম।

নিকৃষ্ট জিনিষ (Inferior Goods)

কতিপয় জিনিষ আছে যেগুলির ক্ষেত্রে ক্রেতার আয় বাড়িলেও সেই জিনিষগুলির জন্য ক্রেতার চাহিদা বাড়ে না; সেইগুলিকে নিকৃষ্ট জিনিষ (Inferior Goods) বলা হয়। যদি প্রতিস্থাপন প্রভাব খুব দৃঢ় হয় তবে



৩৫নং চিত্র

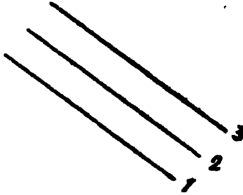
আয় প্রভাব কার্যকরী হওয়া সত্ত্বেও সেই জিনিষগুলির দাম কমিলে চাহিদা বাড়িয়া যায়। কিন্তু আয়-প্রভাবের কার্যকারিতা যদি প্রতিস্থাপন-প্রভাবের অকার্যকারিতা অপেক্ষা বেশী হয়, তবে দাম কমিলেও সেই জিনিষগুলির চাহিদা বাড়ে না। নিম্নের চিত্রে তাহা বুঝান যাইতে পারে। এই চিত্রে আয়-প্রভাব এত অকার্যকরী যে ক্রেতার আয় বাড়িয়া যাওয়ার পর ক্রেতা X জিনিষটি আর কিনিতে চাহে না; কারণ X জিনিষটিকে সে নিকৃষ্ট জিনিষ বলিয়া মনে করে। দেখা যাইতেছে, আয় বাড়িয়া যাইবার পর X-এর চাহিদা OM হইতে OM′ পর্যন্ত কমিয়া যায়, কিন্তু এই ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপন প্রভাব দৃঢ় হওয়ায় মোট চাহিদা OM″ পর্যন্ত বাড়িয়াছে।

নিরপেক্ষ রেখা তত্ত্বের পরিশিষ্ট

নিরপেক্ষ রেখার কয়েকটি বিশেষ প্রয়োগ :—

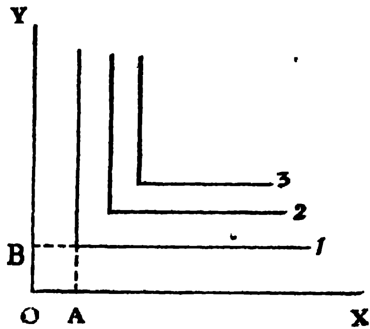
নিরপেক্ষ রেখা অঙ্কনের সময় দেখিলাম যে নিরপেক্ষ রেখার বক্রতা

ক্রেতার রুচিকে ব্যক্ত করে। রুচি বলিতে এখানে আমরা বুঝি ক্রেতা কি হারে একটি দ্রব্যকে অপর দ্রব্যটির পরিবর্ত্তন হিসাবে ব্যবহার করিতে চায়। যদি ক্রেতার রুচির পরিবর্ত্তন ঘটে, তবে নিরপেক্ষ রেখার বক্রতারও পরিবর্ত্তন ঘটিবে। সাধারণ ভাবে আমরা দেখি যে একটি দ্রব্য যত বেশী ব্যবহার করা যায়, ততই সেই দ্রব্যটির অপর দ্রব্যটিকে প্রতিস্থাপন করিবার ক্ষমতা লোপ পায়, সুতরাং প্রান্তিক প্রতিস্থাপনের হারটি কমিতে থাকে। এখন, যতই দুইটি অঙ্কের দ্রব্য দুইটি সমগুণ সম্পন্ন হইবে, ততই উহাদের ভিতরে প্রতিস্থাপনের সীমাও ছোট হইয়া আসিবে। যখন একটি দ্রব্য অপর দ্রব্যটির যথার্থ পরিবর্ত্ত দ্রব্যে পরিণত হয়, তখন নিরপেক্ষ রেখার বক্রতা দূরীভূত হয় এবং উহা সরলরেখায় রূপান্তরিত হয়। নিম্নাঙ্কিত চিত্রে এই অবস্থাটি দেখান হইয়াছে। অবশ্য যদি একটি দ্রব্যের সকল কাজই অপর দ্রব্যটির দ্বারা হইতে পারে, তাহা হইলে দুইটি দ্রব্যের ভিতর প্রভেদ করিবার কোন প্রয়োজন থাকে না। ৩৫নং চিত্রে যে প্রতিস্থাপনের হার দেখান হইয়াছে, তাহা নির্দিষ্ট। সেই হিসাবেই একটি দ্রব্যকে অপর দ্রব্যের যথার্থ পরিবর্ত্ত দ্রব্য বলা হইয়াছে।



৩৫নং চিত্র

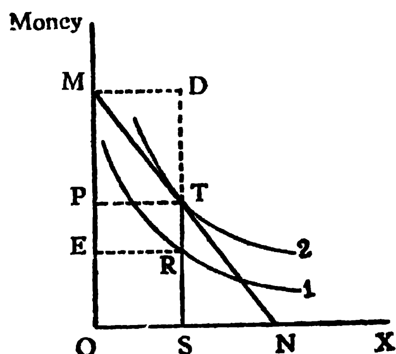
আবার যদি একটি দ্রব্যকে অপর দ্রব্যের পরিবর্ত দ্রব্য হিসাবে কখনই ব্যবহার না করা যায়; অর্থাৎ একটি দ্রব্য যে পরিমাণই ব্যবহার করা হউক না কেন, দ্রব্যটির একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সর্বদাই ব্যবহার করিতে হইবে। এই প্রকার অবস্থার সৃষ্টি হইলে নিরপেক্ষ রেখার আকৃতি নিম্নাঙ্কিত চিত্রের ন্যায় হইবে। ৩৭নং চিত্রে যে পরিমাণ Y-ই ব্যবহার করা হউক না কেন, সর্বদা OA পরিমাণ X ব্যবহার করিতে হইবে এবং যে পরিমাণ X-ই ব্যবহার করা হউক না কেন OB পরিমাণ Y সর্বদাই ব্যবহার করিতে হইবে।



৩৭নং চিত্র

ভোগোদ্বৃত্ত মতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা—

ইতিপূর্ব্বে আমরা উপযোগ তত্ত্বের মূল কাঠামোকেই ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছি। সুতরাং মনে হইতে পারে যে ভোগোদ্বৃত্ত মতবাদ—যাহা উপযোগ তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল—সেটিও নিষ্প্রয়োজনীয়। কিন্তু অধ্যাপক হিক্‌স্ বলেন যে যদিও উপযোগ তত্ত্বের ভিত্তি যুক্তির উপর গড়িয়া উঠে নাই, তথাপি ভোগোদ্বৃত্ত কথাটির একটি অর্থনৈতিক তাৎপর্য্য রহিয়াছে। সুতরাং অধ্যাপক হিক্‌স নিরপেক্ষ রেখা তত্ত্বে অর্থের মাধ্যমে ভোগোদ্বৃত্তকে ব্যক্ত করিয়াছেন। নিম্নে হিক্‌সের এই প্রয়াসের একটি সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হইল। হিক্‌সের এই তত্ত্বে অর্থকে এমন একটি দ্রব্য হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে যাহার সাহায্যে অন্যান্য সকল দ্রব্যই ক্রয় করা সম্ভব। সুতরাং অর্থ এবং অন্য দ্রব্যের ভিতর প্রতিস্থাপনের হার এবং পরিমাণ হইতে আমরা জানিতে পারিব যে ক্রেতা কি পরিমাণ ব্যয় করিতে প্রস্তুত ছিল এবং সে কি পরিমাণ ব্যয় করিতেছে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে ভোগোদ্বৃত্ত বলিতে বুঝায় ক্রেতা কোন দ্রব্যের জন্য কত ব্যয় করিতে প্রস্তুত ছিল এবং বাস্তবে তাহাকে কত ব্যয় করিতে হইতেছে, তাহার ব্যবধান। ৩৮নং চিত্রে Y-অক্ষে আমরা অর্থের পরিমাণ এবং X অক্ষে কোন একটি দ্রব্য X পরিমাণ নির্দেশ করিতেছি। ক্রেতা OM পরিমাণ অর্থ লইয়া বাজারে প্রবেশ করিতেছে। এবং MN হইল ক্রেতার বাজেট রেখা। চিত্র অনুযায়ী ক্রেতা T বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জন করিয়াছে। অর্থাৎ বাজারে X'র ক্রয় অবসানে ক্রেতার নিকট



৩৮নং চিত্র

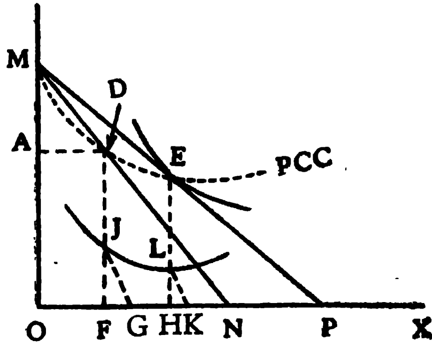
রহিয়াছে OP পরিমাণ অর্থ, যাহা অন্যান্য দ্রব্যের উপর ব্যয়িত হইবে, এবং

OS পরিমাণ X। সুতরাং OS পরিমাণ X'র উপর MP পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে। অতএব ১ ইউনিট X'র মূল্য হইল $\frac{MP}{OS}$ বা $\frac{MP}{PT}$। এখন আমাদের দেখিতে হইবে ক্রেতা কত ব্যয় করিতে প্রস্তুত ছিল। Y অক্ষের M বিন্দু দিয়া একটি নিরপেক্ষ রেখা পাঠান হইল। এই নিরপেক্ষ রেখার যে কোন বিন্দুতে দেখান হইতেছে যে ক্রেতা অর্থের পরিবর্তে X' দ্রব্যটি এমন ভাবে আহরণ করিতেছে যাহাতে M বিন্দুতে তাহার যাহা আয়, তাহাই বজায় থাকিতেছে। এই নিরপেক্ষ রেখা TS রেখাকে R বিন্দুতে ছেদ করিতেছে। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে ক্রেতা OS পরিমাণ X'র উপর RD (=EM) পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত ছিল। সুতরাং ক্রেতার ভোগোদ্বৃত্ত হইল RD—TD=TR। এই ভোগোদ্বৃত্তকে হিক্স্ মার্শালীয় ভোগোদ্বৃত্ত বলিয়াছেন। কিন্তু হিক্স্ মনে করেন ভোগোদ্বৃত্তের এই পরিমাণ সঠিক নহে, কেন না ইহা এমন এক চাহিদা-রেখার উপর নির্ভরশীল যাহার ভিতর দামের পরিবর্তন জনিত আয়-প্রভাব অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু হিক্স্-স্লুট্স্কি প্রমুখ অর্থনীতিবিদ্‌গণ মনে করেন যে সত্যিকারের চাহিদা রেখা পাইতে হইলে এই আয় প্রভাবকে দূর করিয়া, এমন একটি চাহিদা রেখা পাইতে হইবে যাহা এক অপরিবর্তিত প্রকৃত আয় (real income) দেখাইবে। কি ভাবে ইহা আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা আমাদের আলোচ্য অংশের বহির্ভূক্ত।

নিরপেক্ষ রেখা হইতে চাহিদা রেখা :—

নিরপেক্ষ রেখার সমর্থনে আমরা যে সকল যুক্তি সমুপস্থিত করিয়াছি, তাহা হইতে ইহা বুঝা যাইতেছে যে উপযোগ তত্ত্ব হইতে নিরপেক্ষ রেখা তত্ত্ব, ক্রেতার চাহিদার স্বরূপ অনুধাবনের জন্য একটি উৎকৃষ্টতর পন্থা। এই উৎকৃষ্টতা বুঝিতে পারা যায় যখন আমরা দেখি যে মার্শালীয় চাহিদা রেখাটিও নিরপেক্ষ রেখাগুলির ভিতর অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। ৩৯ নং চিত্রে X অক্ষে যে কোন দ্রব্য এবং Y অক্ষে অর্থের পরিমাণ পরিমাপ করিতেছি। মনে করি ক্রেতা OM পরিমাণ অর্থ লইয়া বাজার করিতেছে। MN, MP বাজেট রেখা X'র বিভিন্ন দামের সহিত সংশ্লিষ্ট। এইবার ক্রেতার মূল্য ভোগ রেখাটি (Price Consumption Curve—PCC) অঙ্কন করিলাম। ফলে X'র বিভিন্ন দামে D, E, প্রমুখ ভারসাম্য বিন্দু পাইলাম। D বিন্দুতে

ক্রেতা OF পরিমাণ X, MA পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে কিনিতেছে। সুতরাং ১ ইউনিট X'র দাম হইল $\frac{MA}{AD}$ এখন মনে করি, FG=



৩৯নং চিত্র

১ ইউনিট X। G বিন্দু হইতে MNর সমান্তরাল করিয়া একটি রেখা টানিলাম। উহা DF রেখাকে J বিন্দুতে ছেদ করিল। J বিন্দুতে আমরা এক ইউনিট X-র দাম জানিতে পারি। যেহেতু $\triangle MAD$ এবং $\triangle JFG$ সমানুপাতিক ত্রিভুজদ্বয়, অতএব $\frac{MA}{AD}=\frac{JF}{FG}$। অর্থাৎ ১ ইউনিট X-র জন্য মোট অর্থ প্রদেয় হইতেছে JF পরিমাণ। সুতরাং উহাই (JF) হইল X'র দাম। আবার, যখন ১ ইউনিট Xর দাম JF, ক্রেতা OF পরিমাণ X ক্রয় করে। সুতরাং J হইল চাহিদা রেখার উপর একটি বিন্দু। (পাঠককে স্মরণ রাখিতে হইবে চাহিদা রেখায় দেখান হয়, ১ ইউনিট X'র দামের সহিত Xর মোট পরিমাণ ক্রয়ের সম্বন্ধ।) অনুরূপ ভাবে E বিন্দু হইতেও চাহিদা রেখার উপর অপর একটি বিন্দু L পাওয়া যাইতে পারে। (এ ক্ষেত্রে ১ ইউনিট X = HK = FG লইতে হইবে এবং K বিন্দু হইতে MPর সমান্তরাল করিয়া একটি রেখা টানিতে হইবে।) J, L, প্রভৃতি বিন্দু যোগ করিয়া যে সঞ্চার পথ পাই, তাহাই আমাদের কাম্য চাহিদা রেখা। ইহার প্রমাণ এই যে দাম কমিলে ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, চাহিদা রেখার এই গুণটি JL রেখার ভিতর বিদ্যমান।

সম-তৃপ্তি রেখা বা নিরপেক্ষ রেখার সাহায্যে জিনিষপত্র কিনিবার সময়

ক্রেতার আচরণ সম্বন্ধে যে বিশ্লেষণ করা হইল তাহা উপযোগতত্ত্ব অপেক্ষা অনেক বিষয়ে উৎকৃষ্টতর। এই তত্ত্বে আমরা এমন কোন বদ্ধমূল ধারণা করি না যে ক্রেতার আয়, রুচি অথবা পছন্দ সর্বদাই একপ্রকার থাকিবে অথবা আমরা যে জিনিষ কিনিতে যাইতেছি ইহার বিকল্প জিনিষগুলির দামও স্থির থাকিবে। বরং ক্রেতার আয়ের পরিবর্তন হইলে তাহার পছন্দ তালিকা কিভাবে পরিবর্তিত হয়, তাহা এই তত্ত্বে দেখান হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, জিনিষপত্র যোগ করিয়া ক্রেতা কতটা তৃপ্তি পাইবে তাহা এই তত্ত্ব অনুযায়ী পরিমাপ করিবার চেষ্টা করা হয় না। এই তত্ত্বে আমরা জানিতে পারি, ক্রেতা কোন জিনিষ কিনিয়া বেশী তৃপ্তি পাইয়াছে কিনা ; কিন্তু, সেই তৃপ্তি কতটা বেশী তাহা পরিমাপ করা সম্ভবপর নয়।

Exercises

1. If the consumer is at a point on his consumption-possibility line where it crosses an indifference curve, explain why he cannot have reached equilibrium. Which way would he move ? (C.U. B.A. Part I 1964)

2. Explain what you mean by the "income effect" and the "substitution effect" of a change in the price of a commodity and indicate the importance of distinguishing between the two kinds of effects. (C.U. B.A. Part I 1963)

3. How would you derive the law of demand from the indifference curve analysis ?

4. Write notes on :—

(a) Income Effect, (b) Substitution Effect, (c) Price Effect, (d) Inferior Goods.

5. Discuss the properties of an indifference curve.

6. Write a note on the Hicksian rehabilitation of Marshall's doctrine of Consumer's Surplus.

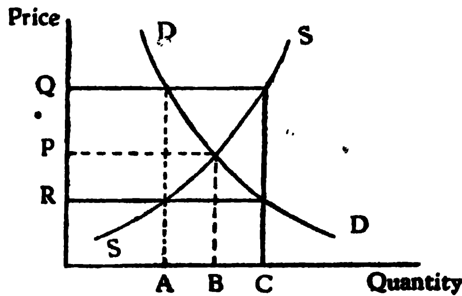
7. Explain the equilibrium of a consumer, his scale of preference and the budget being given.

৯

ভারসাম্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা

(Some Notes on Equilibrium)

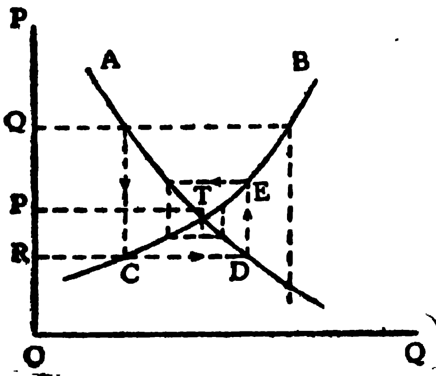
বাজারের ভারসাম্য দাম নির্দ্ধারণ প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি, যে বিন্দুতে চাহিদা এবং যোগান রেখা পরস্পরকে ছেদ করে, সেই বিন্দুতেই ভারসাম্য দাম নির্দ্ধারিত হইবে, অর্থাৎ সেই বিন্দু ব্যতিরেকে অন্য কোন বিন্দুতে যদি দাম নির্দ্ধারিত করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে চাহিদা এবং যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে পুনরায় সেই বিন্দুতেই ফিরিয়া আসিতে হইবে। নিম্নে ৪০নং চিত্রের সাহায্যে ইহা বুঝান হইয়াছে। এই চিত্রে চাহিদা রেখা DD এবং যোগান রেখা SS পরস্পরকে ছেদ করিয়াছে। সুতরাং OPই



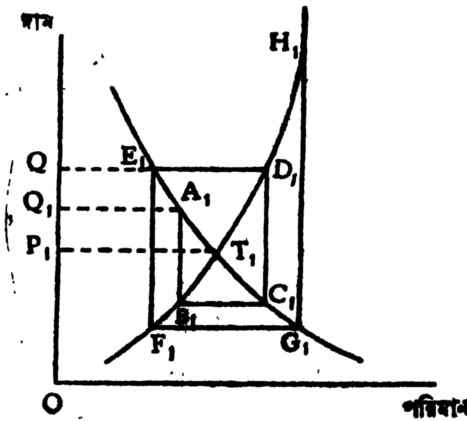
৪০নং চিত্র

ভারসাম্য দাম হইবে। কেন না, যদি OQ বাজার দাম হয়, তবে বাজারে AC পরিমাণ অতিরিক্ত যোগান আসিবে এবং ফলে দাম কমিয়া আসিবে। আবার যদি দাম ORহয় তাহা হইলে বাজারে AC পরিমাণ অতিরিক্ত চাহিদা থাকিবে, সুতরাং দাম বৃদ্ধি পাইবে। এইজন্যই বলা হয় যে OP ব্যতিরেকে অন্য কোন দামই বাজার দাম হইতে পারে না। কিন্তু এখানে মনে করা হইতেছে যে OQ হইতে দাম কমিয়া এবং OR হইতে দাম বৃদ্ধি পাইয়া OPতেই আসিবে। অর্থাৎ OPতে যে ভারসাম্য তাহা স্থায়ী ভারসাম্য (stable equilibrium)। স্থায়ী ভারসাম্য বলিতে এমন একটি অবস্থা বুঝায়, যেখান হইতে বিচ্যুতি ঘটিলে পূর্বাবস্থা ফিরিয়া পাওয়া যায়। উপরের

চিত্রে OPকে এইজন্য স্থায়ী ভারসাম্য বলা হইতেছে যে যদি কোন কারণে OP হইতে বিচ্যুতি ঘটে—যেমন যদি দাম বৃদ্ধি পাইয়া OQ হয়—তাহা হইলে পুনরায় OP তে ফিরিয়া আসিতে হইবে। কিন্তু এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, যে বিন্দুতে চাহিদা এবং যোগানের মিলন ঘটে সে বিন্দুতেই যে স্থায়ী ভারসাম্য ঘটিবে এমন কোন কথা নাই। ভারসাম্য যেমন স্থায়ী হইতে পারে, সেইরূপ অস্থায়ীও হইতে পারে। অস্থায়ী ভারসাম্যে একবার প্রারম্ভিক অবস্থা হইতে বিচ্যুতি ঘটিলে সেই অবস্থার পূর্ণ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। ৪০ এবং ৪১ নং চিত্রের সাহায্যে এই দুই প্রকার ভারসাম্যের প্রভেদ দেখান হইয়াছে। ৪০নং চিত্রে স্থায়ী ভারসাম্যের অবস্থাটি দেখান হইয়াছে। দাম যদি OQ হয়, তাহা হইলে বাজারে অতিরিক্ত যোগান থাকিবে AB পরিমাণ এবং ইহা অবিক্রীত থাকিবে —বাজারে বিক্রয় হইবে কেবল



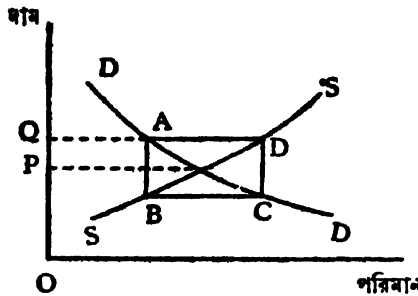
৪১নং চিত্র



৪২নং চিত্র

OA পরিমাণ। কিন্তু যদি QA পরিমাণ বিক্রয়ের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে ৪১নং চিত্র অস্থায়ী বিক্রেতারা দাম OR পর্যন্ত কমাইয়া আনিবে,

ফলে CD অতিরিক্ত চাহিদা থাকিবে। ইহার ফলে দাম DE পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং চাহিদার পরিমাণ সঙ্কুচিত হইবে। কিন্তু এইভাবে সঙ্কোচন প্রসারণের ভিতর দিয়া অবশেষে ভারসাম্য বিন্দু Tতে পুনর্গমন ঘটিবে। অর্থাৎ Tবিন্দুতে স্থায়ী ভারসাম্য অর্জিত হইয়াছে। কিন্তু ৪২নং চিত্রে ইহার বিপরীত অবস্থা দেখান হইয়াছে। এই চিত্র অনুযায়ী যদি বাজারে দাম হয় OQ_1 তাহা হইলে বিক্রয়ের পরিমাণ হইবে $Q_1 A_1$; ফলে দাম $A_1 B_1$ পরিমাণ কমিবে। এই দামে $B_1 C_1$ পরিমাণ অতিরিক্ত চাহিদা বাজারে বিদ্যমান থাকিবে, এবং দাম $C_1 D_1$ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। আবার ক্রয়ের পরিমাণ $D_1 E_1$ পরিমাণ কমিবে এইভাবে যে সঙ্কোচন প্রসারণ প্রক্রিয়াটি চলিতে থাকিল, তাহার ফলে, চিত্রের দিকে তাকালেই বুঝিতে পারি যে, বাজার দাম প্রাথমিক ভারসাম্য বিন্দু T_1 হইতে ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতেছে। T_1 বিন্দুতে যে প্রকারের ভারসাম্য তাহাকে অস্থায়ী ভারসাম্য (unstable equilibrium) বলা যাইতে পারে। অস্থায়ী ভারসাম্যের আর একটি প্রকারান্তর আছে, যাহাতে দাম একটি নির্দিষ্ট গণ্ডীর ভিতর উঠা-নামা করে। ৪৩নং চিত্রে দাম যদি OQ



৪৩নং চিত্র

হয় তাহা হইলে কখনও OP দামে ফিরিয়া আসা যাইবে না। বাজারে চাহিদা যোগানের ক্রিয়াধারা A,B,C,D এই চারিটি বিন্দুর ভিতর সীমায়িত থাকিবে।

উপরের চিত্র কয়টি হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে ভারসাম্য স্থায়ী হইবে কি হইবে না তাহা চাহিদা এবং যোগান রেখার বক্রতার উপর নির্ভর করে। মনে করি Es হইতেছে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা এবং Ed হইতেছে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা। যদি ভারসাম্যকে স্থায়ী হইতে হয়, তাহা হইলে Es>Ed হইতে হইবে।

উপরের আলোচনায় আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। ৪০ নং চিত্রে

যে ভারসাম্য তাহাতে কোন সময়ের কথা বলা নাই। অর্থাৎ OQ বা OR দাম হইতে OP দামে আসিতে যেন কোন সময় লাগে নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী যে আলোচনা তাহাতে দেখান হইয়াছে যে বিক্রেতারা দামের অবস্থানের উপর যোগান দিতেছে। যেমন ৪১নং চিত্র অনুযায়ী আজ যদি বাজার দাম OQ হয় এবং ক্রেতারা QA পরিমাণ ক্রয় করে, তাহা হইলে আগামী কাল ক্রেতারা QA=RC পরিমাণ বাজার আনিবে, এবং বাজারে অতিরিক্ত চাহিদা জনিত দাম বৃদ্ধির জন্য আগামীকালের পরের দিন CD পরিমাণ যোগান বৃদ্ধি করিবে। সুতরাং এখানে সময়ের প্রভাবকে চাহিদা-যোগানের ভিতর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ৪০নং চিত্রে চাহিদা যোগানের যেরূপ ক্রিয়া দেখান হইয়াছে তাহাকে স্থৈতিক আলোচনা (static analysis) বলা যাইতে পারে। এই আলোচনায় যে চিত্রগুলি অঙ্কিত হইল সে গুলি দেখিতে অনেকটা মাকড়সার জালের মত। অর্থশাস্ত্রে এইগুলিকে **Cobweb cases** বলা হয়। পরবর্ত্তী যে আলোচনা তাহাকে গতিবেগ সম্পন্ন আলোচনা (Dynamic analysis) বলা যাইতে পারে। স্থৈতিক আলোচনায় সময়ের প্রভাবকে অস্বীকার করা হয়। কিন্তু গতিবেগ সম্পন্ন আলোচনায় সময়কে প্রয়োজনীয় অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই সময়ের প্রভাবের গুরুত্ব পরবর্ত্তী আলোচনায় ভিন্ন উপায়ে দেখান হইবে।

বাজারে দামের উপর সময়ের প্রভাব—বাজার দাম এবং স্বাভাবিক দাম (Market Price and Normal Price)

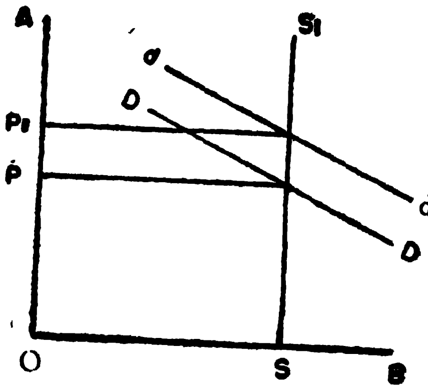
উপরের আলোচনায় বিভিন্ন প্রকারের ভারসাম্যের কথা বলিতে গিয়া সময়কে আমরা আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু সেখানে চাহিদা কিংবা যোগান রেখার কোন স্থান পরিবর্তন ঘটে নাই। যদি সময়ের গুরুত্বকে যথার্থ উপলব্ধি করিতে হয়, তাহা হইলে চাহিদা এবং যোগানের স্থান পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া আমাদের দেখিতে হইবে।

বাজার দাম ও স্বাভাবিক দাম (Market Price and Normal Price)—একটি নির্দিষ্ট সময়ে (খুব অল্প সময়ে) যোগান এবং চাহিদার পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে যে দাম নিরূপিত হয় তাহাকে আমরা বাজার দাম বলি। খুব অল্প সময়ে যোগান স্থির থাকে। সময় যত বাড়িতে থাকে, তত ধীরে ধীরে যোগানের পরিমাণ বাড়িতে থাকে। সুতরাং অল্প সময়ে দাম নিরূপণ করিবার সময় যোগান স্থির থাকে বলিয়া এবং চাহিদা পরিবর্তনশীল থাকে বলিয়া চাহিদার প্রভাব আপেক্ষিকভাবে বেশী হয়। কিন্তু অল্প সময়ে

যদি যোগানের কিছু পরিবর্তন হয়, তখন চাহিদা ও যোগানের সাহায্যে যে দাম নিরূপিত হয়, তাহা হইতেছে স্বল্পকালীন স্বাভাবিক মূল্য (short-run normal value)। দীর্ঘ সময়ে চাহিদার পরিবর্তন অনুযায়ী যোগানেরও পরিবর্তন হয়, তখন চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে যে দাম নিরূপিত হয় তাহাই স্বাভাবিক মূল্য (long-run normal price)।

মূল্যতত্ত্বে সময়ের উপাদান

অধ্যাপক মার্শাল মূল্যতত্ত্বে সময়ের উপাদান (time element in the theory of value) সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁহার মতে যতক্ষণ যোগান একদম স্থির থাকে অথচ চাহিদা পরিবর্তনশীল থাকে, সেই সময়টিকে আমরা খুব অল্প সময় (very short period) বলিতে পারি। আবার যখন দেখা যায়, যে হারে চাহিদার পরিবর্তন হয় সেই হারে যোগানের পরিবর্তন হয় না এবং যোগান সামান্য পরিবর্তিত হয়, সেই সময়টিকে আমরা অল্প সময় (short period) বলিতে পারি। যখন চাহিদার পরিবর্তনের সংগে সংগে যোগানও সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়, তখন সেই সময়টিকে আমরা দীর্ঘ সময় (long period) বলিতে পারি। সাধারণতঃ সময় যত অল্প হয়, তত দাম নিরূপণে যোগান অপেক্ষা চাহিদার গুরুত্ব আপেক্ষিকভাবে বেশী হয় এবং সময় যত দীর্ঘ হয়, তত দাম নিরূপণে চাহিদা অপেক্ষা যোগানের আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশী হয়। খুব অল্প সময়ে কিভাবে চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে দাম নিরূপিত হয়, তাহা নিম্নের চিত্রে দেখান হইল—



চিত্র নং ৪৪

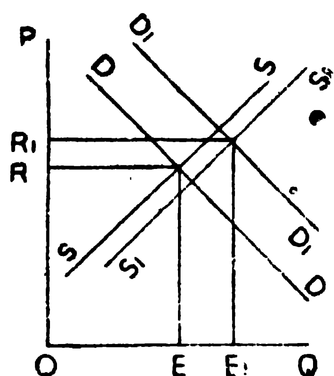
এই চিত্রে OS হইতেছে কোন জিনিষের নির্দিষ্ট যোগান। SS_1 হইতেছে যোগান রেখা, যখন চাহিদা রেখা হইতেছে DD, তখন চাহিদা রেখা ও

যোগান রেখার পারস্পরিক প্রভাবের ফলে OP দাম নিরূপিত হইতেছে।

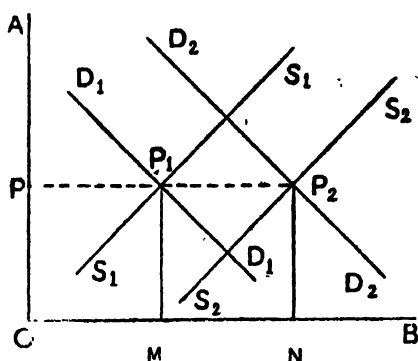
খুব স্বল্পকালীন দাম
যোগান স্থির ও চাহিদা পরিবর্তনশীল

আবার যখন চাহিদা বাড়িয়া রেখা হয় dd, তখন যোগান রেখা ও চাহিদা রেখার পারস্পরিক প্রভাবের ফলে দাম হইতেছে OP_1। ইহা হইল খুব অল্প সময়ের দাম। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, কোন একটি তারিখে বাজারে মাছের সরবরাহ স্থির আছে, অথচ চাহিদা খুব বেশী। যদি দেখা যায় চাহিদা বাড়িয়া যাইবার সংগে সংগে যোগান বাড়িতেছে না, তখন দাম বেশী হইবে। আবার যোগান স্থির থাকা কালে যদি চাহিদা হঠাৎ কমিয়া যায়, তবে দামও কমিয়া যাইবে।

আবার, অল্প সময়ে (short run) যখন চাহিদার পরিবর্তনের সংগে সংগে যোগান কিছু পরিমাণে পরিবর্তিত হয়, তখন দাম কিভাবে নিরূপিত হয়, তাহা নিম্নের চিত্রে দেখান হইল—



চিত্র নং ৪৫



চিত্র নং ৪৬

এই চিত্রে যখন চাহিদা হইতেছে DD এবং যোগান রেখা হইতেছে SS, তখন দাম হইতেছে OR; কিন্তু চাহিদা যখন DD হইতে D_1D_1 রেখা

স্বল্পকালীন দাম,
চাহিদা পরিবর্তনশীল
যোগান অল্প পরিমাণে
পরিবর্তনশীল

পর্যন্ত বাড়িয়া গেল, তখন যোগানেরও পরিবর্তন হইল বটে (SS রেখা হইতে S_1S_1 রেখা), কিন্তু সেই অনুপাতে হইল না। যোগানের পরিমাণ বাড়িল OE হইতে OE_1 পর্যন্ত। ইহার ফলে দাম হইতেছে OR_1; দেখা যাইতেছে এক্ষেত্রেও দাম নিরূপণে যোগান অপেক্ষা চাহিদার আপেক্ষিক গুরুত্ব কিছু বেশী।

কিন্তু দীর্ঘকালে চাহিদার যেমন পরিবর্তন হয়, যোগানেরও সেইরূপ পরিবর্তন হয়। ইহার ফলে দাম নিরূপণে যোগানের গুরুত্ব আপেক্ষিকভাবে বাড়িয়া যায় এবং চাহিদা এবং যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে দাম নিরূপিত হয়। ৪৬ নং চিত্রে তাহাই দেখান হইয়াছে—এই চিত্রে যখন চাহিদা D_1D_1 রেখা হইতে D_2D_2 রেখা পর্যন্ত বাড়িয়া যায়, তখন যোগানও সেই অনুপাতে বাড়িয়া যায় (S_1S_1 রেখা হইতে S_2S_2 রেখা পর্যন্ত অথবা OM হইতে ON পর্যন্ত)। ইহার ফলে দাম স্বাভাবিক থাকে ; চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের ফলে দামের কোন পরিবর্তন হয় না।

দীর্ঘকালীন দাম চাহিদা ও যোগান পরিবর্তনশীল

দীর্ঘকালের ফার্মের দিক হইতে চিন্তা করিলে বলা যায়, বাজারের দাম সর্বনিম্ন গড়পড়তা মোট খরচের সমান হয়। যতক্ষণ দাম সর্বনিম্ন গড়পড়তা মোট খরচের সমান না হইতেছে, ততক্ষণ অতিরিক্ত মুনাফার লোভে অনেক ফার্ম বাজারে প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিতে থাকিবে। এই প্রতিযোগিতার ফলস্বরূপ দাম সর্বনিম্ন গড়পড়তা মোট খরচের সমান হইবে। এই অবস্থায় প্রত্যেক ফার্মই স্বাভাবিক মুনাফা (normal profit) অর্জন করে। দাম যখন খরচের সমান হয়, তখন কিছু মুনাফা খরচের মধ্যে ধরিয়া লওয়া হয় ; তখন এই মুনাফার পরিমাণ হইতেছে এমন যে তাহা না পাইলে কোন ফার্মই উৎপাদন কাজে অগ্রসর হয় না। উৎপাদনের কাজে প্রত্যেক উদ্যোক্তাই অন্ততঃ এমন কিছু মুনাফা অর্জন করিবে যাহা না পাইলে সে কোন কিছু উৎপাদনই করিবে না। ইহাই স্বাভাবিক মুনাফা।

স্বাভাবিক মুনাফা

এতক্ষণ চাহিদা-যোগানের যে ক্রিয়া আমরা অনুধাবন করিতেছিলাম, তাহাতে আমরা ধরিয়া লইয়াছিলাম যে বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। অর্থাৎ বাজারে অসংখ্য ক্রেতা-বিক্রেতা রহিয়াছে এবং বাজার সম্বন্ধে সকলেরই সম্যক্ ধারণা রহিয়াছে। ফলে কোন এক ক্রেতা বা বিক্রেতার বাজার দরের উপর প্রভাব বিস্তার করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা নাও থাকিতে পারে। যদি অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে তাহা হইলে বাজার দামের কি অবস্থা হয় তাহা এইবার আমাদের বিচার্য্য ; কিন্তু আলোচনা করিবার পূর্বে উৎপাদনের দিকটি আমাদের পরিষ্কার করা প্রয়োজন। ইতিপূর্বে আমরা চাহিদার পিছনের শক্তিগুলিকে ব্যাখ্যা

করিয়াছি। এইবার আমরা উৎপাদনের পিছনের শক্তিগুলি আলোচনা করিব। ইহা হইতেই বাজারে কত প্রকার প্রতিযোগিতা রহিয়াছে তাহার উপর আলোকসম্পাত করা সহজতর হইবে।

Exercises

1. Explain the interactions of demand and supply in Partial equilibrium.

2. Explain the Cobweb cases.

3. Discuss the importance of the element of time in the theory of value. (C. U. B. A. Part I 1964)

১০

উৎপাদন এবং অর্থনৈতিক প্রয়োগ

(Production and economic application)

ইতিপূর্ব্বে চাহিদা এবং যোগান রেখা দুইটির ভিতর চাহিদা রেখার ইতিবৃত্ত আমরা আলোচনা করিয়াছি। এইবার যোগান রেখার ইতিবৃত্ত আমাদের আলোচ্য বস্তু। কিন্তু গোড়াতেই আমাদের সাবধান হইতে হইবে। বাজার চাহিদা যেমন আমরা সর্বদা চিন্তা করিতে পারি, বাজার যোগান সেইরূপ চিন্তা করা যায় না। একমাত্র পূর্ণ প্রতিযোগিতাতেই এইরূপ বাজার যোগান রেখা চিন্তা করা যায়। যদি অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে তাহা হইলে প্রতিটি উৎপাদন কেন্দ্রের (firm) নিজস্ব যোগান রেখা থাকিবে এবং এই যোগান রেখাগুলির যোগ করিবার কোন অর্থনৈতিক যুক্তি থাকিবে না। সেইজন্য বাজার যোগান রেখাও অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় কিছু থাকিবে না। কিন্তু কেন এমন হইতেছে তাহা অনুধাবন করিতে গেলে উৎপাদনের নিয়মও জানিতে হইবে।

উৎপাদনে চারিটি উৎপাদনের উপাদান অংশ গ্রহণ করে—জমি, মূলধন, শ্রম এবং সংগঠন। সংগঠন—জমি, মূলধন বা শ্রমের মতন উৎপাদনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে না। সেইজন্য সাধারণতঃ জমি, মূলধন এবং শ্রমকেই উৎপাদনের উপাদান বলিয়া অভিহিত করা হয়। কোন একটি সংগঠনের মাধ্যমে উল্লিখিত উপাদান তিনটি উৎপাদনের কার্য্য করিয়া যায়। উৎপাদনের প্রধান সমস্যাই হইল, উপাদানগুলির কিরূপ সমন্বয় করিলে সর্বাপেক্ষা অধিক মুনাফা লাভ করা যায়। যে কোন সমন্বয়ই যে সার্থক সমন্বয় হইতে পারে না তাহার কারণ এই যে উৎপাদনের উপাদানগুলির সহিত উৎপাদনের হার সর্বদা এক থাকে না। কখনও যে হারে উৎপাদনের উপাদানের বৃদ্ধি ঘটিতেছে, উৎপাদন তাহা অপেক্ষা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাইতেছে; আবার কখনও উৎপাদনের বৃদ্ধির হার, উৎপাদনের উপাদানের বৃদ্ধির হার অপেক্ষা শ্লথ গতিতে চলে। যেমন, কোন একজন উৎপাদনকারী উৎপাদনের জন্য একটি নূতন যন্ত্র স্থাপন করিল। যদি ঐ যন্ত্রে সে একজন মাত্র শ্রমিক নিযুক্ত করে তাহা হইলে ঐ যন্ত্রকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা যাইতে

পারে না। সেজন্য উৎপাদনকারী যতই অতিরিক্ত শ্রমিক নিযুক্ত করিবে, ততই প্রতি একজন শ্রমিকের জন্য প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া যাইবে। কিন্তু এই বৃদ্ধি চিরকাল চলিতে পারে না। একটি যন্ত্রে বেশী নিযুক্ত, শ্রমিকদের দাঁড়াইবার স্থান সঙ্কুলান করাই মুস্কিল হইবে এবং যন্ত্রকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করিবার যে যান্ত্রিক সীমা রহিয়াছে তাহা লঙ্ঘিত হইবে। ফলে যতই শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, ততই প্রতি অতিরিক্ত একজন শ্রমিকের জন্য প্রান্তিক উৎপাদন কমিয়া আসিবে। নিম্নলিখিত তালিকায় একটি যন্ত্রে প্রতি ইউনিট শ্রমিকের জন্য কি ভাবে উৎপাদন পরিবর্তিত হইতেছে তাহা দেখান হইতেছে।

তালিকা নং ১

(১টি যন্ত্রে ইউনিট হিসাবে শ্রমিকের প্রয়োগ)

শ্রমিকের ইউনিট	মোট উৎপাদন	গড় উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
০	০	০	০
১	৫	৫	৫
২	১২	৬	৭
৩	২১	৭	৯
৪	৩২	৮	১১
৫	৪২	৮·৪	১০
৬	৫১	৮·৫	৯
৭	৫৬	৮	৫
৮	৬০	৭·৫	৪

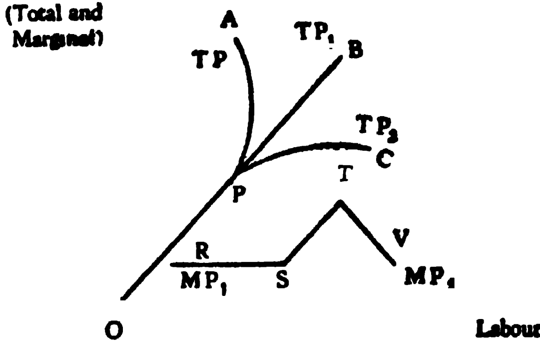
এই তালিকায় ৪র্থ ইউনিট পর্য্যন্ত প্রতি ইউনিট শ্রমিকের জন্য গড় এবং প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে। এই পর্য্যন্ত উৎপাদনে ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদনের বিধি (Law of Increasing Returns) বলবৎ আছে বলা হয়। আবার ৬ষ্ঠ ইউনিট হইতে প্রতি ইউনিট শ্রমিকের জন্য প্রান্তিক উৎপাদন হ্রাস পাইতেছে। এইখানে উৎপাদনে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের বিধি (Law of Diminishing Returns) বলবৎ আছে বলা হয়। এই দুইটি বিধিকে ব্যক্ত করিতে হইলে প্রান্তিক উৎপাদনের পরিবর্ত্তনকেই বুঝাইতে হইবে। গড় উৎপাদনের পরিবর্ত্তন কেবলমাত্র আংশিকভাবে এই বিধিদ্বয়কে প্রকাশ করে। ১নং তালিকায় ৫ম হইতে ৬ষ্ঠ ইউনিট শ্রমিকের প্রয়োগের প্রান্তিক উৎপাদন ১০ হইতে ৯ ইউনিট হ্রাস পাইয়াছে, কিন্তু গড় উৎপাদন ৮·৪ হইতে ৮·৫ ইউনিট বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অবস্থাতে প্রান্তিক উৎপাদনের পরিবর্ত্তনকে মাপকাঠি

ধরিতে হইবে, কেন না গড় উৎপাদনের পরিবর্তন অতি মন্থর গতিতে ঘটিয়া থাকে। ইহা মনে রাখিয়া আমরা উৎপাদনের নিয়মকে নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করিতে পারি :—

যদি কোন একটি উৎপাদনের উপাদানের পরিমাণকে অপরিবর্তিত রাখা হয়, এবং অপর একটি উৎপাদনের উপাদানের পরিমাণকে পরিবর্তিত করা হয়, তাহা হইলে পরিবর্তনশীল উৎপাদনের উপাদানের পরিবর্তনের জন্য প্রথমদিকে প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে, একটি অবস্থায় আসিয়া প্রান্তিক উৎপাদন অপরিবর্তিত থাকিতে পারে, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সীমার পর প্রান্তিক উৎপাদন অবশ্যই হ্রাস পাইবে। যখন প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তখন ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদনের বিধি (Law of Increasing Returns) এবং যখন প্রান্তিক উৎপাদন অপরিবর্তিত তখন অপরিবর্তনীয় উৎপাদনের বিধি (Law of Diminishing Returns) বলবৎ আছে বলা হয়। এই তিনটি বিধিকে একটু ভিন্ন ভাবেও বিচার করা চলে। এই বিধিগুলির প্রাণকেন্দ্র হইতেছে একটি উৎপাদনের উপাদানের স্থিরতা এবং অপর উপাদানটির পরিবর্তনশীলতা, অর্থাৎ যতই পরিবর্তনশীল উপাদানটির পরিমাণ পরিবর্তিত হইতেছে ততই স্থির উপাদান এবং পরিবর্তনশীল উপাদানের ভিতর অনুপাতের পরিবর্তন ঘটিতেছে। যতই অনুপাতের মান কমিতেছে ততই ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধির এক্তিয়ার বৃদ্ধি পাইতেছে। অনেক সময় ইহাও বলা হয় যে এই বিধি-গুলির কার্যকারিতা দেখিতে হইলে বিভিন্ন উৎপাদনের উপাদানের ভিতর আনুপাতিক সম্পর্কটি দেখিতে হইবে, কোনও একটি উপাদানকে একেবারে অপরিবর্তিত রাখিবার প্রয়োজন নাই। যদি কোন একটি উপাদানের তুলনায় অপর উপাদানটির প্রয়োগ বেশী পরিমাণ হয়, ততই প্রাথমিক অবস্থায় ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদনের বিধি হইয়া ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের বিধির দিকে অগ্রসর হইবে। সেইজন্য বলা হয় যে বাস্তবিক পক্ষে উপরোক্ত তিনটি বিধি, পরিবর্তনশীল অনুপাতের বিধি (Law of Variable Proportions) নামক একটি ব্যাপকতর বিধির বিভিন্ন পর্য্যায়। রেখাচিত্রের সাহায্যে এই তিনটি বিধির বিভিন্নতা দেখান যাইতে পারে।

৪৭ নং চিত্রে যদি মোট উৎপাদন রেখা TP_1 OPB রেখার ন্যায় একটি সরল রেখা হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, 'যে হারে পরিবর্তনশীল উপাদানটির পরিবর্তন হইতেছে, উৎপাদনও ঠিক সেই হারে বৃদ্ধি পাইতেছে।

সুতরাং এক্ষেত্রে অপরিবর্ত্তনীয় উৎপাদনের বিধি (Constant Returns) বলবৎ আছে। এক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা (MP_1) RS রেখার ন্যায় X-অক্ষের সহিত সমান্তরাল হইবে। যদি মোট উৎপাদন রেখা (TP), PA



৪৭নং চিত্র

রেখার ন্যায় ঊর্দ্ধগামী হয়, তাহা হইলে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা (MP) ST রেখার ন্যায় ঊর্দ্ধগামী হইবে। এক্ষেত্রে ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদনের বিধি বলবৎ আছে মনে করিতে হইবে। আবার যদি মোট উৎপাদনরেখা (TP_2), PC রেখার ন্যায় নিম্নগামী হয়, তাহা হইলে প্রান্তিক উৎপাদন রেখাও TV রেখার ন্যায় নিম্নগামী হইবে। এবং এ ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের বিধি বলবৎ আছে মনে করিতে হইবে।

ক্রমহ্রাসমান এবং ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের বিধির অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাও আমাদের নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতিপূর্বেই আমরা বলিয়াছি যে একটি যন্ত্রে অত্যধিক শ্রমিক নিয়োগ করিলে অতিরিক্ত শ্রমিকের নিজস্ব শ্রমের সদ্ব্যবহার করা অসুবিধা হইয়া পড়ে। সুতরাং শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন হ্রাস পাইতে থাকে। কিন্তু একটি যন্ত্রের যা কার্য্যক্রম তাহা যদি শ্রমিকের দ্বারা সম্ভবপর হইত তাহা হইলে শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি অর্থে যন্ত্রের পরিমাণ বৃদ্ধিও বুঝাইত। এক্ষেত্রে কখনই ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের বিধি কার্যকরী হইত না। অতএব আমরা বলিতে পারি যে যেহেতু একটি উৎপাদনের উপাদানের কাজ, অপর উৎপাদনের উপাদানের সাহায্যে হয় না—যেমন যন্ত্রের কাজ শ্রমিকের দ্বারা হয় না—অতএব, ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের বিধি প্রযোজ্য হইতে হইবে। অর্থাৎ ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের বিধির কারণ হইল বিভিন্ন উৎপাদনের

উপাদানগুলির ভিতর পারস্পরিক প্রতিস্থাপনের সম্ভাবনার সীমাবদ্ধতা (Imperfect substitutability of factors of production)। আমরা উৎপাদনের উপাদানের সংজ্ঞাই এমন ভাবে দিয়াছি যে চারিটি বিভিন্ন কার্য্যকারিতা সম্পন্ন উপাদানের প্রয়োজন হইয়াছে, যাহার কোন একটির কার্য্য অপরটির দ্বারা সীমিত পরিমাণই হইতে পারে। এই কারণেই অধ্যাপিকা Mrs. Robinson বলিয়াছেন,—'The Law of Diminishing Returns, then follows from the definition of factors of production."।

আমাদের উপস্থাপিত উদাহরণ হইতে আমরা আরও দেখিতে পাই যে, যখন একটি যন্ত্রে কম সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত করা হয় তখন সেই যন্ত্রটিকে দক্ষতার সহিত পরিচালনা করা সম্ভবপর হয় না। অর্থাৎ শ্রমিক সংখ্যার তুলনায় যন্ত্রটি বৃহৎ। সুতরাং যতই শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়, ততই শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু যদি এমন হইত যে, যখন শ্রমিক সংখ্যা কম যন্ত্রটিকেও ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া পরিচালনা করা যাইত তাহা হইলে প্রতি এক ইউনিট শ্রমিকের জন্য ক্ষুদ্রাকার যন্ত্র দেওয়া যাইত। এক্ষেত্রে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবার কোনও সম্ভাবনা থাকিত না—সকল শ্রমিকই সমান দক্ষতার সহিত কাজ করিতে পারিত। অতএব আমরা বলিতে পারি যে উৎপাদনের ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদনের বিধি প্রযোজ্য হয় তাহার কারণ এই যে কোন কোন উৎপাদনের উপাদানকে ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা যায় না। অর্থাৎ উৎপাদনের উপাদানের অবিভাজ্যতাই (Indivisibility of factors of production) ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদনের বিধি প্রযোজ্য হইবার কারণ।

ক্রমহ্রাসমান বা ক্রমবর্ধমান বিধির সহিত ফার্মের ব্যয়ের (গড় এবং প্রান্তিক) একটি সম্পর্ক রহিয়াছে। ফার্মের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে মুনাফা সর্বাধিক করা। ক্রমহ্রাসমান বা ক্রমর্ধমান উৎপাদনের বিধির কোন গুরুত্বই থাকিত না, যদি না তাহাদের সহিত ফার্মের খরচের একটি সম্পর্ক থাকিত। সেইজন্য ফার্মের গড় এবং প্রান্তিক উৎপাদনের সহিত গড় এবং প্রান্তিক খরচের কি সম্পর্ক তাহা বুঝিতে হইবে। (এ ক্ষেত্রে গড় খরচ এবং প্রান্তিক খরচ কাহাকে বলে তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। মোট খরচকে মোট উৎপাদন দিয়া ভাগ করিলে গড় খরচ পাওয়া যায়; এবং অতিরিক্ত একটি

ইউনিট উৎপাদন করিলে মোট খরচে যে পরিবর্তন হয়, তাহাকেই প্রান্তিক খরচ বলে।) আমরা মনে করি, কোন একটি উৎপাদনের উপাদান, মূলধন, অপরিবর্তিত রহিয়াছে এবং অপর একটি উৎপাদনের, উপাদান, শ্রমের, পরিমাণ পরিবর্তিত হইতেছে। মনে করি এক ইউনিট শ্রমের মূল্য PW। এক্ষেত্রে যে গড় বা প্রান্তিক ব্যয় আমরা হিসাব করিব, তাহা এই পরিবর্তনশীল উৎপাদনের উপাদানের দরুনই ঘটিবে। কেন না, অপর যে উৎপাদনের উপাদান, তাহার দরুণ ব্যয়ের কোন পরিবর্তন ঘটিতেছে না। সুতরাং আমরা নিম্নলিখিত সম্বন্ধটি বাহির করিতে পারি।

$$\text{গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়} = \frac{\text{মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়}}{\text{মোট উৎপাদন}}$$

$$= \frac{\text{মোট পরিবর্তনশীল উৎপানের উপাদান} \times Pw}{\text{মোট উৎপাদন}}$$

$$\because \frac{\text{মোট পরিবর্তনশীল উৎপাদনের উপাদান}}{\text{মোট উৎপাদন}} = \frac{১}{\text{গড় উৎপাদন}}$$

$$\therefore \text{গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়} = \frac{Pw}{\text{গড় উৎপাদন}} \quad \ldots\ldots(১)$$

$$\text{আবার, প্রান্তিক ব্যয়} = \frac{\text{মোট ব্যয়ের পরিবর্তন}}{\text{উৎপাদনের পরিবর্তন}}$$

$$= \frac{\text{পরিবর্তনশীল উৎপাদনের উপাদানের পরিবর্তন} \times Pw}{\text{উৎপাদনের পরিবর্তন}}$$

$$= \frac{Pw}{\text{প্রান্তিক উৎপাদন}} \quad \ldots\ldots(২)$$

$$\because \frac{\text{পরিবর্তনশীল উৎপাদনের উপাদানের পরিবর্তন}}{\text{উৎপাদনের পরিবর্তন}} = \frac{১}{\text{প্রান্তিক উৎপাদন}}$$

(১) এবং (২) হইতে আমরা জানিতে পরিতেছি যে যতই গড় এবং প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে, উৎপাদনের উপাদানের দাম নির্দিষ্ট থাকিলে, ততই গড় এবং প্রান্তিক ব্যয় হ্রাস পাইবে। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, যদি ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের বিধি বলবৎ থাকে তাহা হইলে প্রান্তিক

ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে ; যদি অপরিবর্তনীয় উৎপাদনের বিধি (Constant Returns) বলবৎ থাকে তাহা হইলে প্রান্তিক ব্যয় অপরিবর্তিত থাকিবে ; এবং যদি ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের বিধি বলবৎ থাকে তাহা হইলে প্রান্তিক ব্যয় হ্রাস পাইবে। সেইজন্য অনেক সময় এই তিনটি বিধিকে যথাক্রমে ক্রমবর্দ্ধমান ব্যয়, অপরিবর্তনীয় ব্যয়, এবং ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের বিধিও বলা হইয়া থাকে।

ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদন বা ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের বিধি (Law of Increasing Returns or law of Diminishing cost) বাস্তবজগতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বা ক্রমবর্দ্ধমান ব্যয়ের বিধি (Law of Diminishing Returns or Law of Increasing Cost) অপেক্ষা অধিক দৃষ্টিগোচর হয়। সেইজন্য এই বিধি সম্পর্কে আরও দুই একটি কথা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যখন একটি ফার্ম ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের বিবির সুবিধা পাইতে থাকে, তখন তাহার নিকট দুই প্রকারের সুবিধা আসে—আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক (Internal economies and external economies)। যখন ফার্ম ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের সুবিধা পাইতে থাকে, তখন সাধারণতঃ দেখা যায় যে ফার্ম সুদক্ষ ম্যানেজার নিয়োগ করিয়াছে, কিংবা উৎপাদনের একটি সুষ্ঠু সংগঠন তৈয়ারী করিয়াছে। এই ধরণের আভ্যন্তরীণ কারণে যে সকল সুবিধা আসে তাহাকেই আভ্যন্তরীণ সুবিধা (internal economies) বলে। যে কোন ফার্মই এই সুবিধা পাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদন নির্ভর করে উপকরণগুলির কর্মদক্ষতার (efficiency of the factors) উপর। আবার কখনও দেখা যায় যে কোন একটি ফার্মের উন্নতির ফলে কোন একটি স্থানে রাস্তাঘাটের সুবিধা, যানবাহনের সুবিধা, বাজার প্রসারের সুবিধা, শ্রমিক পাইবার সুবিধা, প্রভৃতি গড়িয়া উঠিল। এই সকল সুবিধা আহরণ করিবার জন্য অন্যান্য যে সকল ফার্ম সেই স্থানে আসিয়া জমায়েৎ হইবে, তাহারা বাহ্যিক সুবিধা (external economies) পাইবে। প্রথম ফার্মটি নিজস্বার্থে যে সকল সুবিধার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার সুফল পাইতেছে অন্যান্য সকল ফার্ম। Allyn Young প্রমুখ অর্থনীতিবিদ্‌গণ মনে করেন যে অর্থ নৈতিক উন্নতির মূলেই রহিয়াছে এই ধরণের বাহ্যিক সুবিধার সৃষ্টি। বাস্তব জগতের দিকে

হইতে বিচার করিলে ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের বিধি, ক্রমবর্দ্ধমান বায়ের বিধি অপেক্ষা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

Mrs Robinson-এর ভাষায়, "The Law of Diminishing Returns, when factors of production are defined in a certain way, is a matter of logical necessity. But the law of Increasing Returns is an empirical fact.

ইহার পরে যখন আমরা উৎপাদনের উপাদানের বাজারের পূর্বাভাষে আসিব তখন এই তিনটি বিধির মাত্রাগত প্রয়োগ দেখিতে পাইব। বর্তমানে একটি উপাদানকে অপরিবর্তিত রাখা হইয়াছে, কিন্তু সেই সময় সকল উপাদানকে পরিবর্তিত করিয়া মাত্রাগত ভাবে উৎপাদনের পরিবর্তন (Returns to Scale) আলোচনা করা হইবে।

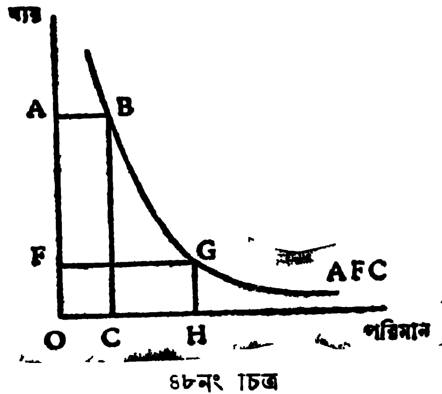
ফার্মের ব্যয় রেখা (Cost Curve of the Firm)

ফার্মের ব্যয় তাহার উৎপাদনের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ উৎপাদনে ক্রমহ্রাসমান বা ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদনের বিধির ভিতর কোনটি বলবৎ আছে, তাহার উপর নির্ভর করে। যদি ফার্মের ব্যয় উৎপাদনের সহিত পরিবর্তিতই হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন আসিতেছে ফার্ম কতটা উৎপাদন করিবে। পূর্বেই বলিয়াছি, ফার্মের মূল লক্ষ্য হইতেছে তাহার মুনাফাকে সর্বাধিক করা। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে ফার্ম ততটাই উৎপাদন করিবে, যতটা উৎপাদন করিলে তাহার মুনাফা সর্বাধিক হয়। এখন তাহা হইলে বাহির করিতে হইবে মুনাফা সর্বাধিক পাওয়া যায় এইরূপ উৎপাদন কতটা। একটু গাণিতিক হিসাব করিলেই দেখা যায় যে যেখানে ফার্মের প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ অর্থ (Marginal revenue) তাহার প্রান্তিক ব্যয়ের (Marginal Cost) সমান হয়, সেখানেই ফার্মের মুনাফা সর্বাধিক হয়। আপাততঃ ইহার ব্যাখ্যা আমরা স্থগিত রাখিতেছি, কিন্তু আমরা ইহা বুঝিতে পারি যে যদি ফার্ম ক্রমবর্ধমান ব্যয় অংশে উৎপাদন করে তাহা হইলে প্রান্তিক বিক্রয় লব্ধ অর্থ এবং প্রান্তিক ব্যয়ের সমতার বিন্দু ভিন্ন অন্য কোথাও ভারসাম্য অর্জন করিতে পারে না। প্রান্তিক বিক্রয় লব্ধ অর্থ প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে ফার্ম অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করিবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করিবে। ফলে প্রান্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া প্রান্তিক বিক্রয় লব্ধ অর্থের সমান হইবে। আবার যদি প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক বিক্রয় লব্ধ অর্থ হইতে বেশী হয়, তাহা হইলে

শেষ ইউনিট উৎপাদন হইতে ফার্মের ক্ষতি হইবে। ইহার জন্য ফার্ম উৎপাদন কমাইয়া আনিবে। ফলে প্রান্তিক ব্যয় কমিয়া আসিয়া প্রান্তিক বিক্রয়-লব্ধ অর্থের সমান হইবে। একমাত্র যদি প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং প্রান্তিক ব্যয় সমান হয়, তাহা হইলে শেষ ইউনিট উৎপাদন হইতে ফার্ম কোন লাভ বা ক্ষতির ভাগী হইবে না। অতএব ফার্ম ঐ বিন্দুতেই ভারসাম্য অর্জন করিবে। সুতরাং ফার্মের উৎপাদনে ভারসাম্য জানিতে হইলে একদিকে প্রান্তিক বিক্রয় লব্ধ অর্থের অবস্থা (Marginal revenue) এবং অপরদিকে প্রান্তিক ব্যয়ের অবস্থা (Marginal cost) জানিতে হইবে। প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ অর্থ বাজারে প্রতিযোগিতার তীব্রতার উপর নির্ভর করে। ইহার পরের পরিচ্ছেদে আমরা বিভিন্ন প্রকার প্রতিযোগিতা সম্পন্ন বাজারে ফার্মের ভারসাম্যের কথা আলোচনা করিব। সেই সময় আমাদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধের কি প্রকারের পরিবর্তন ঘটে তাহা আলোচনা করিবার অবকাশ পাইব। বর্তমানে আমাদের আলোচ্য বিষয়, কি করিয়া ফার্মের প্রান্তিক ব্যয় রেখা পাওয়া যাইতে পারে। এখানে মনে রাখা ভাল যে প্রান্তিক ব্যয় রেখা দ্রব্যের বাজারে প্রতিযোগিতার উপর নির্ভরশীল নহে। 'আমরা মনে করি যে ফার্ম এমন বাজারে উৎপাদনের উপাদান ক্রয় করে যেখানে সর্বদা পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। সুতরাং যে প্রকারের প্রতিযোগিতা সম্পন্ন দ্রব্যের বাজারেই সে তাহার উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করুক না কেন তাহার জন্য প্রান্তিক ব্যয় রেখার কোন পরিবর্তন ঘটিবে না।

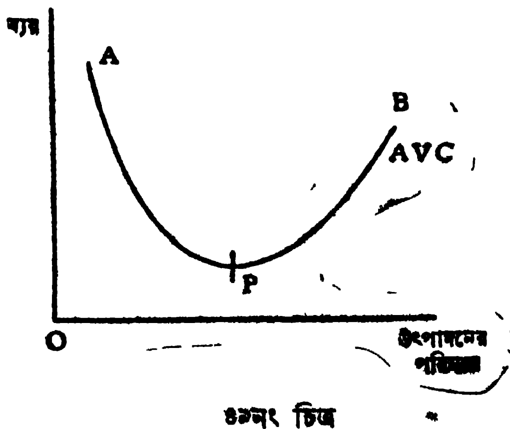
ফার্মের ব্যয়ের ভিতর দুইটি প্রধান অংশ রহিয়াছে—স্থির ব্যয় (Fixed cost) এবং পরিবর্তনশীল ব্যয় (Variable cost)। স্থির ব্যয় হইতেছে সেই ব্যয় যাহা ফার্ম উৎপাদনের সুরুতেই সামগ্রিক ভাবে একবারেই খরচ করে এবং যাহার মোট পরিমাণ উৎপাদনের পরিবর্তনের সহিত পরিবর্তিত হইবে না। ফার্ম যদি সাময়িক ভাবে উৎপাদন স্থগিত রাখে, তাহা হইলেও স্থির ব্যয় খাতে যে খরচ তাহা দিতে হইবে। সুতরাং উৎপাদনে স্থির ব্যয় অপ্রত্যক্ষ অবস্থায় থাকিয়া যায়, কেন না ফার্ম উৎপাদন হইতে স্থির ব্যয় ফিরিয়া পাইবার জন্য ততটা আগ্রহী থাকে না। এই জন্য স্থির ব্যয়কে মার্শাল Supplementary cost বলিয়াছেন। স্থির ব্যয়ে নিম্নলিখিত অংশগুলি রহিয়াছে —— (১) যন্ত্রপাতির রক্ষণ ব্যয়; (২) ফার্মের গুরুত্বপূর্ণ

কার্যের জন্য নিযুক্ত কর্মচারীদের যেমন, ম্যানেজার, ইঞ্জিনীয়ার, একাউন্‌টেন্টের জন্য প্রদেয় মাহিনা (মজুরী নহে) ; সুদ এবং খাজনা। যদি এই সকল অংশ একত্র করিয়া মোট পরিমাণ হয় ১০০০ টাকা, তাহা হইলে ফার্ম যতই উৎপাদন করুক না কেন তাহাকে ১০০০ টাকা ব্যয় করিতেই হইবে। সুতরাং গড় স্থির ব্যয় রেখা নিম্নাঙ্কিত চিত্রের মতন হইবে।



৪৮নং চিত্র

৪৮নং চিত্রে গড় স্থির ব্যয় রেখা একটি rectangular hyperbala—অর্থাৎ এমন একটি রেখা যাহা হইতে উদ্ভূত OABC, OFGH প্রমুখ আয়ত ক্ষেত্র গুলি যাহা মোট স্থির ব্যয়ের পরিমাণ দেখাইতেছে পরস্পর সমান। স্থির ব্যয় রেখা হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে ফার্ম যত বেশী উৎপাদন করিবে, প্রতি ইউনিট উৎপাদন পিছু (অর্থাৎ গড় স্থির ব্যয়) স্থির ব্যয় হ্রাস পাইবে।

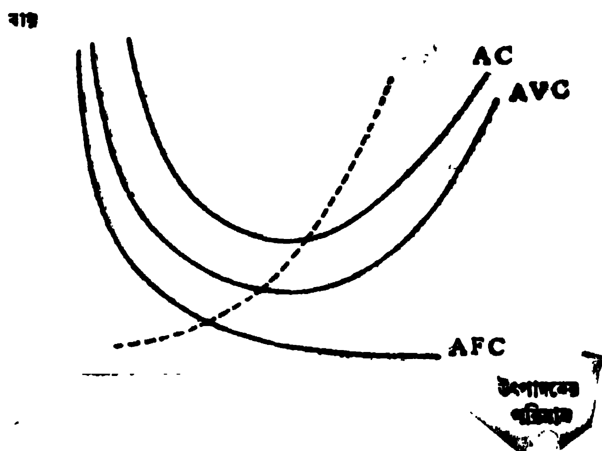


৪৯নং চিত্র

অপর পক্ষে পরিবর্তনশীল ব্যয় হইতেছে সেই প্রকারের খরচ যাহার মোট পরিমাণ উৎপাদনের পরিবর্তনের সহিত পরিবর্তিত হয়। পরিবর্তনশীল ব্যয়ে (variable cost) প্রধানতঃ দুইটি অংশ :—(১) কাঁচামাল ক্রয় খাতে ব্যয় এবং (২) মজুরীর জন্য ব্যয়। গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় (AVC) সাধারণতঃ U আকৃতির হইয়া থাকে, যেমন ৪৯নং চিত্রে অঙ্কিত হইয়াছে। ৪৯নং চিত্রে গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় রেখার AP অংশে ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের বিধি প্রযোজ্য হইয়াছে। সেইজন্য AP অংশ নিম্নগামী হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, AP অংশে পরিবর্তনশীল ব্যয়ের তুলনায় স্থির ব্যয়ের আয়তন বৃহত্তর। সুতরাং উৎপাদনে যত কাঁচামাল এবং মজুরী নিয়োগ করা হয়, ততই ক্রম-হ্রাসমান ব্যয়ের বিধির নিয়ম অনুযায়ী গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় কমিয়া যাইতে থাকে। অতএব গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় রেখা, AVC (Average variable cost), AP অংশে নিম্নগামী। কিন্তু AVC রেখার PB অংশে পরিবর্তনশীল ব্যয়, স্থির ব্যয়ের তুলনায় অত্যধিক হইয়া গিয়াছে। সুতরাং অতিরিক্ত কাঁচামাল বা মজুর প্রয়োগ করিলে ক্রমবর্দ্ধমান ব্যয়ের বিধি অনুযায়ী গড় ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং AVC রেখা PB অংশে উর্ধগামী। এখন AVC এবং AFC যোগ করিয়া মোট গড় রেখা (ATC or AC) পাওয়া যায়। কিন্তু AC রেখা আঁকিতে হইলে আরও একটি অংশ ধরিতে হইবে, যাহাকে বলা হয় স্বাভাবিক মুনাফা (normal profit) এই স্বাভাবিক মুনাফা না পাইলে ফার্ম উৎপাদনই করিবে না। সুতরাং ইহাকে ব্যয়ের (cost) ভিতরই ধরা হয়। এই স্বাভাবিক মুনাফা বিভিন্ন ফার্মের ভিতর বিভিন্ন পরিমাণে পরিবর্তিত হইতে পারে। সুতরাং বিভিন্ন ফার্মের AC এবং MC রেখার অবস্থানের প্রভেদ ঘটে। AC রেখার যে কোন বিন্দুতেই ফার্মের স্বাভাবিক মুনাফা রহিয়াছে।

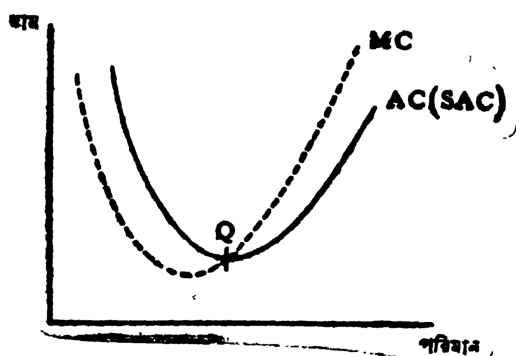
৫০নং চিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে। ৫০নং চিত্রে AFC রেখা এবং AVC রেখাকে খাড়াভাবে যোগ করা হইয়াছে, কেন না আমরা জানিতে চাই কোন একটি ইউনিটের জন্য গড় স্থির ব্যয় কত এবং গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় কত। খাড়াভাবে যোগ করিলে মোট গড় খরচের এই দুইটি অংশ সহজেই হিসাব করা যায়। ৫০নং চিত্রে AFC রেখা এবং AVC রেখাকে খাড়াভাবে যোগ করিয়া AC রেখা পাওয়া গিয়াছে। AC রেখা এবং AVC রেখার ভিতর ব্যবধান দক্ষিণ প্রান্তে ক্রমশঃ কমিয়া আসিয়াছে, কেননা যত বেশী উৎপাদন

হয়, গড় স্থির ব্যয় ততই কমিয়া আসে। যদি আমরা গড় ব্যয় জানি তাহা হইলে প্রান্তিক ব্যয়ও, গড় এবং প্রান্তের ভিতর সম্পর্কটি স্মরণ রাখিয়া, তাহা



৫০নং চিত্র

হইতে বাহির করিতে পারি। গড় ব্যয় এবং প্রান্তিক ব্যয় রেখা ৫১ নং চিত্র অনুযায়ী হইবে।



৫১নং চিত্র

৫১নং চিত্রে গড় ব্যয় রেখা (AC) হইতে প্রান্তিক ব্যয় রেখা MC কে বাহির করা হইয়াছে। গড় এবং প্রান্তের সম্পর্কটি ইহাদের ভিতর বিদ্যমান। লক্ষ্য করিতে হইবে যে প্রান্তিক ব্যয় রেখাটি (MC) গড় ব্যয় রেখার (AC) সর্বনিম্ন বিন্দুতে (Q) AC রেখাকে ছেদ করিয়াছে। Q বিন্দুর বাম পার্শ্বে গড় ব্যয় প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা অধিক এবং দক্ষিণ পার্শ্বে প্রান্তিক ব্যয় গড় ব্যয় অপেক্ষা অধিক।

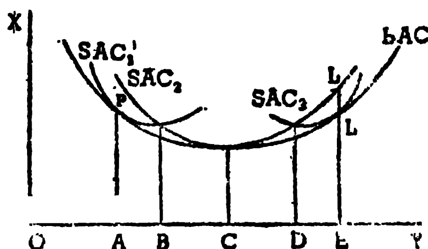
এতক্ষণ যে ব্যয় রেখার আলোচনা করিলাম তাহা স্বল্পকালীন ব্যয় (short-run cost) নির্দেশ করে। স্বল্পকালীন ব্যয়ে স্থির ব্যয় এবং পরিবর্তনশীল ব্যয়ের প্রভেদটিই প্রধান। কিন্তু ফার্ম সম্বন্ধে সঠিক আলোচনা করিতে হইলে তাহার দীর্ঘকালীন ব্যয়ও (Long-run cost) বুঝিতে হইবে। দীর্ঘকালীন ব্যয়ে ফার্মের আয়তন বৃদ্ধি এবং উন্নতি বুঝায়। সেজন্য সেখানে স্থির ব্যয় এবং পরিবর্তনশীল ব্যয়ে প্রভেদ করা যায় না। ফার্ম নিজের আয়তন বৃদ্ধির জন্য নূতন যন্ত্রপাতি স্থাপন করে, এবং নূতন ম্যানেজার নিযুক্ত করে,—সেইজন্য দীর্ঘকালীন ব্যয়ে সকল খরচই পরিবর্তনশীল ব্যয়।

দীর্ঘকালীন ব্যাখ্যা

দীর্ঘকালীন বাজারেও গড়পড়তা মোট খরচের রেখাটি U-এর আকৃতি হয়। তবে সেই আকৃতি স্বল্পকালীন বাজারের মত এত প্রকট নয়। দীর্ঘকালে আমরা বিভিন্ন মাত্রায় (scales) উৎপাদন করিতে পারি। কিন্তু, স্বল্পকালে মাত্র একটি মাত্রায় উৎপাদন হয়। সেইজন্য দীর্ঘকালীন বাজারে আমরা গড়পড়তা মোট খরচের যে রেখাটি আঁকি তাহাতে স্বল্পকালীন বাজারের কতিপয় উৎপাদন-মাত্রা (scales of operations) অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই কথাটিকে আমরা একটি উদাহরণের সাহায্যে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে পারি। ধরা যাক, আমরা কোন বৎসরের জানুয়ারী হইতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত একটি বিশেষ মাত্রা (scale) অনুযায়ী উৎপাদনের কাজ চালাইতেছি। কিন্তু, এই মাত্রায় উৎপাদন বেশী পরিমাণে বাড়ান সম্ভবপর না হওয়ায় আমরা আবার মে মাস হইতে আগষ্ট মাস পর্যন্ত অন্য একটি মাত্রায় উৎপাদন করিতেছি। কিন্তু, এই মাত্রায়ও উৎপাদন একটি নির্দিষ্ট সীমার বেশী বাড়ান যায় না। সেইজন্য আমাদের সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত আর একটি মাত্রায় উৎপাদনের কাজ চালাইতে হইয়াছে। এখন জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এই এক বৎসরে আমরা নির্দিষ্ট পর্যায়ে উৎপাদন কাজ চালাই নাই; আমরা সমস্ত বৎসরের মধ্যে তিনটি বিভিন্ন মাত্রায় উৎপাদন-কাজ চালাইয়াছি। সুতরাং এই তিনটি স্বল্পকালীন বাজারের সমষ্টিকে একসংগে একটি দীর্ঘকালীন বাজার বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। নিম্নের চিত্রে ইহা বুঝাইয়া দেওয়া হইল।

এই চিত্রে SAC_1, SAC_2, SAC_3, এই তিনটি রেখা হইতেছে তিনটি স্বল্পকালীন বাজারের গড়পড়তা উৎপাদন খরচ রেখা, (Short-run average cost curves)। এই তিনটি গড়পড়তা উৎপাদন খরচ রেখা অবলম্বন করিয়া

দীর্ঘকালীন গড়পড়তা উৎপাদন খরচের রেখাটি (long-run average cost curve) টানা হইতেছে। LAC রেখাটি হইতেছে দীর্ঘকালীন গড়পড়তা উৎপাদন খরচ রেখা।



৫২নং চিত্র

সাধারণভাবে বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই, দীর্ঘকালীন গড়পড়তা উৎপাদন খরচ রেখা ইংরাজী অক্ষর U-এর আকৃতি সম্পন্ন হইলেও স্বল্পকালীন গড়পড়তা উৎপাদন খরচ রেখার ন্যায় এতটা U-এর মত আকৃতি সম্পন্ন নয়। দীর্ঘকালে আমরা উৎপাদন যত খুশী বাড়াইতে পারি; ইহাতে গড়পড়তা স্থায়ী উৎপাদন খরচ কমিয়া যায় এবং পরিবর্তনীয় খরচও খুব বিশেষ বাড়ে না। এইজন্য দীর্ঘকালে গড়পড়তা উৎপাদন খরচ রেখাটি খুব বেশীরকম U-এর আকৃতিসম্পন্ন হয় না।

Exercises

1. Is the Law of Increasing Returns Parallel to the Law of Diminishing Returns? Give reasons for your answer. (১৫৫-৫৭ ; ১৫৯-৬০ পৃষ্ঠা)

2. "It has often been cited as if the Law of Increasing Returns is in some way parallel to the Law diminishing Returns. But they are separate and distinct".—Discuss the statement. (১৫৫-৫৭ ; ১৫৯-৬০ পৃষ্ঠা)

3. How are the average and marginal costs related to the Laws of Returns? (১৫৭-৫৯ পৃষ্ঠা)

4. Explain shape of the average cost curve of a firm. Why is the U-shape of the average cost curve more pronounced in the short run than in the long run? (১৬০-৬৫ পৃষ্ঠা)

5. Distinguish between Fixed cost and variable cost and show how they are related to the average total cost.

১১

ফার্মের ভারসাম্য এবং বিভিন্ন বাজারে মূল্য নির্ধারণ

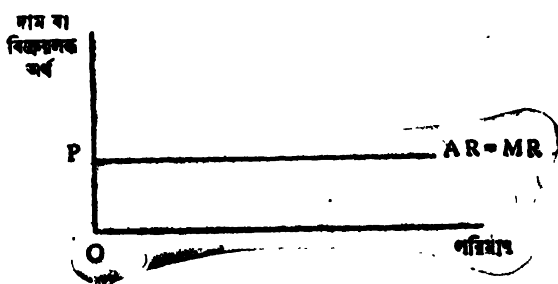
Equilibrium of the Firm and Price determination (under Differcnt Market situations)

ফার্মের প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ (Marginal revenue) জানিতে গেলে বাজারে প্রতিযোগিতার অবস্থা জানিতে হয়। প্রতিযোগিতাকে সাধারণভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—(১) পূর্ণ প্রতিযোগিতা (Perfect Compctition) ; (২) অপূর্ণ প্রতিযোগিতা (Imperfect Competition)। অপূর্ণ প্রতিযোগিতাকে আবার কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ইহার ভিতর আমরা, (ক) অপূর্ণ প্রতিযোগিতা (সাধারণ ভাবে) ; (খ) একচেটিয়া কারবার (Monopoly) ; (গ) অলিগোপলি বা সীমিত প্রতিযোগিতা (oligopoly) এই তিনটি বিষয়ের কথাই কেবল মাত্র আলোচনা করিব। প্রথমে পূর্ণ প্রতিযোগিতার কথা লইয়া আলোচনা করি।

পূর্ণ প্রতিযোগিতা বলিতে একটি আদর্শগত বাজারের অবস্থা বুঝায়। এই বাজারে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাওয়া যাইবে। (১) একটি মাত্র দ্রব্য ; (২) অসংখ্য ক্রেতা এবং বিক্রেতা, যাহার ফলে কোন ক্রেতা বা বিক্রেতা বাজারকে আপন স্বার্থে প্রভাবান্বিত করিতে পারিবে না ; (৩) যে কোন বিক্রেতা বা ক্রেতার বাজারে প্রবেশের এবং নির্গমনের পথে কোন প্রকারের বাধা আরোপিত নাই ; (৪) বাজার সম্বন্ধে (বিশেষ করিয়া বাজার দাম সম্বন্ধে) সকল ক্রেতা এবং বিক্রেতার সম্যক ধারণা আছে। এই সকল বৈশিষ্ট্য বর্তমান আছে বলিয়া পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে একটি মাত্র বাজার দাম সম্ভব। অসংখ্য বিক্রেতা বলিয়া কোন বিক্রেতাই একক ভাবে বাজারের উপর আপনার আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না। আবার বাজার সম্বন্ধে প্রত্যেক ক্রেতা-বিক্রেতার সম্যক জ্ঞান আছে বলিয়া কেহ কাহারও নিকট হইতে ভিন্ন দাম চাহিতে পারে না। যদি কোন বিক্রেতা অপর বিক্রেতা অপেক্ষা বেশী দাম চাহে, তাহা হইলে সে কোন ক্রেতাই পাইবে না।

বা, যদি কোন বিক্রেতা অপর বিক্রেতা অপেক্ষা কম দাম চাহে তাহা হইলে সকল ক্রেতাই তাহার নিকট ক্রয়ের জন্য যাইবে। ফলে তাহাকে দাম বাড়াইতে বাধ্য হইতে হইবে। সুতরাং বাজার দামের কোন পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। অর্থাৎ পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে সকল ক্রেতাই একক ভাবে দাম গ্রহীতা (Price-taker), কেহই একক ভাবে দাম স্রষ্টা (Price-maker) নহে। এখন ক্রেতার নিকট যাহা বাজার দাম, বিক্রেতার নিকট তাহাকেই গড় বিক্রয় লব্ধ অর্থ (Average revenue or AR)। মনে করি, যখন বাজার দাম ৫ টাকা তখন বিক্রেতা বিক্রয় করিতে পারে ২০ ইউনিট। অতএব বিক্রেতার মোট বিক্রয় লব্ধ অর্থ ৫ × ২০ = ১০০ টাকা। সুতরাং বিক্রেতার গড় বিক্রয়লব্ধ অর্থ ১০০ ÷ ২০ = ৫ টাকা ; অর্থাৎ, বাজার দাম। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে, বাজার দাম অপরিবর্ত্তিত বা স্থির বলিয়া গড় বিক্রয়লব্ধ অর্থও (AR) অপরিবর্ত্তিত বা স্থির। আবার গড় এবং প্রান্তের সম্পর্ক হইতে আমরা জানি যে গড় যখন অপরিবর্ত্তিত থাকে, প্রান্ত তখন গড়ের সমান হয়। সুতরাং পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে গড় বিক্রয়লব্ধ অর্থ (AR) এবং প্রান্তিক বিক্রয় লব্ধ অর্থ (Marginal revenue or MR) পরস্পরের সমান।

সুতরাং ৫৩নং চিত্রের সাহায্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে কোন একজন বিক্রেতার নিকট বাজার চাহিদার রেখার কি আকৃতি হয় তাহা দেখান হইয়াছে। যদি বাজার দাম OP হয়, তাহা হইলে বিক্রেতা OP দামে তাহার

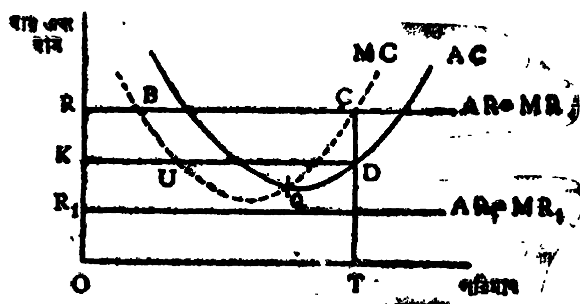


৫৩নং চিত্র

যত উৎপাদন করিবার ক্ষমতা আছে সবটাই বিক্রয় করিতে পারিবে। সুতরাং গড় বিক্রয় লব্ধ রেখা, AR এবং প্রান্তিক বিক্রয় লব্ধ অর্থ রেখা, MR পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্য অবস্থায় রহিয়াছে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে এই AR বা

MR রেখা বাজার চাহিদা রেখা নহে। ইহা বাজার চাহিদার যে অংশে কোন একজন বিক্রেতা তাহার নিজস্ব উৎপাদন অবদান করিতেছে তাহাই দেখাইতেছে। এই AR বা MR রেখার কোন এক বিন্দুতে ফার্মের ভারসাম্য অর্জিত হইবে। সুতরাং ৫৪নং চিত্রের সাহায্যে এই ভারসাম্য অবস্থা দেখান হইয়াছে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে MR এবং MC-র সমতা ভিন্ন অন্য কোথাও ফার্মের ভারসাম্য হইতে পারে না। ৫৪নং চিত্রে ফার্মের AR—MR রেখা এবং AC—MC রেখা আঁকিবার পর ইহা বুঝাইবার আরও সুবিধা হইয়াছে। MR এবং MC রেখা B এবং C দুইটি বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করিয়াছে। কিন্তু B বিন্দুতে ভারসাম্য হইতে পারে না, কেন না B বিন্দুর পর



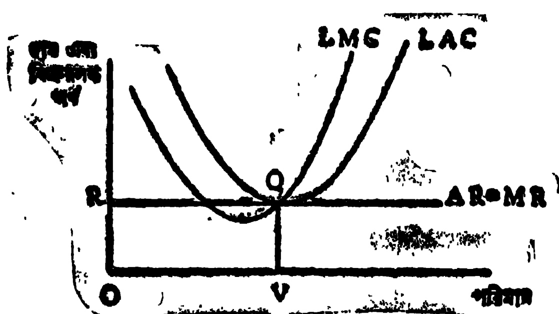
৫৪নং চিত্র

যতই উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে, ততই MR-এর তুলনায় MC কমিয়া যাইতেছে এবং ফার্মের মুনাফা বৃদ্ধি পাইতেছে। এই ভাবে C বিন্দুতে আসিয়া পুনরায় যখন MR এবং MC সমান হইতেছে, তখন থলির ন্যায় আকৃতির অংশটুকু, BUQC, ফার্মের মোট অর্জিত মুনাফা। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় যে ফার্মের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভবপর। সুতরাং ফার্মের ভারসাম্য পাইতে হইলে দুইটি সর্ত পালিত হইতে হইবে—(১) MR এবং MC পরস্পরের সমান হইতে হইবে; (২) MC রেখা MR রেখাকে নিম্নদিক হইতে ছেদ করিবে। (অর্থাৎ ভারসাম্য অবস্থায় ফার্মের ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের বিধি বলবৎ থাকিতে হইবে B বিন্দুতে ভারসাম্য হইতে পারে না, B বিন্দুতে ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের বিধি বলবৎ আছে।) অতএব C বিন্দুতেই ফার্মের ভারসাম্য অর্জিত হইবে। এইখানে ফার্ম OR (=CT) মূল্যে OT পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবে এবং বাজারে বিক্রয় করিবে।

C বিন্দুতে ফার্মের মোট মুনাফা = Total revenue—Total Cost
= OTCR (= OT × CT)—OTDK (= OT × DT)
= RKDC (= BUQC)।

C বিন্দুতেই ফার্ম সর্বাধিক মুনাফা RKDC (= BUQC) অর্জন করিতেছে। C বিন্দুর দিকে তাকাইলে দেখিতে পাই যে এই বিন্দুতে Price এবং Marginal Cost পরস্পরের সমান। C বিন্দুতে এই যে ভারসাম্য, ইহাকে স্বল্পকালীন ভারসাম্য (Short-run equilibrium) বলা হয় ; কেন না এখানে ফার্ম একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ যন্ত্রপাতি লইয়া উৎপাদন করিতেছে। সুতরাং স্বল্পকালীন ভারসাম্যের দুইটি বৈশিষ্ট্য :—(১) ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করিবে (যেমন ৫৪নং চিত্রে ফার্ম অস্বাভাবিক মুনাফা RCDK অর্জন করিতেছে) ; (২) এখানে Price = Marginal cost হইতে হইবে।

কিন্তু দীর্ঘকালে (Long period) ফার্মের ব্যয়ের স্বরূপ পালটাইয়া যাইবে। R K D C পরিমাণ অতিরিক্ত মুনাফার মোহে আকৃষ্ট হইয়া অনেক নূতন ফার্ম উৎপাদন শুরু করিবে। বাজারে বেশী করিয়া দ্রব্য যোগান আসিবে। ফলে হয়ত বাজার দাম OR হইতে কমিয়া OR_1-এ আসিবে। ফার্ম ও তাহার স্বল্পকালীন ব্যয় রেখা পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘকালীন ব্যয় রেখায় (Long period cost curve) উৎপাদন শুরু করিবে। যদি ৫৪নং চিত্র অনুযায়ী বাজার দাম OR_1তে চলিয়া আসে, তাহা হইলে অনেক ফার্মেরই ক্ষতি হইবে এবং তাহাদের বাজার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। ফলে বাজার দাম বৃদ্ধি পাইবে। এই ভাবে বাজার দামের উত্থান পতনের ভিতর দিয়া অবশেষে ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য (Long period equilibrium) অর্জিত হইবে, যেখানে ফার্ম কেবল মাত্র স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করিবে।



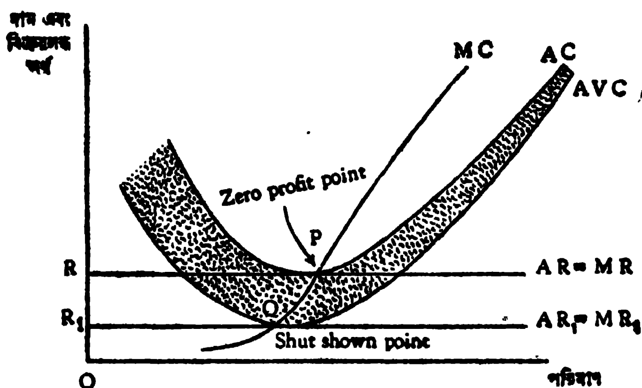
৫৫নং চিত্র

করিবে। ৫৫নং চিত্রে এই দীর্ঘকালীন ভারসাম্য দেখান হইয়াছে। এই

চিত্রে LAC এবং LMC যথাক্রমে দীর্ঘকালীন গড় এবং প্রান্তিক খরচ ; AB এবং MR হইতেছে যথাক্রমে গড় এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ অর্থরেখা। ফার্মের চাহিদা রেখা বা গড় বিক্রয়লব্ধ রেখা হইতেছে AR_1 এবং LAC রেখার সর্বনিম্নবিন্দু হইতেছে Q, যাহার ভিতর LMC রেখার উপর দিকে উঠিয়াছে। এই বিন্দুতে গড় খরচ রেখা সর্বনিম্ন বিন্দুতে AR রেখার সহিত স্পর্শক হইয়াছে। সুতরাং দীর্ঘকালে ফার্ম OV পরিমাণ উৎপাদন VQ দামে বিক্রয় করিবে ; Q বিন্দুতে দেখিতে পাইতেছি যে AR = MR = MC = AC। সুতরাং দীর্ঘকালীন ভারসাম্যেরও দুইটি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে—(১) ফার্ম কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা (normal profit) অর্জন করিবে; (২) Price = Marginal cost = Average cost হইতে হইবে।

এখানে আমাদের আরও একটি বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। ৫৪নং চিত্রে দেখিলাম যে বাজারে নূতন উৎপাদনকারীদের অনুপ্রবেশে বাজার দাম OR হইতে OR_1এ নামিয়া আসিয়াছে। OR_1, AC রেখা অপেক্ষা নিম্নদেশে অবস্থিত। এই অবস্থায় কি সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করিবে? বাস্তবিক পক্ষে এরূপ কোন সিদ্ধান্তই বিচার করিবার পূর্বে নেওয়া সম্ভবপর নয়। এই বিচার করিবার জন্য স্থির ব্যয় (Fixed cost) এবং পরিবর্তনশীল ব্যয় (Variable cost) এই দুইয়ের ভিতর প্রভেদ এবং তাহাদের বিভিন্ন ভূমিকা বুঝিতে হইবে। আমরা আগেই বলিয়াছি যে ফার্ম স্থির ব্যয়কে উৎপাদনে ততটা গুরুত্ব দেয় না। যদি বাজার দাম এমন ভাবে কমিয়া আসে যে তাহা হইতে তাহার স্থির ব্যয়ের সঙ্কুলান হইতেছে না, কিন্তু পরিবর্তনশীল ব্যয়ের সঙ্কুলান হইতেছে, তাহা হইলে ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করিবে না। কিন্তু যদি তাহার পরিবর্তনশীল ব্যয়ও বাজার দামে না উঠিয়া আসে, তাহা হইলে তাহাকে উৎপাদন বন্ধ করিতে হইবে। সুতরাং গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় রেখার (AVC) সর্বনিম্ন বিন্দুতে আমরা জানিতে পারি শেষ বাজার দাম কতটা পর্যন্ত কমিলে ফার্ম উৎপাদন চালু রাখিবে। যদি বাজার দাম এই সর্বনিম্নবিন্দু অপেক্ষাও নিম্নে নামিয়া যায়, তাহা হইলে ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করিবে। এই AVC রেখার সর্বনিম্নবিন্দুকে অধ্যাপক স্যামুয়েলসন (Samuelson) Shut down point আখ্যা দিয়াছেন। ৫৬নং চিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে। ৪নং চিত্রে AC রেখা এবং AVC রেখা মধ্যবর্তী অংশ স্থির ব্যয় নির্দেশ করিতেছে এই অংশটুকু দক্ষিণপার্শ্বে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া

গিয়াছে, তাহার কারণ যত বেশী উৎপাদন হয় গড় স্থির ব্যয় তত কমিয়া আসে। যখন বাজার দাম AC রেখার P বিন্দুতে নামিয়া আসে, তখন ফার্মের মুনাফা শূন্য হইয়া যায়, অর্থাৎ ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা ব্যতিরেকে অতিরিক্ত কিছু পায় না। দাম যতক্ষণ পর্যন্ত P এবং Q এর ভিতর থাকে,



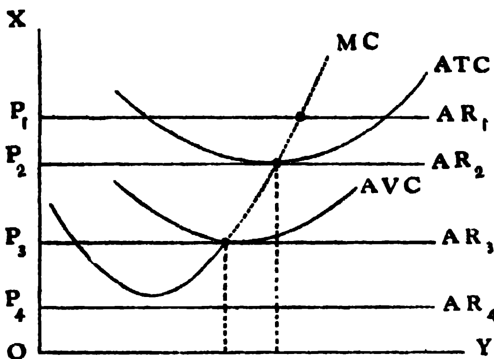
৫৬নং চিত্র

ততক্ষণ ফার্মের পরিবর্তনশীল ব্যয় উঠিয়া আসে, কিন্তু স্থির ব্যয়ের একাংশ উঠিয়া আসে। সুতরাং ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করে না। Q বিন্দুতে ফার্মের পরিবর্তনশীল ব্যয় কোনমতে উঠিয়া আসে। Q বিন্দুর নিম্নে ফার্মের পরিবর্তনশীল ব্যয়ও উঠিয়া আসিবে না; সুতরাং দাম Q বিন্দুর নিম্নে নামিয়া আসিলে ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করিবে। Q বিন্দুকেই অধ্যাপক স্যামুয়েলসন (Samuelson) Shut-down point বলিয়াছেন।

ফার্মের যোগানরেখা (Supply Curve of a firm)

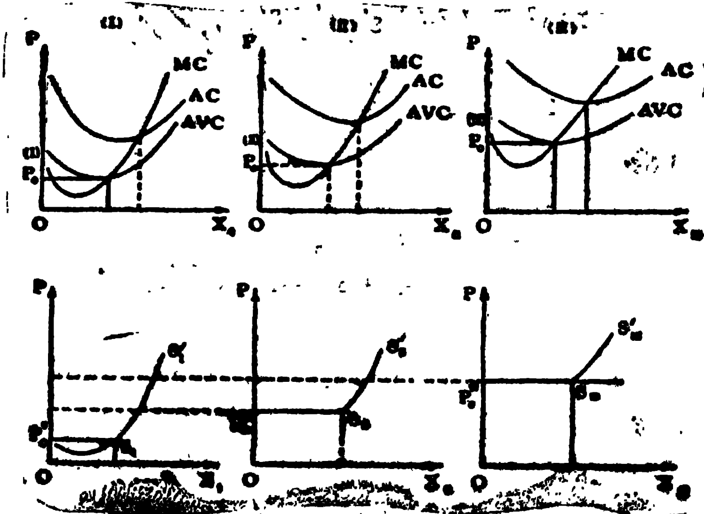
ফার্মের যোগান রেখা ফার্মের প্রান্তিক উৎপাদন খরচের (marginal cost of production) উপর নির্ভরশীল। অল্পসময়ে গড় খরচ রেখার আকৃতি বেশী পরিমাণে U-আকারের মত হওয়ায় প্রান্তিক খরচ রেখাও খাড়াভাবে উর্দ্ধমুখী হয়; ইহার ফলে যোগানরেখাও উর্দ্ধমুখী হয়। স্বল্পকালে কোন ফার্ম যদি মোট উৎপাদন খরচের মধ্যে স্থির খরচের (Fixed cost) অংশটিকে উপেক্ষা করে এবং শুধু পরিবর্তনীয় খরচ (Variable cost) পূরণ করিবার জন্য সচেষ্ট হয়, তবে ইহার যোগান রেখা গড় মোট খরচ রেখার নীচেও যাইতে পারে; কিন্তু যদি দাম কখনও গড় পরিবর্তনীয় খরচের নীচে চলিয়া যায় তবে ফার্ম তাহার কারবার বন্ধ করিয়া দিবে; এই অবস্থাকে *Shut*

down Point বা ব্যবসায় গুটাইবার বিন্দু বলা হয়। ফার্মের যোগান রেখা অংকন করিবার পক্ষে এই বিন্দুটি গুরুত্বপূর্ণ। এই বিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া প্রান্তিক খরচ রেখা যতটা উর্দ্ধমুখী থাকে ততটাই হইতেছে ফার্মের যোগানরেখা। নিম্নের চিত্রে ইহা বুঝান হইয়াছে। এই চিত্রে যখন



৫৭ নং চিত্র

দাম হইতেছে OP_3 তখন ইহা গড় পরিবর্তনীয় খরচের সমান। ইহা ফার্মের Shut down Point সূচিত করে। কারণ, যদি দাম এই বিন্দুর নীচে থাকে তবে ফার্ম কারবার বন্ধ করিয়া দিবে। এই বিন্দু হইতে উর্দ্ধমুখী প্রান্তিক খরচ রেখাকে ভগ্নরেখা হিসাবে দেখান হইয়াছে। এই ভগ্ন রেখাটিকে আমরা ফার্মের স্বল্পকালীন যোগান রেখা বলিতে পারি।

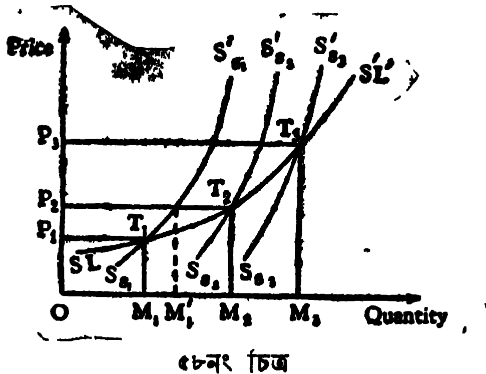


৫৭নং (ক) চিত্র

ফার্মের যোগানরেখার আকৃতির বিভিন্নতা ইহার প্রান্তিক খরচ রেখার আকৃতির বিভিন্নতার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, যদি প্রান্তিক খরচ রেখার আকৃতি খুব খাড়াভাবে উর্দ্ধমুখী না হইয়া হেলানভাবে উর্দ্ধমুখী হয়, তবে ফার্মের যোগানরেখাও অনুরূপ আকৃতির হয়। দাম অথবা প্রান্তিক খরচ বেশী হইলে উপরোক্ত চিত্র অনুযায়ী ফার্মের যোগানও বেশী হইবে। ৫৭নং চিত্রে আমরা যোগানরেখার তিনটি আকৃতি দেখিতে পাই।

উপরে যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে ইহাতে প্রান্তিক খরচ রেখার তিনটি আকৃতি এবং অনুরূপভাবে ফার্মের তিনটি যোগান রেখার আকৃতি দেখান হইয়াছে। X_I জিনিষের ক্ষেত্রে ফার্মের যোগান রেখা হইতেছে S_1 S'_1 X_{II} জিনিষের ক্ষেত্রে যোগানরেখা S_{II} S'_{II} এবং X_{III} জিনিষের ক্ষেত্রে যোগানরেখা হইতেছে S_{III} S'_{III}; এই তিনটি ক্ষেত্রে জিনিষের দাম হইতেছে যথাক্রমে P_o' P_o'' এবং P_o''' এই তিনটি যোগান রেখাই হইতেছে ফার্মের স্বল্পকালীন যোগানরেখা (Short-run Supply curves)।

বিভিন্ন স্বল্পকালীন যোগানরেখার সমষ্টি হইতেছে দীর্ঘকালীন যোগান রেখা, কারণ দীর্ঘকাল হইতেছে বিভিন্ন স্বল্পকালের সমষ্টি। একটি ফার্মের বিভিন্ন স্বল্পকালীন যোগানরেখাগুলি অবলম্বন করিয়া আমরা সেই ফার্মের দীর্ঘকালীন যোগানরেখা (Long period supply curve) অংকন করিতে পারি। নিম্নের চিত্রে তাহা দেখান হইয়াছে।



৫৮নং চিত্র

এই চিত্রে SL S'L' হইতেছে একটি নির্দিষ্ট জিনিষের ক্ষেত্রে ফার্মের দীর্ঘকালীন যোগানরেখা। P_1 দামে যোগান হইতেছে OM_1 এবং ইহা নির্দিষ্ট কালের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছে। এই দামে স্বল্প কালের পরিপ্রেক্ষিতে যোগানরেখা হইতে S_{s1}, S'_{s1} দেখা যাইতেছে দীর্ঘকালীন

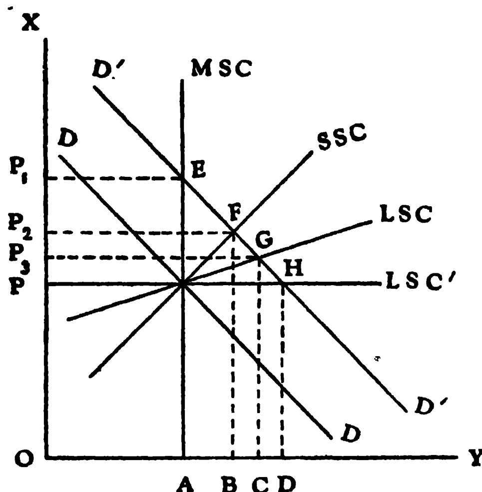
যোগান রেখা হইতে এই স্বল্পকালীন যোগান রেখা অনেক খাড়াভাবে উর্দ্ধমুখী। স্বল্পকালে যদি দাম OP_1 হইতে OP_2 পর্যন্ত বাড়িয়া যায়। তবে যোগানও OM_1 হইতে OM_1' পর্যন্ত বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু দীর্ঘকালেও যদি দাম OP_2 থাকে, তবে দীর্ঘকালে এই দামের সহিত সংগতি রাখিয়া যোগান হইতেছে OM_2, OP_2 দামে স্বল্পকালীন যোগানরেখাও হইতেছে S_{s2} S'_{s2} এবং এই দামে স্বল্পকালীন যোগান এবং দীর্ঘকালীন যোগান উভয়ই হইতেছে OM_2 অনুরূপভাবে OP_3 দামেও যোগান হইতেছে OM_3 এবং দীর্ঘকালে এই যোগান স্বল্পকালেব যোগানের সহিত সংগতি রক্ষা করিতেছে। এইচিত্রে দীর্ঘকালীন যোগান দামের পরিবর্তনের সহিত সংগতিরক্ষা করিবার জন্য স্বল্পকালীন যোগানবেখাব পরিবর্তন হইতেছে। T_1 T_3 T_3 এই বিন্দুগুলি স্বল্পকালীন যোগান এবং দীর্ঘকালীন যোগানেব মধ্যে সামঞ্জস্য সূচিত করে, এই বিন্দুগুলকে যোগ করিয়াই দীর্ঘকালীন যোগানরেখা SL S'L' অংকন কবা হইয়াছে।

শিল্পের যোগান রেখা (Industry supply curve)

একই জিনিষ একই ধরণের বাজারে উৎপাদন করে এইরূপ কতিপয় ফার্মের সমষ্টি হইতেছে একটি শিল্প। একটি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ফার্মের স্বল্পকালীন যোগান রেখার সমষ্টি হইতেছে সংশ্লিষ্ট শিল্পের স্বল্পকালীন যোগান রেখা।

আবার বিভিন্ন ফার্মের দীর্ঘকালীন যোগানরেখার সমষ্টি হইতেছে সংশ্লিষ্ট শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগানরেখা। যদি সব ফার্মেরই যোগান স্থির থাকে তবে প্রত্যেকটি ফার্মেরই যোগান রেখা লম্বভাবে উর্দ্ধমুখী হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিল্পটির যোগান রেখাও লম্বভাবে উর্দ্ধমুখী (vertical) হইবে। যদি সব ফার্মের যোগানরেখা একটু খাড়াভাবে উর্দ্ধমুখী হয়, তবে সংশ্লিষ্ট শিল্পের যোগানরেখাও খাড়াভাবে উর্দ্ধমুখী হইবে। যদি সব ফার্মের যোগান রেখা দীর্ঘকালে সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হয়, অর্থাৎ, সমান্তরাল আকৃতির (horizontal) তবে সংশ্লিষ্ট শিল্পের যোগান রেখাও সমান্তরাল আকৃতির (horizontal) হইবে। পরপৃষ্ঠার চিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে। এই চিত্রে M S C রেখাটি হইতেছে শিল্পের খুব স্বল্পকালীন যোগান রেখা। এই যোগান রেখা অনুযায়ী চাহিদার পরিবর্তন হইলেও যোগান OA-ই থাকিবে। চাহিদা বাড়িলে দাম বাড়িবে; চাহিদা কমিলে দাম কমিবে; কিন্তু এইরূপ লম্বমুখী (vertical) যোগান রেখায় যোগান সব-

অবস্থায় স্থির থাকিবে। S S C রেখাটি সাধারণভাবে স্বল্পকালীন যোগান রেখা বুঝাইতেছে। যে হারে চাহিদার পরিবর্তন হইতেছে সেইহারে যোগানের পরিবর্তন হইতেছে না। L S C রেখাটি শিল্পের সাধারণভাবে



৫৯নং চিত্র

দীর্ঘকালীন যোগান রেখা ; এই রেখা অনুযায়ী চাহিদার পরিবর্তন অনুযায়ী যোগানের অনেকটা পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু তবুও দীর্ঘকালে চাহিদার পরিবর্তন এবং যোগানের পরিবর্তন সমান হয় নাই। LSC′ রেখাটি সমান্তরালভাবে (horizontally) টানা হইয়াছে এবং এই রেখা অনুযায়ী যোগান সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক ; অর্থাৎ, যে হারে চাহিদার পরিবর্তন হইবে, অনুরূপ হারে যোগানেরও পরিবর্তন হইবে। এইজন্য উপরের চিত্রে দেখা যাইতেছে OP দাম সর্বদা স্থির।

শিল্পের যে যোগানরেখা উপরে অংকিত হইল তাহা পূর্ণ প্রতিযোগিতার উপর ভিত্তিশীল। এই ক্ষেত্রে শিল্পের কোন বাহ্যিক সুবিধা বা অসুবিধার (External economies or diseconomies) অস্তিত্ব বিবেচিত হয় নাই ; অবশ্য যদি ইহা বিবেচিত হইত, তবে আমাদের আলোচনার কোন ব্যতিক্রম হইত না। কারণ বাহ্যিক সুবিধা (external economies) অর্জিত হইলে ফার্মের যোগান রেখা খুব খাড়া (steep) হইত না এবং ইহার ফলে শিল্পের যোগান রেখাও খুব খাড়া হইত না। আবার বাহ্যিক অসুবিধার (external economies) সৃষ্টি হইলে ফার্মের যোগান রেখাও খুব খাড়া (steep) হইতে এবং ইহার ফলে শিল্পের যোগান রেখাও খুব খাড়া (steep) হইত।

পূর্ণ প্রতিযোগিতার দাম এবং ক্রমহ্রাসমান ও ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়ম (Competitive price and the Laws of diminishing and increasing returns)

ক্রমহ্রাসমান এবং ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়মটি পূর্ণপ্রতিযোগিতার মূল্য নিরূপণের ক্ষেত্রে কার্যকরী হয় কিনা, বিশেষতঃ ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়মটি (Law of increasing returns) পূর্ণ প্রতিযোগিতায় কার্যকরী হইতে পারে কিনা, সেই বিষয়ে অর্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম

পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মটি বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করে না। উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে ফার্মে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মটি কার্যকরী হয়, সেই ফার্মের প্রান্তিক এবং গড়পড়তা খরচ বেশী হয়। কিন্তু সেই ফার্মের ক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন দাম সর্বনিম্ন গড়পড়তা খরচ (minimum average cost) ও প্রান্তিক আয়ের (marginal revenue) সমান হয়।

ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়ম এবং পূর্ণ প্রতিযোগিতা

কিন্তু যখন ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়মটি কার্যকরী হয়, তখন ফার্মটি আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয় সংকোচের সুবিধা পায়; ইহাতে উৎপাদন খরচ ক্রমেই কমিয়া আসে। এই অবস্থায় সব ফার্মই অধিক উৎপাদন করিয়া উৎপাদন খরচ কমাইবার চেষ্টা করে। এই অবস্থায় সব ফার্মই উৎপাদনের খরচ কমিয়া যাইবার দরুণ অধিক মুনাফা অর্জন করে। সুতরাং দীর্ঘকালীন ভারসাম্য (long-run equilibrium) অর্জন করা কোন ফার্মের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে।

একটি শিল্পের মধ্যে অনেকগুলি ফার্ম থাকে। ফার্মগুলির আয়তন সমান নয়, সুতরাং বিভিন্ন ফার্মের প্রান্তিক উৎপাদন খরচ বিভিন্ন পরিমাণ। যে সকল ফার্ম একেবারে নূতন, সেইগুলির প্রান্তিক উৎপাদন খরচ হয়ত খুব বেশী হইতে পারে এবং এমন কি দাম অপেক্ষাও বেশী হইতে পারে। এই ফার্ম লোকসান হওয়া সত্ত্বেও ব্যবসায় চালাইয়া যাইবে; কারণ, সে জানে সাময়িক লোকসান হইলেও ভবিষ্যতে হয়ত ব্যবসায় হইতে লাভ হইতে পারে। নূতন ফার্মের যে অবস্থা, অতি পুরাতন ফার্মেরও সেই অবস্থা। পুরাতন ফার্মগুলির পরিচালকের যোগ্যতা কমিয়া যাইতে পারে অথবা নূতন অবস্থার সহিত

সেইগুলি হয়ত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারে না। এই অবস্থায় এই ফার্মগুলিকেও কম লাভে বিক্রয় করিতে হয়। আবার এমন কতিপয় ফার্ম বাজারে থাকিতে পারে যেগুলি খুবই দক্ষ ব্যবসায়ী। তাহাদের উৎপাদন খরচ সর্বাপেক্ষা কম হয় এবং তাহারা প্রচুর লাভ করে। কিন্তু, যদি দাম দক্ষ ফার্মগুলির প্রান্তিক উৎপাদনের খরচের সমান হয়, তবে তাহাদের অপেক্ষা কম দক্ষ ফার্মগুলির উৎপাদন খরচ দাম অপেক্ষা বেশী হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যদি একই শিল্পে বিভিন্ন আয়তনের, বিভিন্ন যোগ্যতাসম্পন্ন অনেক ফার্ম থাকে, তবে তাহাদের উৎপাদন খরচও বিভিন্ন হয় এবং তাহা জিনিষটির দাম অপেক্ষা বেশী হয়।

উৎপাদন ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়মটি কার্যকরী হইবে কিনা সেই বিষয়ে অর্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে।

অধ্যাপক মার্শালের মতে শিল্পের মধ্যেই এমন একটি ফার্ম থাকে যাহাতে ঐ শিল্পের প্রতিনিধিস্থানীয় ফার্ম অথবা Representative Firm বলা যাইতে পারে। ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়ম কার্যকরী থাকা কালেই এই প্রতিনিধিস্থানীয় ফার্মের প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় দামের সমান হইবে। মার্শালের মতে প্রতিনিধিস্থানীয় ফার্ম হইতেছে এমন একটি ফার্ম যাহা ব্যবসায়ে একেবারে নূতনও নয় এবং পুরাতন বৃহদায়তন ফার্মও নয়, যে ফার্ম মোটামুটি অনেকদিন যাবৎ স্বাভাবিক দক্ষতার সহিত ব্যবসায় পরিচালনা করিয়াছে ও উৎপাদনের সমুদয় আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সুযোগ-সুবিধা অর্জন করিয়া ব্যবসায়ের স্বাভাবিক সাফল্য অর্জন করিয়াছে এবং যে ফার্মের আয়তন বড়ও নয়, আবার একেবারে ছোটও নয় ('A representative firm is one which has had a fairly long life and fair success, which is managed with normal ability and which has normal access to the economies, external and internal, which belong to that aggregate volume of production"—*Marshall*)

মার্শাল প্রতিনিধিস্থানীয় ফার্ম সম্বন্ধে যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, বিভিন্ন অর্থবিজ্ঞানীগণ ইহার সমালোচনা করিয়াছেন: অধ্যাপক রবিন্সের মতে এই তত্ত্বটি সম্পূর্ণভাবে অবাস্তব। ("The concept of a Representative Firm is wholly an unsubstantial notion—*Robbins*) বর্তমানকালে পূর্ণ প্রতিযোগিতা আমরা দেখিতে পাই না; তাহা ছাড়া

বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থাও আধুনিককালে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইহার ফলে প্রতিনিধিস্থানীয় ফার্মের তত্বটি প্রকৃতপক্ষে অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়ম অধিককাল ধরিয়া কার্যকরী হয় না। দীর্ঘকালে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন অথবা ক্রমবর্ধমান খরচের নিয়ম কার্যকরী হয়। উৎপাদন যখন এমন একটি পর্যায়ে আসে যে কোন একটি উপাদান আর বাড়ান সম্ভবপর নয় তখনই উৎপাদন বৃদ্ধির খরচ বাড়িয়া যায়। এই অবস্থায় প্রতিনিধিস্থানীয় ফার্মের তত্বটি প্রয়োজনীয় নয়। আবার যদি ক্রমবর্ধমান উৎপাদন নিয়মটি দীর্ঘকালে কার্যকরী হয়, তবে উৎপাদন খরচ ক্রমেই কমিতে থাকে। যে ফার্মের উৎপাদন খরচ সর্বাপেক্ষা কম, সেই ফার্ম বাজারে একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিবে। সুতরাং দীর্ঘকালে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন নিয়মটি পূর্ণ প্রতিযোগিতার সহিত খাপ খায় না। তবে অধ্যাপক ষ্টিগলারের (Prof. Stiglar) মতে পূর্ণ প্রতিযোগিতায় কোন একটি বিশেষ শিল্পের ক্ষেত্রে বাহ্যিক সুবিধাগুলি (external economies) বাজারে থাকিতে পারে।

একচেটিয়া বাজারে দাম নিরূপণ (Determination of price under monopoly)

একচেটিয়া বাজার বলিতে সাধারণতঃ বুঝায় যে একজন অথবা অল্প কয়েকজন বিক্রেতা বাজারে কোন জিনিষের যোগান সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। যখন বাজারে মাত্র একজন বিক্রেতা থাকে তখন বাজারটিকে সম্পূর্ণভাবে একচেটিয়া বাজার (Pure monopoly) বলা হয়। কিন্তু এই ধরণের বাজার কদাচিৎ দেখা যায়। একচেটিয়া কারবারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে একচেটিয়া বিক্রেতা ইচ্ছামত যোগান বাড়াইতে অথবা কমাইতে পারে। যখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একত্রিত হইয়া কোনও একচেটিয়া সংঘ (monopoly combination) গঠন করে তখনও কোন জিনিষের যোগানের উপর সংশ্লিষ্ট সংঘের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে। দ্বিতীয়তঃ, একচেটিয়া কারবারে কোন জিনিষের জন্য ক্রেতার চাহিদা সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক থাকে না। তৃতীয়তঃ, একচেটিয়া বিক্রেতা সর্বদাই সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের চেষ্টা করিতে থাকে। শুধু সর্বোচ্চ মুনাফাই নহে, একচেটিয়া কারবারে বিক্রেতা কিছু অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করিবার চেষ্টাও

একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্য

একচেটিয়া কারবার এবং পূর্ণ প্রতিযোগিতার মধ্যে পার্থক্য

করিয়া থাকে। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় সব বিক্রেতা সর্বোচ্চ মুনাফা পাইয়া থাকে; অর্থাৎ প্রান্তিক আয় প্রান্তিক খরচের সমান হয়। একচেটিয়া কারবারেও সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জিত হয় যখন প্রান্তিক আয় প্রান্তিক খরচের সমান হয়। আবার পূর্ণ প্রতিযোগিতার চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়, কিন্তু একচেটিয়া কারবারে চাহিদা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক থাকেনা। পূর্ণপ্রতিযোগিতার দাম প্রান্তিক খরচের সমান হয়; কিন্তু একচেটিয়া কারবারে দাম প্রান্তিক খরচ অপেক্ষা বেশী হয়।

একচেটিয়া কারবারের মূল্য নিরূপণও চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে; তবে যোগান সম্পূর্ণভাবে একচেটিয়া বিক্রেতার নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। চাহিদা মোটামুটিভাবে স্থিতিস্থাপক বলিয়া একচেটিয়া বিক্রেতা যে দাম ধার্য করে তাহাই বাজারে দাম হয়। কিন্তু একচেটিয়া বিক্রেতা দাম ধার্য করিবার

চাহিদার প্রভাব

সময় ক্রেতাদের চাহিদাকে উপেক্ষা করিতে পারে না এবং নিয়ন্ত্রণও করিতে পারে না। একচেটিয়া বিক্রেতা নিজের ইচ্ছামত দাম বাড়াইতে পারে না। কারণ অতিরিক্তভাবে দাম বাড়াইয়া দিলে ক্রেতারা ঐ জিনিষটি নাও কিনিতে পারে এবং বিকল্প জিনিষের সন্ধান করিতে পারে। ইহাতে বাজারে একচেটিয়া বিক্রেতার আধিপত্য নষ্ট হইয়া যাইবে এবং লাভের পরিমাণও কমিয়া যাইবে। একচেটিয়া বাজারে যে দাম নিরূপিত হয় তাহা প্রান্তিক খরচ অপেক্ষা বেশী। একচেটিয়া বিক্রেতার দাম

একচেটিয়া কারবারে দাম নিরূপণ

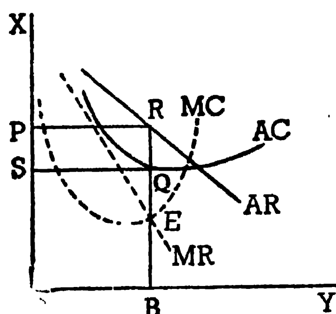
বাড়াইয়া দিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া সে যত খুশী দাম বাড়াইবে না; সে মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিবে কোন দামে কত বিক্রয় করিলে মোট লাভ কত হইবে। যে দামে লাভ সর্বাপেক্ষা বেশী হইবে, সেই দামেই একচেটিয়া বিক্রেতা তাহার জিনিষ বেচিবে। নিম্নের উদাহরণের সাহায্যে ইহা পরিষ্কার হইবে:—

প্রতি ইউনিটের দাম		বিক্রয়ের পরিমাণ	মোট প্রাপ্ত অর্থ
৫৲	×	১০ ইউনিট	৫০৲ টাকা
৬৲	×	৯ "	৫৪৲ টাকা
৭৲	×	৮ "	৫৬৲ টাকা
৭৲	×	৬ "	৪৮৲ টাকা

এই উদাহরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে আট টাকা দাম হইলেই বিক্রেতার প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ সর্বাধিক হইবে না। যদি সাত টাকা দাম হয়, তবে এক্ষেত্রে বিক্রেতা সর্বাধিক পরিমাণ অর্থ পাইতেছে। এখানে দাম

যাহাই হোক্ না কেন, বিক্রেতার উৎপাদন খরচ একই আছে। বিক্রয়লব্ধ মোট অর্থ হইতে মোট খরচের পরিমাণ বাদ দিলে যাহা থাকিবে, তাহাই বিক্রেতার লাভ। এক্ষেত্রে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে মোট খরচের পরিমাণ বাদ দিলে বিক্রেতার লাভের পরিমাণ তখনই সর্বাধিক হইবে যখন দাম সাত টাকা। নিম্নের চিত্রে একচেটিয়া বিক্রেতা কিভাবে দাম নিরূপণ করে তাহা দেখান হইল।

এই চিত্রে E বিন্দুতে একচেটিয়া বিক্রেতার ভারসাম্য (Equilibrium) অর্জিত হইয়াছে। এই বিন্দুতে বিক্রেতার প্রান্তিক আয় (marginal revenue) এবং প্রান্তিক খরচ (marginal cost) সমান এবং তাহার লাভের পরিমাণও সর্বাধিক। বিক্রেতা OB পরিমাণ জিনিষ বাজারে বিক্রয় করিবে। কিন্তু একচেটিয়া বিক্রেতা যে দাম নিরূপণ করিবে,



চিত্র নং ৬০

তাহা Q বিন্দুর উপর থাকিবে, অর্থাৎ আরও বেশী হইবে। বিক্রেতা দাম কি পরিমাণ বাড়াইবে তাহা ক্রেতাদের চাহিদা বিবেচনা করিয়া এবং সর্বাধিক পরিমাণ লাভ কোন্ দামে অর্জিত হইবে তাহা বিবেচনা করিয়া নিরূপিত হইবে। এক্ষেত্রে দাম হইবে BR ; কারণ, দাম যদি ইহা অপেক্ষা বেশী হয়, তবে ক্রেতাগণ আর জিনিষটি কিনিবে না। আবার, দাম যদি ইহা অপেক্ষা কম হয়, তবে বিক্রেতা আরও অধিক পরিমাণ লাভ হইতে বঞ্চিত হইবে। AR ক্রেতাদের চাহিদা বুঝাইতেছে। R বিন্দুতে বিক্রেতা যে দাম নিরূপণ করিতেছে, তাহা ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী সর্বাধিক হইয়াছে। এখন দাম হইতে গড়পড়তা খরচ বাদ দিলে যাহা থাকিবে তাহাই বিক্রেতার অতিরিক্ত লাভ। BQ হইতেছে গড়পড়তা খরচ। BR দাম হইতে BQ খরচ বাদ দিলে যাহা থাকে, (অর্থাৎ PRQS আয়তন) তাহাই হইবে বিক্রেতার অতিরিক্ত লাভ।

একচেটিয়া বিক্রেতা যদিও কোন জিনিষের যোগান সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, তবুও সে ক্রেতাদের চাহিদাকে উপেক্ষা করিতে পারে না। ক্রেতাদের চাহিদার পরিবর্তনের সংগে সংগে সে সেই জিনিষটির দামেরও

পরিবর্তন করে। যদি কখনও দেখা যায় চাহিদা স্থিতিস্থাপক (elastic), অর্থাৎ কোন জিনিষের দাম সামান্য কমিয়া গেলে ইহার চাহিদা প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া যায়, তখন একচেটিয়া বিক্রেতা জিনিষটির দাম কম রাখে। আবার যদি কখনও দেখা যায় যে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক (inelastic), তবে একচেটিয়া বিক্রেতা দাম বেশী রাখে। কিন্তু দাম কত বেশী হইবে তাহা নির্ভর করে চাহিদা কত বেশী অস্থিতিস্থাপক তাহার উপর। যদি দাম খুব বেশী হইয়া গেলে চাহিদা বেশী স্থিতিস্থাপক হইবার সম্ভাবনা থাকে তবে একচেটিয়া বক্রেতা দাম বেশী বাড়াইবে না।

একচেটিয়া বাজারে দামের তারতম্য (Price discrimination in a monopolistic market)

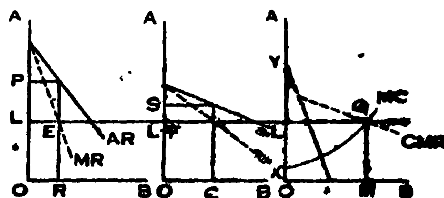
একচেটিয়া বাজারে আমরা অনেক সময়ে দামের তারতম্য দেখিতে পাই। অর্থাৎ, একচেটিয়া বিক্রেতা বাজারে জিনিষটির সমগ্র যোগান নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়া সব ক্রেতার নিকট এক দামে জিনিষ বিক্রয় করে না। সে বিভিন্ন ক্রেতার নিকট হইতে বিভিন্ন দাম গ্রহণ করে। দামের এই তারতম্য অনেক সময় সংশ্লিষ্ট জিনিষের প্রকৃতির (nature of the commodity) জন্য হয়। এমন কতিপয় জিনিষ আছে যেইগুলির প্রতি ক্রেতার একটি বিশেষ আকর্ষণ আছে এবং সেই জিনিষগুলির দাম এই ধরণের অন্যান্য জিনিষের দাম অপেক্ষা বেশী হইলেও ক্রেতা কিনে। আবার দামের তারতম্য অনেক সময়ে ক্রেতার কতিপয় বৈশিষ্ট্যের জন্যও (Consumer's peculiarities) হয়। অনেক ক্রেতা আছে যাহারা কোন জিনিষ কিনিবার সময় দাম একটু বেশী দিতে হইলেও কিছু মনে করে না; বিক্রেতা যদি অন্যান্য ক্রেতার নিকট হইতে যে দাম নেয় তাহা অপেক্ষা তাহাদের নিকট হইতে বেশী দাম নেয়, তবুও তাহারা কিছু মনে করে না। ইহা ছাড়া দামের তারতম্য অনেক সময় বাজারের দূরত্ব (distance) অথবা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার অসুবিধার (frontier barriers) জন্যও হয়।

দামের তারতম্যের অর্থ

দামের তারতম্য সাধারণতঃ একচেটিয়া বাজারেই (monopoly) দেখা যায়। কিন্তু, একচেটিয়া বাজার হইলেই যে দামের তারতম্য হইবে তাহা নহে। যদি একচেটিয়া বাজারে বিভিন্ন ক্রেতার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন ধরণের হয়, এবং একজন ক্রেতা সস্তায় একটি জিনিষ কিনিয়া যদি একটু বেশী দামে

দামের তারতম্য কখন হওয়া সম্ভবপর

আরেকজনের কাছে বিক্রয় না করিয়া ফেলে অর্থাৎ, যদি জিনিষটির পুনর্বিক্রয় (resale) না হয়, তবেই একচেটিয়া বাজারে দামের তারতম্য (Price discrimination) হওয়া সম্ভবপর। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় (Perfect Competition) দামের তারতম্য হয় না। কারণ, পূর্ণ প্রতিযোগিতায় সব ক্রেতা জিনিষটির উৎপাদন খরচ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত। সেইক্ষেত্রে সকলেরই চাহিদা পূর্ণ স্থিতিস্থাপক ও তাহা সব ক্ষেত্রেই এক প্রকার, এবং বাজারে শুধু একটিই দাম থাকে বলিয়া একজন বিক্রেতার পক্ষে বিভিন্ন ক্রেতার নিকট হইতে বিভিন্ন দাম গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু, একচেটিয়া বাজারে যদি অল্প দামের বাজার হইতে বেশী দামের বাজারে সংশ্লিষ্ট জিনিষটির পুনর্বিক্রীত হইবার সম্ভাবনা না থাকে, তবেই বিক্রেতার পক্ষে বিভিন্ন ক্রেতার নিকট হইতে বিভিন্ন দাম লওয়া সম্ভবপর। নিম্নের চিত্রে একচেটিয়া বাজারে দামের তারতম্য দেখান হইল :—



চিত্র নং ৬১

ধরা যাক, বাজারে বর্তমানে দুইজন ক্রেতা এবং তাহাদের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা একপ্রকার নয়। এই চিত্রে AR হইতেছে প্রথম ক্রেতার চাহিদা রেখা এবং ar হইতেছে দ্বিতীয় ক্রেতার চাহিদা রেখা। তৃতীয় চিত্রটিতে CMR হইতেছে দুইজন ক্রেতার সম্মিলিত প্রান্তিক আয় রেখা এবং MC হইতেছে বিক্রেতার প্রান্তিক খরচের রেখা। Q বিন্দুতে একচেটিয়া-বিক্রেতার প্রান্তিক খরচ এবং তাহার মোট প্রান্তিক আয় সমান হইতেছে। এইখানেই বিক্রেতার ভারসাম্য এবং সর্বাধিক লাভ। বিক্রেতা এখন মোট OM পরিমাণ জিনিষ দুইজন ক্রেতার মধ্যে দুই দামে বিক্রয় করিবে। এই হিসাবে প্রথম ক্রেতার ক্ষেত্রে বিক্রেতার ভারসাম্য অর্জিত হইয়াছে E বিন্দুতে এবং দ্বিতীয় ক্রেতার ক্ষেত্রে বিক্রেতার ভারসাম্য অর্জিত হইয়াছে F বিন্দুতে। কারণ, যথাক্রমে এই বিন্দু দুইটিতে দুইজন ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী বিক্রেতার

প্রান্তিক আয় এবং প্রান্তিক খরচ সমান হইয়াছে। সুতরাং, বিক্রেতা প্রথম ক্রেতার চাহিদার উপর নির্ভর করিয়া OP দামে OR পরিমাণ জিনিষ তাহার কাছে বিক্রয় করিবে এবং দ্বিতীয় ক্রেতার চাহিদার উপর নির্ভর করিয়া OS দামে তাহার (দ্বিতীয় ক্রেতা) নিকট OC পরিমাণ জিনিষ বিক্রয় করিবে। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় OR এবং OC, বিক্রেতার মোট বিক্রীত সামগ্রী OM এর সমান।

দামের তারতম্য করা কখন লাভজনক হয়

একচেটিয়া বিক্রেতার পক্ষে বিভিন্ন ক্রেতার মধ্যে দামের তারতম্য করা তখনই লাভজনক হয় যখন বাজারে ক্রেতাদের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন হয়। যদি ক্রেতাদের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা একই ধরণের হয়, তবে বিক্রেতার পক্ষে দামের তারতম্য করা লাভজনক হয় না। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন ক্রেতা যেন আলাদাভাবে বিক্রেতার জন্য আলাদা আলাদা বাজারের সৃষ্টি করে যাহাতে একজন ক্রেতার নিকট হইতে যে দাম গ্রহণ করা হইবে তাহা অন্য একজন ক্রেতা না জানিতে পারে। যদি বিভিন্ন ক্রেতার নিকট বিভিন্ন দাম গ্রহণ করার ব্যাপারে জানাজানি হইয়া যায়, তখনই দামের তারতম্যের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় এবং জিনিষগুলি সস্তা দাম হইতে বেশী দামে পুনর্বিক্রয়ের সম্ভাবনা দেখা যায়।

দামের তারতম্য করিবার বিভিন্ন উপায়

একচেটিয়া বিক্রেতা দামের তিন ধরণের তারতম্য করিতে পারে। প্রথমতঃ, বিভিন্ন ক্রেতার কোন জিনিষের জন্য চাহিদার তীব্রতা বিভিন্ন হইতে পারে। যে ক্রেতার চাহিদা খুব বেশী এবং একটি জিনিষ কিনিবার জন্য খরচ করিবার ক্ষমতা খুব বেশী, তাহার নিকট একটি জিনিষ বিক্রয় করিবার সময় বেশী দাম গ্রহণ করা যাইতে পারে। আবার যে ক্রেতার চাহিদা বেশী নয়, এবং একটি জিনিষ কিনিবার জন্য খরচ করিবার ক্ষমতাও খুব বেশী নয়, তাহার নিকট বিক্রেতা বেশী দাম চাহিতে পারে না। রেলগাড়ীর বিভিন্ন শ্রেণীর কামরার ভাড়াও বিভিন্ন। অধ্যাপক পিগু ইহাকে ব্যক্তিগত দাম-তারতম্য (personal price discrimination) বলিয়া মনে করেন।

ব্যক্তিগত দাম তারতম্য

দ্বিতীয়তঃ, একচেটিয়া বিক্রেতা একই জিনিষ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দামে, বিক্রয় করিতে পারে। যে অঞ্চলে ধনী ক্রেতার সংখ্যা অধিক, সেই অঞ্চলে

বিক্রেতা একটি জিনিষ বেশী দামে বিক্রয় করিতে পারে; আবার সেই জিনিষ অন্য অঞ্চলে যেখানে অধিকাংশ ক্রেতাই গরীব সে অল্প দামে বিক্রয় করিতে পারে। ইহাকে আমরা আঞ্চলিক বা স্থানগত দাম-তারতম্য (regional or local price discrimination) বলি। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ডাম্পিং (dumping) দেখিতে পাই। ডাম্পিং কথাটির অর্থ হইতেছে, বিদেশের বাজারে কম দামে কোন জিনিষ বিক্রয় করিয়া সেই জিনিষ বেশী দামে নিজের দেশে বিক্রয় করা।

স্থানগত দাম-তারতম্য

তৃতীয়তঃ, একই জিনিষের বিভিন্ন ধরণের ব্যবহারের মধ্যেও একচেটিয়া বিক্রেতা দামের তারতম্য করিতে পারে। কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী কলিকাতা শহরে বিদ্যুতের একমাত্র বিক্রেতা হিসাবে নাগরিকদের নিকট যে দামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে, কলিকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানীকে ইহা অপেক্ষা অনেক অল্প দামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। ইহাকে আমরা ব্যবসায়গত দাম-তারতম্য (Trade price discrimination) বলিতে পারি।

ব্যবসায়গত দাম তারতম্য

অধ্যাপক পিগুর (Prof, Pigou) মতে দামের তারতম্যের তিনটি পর্যায় আছে।

প্রথমতঃ, একচেটিয়া বিক্রেতা বিভিন্ন ক্রেতার নিকট হইতে এমনভাবে একটি জিনিষের জন্য দাম গ্রহণ করিতে পারে যে কোন ক্রেতারই ভোগোদ্বৃত্ত থাকিবে না। এই ধরণের দাম-তারতম্যকে অধ্যাপক পিগু প্রথম পর্যায়ের দাম তারতম্য (Price discrimination of the first degree) বলিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ একচেটিয়া বিক্রেতা বিভিন্ন ক্রেতার নিকট হইতে এমনভাবে একটি জিনিষের জন্য দাম গ্রহণ করিতে পারে যে সব ক্রেতারই অল্প পরিমাণে ভোগোদ্বৃত্ত থাকিবে। এই ধরণের দাম তারতম্যকে অধ্যাপক পিগু দ্বিতীয় পর্যায়ের দাম-তারতম্য (Price discrimination of the second degree) বলিয়াছেন।

দাম তারতম্যের তিনটি পর্যায়

তৃতীয়তঃ, একচেটিয়া বিক্রেতা যদি কোন জিনিষের বিভিন্ন দাম স্থির করিয়া রাখে এবং ক্রেতাগণ নিজেদের চাহিদা অথবা ইচ্ছানুযায়ী দাম দিয়া জিনিষটি ক্রয় করে তবে আমরা তৃতীয় পর্যায়ের দাম-তারতম্য (Price discrimination of the third degree) দেখিতে পাই। উদাহরণ

স্বরূপ বলা যাইতে পারে, রেল কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন শ্রেণীর ভাড়া আগে হইতেই স্থির করিয়া রাখে ; ক্রেতা কোন্ শ্রেণীর টিকিট কিনিবে, তাহা ক্রেতার ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে।

একচেটিয়া বাজারের সীমা (Limits to Monopoly)

একচেটিয়া কারবার সাধারণতঃ বরাবর চলিতে পারে না। কারণ, একচেটিয়া বিক্রেতা যদি বরাবর ক্রেতাদের বেশী করিয়া শোষণ করিতে থাকে এবং বেশী করিয়া দাম চাহিতে থাকে, তবে বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বী বিক্রেতার আবির্ভাব হওয়ার আশংকা থাকে। যতক্ষণ কোন জিনিষের জন্য ক্রেতার চাহিদা অস্থিতিস্থাপক (Inelastic) থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত একচেটিয়া বিক্রেতার পক্ষে বেশী করিয়া দাম ধার্য করা সম্ভবপর। কিন্তু বেশী দাম দিয়া যদি বরাবরই একটি জিনিষ কিনিতে হয়, তবে ক্রেতারাও চেষ্টা করিবে পরবর্তী বা বিকল্প জিনিষ সংগ্রহের জন্য। এই জন্যই দাম নিরূপণের সময় একচেটিয়া বিক্রেতা সর্বদাই ক্রেতাদের চাহিদার দিকটাও বিবেচনা করিবে।

প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা

দ্বিতীয়তঃ, দাম অতিরিক্ত বেশী হইয়া গেলে সরকার এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট জিনিষের দাম নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। জনস্বার্থের খাতিরে রাষ্ট্রকে তখন একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণ করিয়া দাম কমাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে হয়।

তৃতীয়তঃ, দাম অসম্ভবরূপে বাড়াইয়া দিলে একচেটিয়া বিক্রেতা বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে পারে।

সর্বশেষে, জনমতের ভয়েও একচেটিয়া বিক্রেতা যত খুশী দাম বাড়াইতে পারে না।

যদিও একচেটিয়া বিক্রেতা কোন জিনিষের দাম যত খুশী বাড়াইতে পারে না, তবুও একচেটিয়া বাজারে কোন জিনিষের দাম পূর্ণপ্রতিযোগিতায় বাজারের দাম অপেক্ষা বেশী থাকে। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় কোন জিনিষের দাম সবসময়েই প্রান্তিক খরচের সমান হয়। কিন্তু একচেটিয়া বাজারে দাম প্রান্তিক খরচ অপেক্ষা বেশী হয়। তাহা ছাড়া, পূর্ণ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালে দাম যে শুধু প্রান্তিক খরচের সমান হয়, তাহাই নহে, দাম গড়পড়তা মোট খরচেরও সমান হয়। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় যেমন বিক্রেতার একমাত্র

পূর্ণ প্রতিযোগিতায় দাম এবং একচেটিয়া বাজারের দাম

লক্ষ্য সর্বাধিক লাভ করা,—একচেটিয়া কারবারেও বিক্রেতার একমাত্র লক্ষ্য সর্বাধিক লাভ করা। কিন্তু একচেটিয়া বাজারে বিক্রেতা কতিপয় বিশেষ সুবিধা ভোগ করে বলিয়া (যেমন, যোগানের উপর নিয়ন্ত্রণ, ক্রেতার অস্থিতিস্থাপক চাহিদা, ইত্যাদি) সে সর্বাধিক লাভ অর্জন করিয়াও অর্থাৎ, প্রান্তিক খরচকে প্রান্তিক আয়ের সমান করিয়াও দামটি প্রান্তিক খরচের বেশী রাখিতে পারে।

একচেটিয়া কারবারের গুণ ও দোষ (Merits and defects of Monopoly)

একচেটিয়া কারবারের গুণ ও দোষ উভয়ই আছে। প্রথমতঃ, একচেটিয়া কারবারের একটি প্রধান গুণ হইতেছে এই যে ইহাতে উৎপাদনব্যয় সংক্ষেপ হয়। কারণ, একচেটিয়া কারবার সাধারণতঃ একটি বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান, সুতরাং এখানে বৃহদায়তন উৎপাদনব্যবস্থার সব রকম সুবিধা পাওয়া যায়। একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে বেশী দামে জিনিষ বিক্রয় করা সম্ভবপর হয়।

একচেটিয়া কারবারের গুণ

বেশী দামে জিনিষ বিক্রয় করিয়া একচেটিয়া কারবারী যে লাভ করে তাহার সাহায্যে একচেটিয়া কারবারী উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি করিয়া বাজারে নিজের একাধিপত্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ইহার উত্তরে বলা যায় প্রতিযোগিতার বাজারে উৎপাদন খরচ যথেষ্ট কমিয়া যায়। বরং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, একচেটিয়া কারবার হইতেও প্রতিযোগিতার বাজারে উৎপাদন খরচ বেশী কম হয়। দ্বিতীয়তঃ, একচেটিয়া কারবারে যোগানের উপর একচেটিয়া বিক্রেতার কর্তৃত্ব থাকে বলিয়া এবং চাহিদা অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক থাকে বলিয়া একচেটিয়া বিক্রেতাকে বেশী ঝুঁকির বোঝা বহন করিতে হয় না। পক্ষান্তরে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ঝুঁকির সম্ভাবনা বেশী থাকে।

তৃতীয়তঃ, একচেটিয়া কারবারে অতিরিক্ত উৎপাদন (excess production or over-production) হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে, মূল্যস্তরের পরিবর্তনের সম্ভাবনাও খুব বেশী হয় না।

চতুর্থতঃ, একচেটিয়া বিক্রেতার পক্ষে অনেক সময় বিভিন্ন ক্রেতার জন্য বিভিন্ন দাম ধার্য করা সম্ভবপর হয় ইহাতে লাভের সম্ভাবনা বেশী থাকে। কিন্তু প্রতিযোগিতার বাজারে এইভাবে অতিরিক্ত লাভের সম্ভাবনা দেখা যায় না।

পঞ্চমতঃ, জনস্বার্থের পক্ষে প্রয়োজনীয় শিল্পে অথবা সেবায় (public utility service) একচেটিয়া কারবার বিশেষ বাঞ্ছনীয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একই সহরে পাঁচটি বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান থাকিলে অসুবিধার সৃষ্টি হয় এবং অপব্যয়ও হয়।

একচেটিয়া কারবারের সামাজিক সুবিধা

একচেটিয়া কারবারের কোন সামাজিক সুবিধা আছে কিনা সেই বিষয়ে অর্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে একচেটিয়া কারবারের বিক্রেতা ক্রেতাদের শোষণ করে বলিয়া এবং একচেটিয়া বাজারে ক্রেতাদের কোন প্রকার কর্তৃত্ব থাকে না বলিয়া একচেটিয়া কারবার সমাজের পক্ষে হিতকর নয়। আবার অনেকে মনে করেন, একচেটিয়া কারবার যে সব অবস্থায় সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর, তাহা নহে। যদি একচেটিয়া বিক্রেতা বড় লোকের নিকট হইতে বেশী দাম এবং গরীব লোকের নিকট হইতে কম দাম গ্রহণ করে, তবে একচেটিয়া কারবার এবং একচেটিয়া কারবারে দামের তারতম্য (Price discrimination) সমাজের অকল্যাণ সাধন করে না। তাহা ছাড়া, একচেটিয়া কারবারে ব্যবসায়ীগণ প্রচুর লাভ অর্জন করে বলিয়া মূলধন বিনিয়োগের সম্ভাবনাও অনেক বাড়িয়া যায়। ইহাতে সমাজের পক্ষে মংগল হয়। কিন্তু, একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে একচেটিয়া কারবারের যতই গুণ থাকুক না কেন, ইহার গুণ অপেক্ষা ত্রুটির পরিমাণ অনেক বেশী। একচেটিয়া ব্যবসায়ের ফলে আমরা শ্রমিক শোষণ এবং শুধু একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের হাতে সমাজের অর্থনৈতিক শক্তির কেন্দ্রীভূত হওয়া দেখিতে পাই। ইহাতে সমাজের ধনবণ্টন ব্যবস্থায় অসাম্যের সৃষ্টি হয়।

একচেটিয়া কারবারের দোষ

একচেটিয়া কারবারে বিক্রেতা শুধু একটি উদ্দেশ্য দিয়াই প্রধানতঃ চালিত হয়। তাহা হইতেছে সর্বাধিক লাভ করা। যেখানে উৎপাদনের উদ্দেশ্য হইতেছে যেভাবেই হোক কেবল লাভ করা এবং যেখানে যোগানের উপর বিক্রেতার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে, সেখানে উৎপাদনের উৎকর্ষতা অনেক পরিমাণে নষ্ট হয়।

দ্বিতীয়তঃ, একচেটিয়া কারবারে জিনিষপত্রের দাম অথবা বাড়িয়া যায় ইহাতে সাধারণ ক্রেতাদের পক্ষে খুব অসুবিধা হয়। তাহা ছাড়া ক্রেতাদের অস্থিতিস্থাপক চাহিদার সুযোগ গ্রহণ করিয়া বিক্রেতা ক্রেতাদের শোষণ করে।

তৃতীয়তঃ, একচেটিয়া ব্যবসায়ীর হাতে সমাজের সমগ্র অর্থনৈতিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়।

চতুর্থতঃ, একচেটিয়া কারবারে শ্রমিকগণ তাহাদের ন্যায্য মজুরী হইতে বঞ্চিত হয়। শ্রমিকগণ যে জিনিষ উৎপাদন করে, তাহা বিক্রয় করিয়া একচেটিয়া ব্যবসায়ী প্রচুর লাভ করে; অথচ, শ্রমিকগণ কখনই এই লাভের অংশ পায় না।

পঞ্চমতঃ, পূর্ণ প্রতিযোগিতায় বিক্রেতা যত খুশী কোন জিনিষ বিক্রয় করিতে পারে। কিন্তু একচেটিয়া কারবারে কোন জিনিষের যোগানের উপর বিক্রেতার কর্তৃত্ব থাকিলেও সে যতখুশী জিনিষটি বিক্রয় করিতে পারে না। ইহাতে সামগ্রিকভাবে উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া যায়।

সর্বশেষে একচেটিয়া ব্যবসায়ীগণ অনেক সময় অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য অসাধু উপায় অবলম্বন করে। বাজারে কোন জিনিষের কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করিয়া চোরাকারবারের প্রচলন করা, নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে যাহাতে সরকারের আইনগুলি প্রণীত হয় সেইজন্য অবৈধভাবে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা ও সরকারী কর্মচারীদের উৎকোচ প্রদান করা, ইত্যাদি অসাধু উপায় অবলম্বনের দৃষ্টান্ত আধুনিক একচেটিয়া ব্যবসায়ে বিরল নয়। সুতরাং সমাজের কল্যাণের জন্য অনেক ক্ষেত্রে একচেটিয়া ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে।

একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রধান উপায় হইতেছে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ (state intervention)। প্রথমত একচেটিয়া কারবারে বিক্রেতাগণ অনেক সময় যে সকল অসাধু উপায় অবলম্বন করে, সেইগুলি সরকার আইনের সাহায্যে বন্ধ করিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র আইন করিয়া একদিকে দাম বাড়িয়া যাওয়া প্রতিরোধ করিতে পারে এবং অপর দিকে ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনীয় জিনিষ মজুত করিয়া রাখিয়া বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করার নীতি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। সরকার একচেটিয়া বাজারের নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন জিনিষের সর্বোচ্চ দাম নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে।

তৃতীয়তঃ, সরকার অতিরিক্ত মুনাফার উপর কর ধার্য করিতে পারে এবং এইভাবে একচেটিয়া কারবারীদের অধিক লাভ করিবার নীতি প্রতিরোধ করিতে পারে। আবার সরকার এইরকম আইন করিয়া দিতে পারে যে একটি-

নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ হইয়া গেলে একচেটিয়া কারবারী আর দাম বাড়াইতে পারিবে না।

চতুর্থতঃ, যে সকল শিল্প প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাড়িয়া যায় রাষ্ট্র ইহার উপর কর ধার্য করিয়া যে সকল শিল্প প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়িতেছে না সেইগুলির উপর কর কমাইয়া দিতে পারে। এই পদ্ধতি এমনভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে যেন সব শিল্পের প্রান্তিক নীট উৎপাদন (marginal net product) সমান হয় এবং সব শিল্প যেন একান্ত কাম্য উৎপাদনের (optimum output) জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে।

আমেরিকায় Sherman Anti-Trust Law এবং Clayton Act এর মাধ্যমে একচেটিয়া কারবার গঠন করা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু, আমেরিকায় আইন করিয়াও একচেটিয়া কারবার গঠন করা একেবারে বন্ধ করা সম্ভবপর হয় নাই। কারণ আইন ফাঁকি দেওয়ার নানা উপায় বাহির হইয়া গিয়াছে এবং একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বদলে হোল্ডিং কোম্পানী এবং অন্যান্য সংঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

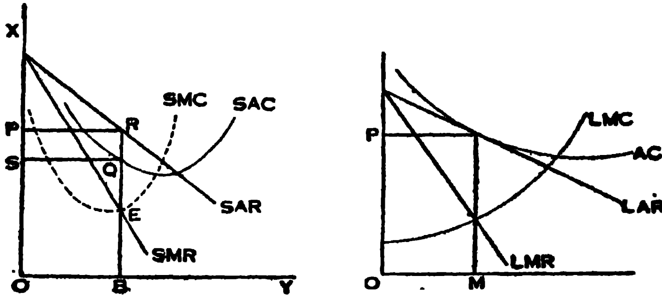
অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় দাম নিরূপণ (Price Determination under Imperfect Competition)

অপূর্ণ প্রতিযোগিতার সংজ্ঞা কি হইবে তাহা লইয়া অধ্যাপিকা জোয়ান রবিনসন (Prof. Joan Robinson) তাঁহার "Economics of Imperfect Competition" বইয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় আমরা পূর্ণ প্রতিযোগিতার অধিকাংশ সর্তগুলির অনুপস্থিতি দেখিতে পাই। অপূর্ণপ্রতিযোগিতায় বিক্রেতাদের জিনিষ একই প্রকৃতির (Homogeneons) নয়, ক্রেতাদের চাহিদা সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক নয় এবং ক্রেতা ও বিক্রেতাদের বাজার সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান নাই। তবে অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মের সংখ্যা অল্পকালে সীমিত থাকে, এবং দীর্ঘকালে বাজারে ফার্মের অবাধ প্রবেশ (free entry) থাকে। ইহার ফলে দীর্ঘকালে প্রতিযোগিতার মাত্রা বাড়িয়া যায়। কিন্তু, যেহেতু চাহিদা কখনই সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক হয় না,—সেজন্য অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় কোন ফার্ম সর্বোত্তম (Optimum) মাত্রায় উৎপাদন করিতে পারে না, অর্থাৎ, দাম কখনই সর্বনিম্ন গড় খরচের (minimum average cost) সমান হয় না। অথচ দীর্ঘকালে বাজারে দামের অবাধ প্রবেশ থাকার দরুণ দাম এবং গড় খরচ (সর্বনিম্ন গড়

খরচ নহে) সমান হয় এবং ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা (normal profit) অর্জন করে। কিন্তু, ইহাতে ফার্মের অতিরিক্ত অব্যবহৃত, উপাদনী ক্ষমতা (excess capacity) থাকিয়া যায় এবং ইহাতে সম্পদের অপচয় (wastage of resources) হয়। স্বল্পকালে বাজারে ফার্মের অবাধ প্রবেশ না থাকায় ফার্মের পক্ষে অতিরিক্ত মুনাফা (excess profit) অর্জন করা সম্ভবপর।

স্বল্প কালই হোক, আর দীর্ঘকালই হোক, অপূর্ণ প্রতিযোগিতায়—কোন ফার্ম সর্বাগ্রে চেষ্টা করিবে সর্বোচ্চ মুনাফা প্রদানকারী উৎপাদন (best-profit output) যাহাতে হয় সেইভাবে উৎপাদন করিতে। উৎপাদন সর্বোচ্চ মুনাফা প্রদান করে তখনই যখন প্রান্তিক খরচ রেখা (marginal cost curve) নীচের দিক হইতে আসিয়া প্রান্তিক আয় রেখাকে (marginal revenue curve) ছেদ করে। যেহেতু চাহিদা সম্পূর্ণ ভাবে স্থিতিস্থাপক নহে সেজন্য গড় আয় রেখা (average revenue curve) নিম্নাভিমুখী হয় এবং প্রান্তিক আয় রেখা (marginal revenue curve) ইহার নীচে থাকে, সেইজন্য দাম সর্বদা প্রান্তিক আয় অপেক্ষা বেশী থাকে, এবং যেহেতু প্রান্তিক আয় এবং প্রান্তিক খরচ সমান, দাম প্রান্তিক খরচ অপেক্ষাও বেশী থাকে। অধ্যাপক চেম্বারলিন যেমন একচেটিয়া মূলক প্রতিযোগিতায় (Monopolistic Competition) বিক্রয়করণ জনিত খরচ (Selling cost) এবং উৎপাদিত সামগ্রীর পৃথকীকরণ (Product diffrentiation)-এর উপর গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন, অধ্যাপিকা জোয়ান রবিনসন অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বিশ্লেষণে ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। অধ্যাপক চেম্বারলিনের অভিযোগ হইতেছে, "Imperfect and Monopolistic Competition have been commonly linked together as dealing with the same subject. Their similarities seem to be adequately appreciated; their dissimilarities hardly recognised". যদি একচেটিয়া মূলক প্রতিযোগিতা হয় একচেটিয়া কারবার এবং পূর্ণপ্রতিযোগিতার সংমিশ্রণ ("a blending of monoply and competition"), তবে অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় আমরা দেখিতে পাই, একচেটিয়া কারবার এবং পূর্ণ প্রতিযোগিতার উপাদান পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র ("monopoly and competition are mutually exclusive".)

এখন দেখা যাক, স্বল্পকালে ও দীর্ঘকালে অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় কিভাবে ভারসাম্য অর্জিত হয় এবং দাম স্থির হয়। নিম্নের চিত্রগুলিতে ইহা দেখান হইল :—



চিত্র নং ৬২

এই চিত্রগুলি হইতে বোঝা যাইতেছে যে স্বল্পকালই হোক আর দীর্ঘকালই হোক, ফার্মের ভারসাম্য অর্জিত হইবে যেখানে প্রান্তিক খরচ এবং প্রান্তিক আয় সমান হয়। উপরে অংকিত চিত্রগুলিতে SMC, SMR, LMC এবং LMR হইতেছে যথাক্রমে স্বল্পকালীন প্রান্তিক খরচ রেখা, স্বল্পকালীন আয় রেখা, দীর্ঘ-কালীন খরচ রেখা এবং দীর্ঘকালীন প্রান্তিক আয় রেখা। তাহা ছাড়া SAR এবং LAR রেখা দুইটি হইতেছে যথাক্রমে স্বল্পকালীন এবং দীর্ঘকালীন গড় আয় রেখা। OM হইতেছে ভারসাম্য অর্জনকারী অথবা সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন কারী উৎপাদন ; OP হইতেছে দাম ; স্বল্পকালে দাম গড় আয় অপেক্ষা যতটা বেশী ততটা হইতেছে অতিরিক্ত মুনাফা, দীর্ঘকালে দাম গড় খরচের সমান বটে, কিন্তু সর্বনিম্ন গড় খরচের সমান নহে। সুতরাং দীর্ঘকালে ফার্মের স্বাভাবিক মুনাফা (normal profit) অর্জিত হইলেও, সর্বোত্তম পর্যায়ে উৎপাদন (optimum production) হয় নাই। এইজন্য এইক্ষেত্রে ফার্মের কিছু অতিরিক্ত এবং অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা (excess capacity) রহিয়া গিয়াছে এবং সম্পদেরও কিছু অপচয় হইয়াছে। অথচ দাম স্বল্পকালে ও দীর্ঘকালে প্রান্তিক খরচ অপেক্ষা বেশী।

একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা (Monopolistic Competition)

অধ্যাপক চেম্বারলিনের মতে বাস্তবজগতে আমরা পূর্ণ প্রতিযোগিতা বা সম্পূর্ণভাবে একচেটিয়া বাজার (Pure Monopoly) কোনটিই দেখিতে পাইনা। আমরা বাস্তবে যে ধরণের বাজার দেখিতে পাই, তাহাতে পূর্ণ

প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়া কারবার উভয়েরই কিছু কিছু উৎপাদন আছে। এই ধরণের বাজারকে অধ্যাপক চেম্বারলিন একচেটিয়া ভাবাপন্ন প্রতিযোগিতা বা Monopolistic Competition বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অধ্যাপক চেম্বারলিনের মতে একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য আছে :

(১) বাজারে অনেক ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে।

(২) অল্প সময়ে বিভিন্ন ফার্ম বাজারে প্রবেশ করিতে পারে না; কিন্তু, দীর্ঘ সময়ে বিভিন্ন ফার্ম স্বাধীনভাবে বাজারে প্রবেশ করিতে পারে এবং বাজারটিকে অনেক পরিমাণে প্রতিযোগিতামূলক করিতে পারে।

(৩) সব বিক্রেতা এক ধরণের জিনিষ বিক্রয় করে না; তাহাদের বিক্রয়ের জিনিষগুলির মধ্যে গুণগত পার্থক্য (differentiation) থাকে। বিক্রেতাগণ তাহাদের নিজ নিজ জিনিষের উৎকর্ষতা প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপন (advertisement) দেওয়া এবং অন্যান্য প্রচার-কাজ করিয়া থাকে। এইজন্য তাহারা কিছু পরিমাণ বিক্রয়-জনিত খরচ (selling cost) করিয়া থাকে। এই খরচের ফলে ক্রেতার চাহিদা বাড়িয়া যায় এবং নূতন নূতন জিনিষের জন্যও চাহিদার সৃষ্টি হয়।

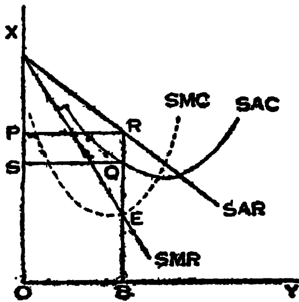
(৪) বিক্রেতার ভারসাম্য অর্জিত হয় তখনই যখন তাহার প্রান্তিক খরচ (marginal cost) তাহার প্রান্তিক আয়ের (marginal revenue) সমান হয়। কিন্তু দাম প্রান্তিক খরচ অথবা প্রান্তিক আয় অপেক্ষা বেশী হয়। স্বল্পকালীন দামও গড়পড়তা মোট খরচ অপেক্ষা বেশী হয়। কিন্তু দীর্ঘকালীন দাম গড়পড়তা মোট খরচের (average total cost) সমান হয়। ইহা মনে রাখিতে হইবে যে দীর্ঘকালীন দাম গড়পড়তা মোট খরচের সমান হইলেও গড়পড়তা মোট খরচ তখন পূর্ণ প্রতিযোগিতার ন্যায় ইহার সর্বনিম্ন পর্যায়ে (minimum level) থাকে না। অল্প সময়ে প্রত্যেকটি ফার্ম আলাদাভাবে ভারসাম্য অর্জন করে। কিন্তু, দীর্ঘ সময়ে বিভিন্ন ফার্ম একটি দলে (Group) একত্রিত হইয়া ভারসাম্য অর্জন করে। ইহাকে সমষ্টিগত ভারসাম্য বা Group Equilibrium বলে।

(৫) দীর্ঘকালে ক্রেতাদের চাহিদা অনেক পরিমাণে স্থিতিস্থাপক থাকে। কিন্তু, এই স্থিতিস্থাপকতা পূর্ণ প্রতিযোগিতার মত সম্পূর্ণ নয়।

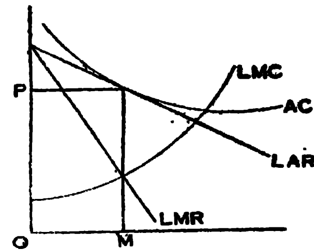
একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে এই বাজারে একচেটিয়া কারবার এবং পূর্ণ প্রতিযোগিতা উভয়েরই কিছু

কিছু উপাদান আছে। যখন দেখিতে পাই, বাজারে অনেক বিক্রেতা, দীর্ঘকালে সব বিক্রেতাই স্বাধীনভাবে বাজারে প্রবেশ করিতে পারে, দীর্ঘকালের দাম গড়পড়তা খরচের সমান হয় এবং কেহই কোনভাবে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করে না (অথচ অল্প সময়ে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করিতে পারে), তখন আমরা বাজারে প্রতিযোগিতার মাত্রা (degree of competition) বেশী দেখিতে পাই। আবার যখন দেখিতে পাই, দাম প্রান্তিক খরচ অপেক্ষা বেশী এবং চাহিদা কোন অবস্থায় সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক হয় না, এবং ফার্ম সর্বোত্তম পর্যায়ে (optimum level) উৎপাদন করিতে পারে না, তখনই বাজারে আমরা একচেটিয়া কারবারের উপাদান দেখিতে পাই। সেইজন্যই বলা হয় একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা হইতেছে একচেটিয়া কারবার এবং পূর্ণ প্রতিযোগিতার সমন্বয়।

নিম্নে দুইটি চিত্রে স্বল্পকালে এবং দীর্ঘকালে একচেটিয়া মূলক প্রতিযোগিতার কিভাবে দাম নিরূপিত হয়, তাহা দেখান হইল :—



চিত্র নং ৬৩ (ক)



চিত্র নং ৬৩ (খ)

অল্প সময়ে উপরের ৬৩ (ক) নং চিত্রটিতে একটি ফার্ম E বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জন করিবে। কারণ, এখানে তাহার প্রান্তিক খরচ ও প্রান্তিক আয় সমান হইয়াছে। OB পরিমাণ জিনিষ বাজারে বিক্রীত হইবে। কিন্তু, দাম হইবে BR, অথবা OP ; দাম প্রান্তিক খরচ অপেক্ষা বেশী। এখানে বাজারে একচেটিয়া কারবারের উপাদান দেখা যায় ; BQ হইতেছে স্বল্পকালীন গড়-পড়তা খরচ। BR হইতে BQ বাদ দিলে, অর্থাৎ দাম হইতে গড়পড়তা খরচ বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহা অর্থাৎ PROS আয়তন হইতেছে বিক্রেতার অতিরিক্ত লাভ।

দ্বিতীয় চিত্রটিতে অর্থাৎ, ৬৩ (খ) চিত্রটিতে দীর্ঘকালীন দাম নিরূপণ দেখান

হইল। দীর্ঘকালে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বাড়িয়া যায়; কারণ বিভিন্ন ফার্ম বাজারে প্রবেশ করিয়া নিজ নিজ জিনিষের উৎকর্ষতা বাড়াইবার চেষ্টা করে এবং তাহার প্রচার করে। ফলে ক্রেতাদের চাহিদা বাড়িয়া যায় এবং ফার্মেরও গড়পড়তা খরচ বাড়িয়া যায়। ইহার ফলে দাম নিরূপিত হয় সেই বিন্দুতে যেখানে ইহা গড়পড়তা মোট খরচের (average total cost) সমান। কিন্তু যে বিন্দুতে প্রান্তিক আয় প্রান্তিক খরচের সমান, বিভিন্ন ফার্ম সেই বিন্দুতে দলবদ্ধভাবে ভারসাম্য অর্জন করিতেছে। ইহাকে সমষ্টিগত ভারসাম্য (group equilibrium) বলা হয়। এখানেও OM পরিমাণ জিনিষ বাজারে বিক্রীত হইবে। OP হইতেছে দাম। মনে রাখিতে হইবে, এই OM পরিমাণ উৎপাদন একান্ত কাম্য উৎপাদন অথবা optimum output অপেক্ষা কম। এখানেই পূর্ণ প্রতিযোগিতার সংগে একচেটিয়া মূলক প্রতিযোগিতার প্রধান পার্থক্য।

বিক্রয় করণ খরচ (Selling Cost) বা Advertisement Cost

একচেটিয়াভাবাপন্ন প্রতিযোগিতায় সব বিক্রেতারই জিনিষের মধ্যে তারতম্য (Differentiation) থাকে। ইহাতে প্রত্যেকেই নিজের জিনিষের বিশেষ গুণগুলি বাজারের ক্রেতাদের জানাইবার জন্য প্রচার কাজ সুরু করে। এইজন্য যে খরচ হয়, সেই খরচকেই আমরা Selling Cost বলি। এই ধরণের খরচের ফলে শুধু যে ক্রেতাদের চাহিদা বাড়িয়া যায়, তাহাই নহে, কোন জিনিষের জন্য ক্রেতাদের নূতন চাহিদারও সৃষ্টি হয়; অপর দিকে এই বিজ্ঞাপনের খরচ অথবা প্রচারের খরচ হইবার জন্য ফার্মের গড় খরচও বাড়িয়া যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রচার কার্য জনিত অতিরিক্ত যে খরচ হয় তাহা অপেক্ষা প্রান্তিক আয় বেশী হয়, ততক্ষণ পর্যন্তই একটি ফার্ম এই প্রকার খরচ করিতে থাকিবে। যখন প্রচার কার্য জনিত অতিরিক্ত খরচ প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান হয়, তখন ফার্মের ভারসাম্য অর্জিত হয়। সুতরাং বিক্রয় করণ খরচের তত্বটি প্রান্তিক তত্বকে (marginal theory) বর্জন করে না, সংস্কার করে। বিক্রয় করণ খরচের ফলে গড় খরচও বাড়িয়া যায়। গড় মোট খরচ (average total cost) বলিতে একচেটিয়া মূলক প্রতিযোগিতায় বুঝায় গড় স্থির খরচ, গড় পরিবর্তনীয় খরচ এবং গড় বিক্রয়জনিত খরচের সমষ্টি। অল্পসময়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক ফার্ম বাজারে অতিরিক্ত মুনাফা (excess profit) ভোগ করে বলিয়া অন্যান্য ফার্মগুলি বাজারে প্রবেশ করিতে উৎসাহিত হয়। দীর্ঘকালে যখন বিভিন্ন ফার্ম অবাধে

বাজারে প্রবেশ করে, তখন তাহারা নিজের নিজের উৎপাদিত জিনিষগুলিকে উন্নত করিয়া পরস্পরের সংগে প্রতিযোগিতা করে; এইভাবে উৎপাদিত জিনিষগুলির গুণগত তারতম্য হয়। শুধু তাহাই নহে। এই গুণগত তারতম্যের প্রচারের জন্য বিক্রেতাগণ নানাভাবে তাহাদের জিনিষগুলির জন্য ক্রেতার চাহিদা বাড়াইতে অথবা ক্রেতাদের নূতন চাহিদা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করে। এইভাবে বিক্রয় জনিত খরচ ক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার তীব্রতা বাড়াইয়া দেয়। প্রতিযোগিতার তীব্রতা যতই বাড়ে, চাহিদারেখা ততই উপরে উঠিতে থাকে এবং সেই সংগে গড় খরচ রেখাটিও উপরে উঠিতে থাকে। বিভিন্ন ফার্মগুলিও তখন বাজারে একচেটিয়া উৎপাদন মূলক বজায় রাখিবার জন্য দলবদ্ধ হয়। ফার্মগুলি তখন দলবদ্ধ ভাবে ভারসাম্য অর্জন করে। ইহাকে Group Equilibrium বলে। যখন গড় খরচ রেখাটি চাহিদা রেখার সহিত tangent হয়, তখন বাজারে দাম স্থির হয়। এই অবস্থায় ফার্মগুলি কোন অতিরিক্ত লাভ অর্জন করে না। ইহা বিক্রয় করণ খরচের প্রভাবেই সম্ভব হইয়াছে। একচেটিয়া ভাবাপন্ন প্রতিযোগিতায় আমরা দেখিতে পাই, উৎপাদক যখনই এই ধরণের খরচ করে, তখনই ক্রেতাদের চাহিদা রেখা উপরের দিকে উঠিয়া যায়।

একটি ফার্মের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা হইল কিভাবে উৎপাদন, দাম এবং বিক্রয় করণ খরচের মধ্যে একটি আদর্শ সমন্বয় করা যায়। এমন ভাবে সেই সমন্বয় করিতে হয় যেন ফার্মের লাভের পরিমাণ সর্বাধিক হয়।

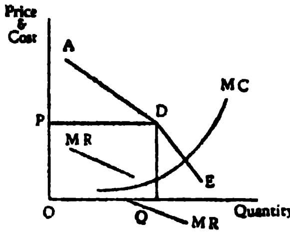
মুষ্টিমেয় বিক্রেতার প্রতিযোগিতা বা অলিগোপলি (Oligopoly):

ইতিপূর্বে আমরা বাজারে বিভিন্ন প্রকারের প্রতিযোগিতার ভিতর প্রভেদ করিয়াছি, তাহার কারণ আমরা বাজারে দৃষ্ট প্রতিযোগিতাটিকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে চাই। পূর্ণ-প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়া কারবার হইতে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা বাজার অবস্থার অধিকতর প্রতিচ্ছবি। কিন্তু স্থান, কাল হিসাবে বাজারের কাঠামোও পরিবর্ত্তিত হয়। সেইজন্য অনেক অর্থবিজ্ঞানী মনে করেন যে, একচেটিয়া মূলক প্রতিযোগিতা (monopolistic competition) অপূর্ণ প্রতিযোগিতা অপেক্ষাও অধিকতর প্রতিচ্ছবি। কিন্তু বর্ত্তমান লেখকদ্বয়ের মত এই যে, কোন্ প্রতিযোগিতা বাজারের যথার্থ রূপটি ফুটাইয়া তুলিতে পারিবে তাহার অনুসন্ধানের কোন যৌক্তিকতা নাই,

দুইটি কারণে। প্রথমতঃ প্রতিযোগিতার স্বরূপ সময়ের সহিত পরিবর্ত্তিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, দ্রব্য হিসাবে প্রতিযোগিতার তীব্রতা পরিবর্ত্তিত হয়। যদি আমরা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামোর দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যের বাজারে এক বিশেষ প্রকারের প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করিব। এইরূপ প্রতিযোগিতায় মোট প্রতিযোগীর সংখ্যা তিন হইতে দশ বা পনের পর্যন্ত। এইরূপ প্রতিযোগিতা সম্পন্ন বাজারকে অলিগোপলি (oligopoly) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বাজারে যখন এইরূপ কয়েকজন মুষ্টিমেয় প্রতিযোগি থাকে, তখন সেই বাজারে প্রতিটি প্রতিযোগীই অপর উৎপাদনকারীকে আপনার শত্রু বলিয়া গণ্য করে এবং তাহাকে বাজারে হইতে বহিষ্কার করিবার পন্থা অনুসন্ধান করে। এইজন্য অলিগোপলি বাজার প্রতিটি উৎপাদনকারী তাহার প্রতিযোগীদের সম্ভাব্য ক্রিয়াধারা হইতে আশঙ্কান্বিত হইয়া থাকে। অধ্যাপক রথ্‌চাইল্ডের মতে অলিগোপলি বাজারের ব্যাখ্যার জন্য অর্থবিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মগুলি প্রযোজ্য হইবে না। বিভিন্ন প্রতিযোগী বাজার আপন প্রতিষ্ঠার ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই অবলম্বন করে না, বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যেমন দেশের আইনব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মত স্বপক্ষে আনয়ন,—গ্রহণ করিতেও তাহারা অপারগ হয় না। সেইজন্য প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং প্রান্তিক ব্যয়ের হিসাব এইখানে অগ্রগণ্য নহে। তবে কি অলিগোপালির বাজারের কোন অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা একেবারেই অসম্ভব ? যদি আমরা রাজনৈতিক কারণে ব্যয়ের উপর ততটা গুরুত্ব না দেই, তাহা হইলে অধ্যাপক সুইজির (Sweezy) অনুসরণে আমরা অলিগোপলি বাজারের একটা প্রতিচ্ছবি দিতে পারি।

আমরা মনে করি সকল উৎপাদনকারীই একটি দ্রব্য উৎপাদন করিতেছে এবং কোন উৎপাদনকারীই অপরের সহিত সংঘবদ্ধ হইয়া জোট সৃষ্টি করিতেছে না। অতএব প্রতিটি উৎপাদনকারীকে আত্মরক্ষার জন্য নিজস্ব ক্ষমতার উপর নির্ভর করিতে হইবে। যেহেতু, প্রতিটি উৎপাদনকারীই মনে করিতেছে যে তাহার প্রতিযোগীরা তাহাকে বাজার হইতে বহিষ্কার করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে, সুতরাং প্রত্যেকেই একটা স্থিতাবস্থায় আসিতে চাহিবে। বাজারের এই আতঙ্কাবস্থা হইতেই বাজারে একটি দাম স্থির হইবে, যাহা হইতে কোন উৎপাদনকারীই বিচ্যুত হইতে চাহিবে না। এই অপরিবর্তনীয়

দামই (Price rigidity) অলিগোপালি বাজারের বৈশিষ্ট্য। এই দাম অপরিবর্তনীয়তার জন্য অলিগোপালি বাজার কোন একজন উৎপাদনকারী যে চাহিদা রেখা দেখিতে পায় তাহাতে একটি কোন (kink) যুক্ত হইয়া যায়। এইজন্য অলিগোপলি বাজারের চাহিদাকে kinked demand বলে। নিম্নাঙ্কিত চিত্র (চিত্রে নং ৬৪) ইহা দেখান হইয়াছে। এই চিত্রে (চিত্র নং৬৪) OP বা QD বাজারে স্থির দাম। এই স্থিরতার ফলে চাহিদা রেখা AEর D বিন্দুতে একটি খাঁজ বা কোণের সৃষ্টি হইয়াছে। চাহিদা রেখাটির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই আমরা দেখিতে পাই যে ইহার AD অংশ অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক এবং DE অংশ অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক। ইহার কারণ এই যে, যদি কোন উৎপাদনকারী বাজার দাম QD অপেক্ষা বেশী দাম চাহে, তাহা হইলে তাহাকে বহিষ্কারের সহজ সুযোগ মনে করিয়া তাহার প্রতিযোগীরা কেহই দাম বৃদ্ধি করিবে না। ফলে সেই উৎপাদমকারীর বিক্রয়ের পরিমাণ দ্রুত হ্রাস পাইবে। সেইজন্য QD হইতে বেশী দামের জন্য চাহিদা রেখা স্থিতিস্থাপক। আবার যদি কোন একজন উৎপাদনকারী QD অপেক্ষা কম দাম চাহে, তাহা হইলে তাহার প্রতিযোগীরা তাহার সুবিধা বন্ধের জন্য সকলেই দাম কমাইবে। ফলে তাহার একক বিক্রয় বৃদ্ধি বিশেষ সম্ভব হইবে না। এইজন্য QD হইতে কম দাম হইলে চাহিদা রেখা অস্থিতিস্থাপক।



চিত্র নং ৬৪

অঙ্ক শাস্ত্র হইতে দেখান যায় যে যখন চাহিদা রেখা এরূপ কোন যুক্ত হয়, তখন প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ রেখাতে (MR) বিচ্ছিন্নতা দেখা দিবে। এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ রেখার একটি অংশ ঋণাত্মক (negative) হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিবে। এই অবস্থায় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং প্রান্তিক ব্যয়ের সমতার বিন্দু খুঁজিয়া বাহির করিবার কোন অর্থ হয় না। অবশ্য ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে অলিপোপলির সকল ক্ষেত্রেই উপরের ব্যাখ্যার প্রয়োগ হয় না। অনেক সময় অলিগোপলিতে দাম নির্দ্ধারণের জন্য নেতৃস্থানীয় ফার্ম থাকে (Price leader)। এই নেতৃস্থানীয় ফার্ম যাহা করে অন্যান্য ফার্ম তাহারই অনুসরণ করে। এই নেতৃস্থানীয় ফার্মের কতকগুলি সুবিধা আছে যাহা

অন্যান্য ফার্মের নাই। যেমন, দাম বৃদ্ধির সময়, নেতৃস্থানীয় ফার্ম যাহা করিবে অন্যান্য ফার্মকে তাহারই অনুসরণ করিতে হইবে। কিন্তু যদি নেতৃস্থানীয় ফার্ম দাম কমায় তাহা হইলে অন্যান্য ফার্মের দাম কমাইবার সম্ভাবনা থাকে না। সেইজন্য নেতৃস্থানীয় ফার্মের চাহিদা রেখার উর্দ্ধাংশ অস্থিতিস্থাপক এবং নিম্নাংশ স্থিতিস্থাপক।

উপরের আলোচনার তুইটি সমালোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, এই আলোচনায় কিভাবে বাজার দাম নির্দ্ধারিত হয় সে সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই। আমরা অর্থনীতিতে প্রধান চেষ্টাই করিতেছি বাজার দাম নির্দ্ধারণের পিছনে ক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে বাহির করিতে। কিন্তু এখানে সেই শক্তি-গুলির অবস্থিতি বা উৎসগুলির অনুসন্ধানের কোন প্রয়াসই নাই। দ্বিতীয়তঃ, এখানে মনে করা হইতেছে যে সবগুলি ফার্মই মোটামুটি ভাবে একই শক্তি সম্পন্ন। কিন্তু ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যে বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান সেখানে একটি সুবৃহৎ ফার্ম তাহার পক্ষপুটে কয়েকটি ছোট ছোট ফার্মকে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে অলিগোপলি বাজারে প্রতিযোগিতার ভয়ঙ্করতা নাই। কিন্তু যেখানে সকল ফার্মই একই শক্তি সম্পন্ন সেখানে ফার্মগুলি দ্রব্যের পরিবর্ত্তন সাধনও করিতে চাহিবে।

এই সমালোচনা সত্য হইলেও আমাদের আলোচনায় অলিগোপলি বাজার দামের অপরিবর্ত্তনীয়তা উদ্ঘাটিত হইয়াছে ; বর্ত্তমান পর্যায়ে ইহাই যথেষ্ট।

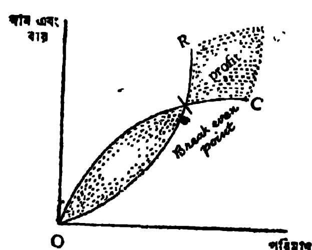
ফার্মের ভারসাম্য সম্বন্ধে অতিরিক্ত আলোচনা (Additional discussion about the Firm's Equilibrium)

ইতিপূর্বের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে ফার্ম এমন ভাবে দাম নির্দ্ধারণ করে, যাহাতে তাহার মুনাফা সর্বাধিক হয়। এই মুনাফা সর্বাধিক করিবার জন্য ফার্ম প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং প্রান্তিক ব্যয়ের সমতা অর্জন করে। এই তত্ত্ব যুক্তির দিক হইতে অভ্রান্ত হইলেও, ইহার ভিতরে অনেক সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষেই কি ফার্ম প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ অর্থ (MR) এবং প্রান্তিক ব্যয়ের (MC) সমতার মাধ্যমে মুনাফা সর্বাধিক করিবার চেষ্টা করে ? ইদানীং কালে ফার্ম সম্বন্ধীয় আলোচনায় কয়েকটি নূতন বিষয়ে আলোক সম্পাত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, অনেকেই মনে করিতেছেন যে ফার্ম মুনাফা সর্বাধিক করিবার চেষ্টা করে না। অধ্যাপক

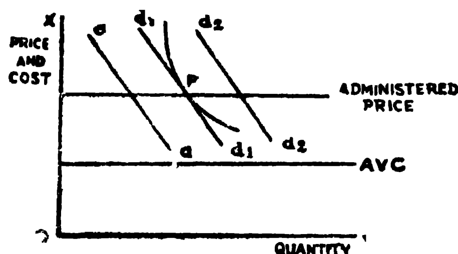
সিটোভ্স্কির (Scitovsky) মত এই যে, যেহেতু ফার্মের পরিচালনার পিছনে এক বা একাধিক উৎপাদনকারী থাকে, যাঁহার বা যাঁহাদের উপর উৎপাদনের সমস্ত দায়িত্ব নির্ভরশীল, অতএব পরিতৃপ্তি সর্বাধিক করাই বরং ফার্মের লক্ষ্য হইবে। অধ্যাপক সিটোভস্কি দেখাইয়াছেন যে, পরিতৃপ্তি সর্বাধিক করা এবং মুনাফা সর্বাধিক করা, এই দুইটি নীতির সহাবস্থান সম্ভব নয়। অর্থাৎ যদি ফার্ম পরিতৃপ্তি সর্বাধিক করিতে চায় তাহা হইলে তাহার পক্ষে মুনাফা সর্বাধিক করা সম্ভব নয়। অধ্যাপক বাউমল (Prof Boumal) অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে ফার্মের পরিচালনার ভিতরে এত বেশী খুটিনাটি রহিয়াছে যে ফার্মের পক্ষে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং প্রান্তিক ব্যয়ের হিসাব রাখা সম্ভব হয় না। তাঁহার অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে, ফার্ম কতটা মুনাফা চায় তাহা পুর্ব হইতেই নির্দ্ধারিত করা হয়। একবার এই মুনাফা আয়ত্ত হইলে, ফার্ম তাহার বিক্রয়ের পরিমাণকেই সর্বাধিক করিতে চায়। সুতরাং মুনাফা সর্বাধিক করিবার প্রশ্নই আসে না। দ্বিতীয়তঃ, ইহা বলা হয় যে দাম নির্দ্ধারণের জন্য ফার্ম প্রান্তিক ব্যয় বা প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ অর্থ হিসাব করিতে বসে না। এই দ্বিতীয় মতবাদে বাজার দামকে ফার্মের বাজারকে প্রভাবান্বিত করিবার অস্ত্র হিসাবে গণ্য করা হয়। প্রধানতঃ **দুইভাবে** দাম নির্দ্ধারণ করা হয় বলিয়া মনে করা হয়। প্রথমতঃ, ফার্মের গড় ব্যয়ের সহিত একটি মুনাফার অংশ যোগ করিয়া দাম চিহ্নিত করা হয়। এই প্রকারের দাম নির্দ্ধারণের পদ্ধতিকে চিহ্নিত দাম করণ পদ্ধতি (Mark-up Prices) বলা যাইতে পারে। এই প্রকারের দাম চিহ্নিত করণের পিছনে প্রধান যুক্তি হইল এই যে ফার্মের নিয়মিত কার্যাবলীর প্রাচুর্যতা অত্যধিক হওয়ার ফলে, ফার্মের পক্ষে প্রান্তিক হিসাব নিকাশ করা সম্ভবপর নয়। সেই জন্য মুনাফার একটি অংশ বিক্রয়ের শতকরা অংশ হিসাবে ফার্ম তুলিয়া আনিতে চায়। দ্বিতীয়তঃ, ফার্মের পক্ষে সকল অবস্থাতে মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয় না। কোন কোন অবস্থার জন্য ফার্ম মুনাফা অর্জন করিতে পারে, আর কোন কোন অবস্থার জন্য ফার্মকে ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। ফার্মের পরিচালনার প্রধান কাজই হইল ফার্মকে ক্ষতির অংশ হইতে মুনাফার অংশে চালিত করিয়া লইয়া যাওয়া। অর্থাৎ বাজার দামকে ফার্মের প্রশাসনিক অস্ত্র হিসাবে চিন্তা করিতে হইবে। ফার্ম তাহার আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং মুনাফার দিক বিচার করিয়া দাম নির্দ্ধারণ

করিবে। হয়ত এই দাম নির্দ্ধারণের ফলে ফার্মের ক্ষতি হইবে, কিন্তু তাহাতে দাম পরিবর্ত্তন না করিয়া বাজার চাহিদাকে প্রভাবান্বিত করিতে চেষ্টা করিবে।

এমন একটি অবস্থা আসিবে যখন ফার্মের নিকট মুনাফার দুয়ার উন্মুক্ত হইবে। যে দামের জন্য ফার্ম ক্ষতির কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া মুনাফার মুক্তির দুয়ারে উপস্থিত হয়, তাহাকে অধ্যাপক স্যামুয়েলসন Break-ever point বলিয়াছেন। দাম নির্দ্ধারণের এই যে প্রক্রিয়া ইহাকে অধ্যাপক গ্যালব্রেথ প্রশাসনিক দাম নির্দ্ধারণ পদ্ধতি (administered pricing) বলিয়াছেন। Break-even point হইতেছে ফার্মের এমন একটি অবস্থা যেখানে ফার্ম ক্ষতিও স্বীকার করিতেছে না, কিন্তু মুনাফাও অর্জন করিতে শুরু করে নাই। নিম্নলিখিত চিত্রদ্বয়ের সাহায্যে এই তত্ত্বটি বুঝান হইয়াছে। ৬৫ নং চিত্রে OR হইতেছে মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ রেখা এবং OC হইতেছে



৬৫নং চিত্র



৬৬নং চিত্র

মোট ব্যয় রেখা। B বিন্দু হইতেছে Break even point। B বিন্দুর বাম পার্শ্বে ফার্মের ক্ষতি, এবং দক্ষিণ পার্শ্বে ফার্মের মুনাফা। ফার্ম সাধারণ অবস্থায় B বিন্দুতে উৎপাদন করিতে চাহিবে। ৬৬ নং চিত্রে দেখান হইয়াছে যে ফার্ম গড় বিক্রয়লব্ধ অর্থের উপর একটা মুনাফার অংশ যোগ করিয়া প্রশাসনিক দাম নির্দ্ধারণ করিয়াছে। যখন বাজার চাহিদা dd, তখন ফার্মের ক্ষতি। যেহেতু গড় ব্যয় রেখা AC, সুতরাং ফার্ম চাহিবে যাহাতে চাহিদা রেখা d_1 d_1 হয়। সুতরাং P বিন্দুতে ফার্ম Break even Point অর্জন করিবে। যদি চাহিদা রেখা d_2 d_2 হয় তাহা হইলে ফার্ম মুনাফার রাজ্যে প্রবেশ করে।

এই তত্ত্ব হইতে এটুকু জানিতে পারা যায় যে ফার্ম কখনও বেশী মুনাফা, কখনও বা কম মুনাফা লাভ করে। কিন্তু যখন ফার্ম সর্বাধিক মুনাফা লাভ করে তাহা নির্দ্ধারণ করা দুঃসাধ্য।

Exercies

1. How is price determined under perfect competition ?
2. Analyse carefully the conditions of equilibrilum, under Perfect competition of the individual firm in the short and the long periods. (N. B. University B. A. Part 1963)
3. Both the monopolist and the competitive producers aim at maximising their net gains. Show how they achieve this objective (C. U. B. A Part I 1964)
4. Show how price is determined under monopoly. When can a monopolist charge different prices from different customers ? (N. B. U, B. A. 1963)
5. Under what conditions is it possible for a monopolist to charge discriminating prices ? How does he determine the prices that he charges in different markets in such cases ? (C. U. B. A. Part I 1963.)
6. "Imperfect competition may result in wastage of resources, too high price, and get no profits for the imperfect competitors". Explain this statement. (C. U. B. A, Part I 1963)
7. When does competition become imperfect in a market ? Discuss the principles which determine value in an imperfect market. (C. U. B. A. Part I 1962)
8. Explain the nature of the short-run and the long-run average cost curves of a firm, and the relationship between the two. (C. U. B. A, Part I 1962)
9. How far is the Law of Increasing Returns compatible with Perfect competition ?

10. Write a short note on the break-even point in competitive pricing.

11. What do you mean by oligopoly? What is the shape of the demand curve facing an oligopolist? How does it influence price?

12. What do you mean by perfect competition? In what respect does it differ from imperfect competition and monopolistic competition?

13. Explain the equilibium of a firm under monopolistic competition in the short run and in the long run.

14. Write a note on selling cost.

15. Write a note on the nature of oligopolistic behaviour. Explain the nature of the demand curve facing an oligopolist.

16. "There are potent restrictions on the price-fixing powers of the monopolist". Elucidate the statement.

17. "Pure competition does not exist. Pure monopoly is rare, what we actually find is a blending of the two" Explain the statement.

18. "The fact is that we never find monopoly undiluted by competition and very rarely find competition undiluted by monopoly," Discuss the statement.

১৩

উৎপাদনের উপাদানের বাজার ফার্মের ভারসাম্য

দ্রব্যের বাজারে ফার্মের ভারসাম্য আলোচনা করিবার সময় ক্রেতা তাহার পরিতৃপ্তি এবং ফার্ম তাহার মুনাফা সর্বাধিক করিতে চায় বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কোন একটা কিছুকে সর্বাধিক করিবার প্রবণতা লইয়া আমাদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ চলিতে থাকে বলিয়া আমরা ধরিয়া লই। ফার্ম যখন উৎপাদনের উপাদানের বাজারে ক্রয় করিতে চায় তখনও মুনাফা সর্বাধিক করিবার প্রবণতা তাহার ভিতর বিদ্যমান থাকে। সুতরাং দ্রব্যের বাজারে ক্রয় এবং উৎপাদনের উপাদানের বাজারে ক্রয়ের ভিতর একটি বিরাট সাদৃশ্য বর্ত্তমান। দ্রব্যের বাজারে ক্রেতা একটি নির্দিষ্ট আয় লইয়া প্রবেশ করে এবং বিভিন্ন দ্রব্যের ভিতর এমন সমন্বয় সাধন করে যাহাতে ঐ নির্দিষ্ট আয়ের ভিতর সর্বাধিক পরিতৃপ্তি পাওয়া যায়। উৎপাদনের উপাদানের বাজারেও ক্রেতা নির্দিষ্ট পরিমাণ আয় লইয়া বাজারে প্রবেশ করে এবং ঐ আয়ের ভিতর বিভিন্ন উৎপাদনের উপাদানের এমন একটি সমন্বয় করে যাহাতে তাহার উৎপাদন সর্বাধিক হয়। সুতরাং দ্রব্যের বাজারে ক্রেতার ভারসাম্য দেখাইবার জন্য যেরূপ নিরপেক্ষ রেখার সাহায্য লইয়াছিলাম, এখানেও সেইরূপ প্রক্রিয়ার সাহায্য লওয়া যাইতে পারে।

মনে করি ক্রেতা উৎপাদন করে। উপাদান দুইটি মনে করি, মূলধন এবং শ্রম। প্রথমেই উৎপাদনকারী দেখে যে কোন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন করিবার জন্য মূলধন এবং শ্রমের বিভিন্ন সমন্বয় করা যাইতে পারে। কখনও কিছু বেশী শ্রম ও কম মূলধন এবং কখনও বেশী মূলধন ও কম শ্রম দিয়া সমান পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদিত হইবে। অর্থাৎ উৎপাদনকারী দেখিবে যে, শ্রম এবং মূলধনের ভিতর অন্ততঃ কিছু দূর পর্য্যন্ত প্রতিস্থাপন করা যাইতে পারে। **(দ্রব্যের ক্ষেত্রে পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা দিতে গিয়া দেখিয়াছি যে, সেক্ষেত্রে কোন এক দ্রব্য A-র দাম কমিলে অপর একটি দ্রব্য Bর ক্রয়ের পরিমাণ প্রভাবান্বিত হয়। যদি Aর দাম কমিলে B'র ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে A এবং B কে পরস্পর Complementary দ্রব্য বলে। যদি A'র দাম কমিলে B'র ক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস পায় তাহা হইলে A এবং**

B কে পরস্পরের Substitute দ্রব্য বলা হয়। আমরা উৎপাদনের উপাদানের ক্ষেত্রেও এই Substitutability লইয়াই কেবলমাত্র আলোচনা করিব।)

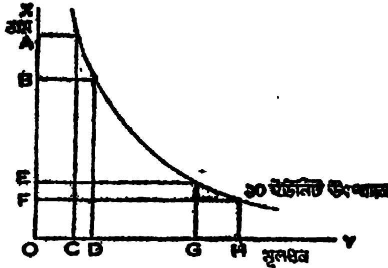
শ্রমের পরিবর্ত্তে মূলধনের ব্যবহার কিংবা বিপরীত দিক হইতে মূলধনের পরিবর্ত্তে শ্রমের ব্যবহার, ইহা যান্ত্রিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের বিধি বলবৎ থাকিবে। নিম্নলিখিত তালিকার উদাহরণের সাহায্যে ইহা বুঝান হইয়াছে।. নিম্নে আমরা মনে করিতেছি যে কোন একটি দ্রব্য, বস্ত্র, তাহার ১০ ইউনিট উৎপাদন করিবার জন্য শ্রম এবং মূলধনের বিভিন্ন সমন্বয় করা যাইতে পারে।

(১০ ইউনিট বস্ত্র উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন সমন্বয়)

শ্রম	মূলধন	প্রান্তিক প্রতিস্থাপনের যান্ত্রিক হার
২০	৫	
১৯	৭	১/২
১৮	১০	১/৩
১৭	১৪	১/৪
১৬	১৯	১/৫
১৫	২৬	১/৭

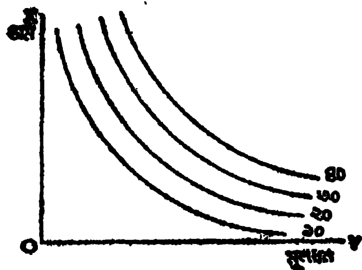
এই তালিকা হইতে দেখিতে পাইতেছি যে প্রথমে ১ ইউনিট শ্রম কমাইলে তাহার পরিবর্ত্তে অতিরিক্ত ২ ইউনিট মূলধন লাগে। কিন্তু যতই শ্রমের পরিমাণ কমান যাইতেছে, ততই অতিরিক্ত মূলধনের পরিমাণ বেশী করিয়া লাগিতেছে। প্রথমে এক ইউনিট শ্রমকে প্রতিস্থাপন করিবার জন্য ২ ইউনিট মূলধনই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু পরে, ১ ইউনিট শ্রমকে প্রতিস্থাপন করিবার জন্য অতিরিক্ত ৩ ইউনিট, তাহার পর ৪ ইউনিট, এই ভাবে বাড়িয়া চলিল। ইহার ফলে প্রান্তিক প্রতিস্থাপনের যান্ত্রিক হার $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৩}$, $\frac{১}{৪}$,……এই ভাবে কমিয়া চলিল। ইহার কারণ স্বরূপ বলা যায় যে, যতই মূলধনের পরিমাণ বেশী করিয়া প্রয়োগ করা হইতেছে, মূলধনে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের বিধি কার্যকরী হইতেছে। সুতরাং ১ ইউনিট শ্রমের সহিত বেশী করিয়া মূলধন সমন্বিত না হইলে, সমান পরিমাণ উৎপাদন (এক্ষেত্রে মনে করা

হইয়াছে ১০ ইউনিট বস্ত্র) করা সম্ভব হইবে না। এই যতগুলি সমন্বয়ের জন্য আমরা সমান উৎপাদন পাইতেছি, তাহার সকলগুলির ভিতর দিয়া যদি একটি সঞ্চার পথ অঙ্কণ করি, তাহা হইলে যে রেখাচিত্র পাই তাহাকে সম-উৎপাদন রেখা (Iso product curve or Iso quant curve) বলে। নিম্নে ৬৭নং চিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে। এই চিত্রে যে সম-উৎপাদন রেখা অঙ্কিত হইয়াছে। তাহা নিম্নগামী এবং তাহা মূল বিন্দুর দিকে উত্তল (convex)। তাহার কারণ এই যে যতই বেশী পরিমাণ মূলধন (বা শ্রম) ব্যবহার করা হয়, ততই মূলধনের (বা শ্রমের) ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের বিধির দরুণ, প্রান্তিক প্রতিস্থাপনের ক্ষমতা হ্রাস পায়। ৬৭নং চিত্র অনুযায়ী, প্রথম AB পরিমাণ শ্রমকে CD পরিমাণ মূলধন প্রতিস্থাপন করতে পারে। কিন্তু মূলধন বেশী ব্যবহার করিবার সম-পরিমাণ শ্রম EF(=AB) কে প্রতিস্থাপন করিবার জন্য GH (>CD, অর্থাৎ CD অপেক্ষা বেশী) পরিমাণ মূলধন লাগে।



চিত্র নং ৬৭

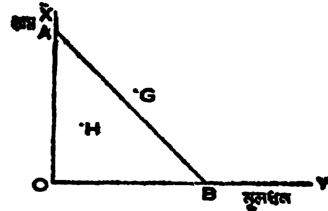
এইভাবে বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন সম-উৎপাদনের রেখা রহিয়াছে। যতই উচ্চতর উৎপাদনের পরিমাণ বেশী হইবে, সম-উৎপাদনের রেখাও ততই দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত হইবে। সুতরাং নিরপেক্ষ রেখার মত এখানেও অসংখ্য সম-উৎপাদন রেখা লইয়া ক্রেতা উৎপাদনের উপাদনের বাজারে প্রবেশ করে। প্রতিটি রেখাই দেখায় উৎপাদনের উপাদান দুইটির কত বিভিন্ন প্রকারের সমন্বয় সম্ভব। উৎপাদনকারী যতই বেশী উৎপাদন করিতে চাহিবে, ততই সে উচ্চতর সম-উৎপাদন রেখায় আরোহণ করিবে। সম-উৎপাদন রেখায় নিরপেক্ষ রেখার সবগুলি গুণই বর্ত্তমান। নিরপেক্ষ রেখার গুণগুলি সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহা দ্রষ্টব্য। কিন্তু



চিত্র নং ৬৮

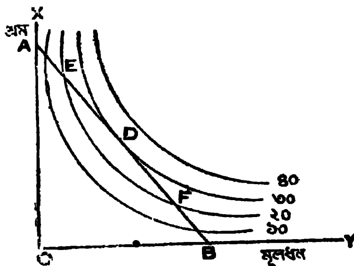
উৎপাদনকারী কতদূর আরোহণ করিতে সক্ষম হইবে তাহা তাহার আয়ের উপর নির্ভর করে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি উৎপাদনকারী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আয় লইয়া উপাদানের বাজারে প্রবেশ করে। উপাদানের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বর্ত্তমান বলিয়া তাহাদের দাম পূর্ব নির্দ্ধারিত এবং অপরিবর্ত্তিত। সুতরাং ক্রেতা তাহার আয়ের ভিতর নির্দিষ্ট পরিমাণ উপাদানই কিনিতে পারিবে। ৬৯ নং চিত্রে উৎপাদন-কারীর ক্রয় করিবার সীমা তাহার আয়-রেখার মাধ্যমে দেখান হইয়াছে।



চিত্র নং ৬৯

যদি উৎপাদনকারী কেবলমাত্র মূলধনই ক্রয় করে, তাহা হইলে সে OB পরিমাণ মূলধন এবং যদি সে কেবলমাত্র শ্রম ক্রয় করে তাহা হইলে সে O A পরিমাণ শ্রম ক্রয় করিতে পারে। A এবং B যোগ করিয়া যে AB রেখা পাই তাহা মূলধন এবং শ্রমের কোন কোন সমন্বয় উৎপাদন-কারীর আয়ের ভিতর ক্রয় করা সম্ভব তাহা দেখায়। A B রেখাকে এজন্য সমব্যয় রেখা ও (equal cost curve) বলা যাইতে পারে। এই রেখা অবশ্যই উৎপাদনকারীর বাজেট রেখা। ক্রেতা H বিন্দুতে ভারসাম্য পাইবে না, কেন না H বিন্দুতে সে তাহার আয় সবটা ব্যয় করিবে না। আবার G বিন্দুতেও তাহার যাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং AB রেখারই কোন এক বিন্দুতে উৎপাদনকারীর ভারসাম্য পাইতে হইবে। ৭০নং চিত্রে D বিন্দুতে এই ভারসাম্য অর্জিত হইয়াছে। D বিন্দুতে সম ব্যয় রেখা একটি সম উৎপাদন রেখার সহিত স্পর্শক হইয়াছে। সুতরাং D বিন্দুতেই ক্রেতা (উৎপাদনকারী) তাহার সীমিত আয়ের ভিতর সর্বাপেক্ষা বেশী উৎপাদন করিয়াছে। অতএব D বিন্দুতেই ভারসাম্য হইবে। (E কিংবা F বিন্দুতে কেন ভারসাম্য হইবে না তাহা বুঝিতে কোন অসুবিধা হয় না।) D বিন্দুকেই অধ্যাপক স্যামুয়েলসন



চিত্র নং ৭০

নিম্নতম-ব্যয় সমন্বয় বিন্দু (Least cost combination) বলিয়াছেন। যদি, ৬৮নং চিত্রে কোন একটি সম-উৎপাদন রেখায় একটি স্পর্শক টানা যায়, তাহা হইলে সেই স্পর্শকের বিন্দুতে, সম উৎপাদন রেখার বক্রতা (slope) বলিতে বুঝাইবে $\frac{\text{শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন}}{\text{মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন}}$।

আবার ৬৯নং চিত্রে যে আয় রেখা বা সম-ব্যয় রেখা তাহার বক্রতা বা ঢাল (slope) বলিতে বুঝায়,

$$\frac{\text{শ্রমের দরুণ প্রান্তিক ব্যয়}}{\text{মুলধন দরুণ প্রান্তিক ব্যয়}}।$$

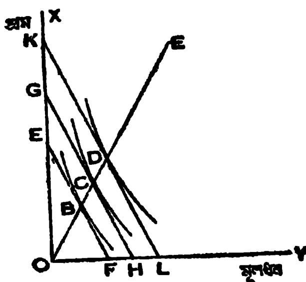
সুতরাং ৭০নং চিত্রে যেখানে D বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জিত হইয়াছে, সেই বিন্দুতে,

$$\frac{\text{শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদান}}{\text{মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন}} = \frac{\text{শ্রমের দরুণ প্রান্তিক ব্যয়}}{\text{মূলধনের দরুণ প্রান্তিক ব্যয়}}।$$

$$\text{বা}\quad \frac{\text{শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন}}{\text{শ্রমের দরুণ প্রান্তিক ব্যয়}} = \frac{\text{মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন}}{\text{মূলধনের দরুণ প্রান্তিক ব্যয়}}।$$

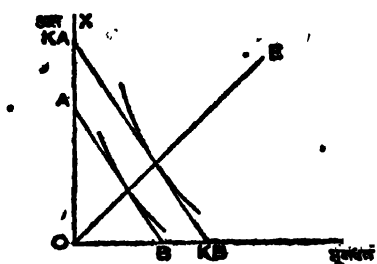
নিম্নতম ব্যয়-সমন্বয় বিন্দুর (Least cost combination) জন্য এই সম্পর্কটি অপরিহার্য্য।

মাত্রাগত ভাবে উৎপাদনের বিধিগুলি (Returns to scale) :— এতক্ষণ আমরা দেখিতেছিলাম যে, যদি উৎপাদনের উপাদানের দাম নির্দিষ্ট থাকে, তাহা হইলে উৎপাদনকারী উৎপাদনের উপাদানের কোন একটি বিশেষ সমন্বয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ উপাদান ক্রয় করিবে। এইবার আমরা মনে করি যে, উৎপাদনকারীর আয় বৃদ্ধি হইয়াছে এবং উৎপাদানের উপাদানের দাম অপরিবর্ত্তিত আছে বলিয়া সে একটি নির্দিষ্ট হারেই শ্রম এবং মূলধন বেশী করিয়া নিয়োগ করিতেছে। ইহার ফলে আয় রেখাটি সমান্তরাল-ভাবে ক্রমাগত দক্ষিণপার্শ্বে সরিয়া যাইবে এবং উৎপাদনকারী উচ্চতর সম-উৎপাদন রেখায় আরোহণ করিতে থাকিবে। ৭১নং চিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে। এখানে আয়-বৃদ্ধির সহিত উৎপাদনকারী বিভিন্ন আয় রেখা E F,



চিত্র নং ৭১

G H, K L প্রভৃতি ব্যয় রেখা দ্বারা উচ্চতর সম-উৎপাদনরেখায় আরোহণ করিতেছে। B, C, D প্রভৃতি ভারসাম্য বিন্দু যোগ করিয়া আমরা সঞ্চারপথ O E পাই। O E রেখা মূলবিন্দু O র ভিতর দিয়া গমন করিয়াছে এবং ইহা একটি সরলরেখা। O E রেখাকে বৃদ্ধি রেখা (expansion path) বলা হয়, এবং O E রেখার উপর যে প্রকারের উৎপাদনের সম্পর্ক বর্ত্তমান, তাহাকে গাণিতিকভাষায় সমপ্রকৃতি উৎপাদনের সম্পর্ক (Linear homogeneous production function) বলা হয়। যখন O E জাতীয় **বৃদ্ধি রেখায়** (scale line) যে হারে উপাদান প্রয়োগ করা হয়, সেই হারেই উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া থাকে, তখন **মাত্রাগত ভার অপরিবর্ত্তনীয় উৎপাদনের বিধি** (Constant Returns to scale) বলবৎ আছে বলা হয়। যেমন, প্রথমে ২ ইউনিট শ্রম এবং ৬ ইউনিট মূলধন প্রয়োগে ১০ ইউনিট উৎপাদন পাওয়া যাইত। এখন যদি ৪ ইউনিট শ্রম এবং ১২ ইউনিট মূলধন প্রয়োগ করিয়া ২০ ইউনিট উৎপাদন হয়, তাহা হইলে Constant

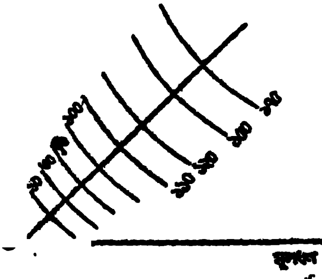


চিত্র নং ৭২

Returns to scale বর্ত্তমান আছে বলা হয়। ৭২নং চিত্র অনুযায়ী, আয় রেখা যখন A B হইতে kA kB-তে সরিয়া যায়, তখন শ্রম এবং মূলধনের নিয়োগের পরিমাণ k গুণ বৃদ্ধি পায়। উৎপাদনও প্রথম পর্যায় হইতে দ্বিতীয় পর্যায়ে সরিয়া যায়, অর্থাৎ k গুণ বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধি রেখা যখন এই গুণ সম্পন্ন হয়, তখন গাণিতিক ভাষায়, তাহাকে **প্রথম শ্রেণীর সমপ্রকৃতি উৎপাদনের সম্পর্ক** (Linear homogeneous production function of the first degree) বলা হয়।

আবার যখন সমান হারে উপাদান প্রয়োগের ফলে উৎপাদন তাহার অপেক্ষা বেশী হারে হয়, তখন মাত্রাগত ভাবে ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদনের

(Increasing Returns to scale), এবং যখন যে হারে উপাদান প্রয়োগ করা হয়, উৎপাদন তাহা অপেক্ষা কম হারে হয় তখন মাত্রাগত ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের বিধি (Diminishing Returns to scale) বলবৎ আছে বলা হয়। এই দুইটি অবস্থা ১৭নং চিত্রে দেখান হইয়াছে। ১৭নং চিত্র অনুযায়ী ১০০ ইউনিট উৎপাদন পর্যন্ত Increasing Return to scale বলবৎ আছে। ১০০ ইউনিট হইতে ১২০ ইউনিট উৎপাদনের পর্যায় পর্যন্ত অঞ্চলে Constant Returns to scale বলবৎ আছে এবং ১২০ ইউনিট হইতে ১৭৫ ইউনিট উৎপাদনের পর্যায় পর্যন্ত Diminishing Returun to scale বলবৎ আছে।



চিত্র নং ১৭

উৎপাদনকারীর ব্যবহার এবং ভোগীর ব্যবহারের একটি তুলনামূলক আলোচনাঃ—

ভোগী এবং উৎপাদক উভয়কেই আমরা ক্রেতা এবং বিক্রেতা হিসাবে দেখিতে পাইতেছি। প্রারম্ভিক আলোচনায় যে অর্থনৈতিক কাঠামোর ছবি আমরা অঙ্কন করিয়াছি, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই দেখা যাইবে যে উৎপাদনকারী দ্রব্যের বাজারে বিক্রেতা এবং উৎপাদনের উপাদানের বাজারে ক্রেতা। ভোগীকে যখন গৃহস্থ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেখা হয়, তখন সে উৎপাদনের উপাদানের বাজারে বিক্রেতা এবং দ্রব্যের বাজারে ক্রেতা। উৎপাদনকারী এবং ভোগী উভয়ের ক্ষেত্রেই আমরা সর্বাধিক করিবার মনোভাব (maximising behaviour) লক্ষ্য করিয়াছি। উৎপাদনকারী মুনাফা সর্বাধিক করিতে চায় এবং ভোগী পরিতৃপ্তি সর্বাধিক করিতে চায়। উৎপাদনকারী এই লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য তাহার সীমিত আয়ের ভিতর নিম্নতর ব্যয়ের উৎপাদনের উপাদানের সমন্বয় করে, এবং ভোগী তাহার সীমিত আয়ের ভিতরই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিতৃপ্তি দায়ক দ্রব্যের সমন্বয় করে। ভোগী তাহার নিরপেক্ষ রেখাগুলি লইয়া বাজারে প্রবেশ করে এবং উৎপাদনকারী সম-উৎপাদন রেখা লইয়া বাজারে প্রবেশ করে। নিরপেক্ষ রেখা এবং

সম-উৎপাদন রেখার আকৃতিগত এবং চরিত্রগত গুণ এক। কিন্তু তিনটি বিষয়ে প্রভেদ আছে। নিরপেক্ষ রেখা দুইটি দ্রব্যের ভিতর বিভিন্ন সমন্বয়কে নির্দেশ করে, কিন্তু সম-উৎপাদন রেখা দুইটি উপাদানের ভিতর বিভিন্ন সমন্বয়কে নির্দেশ করে। দ্বিতীয়তঃ নিরপেক্ষ রেখার ক্রেতা, ভোগীর রুচিকে ব্যক্ত করে। যদি ভোগীর রুচির পরিবর্তন হয়, তাহা হইলে নিরপেক্ষ রেখার বক্রতাও পরিবর্ত্তিত হইবে। কিন্তু সম উৎপাদন রেখার বক্রতা যান্ত্রিক অবস্থা নির্দেশ করে (কেন না, একটি উৎপাদনের উপাদানের পরিবর্ত্তে অপর একটি উৎপাদনের উপাদান কতটা প্রতিস্থাপন করা যাইবে তাহা যান্ত্রিক অবস্থার উপরই নির্ভর করে)। যদি যান্ত্রিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, তাহা হইলে সম-উৎপাদন রেখার বক্রতারও পরিবর্ত্তন হইবে। তৃতীয়তঃ নিরপেক্ষ রেখার ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক প্রতিস্থাপনের হারের ভূমিকাই বেশী। ক্রেতার আয় বৃদ্ধির সহিত কোন মাত্রাগত প্রভাব ভারসাম্যের উপর আসে না। কিন্তু সম-উৎপাদন রেখায় যেমন ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক প্রতিস্থাপনের হার রহিয়াছে, আবার তাহার সহিত রহিয়াছে ক্রেতার (উৎপাদনকারীর) আয় বৃদ্ধির সহিত মাত্রাগত প্রভাব—Increasing Diminishing Returns to scale, etc.। কিন্তু বাহিরের যে বিভেদ তাহার কারণ এই যে উৎপাদনকারী এবং ভোগী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণ করে। কিন্তু যদি মানসিক দিক হইতে আমরা বিচার করি, তাহা হইলে সর্বাধিক করিবার প্রবণতা উভয়ের ভিতর বিদ্যমান বলিয়া, উভয়েই একই ব্যবহার করে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি। যেমন ভোগীর ক্ষেত্রে আমরা সম-প্রান্তিক উপযোগীতার বিধির মাধ্যমে ভোগী কি করিয়া সর্বাধিক উপযোগিতা লাভ করে দেখিয়াছি। উৎপাদনকারীও সেই সম-প্রান্তিক উৎপাদনের বিধির মাধ্যমে সর্বাধিক মুনাফা পাইবার চেষ্টা করে।

Exercise

1. Explain the equilibrium of a producer, the factor prices and the technical conditions being given. (২০৪—০৮ পৃষ্ঠা)

2. How does a producer maximise his output, the cost being given, or minimise his loss, the output being given ? (২০৪—০৮ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the theory of production function. How can you derive the Laws of Returns from the production function of a firm ? (২০৪—১০ পৃষ্ঠা)

4. Compare the producer's behaviour and the consumer's behaviour. (২১০—২১১ পৃষ্ঠা)

১৪

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত মূল্য
(Interdependent Prices)

এমন কতিপয় জিনিষ আছে যেগুলির দাম পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত। এই জিনিষগুলি প্রতিযোগী জিনিষ, সংযুক্ত খরচের সামগ্রী অথবা সহযোগী জিনিষ হইতে পারে।

প্রতিযোগী সামগ্রী (Competing goods or Substitutes)—

যখন বিভিন্ন জিনিষের যে কোন একটির সাহায্যেই কোন একটি অভাব দূর করা যায়, অর্থাৎ, যখন একটি জিনিষের পরিবর্তে অপর একটি নির্দিষ্ট জিনিষ ব্যবহার করিলেই চলে তখন এই জিনিষগুলিকে আমরা প্রতিযোগী সামগ্রী (competing goods) বলি। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, চা অথবা কফি যে কোন একটির সাহায্যে আমরা আমাদের গরম পানীয়ের চাহিদা মিটাইতে পারি। সুতরাং এই জিনিষগুলি পরস্পরের প্রতিযোগী। প্রতিযোগী সামগ্রীগুলির দাম ইহাদের প্রান্তিক খরচ এবং প্রান্তিক উপযোগের সমান। এই প্রতিযোগী সামগ্রীগুলির মধ্যে একটির দাম বাড়িলে অপরটির দাম বাড়ে আবার একটির দাম কমিলে অপরটির দাম কমে। যখন চা সস্তা হইয়া যায় তখন লোকে বেশী করিয়া চা ক্রয় করে এবং কম করিয়া কফি ক্রয় করে। ইহার ফলে কফির বিক্রেতাগণও কফির দাম কমাইবে। আবার চায়ের দাম বাড়িয়া গেলে লোকে বেশী করিয়া কফি কিনিবে। ইহাতে কফির চাহিদা বাড়িবে এবং দামও বাড়িবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে একটির দাম বাড়িলে অপরটির দাম বাড়ে।

সংযুক্ত যোগান বা সংযুক্ত খরচের সামগ্রী (Joint supply or joint cost goods)—যখন একই খরচে একাধিক জিনিষ উৎপন্ন হয় এবং একটির যোগান অপরটির যোগানের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকে তখন ইহাকে সংযুক্ত যোগান (Joint supply) বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ পশম ও মাংস, গ্যাস ও কোক ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সংযুক্ত যোগানের জিনিষগুলির মধ্যে একটির দাম বাড়িলে উহার উৎপাদন বাড়িবে এবং একই সংগে অন্য জিনিষেরও উৎপাদন বাড়িবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পশমের দাম বাড়িলে পশমের উৎপাদন বাড়িবে এবং এই সংগে

মাংসেরও যোগান বেশী হইবে। কিন্তু যদি মাংসের চাহিদা স্থির থাকিয়া যায় এবং শুধু পশমের উৎপাদন বাড়িয়াছে বলিয়া মাংসের যোগান বাড়ে, তবে মাংসের দাম কমিবে। আবার যদি বিক্রেতা মাংসের যোগান কমাইতে থাকে, তবে পশমের যোগান কমিবে এবং পশমের দাম বাড়িবে। সুতরাং সংযুক্ত যোগানের ক্ষেত্রে জিনিষগুলির দাম পরস্পরের বিপরীতমুখী দেখা যায়।

সংযুক্ত বা পরিপূরক চাহিদা (Joint or Complementary Demand) বা সহযোগী সামগ্রী (Complementary goods)—যখন একটি জিনিষের চাহিদা মিটাইতে হইলে অন্যান্য জিনিষের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, তখন সেই জিনিষগুলিকে সহযোগী সামগ্রী (Complementary goods) বলা হয় এবং সংশ্লিষ্ট জিনিষ এবং সহযোগী জিনিষগুলির চাহিদাকে একযোগে সংযুক্ত চাহিদা বা পরিপূরক চাহিদা বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, কাগজে কিছু লিখিতে হইলে কালি এবং কলমের দরকার হয়, অথবা, চা তৈরী করিতে হইলে দুধ ও চিনির প্রয়োজন হয়। এই ধরণের জিনিষগুলিকে সহযোগী জিনিষ বলা হয়। এইগুলির ক্ষেত্রে একটি জিনিষের জন্য প্রত্যক্ষ চাহিদা বাড়িলে সহযোগী জিনিষগুলির চাহিদা পরোক্ষভাবে বাড়িয়া যায়। বাড়ী তৈয়ারীর জন্য চাহিদা বাড়িলে, সিমেণ্ট, চূণ, ইট, প্রভৃতির চাহিদা বাড়িবে। এই জিনিষগুলির ক্ষেত্রে একটির দাম বাড়িলে অপরগুলিরও দাম বাড়িয়া যায়। ফাউণ্টেনপেনের দাম বাড়িলে, কালির দাম বাড়িয়া যাইবার ঝোঁক দেখা যাইবে। কারণ, লোকে যদি ফাউণ্টেনপেন কম করিয়া কিনে, তবে কালিও কম করিয়া কিনিবে। ইহাতে কালি প্রস্তুতকারকদের ক্ষতি হইবে; সুতরাং তাহারা দাম বাড়াইয়া দিয়া চাহিদার ঘাটতি জনিত ক্ষতি পূরণ করিবার চেষ্টা করিবে। সংযুক্ত চাহিদার ক্ষেত্রে পৃথক পৃথকভাবে জিনিষগুলির দাম নিরূপণ করায় অসুবিধা দেখা যায়, তবে যেহেতু জিনিষগুলির অনুপাত পরিবর্তন করা যায়, সেইজন্য এই অসুবিধা দূর করা সম্ভবপর।

সংযুক্ত চাহিদার ক্ষেত্রে দাম নিরূপিত হয় সহযোগী সামগ্রীগুলির প্রত্যেকের প্রান্তিক উপযোগ এবং প্রান্তিক উৎপাদন খরচের দ্বারা। এই জিনিষগুলির ক্ষেত্রে আমরা একটির অনুপাত বাড়াইয়া বা কমাইয়া এবং অপর জিনিষগুলির অনুপাত অপরিবর্তিত রাখিয়া প্রথম জিনিষটির প্রান্তিক উপযোগ বাহির করিতে পারি। অনুরূপভাবে জিনিষটির প্রান্তিক উৎপাদন খরচ বাহির করাও সম্ভব। যখন

সংযুক্ত চাহিদার ক্ষেত্রে দাম নিরূপণ

জিনিষটির প্রান্তিক উৎপাদন খরচ ইহার প্রান্তিক উপযোগের সমান, তখনই ইহার দাম নিরূপিত হয়। কোন ক্ষেত্রে যদি কোন সহযোগী সামগ্রী একান্ত অপরিহার্য হইয়া পড়ে, অথবা ইহার জন্য চাহিদা অস্থিতিস্থাপক থাকে অথবা ইহার জন্য খরচ মোট খরচের একটি ক্ষুদ্র অংশ হয়, তখন ইহা বেশী দাম পাইতে পারে।

সংমিশ্রিত অথবা প্রতিযোগী চাহিদা (Composite or rival demand) :

একটি জিনিষকে যদি আমরা বিভিন্নভাবে ব্যবহার করিতে পারি, তবে ইহার জন্য আমাদের প্রতিযোগী চাহিদা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, লোহা এমনই একটি ধাতু যাহা বিভিন্ন কাজে প্রয়োজনীয় হয়। ঘরবাড়ী তৈরী করা, রাস্তার উপরে লোহার সেতু তৈরী করা, রেলগাড়ী তৈরী করা এবং যন্ত্রপাতি তৈরী করা ইত্যাদি সব কাজেই লোহার দরকার হয়। এখন বিভিন্ন কাজের জন্য কত লোহার দরকার তাহার মোট হিসাব করিয়া লোহার মোট চাহিদা নিরূপিত হয়। বিভিন্ন কাজে আমরা এমনভাবে এই জিনিষটি ব্যবহার করিব যে সব ক্ষেত্রেই ইহার প্রান্তিক উপযোগ একপ্রকার হয়। কোন বিশেষ কাজে যদি জিনিষটির প্রান্তিক উপযোগ ইহার দাম অপেক্ষা বেশী হয়, তবে জিনিষটি আরও বেশী করিয়া ব্যবহার করা হইবে। অবশেষে সব রকম ব্যবহারের ক্ষেত্রেই জিনিষটির দাম ইহার প্রান্তিক উপযোগের সমান হইবে।

সংমিশ্রিত যোগান (Composite Supply) : যখন একই অভাব বা আকাংখা বিভিন্ন জিনিষে পরিতৃপ্ত হইতে পারে তখন ঐ জিনিষগুলির যোগানকে সংমিশ্রিত যোগান বলা হয়। যেমন, চা, কফি ও কোকো দ্বারা আমাদের পানীয়ের প্রয়োজন মিটিতে পারে। ট্রাম অথবা বাসের দ্বারা আমরা একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে পারি। প্রয়োজন হইলে আমরা একটির পরিবর্তে অন্যটিকে ব্যবহার করিতে পারে। সুতরাং একটি জিনিষ অপর একটির পরবর্তী (Substitute)। সংমিশ্রিত যোগানের ক্ষেত্রে একটির দামের হ্রাসবৃদ্ধি অপরটির দামের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাইয়া থাকে। যেমন, চা-এর দাম কমিলে কফির ক্রেতাগত অধিক পরিমাণে চা কিনিতে চাহিতে পারে; সেইজন্য কফির বিক্রেতাগণও তাদের জিনিষের দাম কমাইয়া দিবে।

উদ্ভূত চাহিদা (Derived Demand) : এমন অনেক জিনিষ আছে যেগুলির চাহিদা অন্যান্য জিনিষের চাহিদা হইতে উদ্ভূত হয়। উৎপাদনের

উপকরণগুলির চাহিদা উদ্ভূত চাহিদার দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। জমি, শ্রম, মূলধন প্রভৃতি উপাদানের জন্য উৎপাদকের যে চাহিদা হয়, সেই চাহিদা নির্ভর করে এই সকল উপকরণগুলি কর্তৃক প্রস্তুত জিনিষের উপর। শেষ উৎপাদিত দ্রব্য (finished products) হইতেই উৎপাদনের উপকরণগুলির চাহিদার সৃষ্টি হয়, এবং এইজন্য এই চাহিদা উদ্ভূত চাহিদা হিসাবে পরিচিত। অধ্যাপক মার্শালের মতে, "The direct demand for the finished product is, in effect, split up into many derived demands for the things used in producing it." (Marshall—Principles of Economics) উদ্ভূত চাহিদার ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম উৎপাদনের উপকরণের অনুপাতের তারতম্য করিয়া ইহাদের প্রান্তিক উৎপাদন শীলতা নিরূপণ করিতে হয়। অনুপাতের পরিবর্তন হইলে প্রত্যেক উপকরণের দাম ইহার প্রান্তিক উৎপাদনের দামের সমান হয়। অনুপাত যদি অপরিবর্তনীয় হয়, তবে উৎপাদনগুলির পৃথক দান নিরূপণ করা সম্ভবপর নয়। কোন কোন সময়ে উৎপাদন-উপকরণের যোগান সংকুচিত করিয়া ইহার দাম বাড়ান সম্ভবপর। মার্শালের মতে চারিটি ক্ষেত্রে ইহা সম্ভবপর হইতে পারে। প্রথমতঃ, যদি উপাদানটি অত্যাবশ্যক হয় ; দ্বিতীয়তঃ, যদি উপাদানগুলি কর্তৃক উৎপাদিত জিনিষের জন্য লোকের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক থাকে.; তৃতীয়তঃ যদি উপকরণের দাম মোট উৎপাদন ব্যয়ের সামান্য অংশ মাত্র হয়, এবং চতুর্থতঃ যদি এমন হয় যে অন্যান্য উপকরণের চাহিদা সামান্য কমিলে এখানে সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলির দাম কমিয়া যায়।

সংযুক্ত যোগানের ক্ষেত্রে দাম নিরূপণ (Determination of price under joint supply) :

যখন একই খরচে একাধিক জিনিষ তৈরী হয়, তখন ইহাকে আমরা সংযুক্ত যোগান (joint supply) বলি। যেমন, রেশম ও মাংস, গ্যাস ও কোক্ ইত্যাদি।

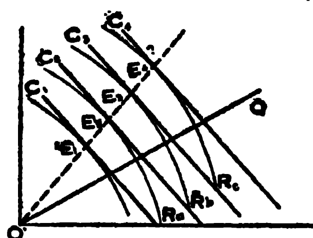
যুক্তভাবে উৎপাদিত জিনিষগুলির দাম দুইভাবে নিরূপিত হয়। এমন কতিপয় জিনিষ আছে যেগুলির উৎপাদনের অনুপাত পরিবর্তন করা সম্ভবপর (Proportions can be varied)। এখানে মাংসের পরিমাণ. স্থির ধরিয়া লইয়া উলের প্রান্তিক খরচ নিরূপণ করা যাইতেছে। ধরা যাক্ উলের দাম বেশী হইয়াছে বলিয়া উৎপাদক বেশী করিয়া উল তৈরী করিতে চাহে। এখন

বিক্রেতাকে ভেড়া কিনিতে হইবে শুধু উল বাড়াইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য। ইহাতে সে কিছু মাংসও পাইবে; কিন্তু মাংসের জন্য বিশেষ চাহিদা নাই। বর্তমানে বিক্রেতা ১৫৲ টাকা খরচ করিয়া ৮ সের মাংস ও ৭ সের উল পাইতেছে। পূর্বে ১৪৲ খরচ করিয়া ৮ সের মাংস ও ৬ সের উল পাইত। সুতরাং এ ক্ষেত্রে এক ইউনিট অতিরিক্ত উলের জন্য তাহার অতিরিক্ত ১৲ টাকা খরচ হইতেছে। ইহাই হইল উলের প্রান্তিক খরচ। সুতরাং উলের প্রান্তিক খরচ হইল ১৲ টাকা। বাজার দর প্রান্তিক খরচের সমান। সুতরাং সাত সের উল কিনিতে খরচ হইয়াছে ৭৲ টাকা। এখানে ১৫৲ টাকা হইতে ৭৲ টাকা বাদ দিলে যে ৮৲ টাকা, তাহা হইতেছে আটসের মাংসের দাম। এইভাবে উলের পরিমাণ স্থির ধরিয়া মাংসের প্রান্তিক খরচ বাহির করা যায়।

আরও একটি নীতি অনুসরণ করিয়া সংযুক্ত যোগানের ক্ষেত্রে দাম নিরূপণ করা যাইতে পারে; তাহা হইতেছে "যে দাম আদায় করা সম্ভবপর" ("what the traffic will bear)" নীতি। এই নীতি অনুযায়ী বাজারে যে দাম আদায় করা চলে সেই দামের অনুপাতে খরচের হিসাব করিতে হয়। সংযুক্ত যোগানের জিনিষগুলি বিক্রয় করিবার সময় আমাদের দেখিতে হইবে যে আমাদের যে খরচ হইয়াছে তাহা যেন উঠিয়া আসে। ধরা যাক্, আমরা দশ সের তুলা বিক্রয় করিয়া ২৫৲ টাকা পাইলাম এবং চার সের তুলাবীজ বিক্রয় করিয়া ৭৲ টাকা পাইলাম। এই দুইটি জিনিষ তৈরী করিতে খরচ হইয়াছিল ১৬৲ টাকা। এখন এই দুইটি জিনিষ বিক্রয় করিয়া আমরা পাইলাম ৩২৲ টাকা। এক্ষেত্রে বিক্রয়লব্ধ অর্থ মোট খরচ অপেক্ষা বেশী। সুতরাং আমরা ইচ্ছা করিলে আরও তুলা এবং তুলাবীজ উৎপাদন করিতে পারি। ইহাতে তুলা এবং তুলাবীজের মোট উৎপাদন খরচ আরও বাড়িয়া যাইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ উৎপাদনের খরচের সমান না হইতেছে ততক্ষণ উৎপাদন বাড়ান চলে।

আমাদের দেখিতে হইবে, তুলা এবং তুলাবীজ দাম এমন হওয়া চাই যেন দুইটির বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে মোট খরচ উঠিয়া আসে। ইহা ছাড়া তুলা অথবা তুলাবীজ প্রত্যেকটিরই দাম ইহার প্রান্তিক উপযোগের দ্বারা নিরূপিত হইবে। ইহাই হইতেছে বাজারে "যে দাম আদায় করা সম্ভবপর" (what the traffic will bear) নীতি।

বিকল্পভাবে সংযুক্ত যোগানের ক্ষেত্রে দাম নিরূপণের প্রশ্নটি নিম্নলিখিত চিত্রের সাহায্যে বুঝান যাইতে পারে। ধরা যাক্, একটি ফার্ম একই সংগে X এবং Y দুইটি জিনিষ উৎপাদন করিতেছে। যখন একটি ফার্ম একই সংগে দুইটি জিনিষ উৎপাদন করে তখন তাহার আচরণ কিরূপ হইবে তাহাই উপরের চিত্রে দেখান হইয়াছে। ফার্ম তাহার মোট খরচ কত তাহা জানে। এবং মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ (Total Reveune) কত হইবে তাহাও জানে ফার্ম কখন কত ইউনিট বা অথবা কত ইউনিট Y বিক্রয় করিবে তাহা অবস্থার উপর নির্ভর করে ; করেন, বাজারে X অথবা Y উভয়েরই দামের পরিবর্তন হইতে পারে। যদি X এবং Y উভয়েরই অনুপাত পরিবর্তনীয় (variable) হয় তবে ফার্মের পক্ষে N এবং Y এর বিভিন্ন সম্মেলন (Combination) হইতে



৭৪নং চিত্র

সর্বনিম্ন খরচ হয় এই প্রকার সম্মেলন নিরূপণ করা কঠিন হয় না। উপরের চিত্রে C_1, C_2, C_3, C_4 প্রভৃতি হইতেছে X এবং Y এর বিভিন্ন অনুপাতে উৎপাদন করিবার সম্ভাব্য খরচের ভিত্তিতে অংকিত ব্যয় রেখা ; এই রেখার উপরে X এবং Y এর যে সম্মেলনগুলি আছে, সেইগুলি অনুযায়ী উৎপাদন করিলে খরচের পরিমাণ একই থাকে। Ra, Rb, Rc, Rd, প্রভৃতি রেখাগুলি X এবং Y এর বিভিন্ন সম্মেলন গুলি বিক্রয় করা হইলে তাহা হইতে যে বিক্রয়লব্ধ অর্থ পাওয়া যাইবে তাহা সূচিত করে। অর্থশাস্ত্রের ভাষায় C_1, C_2, C_3, C_4 প্রভৃতি রেখাগুলিকে Cost Contour এবং Ra, Rb, Rc, Rd প্রভৃতি রেখাগুলিকে Revenue Contour বলা হয়। ব্যয় রেখাগুলিকে মূলবিন্দুর প্রতি Concave আকৃতি করার কারণ হইতেছে এই যে

x এর অনুপাতে y অথবা y-এর অনুপাতে x ক্রমাগত বাড়াইতে থাকিলে খরচের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। E_1, E_2, E_3, F_4 প্রভৃতি বিন্দুগুলি হইতেছে। বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যয় রেখা এবং আয় রেখার বিভিন্ন স্পর্শক বিন্দু (Points of tangency). $O—E_1$, E_2, E_3, E_4 রেখাটি ফার্মের বিক্রয় পরিকল্পনা (Sales Plan) সূচিত করে। যদি x-এর অনুপাতে y এর দাম বাড়ে, তবে আয় রেখাগুলি এখন যতটা খাড়া অবস্থায় (Steeply) বাড়িতেছে, ততটা খাড়া অবস্থায় বাড়িবে না। অর্থাৎ ফার্মের বিক্রয় পরিকল্পনা সূচিত করে যে রেখা তাহা আরও বাঁ দিক দিয়া যাইবে। উপরের চিত্রে তাহা বুঝান হইয়াছে।

রেল মাশুল নিরূপণ (Determination of Railway Rates):

রেলভাড়া কিভাবে নির্ণীত হইবে তাহা লইয়া অধ্যাপক পিগু (Prof. Pigou) এবং অধ্যাপক টাউসিগের (Prof. Taussig) মধ্যে গুরুতর মতভেদ আছে। অধ্যাপক টাউসিগের মতে রেল পরিবহন হইতেছে সংযুক্ত যোগানের অন্তর্গত। কারণ, রেল পরিবহনের মোট খরচের একটি মোট অংশ স্থির থাকে। রেল লাইনের উপর দিয়া এক্সপ্রেস গাড়ী, প্যাসেঞ্জার গাড়ী অথবা মালগাড়ী, যে কোন ধরণের গাড়ীই যাক্ না কেন, রেল লাইন খুলিবার এবং ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবার খরচ একই হয়। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন যাত্রীকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাইতে হইলে এবং বিভিন্ন জিনিষপত্র এক স্থান হইতে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত করিতে হইলে যে খরচ হয় তাহা পৃথক করা যায় না। সুতরাং রেল পরিবহন ব্যবস্থা সংযুক্ত যোগানেরই অংশ।

কিন্তু অধ্যাপক পিগুর মতে রেল পরিবহন সংযুক্ত যোগানের অংশ নয়। গন্তব্য স্থানে গাড়ী পৌছিবার পর ইহাকে ফিরিয়া আসিতে হইবে, শুধু এই একটি মাত্র ক্ষেত্র ছাড়া অধ্যাপক পিগুর মতে রেল পরিবহনকে সংযুক্ত যোগানের অংশ বলা যায় না। যাত্রী বহনের জন্য রেল কর্তৃপক্ষ যে ব্যবস্থা করেন, মালবহনের পক্ষে সেই ব্যবস্থা অনুকূল নাও হইতে পারে। যখন একটি জিনিষের উৎপাদন অপর একটি জিনিষের উৎপাদনের সংগে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, শুধু তখনই সংযুক্ত যোগান দেখা যায়। রেল পরিবহনের ক্ষেত্রে এই প্রকার সংযুক্ত যোগান দেখা যায় না। অধ্যাপক পিগুর মতে রেল মাশুল

নির্ধারণের ক্ষেত্রে একচেটিয়া বাজারে যেমন দামের তারতম্য (Price discrimination) দেখা যায় সেই প্রকার দাম-তারতম্য দেখা যায়। রেল পরিবহনের কর্তৃপক্ষ জানেন যে বিভিন্ন যাত্রীদের রেল-ভ্রমণের সুবিধার জন্য চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন। রেল কর্তৃপক্ষ সেইজন্য বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন মাশুল ধার্য করেন। কারণ রেল কর্তৃপক্ষ জানেন যে বিভিন্ন যাত্রী তাহাদের চাহিদার তীব্রতা অনুযায়ী প্রথম, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শ্রেণীর মাশুল দিবে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, যে রেল মাশুল কিভাবে নিরূপিত হয়। এক্ষেত্রে সাধারণতঃ দুইটি নীতি অনুসৃত হয়; যথা, রেল চলাচলের খরচনীতি (cost of service principle) এবং পরিবহনের মূল নীতি (value of service principle)।

রেল চলাচলের খরচ নীতি অনুযায়ী এক স্থান হইতে অন্য স্থানে একটি মাল লইয়া যাইতে যে খরচ হয় সেই খরচের ভিত্তির উপর ইহার মাশুল নিরূপিত হয়। অবশ্য কতিপয় বিশেষ জিনিষ লইয়া যাইবার সময় (যে সমস্ত জিনিষের জন্য বিশেষ যত্ন নিতে হয়, যেমন, কাঁচ অথবা ঔষধ) রেল কর্তৃপক্ষ পরিবহন খরচের উপরেও কিছু মাশুল ধার্য করিয়া থাকেন। দশ মণ কয়লা নিতে যে খরচ, সেই খরচে বহু টাকার ঔষধ লইয়া যাওয়া যায়। সুতরাং রেল কর্তৃপক্ষ এই নিয়ম অনুযায়ী সব সময়ে ভাড়া ধার্য করিতে পারেন না।

দ্বিতীয় নীতিটি হইতেছে পরিবহনের মূল্য নীতি। এই নীতি অনুযায়ী রেল কর্তৃপক্ষ বেশী মূল্যের জিনিষের উপর বেশী মাশুল এবং কম মূল্যের জিনিষের উপর কম মাশুল ধার্য করেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা হইতেছে "যে রকম দাম আদায় করা সম্ভবপর" নীতি ("what the traffic will bear")। মাল প্রেরকের চাহিদার তীব্রতা অনুযায়ী রেল কর্তৃপক্ষ মাশুল ধার্য করিয়া থাকেন এবং সেই মাশুল প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়।

Exercises

1. State briefly the relation between Prices of (a) Competing goods, (b) Prices of joint cost goods and (c) Prices of complementary goods. (২১৪—১৫ পৃষ্ঠা)

2. Show how prices of goods are determined under conditions of Joint demand and Joint supply.
(২১৪, ২১৬—১৯ পৃষ্ঠা)

3. How are the prices of joint-products determined in a perfectly competitive market? (C. U. B.A. Part I. 1962)
(২১৫—১৯পৃষ্ঠা)

4. How are railway rates determined? Is railway an instance of joint cost? (২১৯—২০ পৃষ্ঠা)

5. Write notes on :

(a) Composite demand (b) Composite Supply, (c) Rival Demand and (d) 'What the traffic will bear' principle.
(২১৩—১৫ ; ২১৭ পৃষ্ঠা)

১৫

ফাটকা ব্যবসায়

(Speculation)

ফাটকা ব্যবসায়ের স্বরূপ (Nature of Speculation)

ফাটকা ব্যবসায় হইতেছে প্রধানতঃ ঝুঁকির ব্যবসায়। ভবিষ্যতে কোন জিনিষের দামের উঠানামা সম্বন্ধে অনুমান করিয়া বর্তমান বেচাকেনা হইতে লাভ অর্জন করাকে ফাটকা ব্যবসায় বলে। Seligman বলেন, "By speculation is meant the purchase or sale of anything in the hope of profit from anticipated change in its price." ফাটকা কারবারীর সংগে চালান কারবারীর (arbitragers) পার্থক্য আছে। চালান কারবারীগণ দামের স্থানগত পার্থক্য লইয়া কারবার করে এবং বর্তমান দাম লইয়াই মাথা ঘামায়; ফাটকা কারবারীর ন্যায় ভবিষ্যতের দাম লইয়া তাহারা মাথা ঘামায় না। অবশ্য ফাটকা কারবারীও অনেক সময় "চালান কারবারী" (arbitrager) হিসাবে কাজ করে। যদি সে বর্তমান হইতে ভবিষ্যতে মাল চালান দেয় তবে তাহাকে "চালান কারবারী" বলা যায়। তবে এই ধরণের চালান কারবারকে সময়ের মধ্য দিয়া চালান কারবার (arbitrage through time) অথবা ভবিষ্যৎ লইয়া কারবার (dealings in futures) বলিয়া বর্ণনা করা যায়। যদি ফাটকা কারবারী কোন জিনিষের বর্তমান বাজার দামের ভিত্তিতে এই ধারণা করে যে ভবিষ্যতে ইহার দাম বাড়িবে, তবে ভবিষ্যতের লাভের আশায় এখন হইতে সে ইহা কিনিতে আরম্ভ করিবে। আবার যদি ফাটকা ব্যবসায়ী এই ধারণা করে যে ভবিষ্যতে দাম কমিবে, তবে সে এখনই জিনিষটি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিবে; উভয় ক্ষেত্রে তাহাকে একটি ঝুঁকি গ্রহণ করিতে হয়। যদি তাহার অনুমান সত্য হয় তবে সে অধিক লাভ করিতে সমর্থ হইবে। এইজন্যই বলা হয় ফাটকা ব্যবসায় মূলতঃ ঝুঁকির ব্যবসায়। যদি ফাটকা কারবারী বুঝিতে পারে ভবিষ্যতে কোন জিনিষের দাম বাড়িবে, তবে সে এখনই একজন

ফাটকা ব্যবসায় কাহাকে বলে

ইহা মূলতঃ ঝুঁকির ব্যবসায়

উদ্যোক্তা বা কোন ফার্মের সংগে এমন একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইবে যে ভবিষ্যতে উদ্যোক্তা বা কোন ফার্ম সংশ্লিষ্ট জিনিষটি বর্তমানের দামে সরবরাহ করিবে। আবার, যদি ফাটকা ব্যবসায়ী মনে করে যে ভবিষ্যতে দাম কমিবে, তবে সে এখনই একজন উদ্যোক্তা বা একটি ফার্মের সহিত এমন একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইবে যে ভবিষ্যতের দামে সেই উদ্যোক্তা অথবা ফার্ম ফাটকা ব্যবসায়ীকে সংশ্লিষ্ট জিনিষটি সরবরাহ করিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ফাটকা ব্যবসায় মূলতঃ একটি ঝুকির ব্যবসায়। ফাটকা কারবারী এই ঝুঁকি বহন করিতে যত দক্ষ হইবে, ততই তাহার ফাটকা ব্যবসায় লাভপ্রদ হইবে। উদ্যোক্তাগণও তখন আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় আত্মনিয়োগ করে।

ফাটকা ব্যবসায় ও জুয়াখেলার মধ্যে পার্থক্য

ফাটকা ব্যবসায় (speculation) এবং জুয়াখেলা (gambling), উভয়ই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কতিপয় ধারণার ভিত্তিতে চালিত হয়; কিন্তু জুয়াখেলায় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে ধারণা করা হয়, তাহার কোন অর্থনৈতিক কার্যক্রম (economic programme) নাই অথবা ইহা উৎপাদন ব্যবস্থার সহিত জড়িত নয়। কিন্তু ফাটকা ব্যবসায় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার একটি অর্থনৈতিক দিক আছে এবং তাহা দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার সহিত বিশেষভাবে জড়িত। জুয়াখেলাকে বে-আইনী ফাটকা-ব্যবসায় (illegitimate speculation) বলিয়া গণ্য করা হয়। জুয়াখেলা কখনই অর্থনৈতিক কাজ নহে। ইহা শুধু নীতি বিগর্হিতই নহে, ইহা অর্থনৈতিক তত্ত্বের দিক হইতেও অসমর্থনীয়। জুয়াখেলার ফলে আয়ের অসাম্য ও অনিশ্চয়তা বাড়িয়া যায়। জুয়া কখনও বাজার দামের উপর প্রতিক্রিয়া করে না; কিন্তু প্রকৃত ফাটকা কারবার বাজার দামের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

ফাটকা ব্যবসায়ের সর্ত

ফাটকা ব্যবসায় কতিপয় সর্তের উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ যে জিনিষটি লইয়া ফাটকা ব্যবসায় করা হয়, তাহার চাহিদা ব্যাপক হওয়া যাই। দ্বিতীয়তঃ, যে জিনিষটি লইয়া ফাটকা ব্যবসায় চলে তাহার গুণগত শ্রেণীবিভাগ হওয়া চাই। তৃতীয়তঃ, জিনিষটি এমন হওয়া চাই যাহা সহজেই চেনা যায় (cognisable) এবং সহজেই মাপা যায় (measurable)। চতুর্থতঃ, জিনিষটির যোগান যত অনিশ্চিত হইবে, ততই ফাটকা ব্যবসায় সক্রিয় হইবে।

শেয়ার বাজারের (share market or stock exchange) সহিত ফাটকা বাজারের কোন তফাৎ নেই। শেয়ার বাজারে শেয়ারের দাম ভবিষ্যতে কত উঠানামা করিবে ইহার ভিত্তিতে শেয়ার বাজারে যাহারা মূল শেয়ার কেনাবেচা করে তাহাদের Jobbers বলা হয়। তাহাদের কাজে সহায়তা করে দালালগণ (brokers)। যদি ফাটকা কারবারী ধারণা করে যে ভবিষ্যতে কোন জিনিষের দাম কমিবে তবে সে বর্তমানের বেশী দামে ভবিষ্যতে জিনিষটি বিক্রয় করিবার জন্য উদ্যোক্তা অথবা ফার্মের সংগে চুক্তি করিবে এবং যদি তাহার অনুমান বাস্তবে রূপায়িত হয় তবে ভবিষ্যতে সে কম দামে জিনিষটি ক্রয় করিয়া বর্তমানের চুক্তি অনুযায়ী বেশী দামে বিক্রয় করিবে। ইহাকে বলা হয় "selling short"-আবার আমরা অন্য ধরণের ফাটকা কারবার দেখিতে পাই,—ইহাকে বলা হয় "buying long"-এই নিয়ম অনুযায়ী ফাটকা কারবারী যদি মনে করে যে ভবিষ্যতে দাম বাড়িবে তবে সে উদ্যোক্তা অথবা ফার্মের সংগে বর্তমানের কম দামে ভবিষ্যতে জিনিষটি ক্রয় করিবার চুক্তি করিবে, এবং যদি ভবিষ্যতে তাহার অনুমান বাস্তবে রূপায়িত হয় তবে সে বর্তমানের চুক্তি অনুযায়ী কম দামে জিনিষ ক্রয় করিয়া বেশী দামে ইহা বিক্রয় করিবে এবং লাভ করিবে।

শেয়ার বাজার ও ফাটকা বাজার

"Selling short" এবং "Buying long

অনেক সময় দেখা যায়, ফাটকা কারবারী ভবিষ্যতে লোকসানের সম্ভাবনা এড়াইবার জন্য একটি ঝুঁকির দ্বারা অন্য একটা ঝুঁকি হইতে নিজেকে রক্ষা করে। অর্থাৎ যদি সে কোন উদ্যোক্তার সংগে "selling short" নীতি অনুসরণ করিয়া কোন চুক্তি করে তবে যাহাতে ভবিষ্যতে লোকসানগ্রস্ত না হইতে হয় সেইজন্য সে আরও একজন উদ্যোক্তার সংগে "buying long" নীতি অনুসরণ করিয়া একটি অগ্রিম চুক্তি করিয়া রাখে। এই ব্যবস্থাকে বলা হয় "Covering" অথবা "Hedging".

আরও এক ধরণের ফাটকা কারবার দেখা যায়, ইহাকে ভাবী ফাটকা কারবার অথবা Future Market বলা হয়। অনেক সময় ফাটকা কারবারে দেখা যায়, দীর্ঘ সময় অন্তর বিক্রেতা ক্রেতার নিকট মাল হস্তান্তরিত করিবার চুক্তি করে। ইহাতে যে দামে মাল হস্তান্তরিত করার কথা তাহার সহিত যে দিনটিতে মাল প্রকৃতপক্ষে হস্তান্তরিত হয় সেই দিনটিতে সেই

মালের বাজারদামের পার্থক্য লইয়া দেনাপাওনার হিসাব নিকাশ হয়। তখন ইহাকে ভাবী ফাটকা কারবার বা Future market বলা হয়।

সাধারণতঃ ফাটকা কারবারের দুইটি রূপ দেখা যায়: যথা—(১) তেজী কারবার এবং (২) মন্দা কারবার। তেজী ফাটকা কারবারীগণ দাম বৃদ্ধির অনুমান করে এবং দাম বাড়াইবার চেষ্টা করে। তাহাদের "Bulls" বলা হয়। মন্দা ফাটকা কারবারীগণ দাম হ্রাসের অনুমান করে এবং দাম কমাইবার চেষ্টা করে; তাহাদের "Bears" বলা হয়।

ফাটকা কারবারের প্রয়োজনীয়তা বা উপকার (Necessity or benefits of Speculation)

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে ফাটকা কারবারের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে, তাহা ফাটকা কারবারের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলেই প্রতীয়মান হয়। ফাটকা কারবারের প্রধান উপকারিতা হইতেছে এই যে ইহাতে উৎপাদন ব্যবস্থার ঝুঁকি ফাটকা কারবারী অধিক পরিমাণে বহন করে বলিয়া উদ্যোক্তা অথবা ফার্মের ঝুকি অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। ইহাতে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা অথবা ফার্ম অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে উৎপাদনের কাজে মনোনিবেশ করিতে পারে। আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদিত জিনিষ বিক্রয়ের সমস্যা এবং উৎপাদন কাজ চালাইবার জন্য উপকরণ এবং কাঁচামাল সংগ্রহ করার ব্যাপারে যে ঝুকি থাকে, তাহার অধিকাংশ কাজ বহন করে ফাটকা কারবারী।

উদ্যোক্তার ঝুঁকি কমিয়া যায়

দ্বিতীয়তঃ, সুষ্ঠুভাবে ফাটকা কারবার চলিতে থাকিলে এবং ফাটকা কারবারী ঝুকি বহনের কাজে দক্ষ ও অভিজ্ঞ থাকিলে দামের উঠানামা অনেক পরিমাণে বন্ধ হইয়া যায় এবং চাহিদা ও যোগানের সমতা আসে। ধরা যাক্ কোন ফাটকা কারবারী মনে করিল যে ভবিষ্যতে জিনিষটির দাম কমিয়া যাইবে, তবে সে এখনই জিনিষটি বেশী করিয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিবে; ফলে এখনই জিনিষটির যোগান বাড়িয়া যাইবে এবং দাম কমিতে আরম্ভ করিবে। সুতরাং যদি কোন জিনিষের চাহিদার তুলনায় যোগানের স্বল্পতার দরুণ এখন দাম বাড়িয়া যায়, তবে ভবিষ্যতে দাম কমিতে পারে ফাটকা কারবারীর এই ধারণা এখনই তাহার যোগান বাড়াইয়া দিতে পারে এবং দাম কমাইয়া দিতে পারে। আবার যদি এখন চাহিদার

ফাটকা কারবার চাহিদার ও যোগানের সমতা আনয়ন করার সহায়ক

তুলনায় যোগানের প্রাচুর্য থাকায় দাম কমিয়া যায় তবে সুষ্ঠু ফাটকা কারবার হইলে এখনই যোগান কমাইয়া দাম কিছু বাড়াইয়া দেওয়া হয়। যদি ফাটকা কারবারী মনে করে যে ভবিষ্যতে দাম বাড়িবে তবে সে হয়ত এখন হইতেই জিনিষ কিনিয়া ভবিষ্যতে বিক্রয় করিবার জন্য মজুত করিয়া রাখিবে। ইহাতে এখনই চাহিদা কিছু বাড়িবে এবং যোগান কিছু কমিবে। এইভাবে চাহিদা ও যোগানের সমতা আসিবে।

তৃতীয়তঃ, শেয়ার বাজারে ফাটকা কারবারের দরুণ শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়া যায় এবং মূলধন সৃষ্টির কাজ ভালভাবে সম্পাদিত হয়। বিনিয়োগকারীগণ শেয়ার বাজারে ফাটকা কারবার দেখিয়া কোন বিশেষ ক্ষেত্রে মূলধন বিনিয়োগ করা লাভজনক হইবে কিনা তাহা বুঝিতে পারে। ইহাতে দেশের শিল্পোন্নয়নের কাজ অব্যাহত থাকে, কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হয় এবং ব্যবসায়ীগণও লাভবান হয়। ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পক্ষে ইহার গুরুত্ব খুবই বেশী।

চতুর্থতঃ, শেয়ার বাজারে যখন খুশী তখনই শেয়ার বেচাকেনা সম্ভবপর হয় বলিয়া মূলধনের ক্রয়শক্তি সর্বদাই অক্ষুণ্ণ থাকে। বিনিয়োগকারীদের পক্ষে ইহা একটি উল্লেখযোগ্য সুবিধা। যদি কেহ কখনও বিনিয়োগে টাকা খাটাইতে চায় তবে সে শেয়ার বাজারে তাহার শেয়ারগুলি বিক্রয় করিয়া দিতে পারে।

ফাটকা কারবারের কুফল (Evils of Speculaion)

ফাটকা কারবারী যদি দূরদর্শী এবং সৎ না হয়, যদি সে বাজার সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে এবং অসৎ উপায় অবলম্বন করিয়া ফাটকা কারবার চালাইতে থাকে, তবে ইহা সমাজের পক্ষে অমংগলজনক হয়। আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজে আমরা আক্রমণাত্মক (aggressive) অথবা একচেটিয়ামূলক ফাটকা ব্যবসায় (monopolistic speculation) দেখিতে পাই। কোন কোন ফাটকা কারবারী বাজারে একাধিপত্য অর্জন করিয়া নিজেদের প্রভাব খাটাইয়া শেয়ারের দামকে প্রভাবিত করে। ইহাতে অনেক ক্ষেত্রে শেয়ারের দামের উঠানামা বন্ধ হয় না ; বরং ইহাদের উঠানামার তীব্রতা আরও বাড়িয়া যায়। যে সমস্ত ফাটকা কারবারী বাজার সম্বন্ধে অজ্ঞ, তাহাদের দূরদর্শিতার অভাবেও শেয়ারের দামের উঠানামার তীব্রতা বাড়িয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ, ফাটকা কারবারীগণ অনেক ক্ষেত্রে অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে। কোন কোন সময়ে তাহারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে বাজারে এমন গুজব রটাইয়া দেয় যে অদূর ভবিষ্যতে শেয়ারের দাম কমিবে। জনসাধারণ তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া যখন শেয়ার বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে, তখন শেয়ারের যোগান বাড়িয়া যাওয়ায় ফাটকা কারবারী সস্তা দামে সেইগুলি গোপনে কিনিয়া লয়। এইভাবে ফাটকা কারবারী শেয়ারগুলির উপর একচেটিয়ামূলক আধিপত্য অর্জন করে এবং কিছুদিন বাদে নিজেরই নিরূপিত বেশী দামে সেইগুলি বিক্রয় করিয়া প্রচুর লাভবান হয়। অনেক সময় বড় বড় কোম্পানীর নামে দুর্নাম ছড়াইয়া তাহারা জনগণকে সেই কোম্পানীর শেয়ারগুলি সস্তা দামে বিক্রয় করিতে বাধ্য করে, এবং গোপনে নিজেরাই সেই শেয়ারগুলি কিনিয়া লয় যাহাতে ভবিষ্যতে বেশী দামে সেইগুলি বিক্রয় করিয়া প্রচুর লাভবান হওয়া যায়।

ফাটকা কারবারীগণের এই ধরণের কাজ বাজারের চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য (equilibrium) নষ্ট করে। তাহা ছাড়া, এই ধরণের কাজ মূলধন বিনিয়োগের কাজ ব্যাহত করে। বিশেষতঃ, অনুন্নত দেশগুলির মূলধন সৃষ্টির পক্ষে এই ধরণের ফাটকা কারবার অত্যন্ত অহিতকর।

লর্ড কেইনসের মতে স্থির নদীর উপর বুদ্‌বুদ্ যেমন কোন ক্ষতি করে না, ফাটকা কারবারও এমনিতে বিনিয়োগের বিশেষ ক্ষতি করে না। কিন্তু অবস্থাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয় যখন বিনিয়োগ শুধু ফাটকা কারবারকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠে। যদি দেশের মূলধন গঠনের কাজ ফাটকা কারবারেরই পরিণতি হয়, অর্থাৎ যদি ইহা ফাটকা ব্যবসায়কে কেন্দ্র করিয়াই উঠানামা করিতে থাকে, তবে ইহা সমাজের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর ("Speculators may do no harm as bubbles on a steady stream of enterprise. But the position is serious when enterprise becomes the bubble on a whirlpool of speculation. When the capital development of a country becomes the by-product of the activities of a casino, the job is likely to be ill done."—Keynes.—General Theory of Employment, Interest and Money.)

ষ্টক এক্সচেঞ্জ বা শেয়ার মার্কেট (Stock exchange or share market)—

যে বাজারে বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়, সেই বাজারকে শেয়ার মার্কেট বা ষ্টক এক্সচেঞ্জ বলা হয়। এই বাজারে যাহারা ফাটকা কারবার করে, তাহাদের বলা হয় jobbers এবং তাহাদের মধ্যে এবং জনগণের মধ্যে যাহারা যোগাযোগ স্থাপন করে, তাহাদের বলা হয় দালাল (brokers)। বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা কতখানি, তাহা বিবেচনা করিয়া ফাটকা কারবারীগণ সেই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে। যে সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ (dividend) বেশী, সাধারণতঃ, সেই সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শেয়ার ফাটকা কারবারীগণ কিনিয়া ফেলে। যদি কখনও দেখা যায় যে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর লাভের সম্ভাবনা খুব কম, তবে তাহারা সেই কোম্পানীর শেয়ারগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলে। ষ্টক্ এক্সচেঞ্জের কাজ কতটা সুশৃংখল ভাবে সম্পন্ন হইবে তাহা ফাটকা কারবারীগণের দুরদর্শিতার উপর নির্ভর করে।

ষ্টক এক্সচেঞ্জের কাজ (Functions of the stock exchange)

দেশের অর্থনৈতিক জীবনে ষ্টক এক্সচেঞ্জ সহজে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রথমতঃ, ষ্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা সম্ভবপর হয় বলিয়া মুলধনের নগদ ক্রয়শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে এবং জনসাধারণও শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধা থাকায় মূলধন বিনিয়োগে উৎসাহিত হয়। তাহা না হইলে জনসাধারণ অনিশ্চিতকালের জন্য তাহাদের মূলধন কোন শিল্পের শেয়ার ক্রয় করিয়া আটকাইয়া রাখিতে সাহসী হইত না।

দ্বিতীয়তঃ, ষ্টক এক্সচেঞ্জের কাজকর্মের ফলে মুলধনের বিনিয়োগের সময় বিনিয়োগকারীগণ জানিতে পারে কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ অবস্থা কিরূপ অথবা কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে অর্থ বিনিয়োগ করিলে তাহা লাভজনক হইবে।

তৃতীয়তঃ, ষ্টক এক্সচেঞ্জ থাকায় শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ উচিত দামে সম্পন্ন হয়। ষ্টক এক্সচেঞ্জ যদি সুষ্টুভাবে কাজ করে তবে বিশিষ্ট কোম্পানীগুলির শেয়ারের দাম খুব বিশেষ উঠানামা করে না। যদি ষ্টক এক্সচেঞ্জ না থাকিত, তবে ক্রেতাকে হয়ত বেশী দামে শেয়ার ক্রয় করিতে হইত অথবা বিক্রেতাকেও হয়ত ক্রেতার সুবিধা অনুযায়ী অল্প দামে শেয়ার বিক্রয় করিতে হইত। ষ্টক

এক্সচেঞ্জ থাকার ফলে শেয়ারের ক্রেতাও বিক্রেতাগণ উচিত দামে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারে।

চতুর্থতঃ, ষ্টক এক্সচেঞ্জ থাকার ফলে বড় বড় কোম্পানীগুলির পক্ষে সহজেই শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভবপর। তাহা ছাড়া, ষ্টক এক্সচেঞ্জের কাজ-কর্ম বিবেচনা করিয়াই কোন কোম্পানীর অবস্থা কিরূপ তাহা ধারণা করা যায়।

ষ্টক এক্সচেঞ্জকে বন্ধ করিয়া দিলে দেশের ভাল হইবে এই রকম ধারণা পোষণ করা উচিত নহে। ষ্টক এক্সচেঞ্জের অনেক অর্থনৈতিক কাজ (economic functions) আছে। ইহা দেশের মূলধন বিনিয়োগে বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা অবলম্বন করে। সুতরাং ষ্টক এক্সচেঞ্জ বন্ধ করিয়া দিলে সমাজের মংগল হইবে এই রকম গ্যারান্টি নাই; বরং কোন কোন ক্ষেত্রে ষ্টক এক্সচেঞ্জ বন্ধ করিয়া দিলে অর্থনৈতিক দিক হইতে সমাজের ক্ষতিও হইতে পারে। তবে যদি ষ্টক এক্সচেঞ্জে একচেটিয়া মূলক ফাটকা কারবারের আধিপত্য হয় অথবা যদি ফাটকা কারবারীগণ অদূরদর্শী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অসাধু হয়, তবে ইহা সমাজের পক্ষে হিতকর হয় না এবং সেইক্ষেত্রে ষ্টক এক্সচেঞ্জ বন্ধ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

ষ্টক এক্সচেঞ্জ বন্ধ করা উচিত কিনা

আবার কাঁচামালের ফাটকা বাজার (produce exchange market) বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত কিনা সেইবিষয়েও একটি প্রশ্ন উঠে। কাঁচা মালের বাজারে দুই ধরণের ফাটকা কারবারী দেখা যায়। একদল লোক আছে যাহারা কাঁচামাল দিয়া জিনিষপত্র প্রস্তুত করে, এবং অন্য একদল লোক আছে যাহারা কাঁচামালের ফাটকা কারবার করিয়া বিভিন্ন লেনদেনের মাধ্যমে লাভ করিতে চায়। যদি কেহ মনে করে যে ভবিষ্যতে কোন কাঁচামালের দাম বাড়িবে এবং এই আশায় সে এখনই সস্তাদরে কাঁচা মাল কিনিয়া রাখে অথবা, ফাটকা কারবারী উদ্যোক্তাদের সংগে এই রকম চুক্তি করে যে বর্তমানের দরে সে ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট কাঁচামালের সরবরাহ পাইবে তাহা হইলে এই ধরণের চুক্তিকে ভবিষ্যতে চুক্তি (forward contracts or future market) বলে। যদি বর্তমানে সে অল্প দামে জিনিষটি কিনিয়া রাখিতে পারে অথবা ভবিষ্যতেও অল্প দামে জিনিষটির সরবরাহ পাইয়া ইহা বেশী দামে বিক্রয়

কাঁচা মালের ফাটকা কারবার কাহাকে বলে?

করিতে পারে, তবে সে লাভবান হইবে। আবার যদি ভবিষ্যতে জিনিষটি কম দামেই বিক্রী হয় তবে ফাটকা কারবারীর লোকসান হইবে। এই লোকসানের সম্ভাবনা হইতে মুক্ত থাকার জন্য ফাটকা কারবারী সাধারণতঃ আরও একটি অগ্রিম চুক্তি করিয়া রাখে; এই চুক্তি অনুযায়ী যদি ভবিষ্যতে দাম না বাড়ে অথবা দাম কমিয়া যায়, তবে সে বর্তমানের দামেই জিনিষগুলি উদ্যোক্তার কাছে বিক্রয় করিবে। এই ধরণের দুইটি চুক্তি যুগপৎ সম্পাদিত হইলে আমরা ইহাকে hedging operations বলি। একটি চুক্তি দ্বারা সে কাঁচামাল ক্রয় করে এবং অপর চুক্তির সাহায্যে সে উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয় করে। এইভাবে কাঁচামালের ফাটকা কারবার যদি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয় তবে ব্যবসায়ে ঝুঁকির (risk) সম্ভাবনা অনেক সময়েই কমিয়া যায়। সুতরাং কাঁচামালের ফাটকা কারবার বন্ধ করিয়া দিলে দেশের মংগল হইবে এই যুক্তি সব সময়ে খাটে না। তবে যদি কাঁচামালের ফাটকা কারবারের জন্য অথবা কাঁচামাল ব্যবসায়ীগণ ও মুনাফাখোরগণ আটকাইয়া রাখে এবং ইহাতে বাজারে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের কৃত্রিম দুষ্প্রাপ্যতা (artificial scarcity) হয়, তবে জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়া যায় এবং সেইক্ষেত্রে দরকার বিশেষে কাঁচামালের ফাটকা কারবার বন্ধ করিয়া দিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

ফাটকা কারবারের নিয়ন্ত্রণ (Control of Speculation):

বৈধ ভাবে যে ফাটকা কারবার বাজারে চলে তাহা নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন হয় না। তাহা ছাড়া, এই ধরণের ফাটকা কারবার মূলধন বিনিয়োগের পক্ষে সহায়ক। কিন্তু যদি ফাটকা কারবার অবৈধভাবে চালিত হয়, তবে সমাজের কল্যাণের জন্যই ইহার নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক।

আইনের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ

সাধারণতঃ আইনের সাহায্যে অবৈধ ফাটকা কারবার নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু, আইনেরও ফাঁক আছে। সুতরাং, শুধু আইন প্রণয়ন করিয়া অবৈধ ফাটকা কারবার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর নয়।

অবৈধ ফাটকা কারবার বন্ধ করিবার আর একটি উপায় হইল ইহার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা।

অধ্যাপক লার্ণারের অভিমত

অধ্যাপক লার্ণারের (Prof. Lerner) মতে অবৈধ ফাটকা কারবার বন্ধ করিবার জন্য রাষ্ট্রের পাল্টা ফাটকা কারবারের (counter speculation) ব্যবস্থা করিয়া উহার প্রতিবিধান করা উচিত।

Exercises

1. Describe the nature and necessity of speculation in a modern community. (২২২—২৬ পৃষ্ঠা)

2. Carefully explain the possible beneficial and harmful effects of speculation. (২২৫—২৭ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the functions of stock exchange iudicating in particular, how they promote the investment of capital. (২২৮—২৯ পৃষ্ঠা)

4. Do you think that it will be beneficial if the Stock Exchange and Produce Exchange are closed down. (২২৮—৩০ পৃষ্ঠা)

5. How can Speculation be controlled ? (২৩০ পৃষ্ঠা)

১৬

প্রান্তিক উৎপাদনের বিধি এবং বণ্টন তত্ত্ব

জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা হইতে আমরা জানি যে সকল উৎপাদনের উপাদানের আয়ের সমষ্টি জাতীয় আয়ের সমান। জাতীয় আয়ের ভিতর কোন উৎপাদনের উপাদানের অবদান কতটা তাহা নির্দ্ধারণ করা অর্থবিজ্ঞানীদের একটি আবশ্যিক কর্তব্য। বণ্টন তত্ত্বে (Theory of Distribution) কিভাবে জাতীয় আয় উৎপাদনের উপাদানগুলির ভিতর বিভক্ত হইয়াছে তাহার ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করা হয়। এই প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা সহজতর পন্থা হইল কোন একটি উৎপাদনের উপাদানের বাজার দামটি এবং তাহার মোট পরিমাণকে জানা। তাহা হইলেই আমরা জানিতে পারিব, সেই উৎপাদনের উপাদানটির জন্য মোট কত ব্যয় হইতেছে, অর্থাৎ সামগ্রিক ভাবে সেই উৎপাদনের উপাদানটির আয় কত। যদি জাতীয় আয় আমাদের জানা থাকে তাহা হইলে এই উৎপাদনের উপাদানটির আয় জাতীয় আয়ের কত অংশ তাহা আমরা বলিতে পারি। তাহা হইলে উৎপাদনের উপাদানের দাম কিভাবে নির্দ্ধারণ করা হয় তাহাই আমাদের প্রধান জ্ঞাতব্য। অতএব বণ্টন তত্ত্বের একটি সহজতর সংস্করণ হইতেছে উৎপাদনের উপাদানের দাম নির্দ্ধারণ তত্ত্ব (Theory of Factor Pricing)। দ্রব্যের দাম নির্দ্ধারণের সময় প্রান্তিক উপযোগিতাকে আমরা যে ভূমিকা লইতে দেখিয়াছিলাম, উৎপাদনের উপাদানের দাম নির্দ্ধারণের সময় প্রান্তিক উৎপাদনকে আমরা সেই ভূমিকা লইতে দেখিব। অর্থাৎ উৎপাদনকারী যখন কোন একটি উৎপাদনের উপাদান ক্রয় করিবে, তখন ভারসাম্য অবস্থায় সেই উৎপাদনের উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন এবং বাজার দাম সমান হইবে। প্রান্তিক উৎপাদনের মাধ্যমে উৎপাদনের উপাদানের দাম নির্দ্ধারণ হওয়ার কারণ এই যে কোন একটি উপাদানের একটি ইউনিট যতটা উৎপাদন করিতেছে তাহার বেশী সেই ইউনিটটি মূল্য হিসাবে দাবী করিতে পারে না। কাজেই প্রতিটি ইউনিটের প্রান্তিক উৎপাদন কত তাহার হিসাব রাখা প্রয়োজনীয়। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে উৎপাদনের উপাদানের জন্য যে চাহিদা তাহা প্রত্যক্ষ চাহিদা নহে **পরোক্ষ চাহিদা** (Derived Demand)। উৎপাদনকারী কোন একটি উৎপাদনের উপাদানের, মনে করি শ্রমের, চাহিদা রাখে, তাহার

কারণ এই যে সে মনে করে শ্রমকে উৎপাদনে নিয়োগ করিয়া সে এমন দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারিবে যাহা বাজারে বিক্রয় করা যাইবে। সুতরাং দ্রব্যের জন্য বাজারে প্রত্যক্ষ চাহিদা রহিয়াছে, তাহা হইতেই উপাদানের জন্য চাহিদা আহরিত হইয়াছে। এই জন্যই বলা হইল যে উৎপাদনের উপাদানের জন্য যে চাহিদা তাহা পরোক্ষ।

প্রান্তিক উৎপাদনের বিধির কার্য্যকলাপ বুঝিতে হইলে কতকগুলি বিশেষ ধারণা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ মনে করিতে হইবে যে যে উপাদানটির প্রান্তিক উৎপাদন নির্ণয় করা হইতেছে, সেই উপাদানটি ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল উপাদানের পরিমাণ নির্দিষ্ট। দ্বিতীয়তঃ, উপাদানটিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা সম্ভব। তৃতীয়তঃ, উৎপাদনের উপাদানের প্রতিটি ইউনিটই সমজাতীয় (Homogeneous)। যদি বিভিন্ন ইউনিটের ভিতর গুণগত প্রভেদ থাকে তাহা হইলে প্রান্তিক উৎপাদনের কোন তুলনা করা সম্ভব হয় না। চতুর্থতঃ উৎপাদনের উপাদানের বাজার এবং দ্রব্যের বাজার, সাধারণতঃ পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, যদিও প্রান্তিক উৎপাদন তত্ত্বটির জন্য এইরূপ অনুমান করিবার জন্য কোন প্রয়োজন নাই।

প্রান্তিক উৎপাদন আমরা সহজেই বুঝিতে পারি, কোন একটি ইউনিটকে কার্য্যে নিয়োগ করিবার ফলে মোট উৎপাদনে যে পরিবর্ত্তন হয় তাহা। উৎপাদন কারী প্রতিটি ইউনিটকে নিয়োগ করিবার পূর্বে তাহার প্রান্তিক উৎপাদন জানিয়া লইবে। নিম্নলিখিত তালিকায় প্রান্তিক উৎপাদনকে নির্ণয় করা হইয়াছে। পরিবর্ত্তনশীল উপাদানটি আমরা মনে করিতেছি শ্রম, এবং অন্যান্য উপাদানের পরিমাণ অপরিবর্ত্তিত বলিয়া মনে করি।

তালিকা নং ১

শ্রমের ইউনিট	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
১	৩	৩
২	৮	৫
৩	১৫	৭
৪	২৫	১০
৫	৩২	৭
৬	৩৮	৬
৭	৪২	৪

এই তালিকা হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে প্রান্তিক উৎপাদন প্রথম দিকে বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু ৫ম ইউনিট হইতে উহা হ্রাস পাইতেছে। ৫ম ইউনিট হইতে উহা হ্রাস পাইতেছে। তাহার কারণ, প্রথম দিকে ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদনের বিধি বলবৎ আছে, কিন্তু শেষের দিকে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের বিধি কার্য্যকরী হইয়াছে। কিন্তু যখন উৎপাদনকারী উপাদান নিয়োগ করিবে তখন এই স্থূল প্রান্তিক উৎপাদন (Marginal physical product or MPP) তাহার একমাত্র প্রয়োজনীয় নহে। উৎপাদনকারীর প্রধান লক্ষ্য আর্থিক উপার্জন করা। সুতরাং প্রান্তিক উৎপাদন বাজারে বিক্রয় করিয়া কত পাওয়া যাইবে তাহার দিকেই উৎপাদনকারীর লক্ষ্য থাকিবে। এই প্রসঙ্গে তুইটি নূতন নামের অবতারণা করা যাইতে পারে। প্রথমটি হইল, প্রান্তিক উৎপাদন বাজারে বিক্রয় করিয়া যাহা পাওয়া যাইবে। ইহাকে **প্রান্তিক উৎপাদনের বাজার মূল্য** বা Value of the Marginal Product বা VMP.। যদি দ্রব্যটির বাজার দাম হয় P এবং প্রান্তিক উৎপাদনকে সংক্ষেপে লিখি MP, তাহা হইলে VMP = P × MP। দ্বিতীয়টি, প্রান্তিক উৎপাদন জনিত প্রান্তিক বিক্রয় লব্ধ অর্থ বা Marginal Revenue Product বা MRP। প্রান্তিক উৎপাদন বাজারে বিক্রয় করিলে মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থে যে পরিবর্ত্তন হয় তাহাই Marginal Revenue Product। যদি বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে মোট বিক্রয় লব্ধ অর্থের পরিবর্ত্তন বাজার দামের সহিত ঘটিবে। অর্থাৎ যেহেতু পূর্ণ প্রতিযোগিতায় P × MP = MR × MP, অতএব বলা যাইতে পারে VMP = MRP,। নিম্নলিখিত তালিকার সাহায্যে ইহা বুঝান হইয়াছে।

তালিকা নং ২

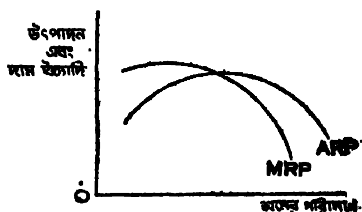
উপাদানের ইউনিট	মোট উৎপাদন	দ্রব্যের বাজার দাম	মোট বিক্রয় লব্ধ অর্থ TR	M P	V M P	M R P
০	০	২ টাকা	০		০	০
১	৩	"	৬	৩	৬	৬
২	৮	"	১৬	৫	১০	১০
৩	১৬	"	৩২	৮	১৬	১৬
৪	২৩	"	৪৬	৭	১৪	১৪
৫	২৯	৩ টাকা	৮৭	৬	১৮	২১
৬	৩৪	৩ "	১০২	৫	১৫	১৫
৭	৩৭	১ "	৩৭	৩	৩	৬৫

এই তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাই যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাজার দাম অপরিবর্ত্তিত, ততক্ষণ পর্য্যন্ত VMP এবং MRP পরস্পরের সমান। কিন্তু যখনই বাজার দামের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে তখনই VMP এবং MRP-র ভিতর প্রভেদ ঘটিতেছে। যদি আমরা বাজার দামকে অপরিবর্ত্তিত রাখি তাহা হইলে VMP র অনুসরণে MRP প্রথম দিকে বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহার পর কমিতে থাকিবে। তাহার কারণ, যেহেতু একটি মাত্র উৎপাদনের উপাদানকে পরিবর্ত্তিত করিয়া অপর সকল উৎপাদনের উপাদানকে অপরিবর্ত্তিত রাখা হইয়াছে, অতএব প্রথমদিকে ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদনের বিধি এবং শেষের দিকে ক্রম হ্রাসমান উৎপাদনের বিধি বলবৎ থাকিবে। যেহেতু বাজার দাম অপরিবর্ত্তিত, অতএব VMP এবং MRP প্রথমদিকে বৃদ্ধি পাইয়া পরে হ্রাস পাইবে। ২নং তালিকাকে একটু গুছাইয়া লইলেই আমরা ইহা দেখিতে পাইব।

৩নং তালিকা

উপাদানের ইউনিট	মোট দ্রব্যের উৎপাদন	বাজার দাম	মোট বিক্রয় লব্ধ অর্থ TR	MP	VMP	MRP
০	০	২্টাকা	০	০	০	০
১	৩	"	৬	৩	৬	৬
২	৮	"	১৬	৫	১০	১০
৩	১৬	"	৩২	৮	১৬	১০
৪	২৩	"	৪৬	৭	১৪	১৪
৫	২৯	"	৫৮	৬	১২	১২
৬	৩৪	"	৬৮	৫	১০	১০
৭	৩৭	"	৭৪	৩	৬	৬

সুতরাং আমরা MRP রেখা এবং প্রান্ত এবং গড়েব সম্পর্ক হইতে ARP রেখা অঙ্কন করিতে পারি। নিম্নে ১৫নং চিত্রে এই দুইটি রেখা অঙ্কিত হইয়াছে। আমরা মনে করি আলোচ্য উৎপাদনের উপাদানটি হইল শ্রম। অন্যান্য সকল উপাদানের পরিমাণ স্থির। ১ নং চিত্রে ARP

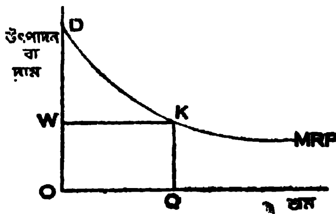


১৫নং চিত্র

রেখাই হইল শ্রমের জন্য চাহিদা রেখা। এই শ্রমের যোগান রেখা অঙ্কিত করিয়া শ্রমের মূল্য নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে।

এখানে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে MRP রেখার ঊর্দ্ধমুখী অংশে ভারসাম্য হইতে পারে না কেন না এই অংশে প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে। উৎপাদনকারী শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া লাভবানই হইবে। সুতরাং ভারসাম্য হইতে হইলে MRP রেখার নিম্নগামী অংশেই হইতে হইবে। সেইজন্য অধিকাংশ রেখাচিত্রেই MRP রেখার বা ARP রেখার নিম্নগামী অংশ দেখান হয়।

৩নং তালিকা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, যদি শ্রমের বাজার মূল্য ১০ টাকা হয়, তাহা হইলে উৎপাদনকারী ৬ ইউনিট শ্রম নিয়োগ করিবে। ১ হইতে ৩ পর্য্যন্ত ইউনিট ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদনের বিধি বলবৎ আছে, সুতরাং এখানে ভারসাম্যের প্রশ্নই আসে না। ৪র্থ ইউনিট হইতে দেখিতে পাই যে উৎপাদনকারী অতিরিক্ত এক ইউনিট শ্রম হইতে যাহা পাইতেছে, সেই ইউনিটকে প্রদেয় মূল্য তাহা অপেক্ষা কম। যেমন ৫ম ইউনিট হইতে উৎপাদনকারী পাইতেছে ১২ টাকা, কিন্তু তাহাকে দিতে হইতেছে ১০ টাকা। ১২ – ১০ = ২ টাকাকে আমরা উৎপাদনকারীর উদ্বৃত্ত (producer's surplus) বা খাজনা বলিতে পারি। ৬ষ্ঠ ইউনিটের ক্ষেত্রে দেখিতে পাই উৎপাদনকারী যাহা পাইতেছে এবং যাহা দিতেছে তাহারা পরস্পরের সমান। সুতরাং ভারসাম্য অবস্থায় MRP = Wage Rate বা মজুরী। এক্ষেত্রে আমরা শ্রম লইয়া আলোচনা করিয়াছি বলিয়া মজুরীর কথা আসিল। যদি জমি কিংবা মূলধন লইয়া আলোচনা করিতাম, তাহা হইলে, MRP = খাজনা কিংবা MRP = সুদ বলিতাম। কিন্তু ব্যাখ্যা প্রতি ক্ষেত্রে একই প্রকার থাকিত। ১৬নং চিত্রে শ্রমের যে চাহিদা রেখা অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে OW বাজার মজুরী। OWKQ মোট মজুরীর পরিমাণ এবং DWK উৎপাদনকারীর উদ্বৃত্ত বা খাজনা।



১৬নং চিত্র

যখন উৎপাদনকারী একাধিক উপাদান ক্রয় করে তখন ভারসাম্য অবস্থায় শেষ ইউনিট অর্থ যে কোন উৎপাদনের উপাদানের উপর ব্যয়িত হউক না

কেন, তাহা সমান উৎপাদন অর্জন করিবে। মনে কর দুইটি উৎপাদনের উপাদান, শ্রম এবং মূলধন রহিয়াছে। উহাদের প্রান্তিক উৎপাদন এবং মূল্য যথাক্রমে MPL, MPC এবং PL, PC দ্বারা নির্দেশিত হইতেছে। ভারসাম্য অবস্থায় প্রান্তিক উৎপাদন এবং উহার মূল্য সমান। সুতরাং PL পরিমাণ উৎপাদন ব্যয় করিয়া MPL পরিমাণ পাওয়া যায়। কিংবা ১ ইউনিট অর্থ ব্যয় করিয়া $\frac{MPL}{PL}$ পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া যাইবে। যেহেতু আমরা ভারসাম্য অবস্থার কথা আলোচনা করিতেছি, সুতরাং ঐ ১ ইউনিট শ্রম কিংবা মূলধন যাহার উপরই ব্যয় করা হউক না কেন তাহা হইতে সমান উৎপাদন পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ ভারসাম্য অবস্থায় $\frac{MPL}{PL}=\frac{MPC}{PC}$। যদি দুই এর অধিক উপাদান থাকে, তাহা হইলেও ঐ একই নীতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই ভারসাম্য ঘুরাইয়া অন্যভাবেও বলা যাইতে পারে।

MPL উৎপাদন পাইবার জন্য ব্যয় হয় PL

$\therefore$ ১ ইউনিট উৎপাদন পাইবার জন্য ব্যয় $\frac{PL}{MPL}$।

ঐ $\frac{PL}{MPL}$ কে আমরা প্রান্তিক ব্যয় বলিতে পারি। ভারসাম্য অবস্থায় প্রান্তিক ব্যয় শ্রম এবং মূলধন উভয়ের ক্ষেত্রেই সমান হইবে। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে $MC=\frac{PL}{MPL}=\frac{PC}{MPC}$। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে ভোগীর ক্রয়ের ক্ষেত্রেও আমরা এইরূপ একটি সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলাম, যাহার নাম আমরা দিয়াছিলাম সম-প্রান্তিক উপযোগিতার বিধি (Law of equi-marginal utility)। তাহার অনুসরণে উপরের বিধিকে আমরা সম-প্রান্তিক উৎপাদনের বিধি বলিতে পারি। পূর্ব পরিচ্ছেদের আলোচনার সহিত মিলাইয়া দেখিলে পাঠকের স্মরণ হইবে যে এই ভারসাম্য অবস্থাতেই উৎপাদনকারী নিম্নতম ব্যয় বিন্দুতে অবস্থান করে।

প্রান্তিক উৎপাদন বিধির সমালোচনা

প্রান্তিক উৎপাদনের বিধি বণ্টনতত্ত্বের সাহায্যকারী হিসাবে উদ্ভূত হইয়াছিল। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি এই তত্ত্বে বলিতে চাওয়া হইয়াছে যে কোন একটি উৎপাদনের উপাদান যাহা উৎপাদন করিতেছে তাহার বেশী দাবী

করিতে পারে না। কিন্তু এই তত্ত্বটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই ইহার কতকগুলি গুরুতর ত্রুটি প্রতিভাত হয়। প্রথমেই প্রশ্ন করা যায় যে প্রান্তিক উৎপাদন হিসাব করা হয় কি করিয়া? আমরা দেখিলাম যে একটি উপাদানকে অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া অন্য একটি উপাদানকে এক ইউনিট পরিবর্ত্তন করিলে মোট উৎপাদনে যে পরিবর্তন হয়, তাহাই প্রান্তিক উপাদান। কিন্তু বাস্তব জগতে উৎপাদন এইভাবে সংগঠিত হয় না। কোন ফার্মকে জিজ্ঞাসা করিলে সে মোট উৎপাদনের অধিক অন্য কিছুর কথা বলিতে পারিবে না। যদি মোট উৎপাদনই জানা যায়, তাহা হইলে তাহা হইতে কোন উৎপাদনের দরুন কতটা উৎপাদন হইয়াছে তাহা বাহির করা অসম্ভব। কেন না উৎপাদন সকলগুলি উপাদানের সমবেত প্রচেষ্টার বলেই সম্ভব হইয়াছে। ইহা ব্যতীত, একটি উপাদানকে অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া অপর উপাদানকে পরিবর্ত্তিত করিয়া উৎপাদন সম্ভব হয় না। যেমন, মূলধনকে অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া কেবলমাত্র শ্রমকে বৃদ্ধি করা সকল সময় সম্ভব হয় না। যদি শ্রমকে বৃদ্ধি করিতে হয়, তাহা হইলে মুলধনের পরিমাণকেও বৃদ্ধি করিতে হয়। আধুনিক বৃহৎ উৎপাদনকেন্দ্রগুলিতে একসাথে একাধিক যন্ত্রপাতিতে একাধিক দ্রব্য উৎপাদিত হয়। এক একটি যন্ত্রে উপাদান ব্যবহার করিবার হার এবং ক্ষমতা এক এক প্রকার, এবং তদুপরি উৎপাদনকারী বাজারের অবস্থা বুঝিয়া তাহার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের গতি নিয়ন্ত্রিত করে। এই অবস্থায় প্রান্তিক উৎপাদন কথাটিই সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়া পড়িয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, এই তত্ত্বে কেবলমাত্র উৎপাদনের উপাদানের চাহিদার কথাই বলা হইয়াছে। আমরা আলোচনার প্রারম্ভে বলিয়াছি যে আমাদের উদ্দেশ্য হইতেছে উপাদানের মান নির্ণয় করা। কিন্তু ইহার জন্য যোগানের দিকটির প্রতিটিও আলোক সম্পাত করা প্রয়োজন। অর্থবিজ্ঞানের অগ্রগতির সহিত ক্রমশঃই দেখা যাইতেছে যে উৎপাদনের উপাদানের বাজারে যোগানের দিকটিতে গোলমাল, চাহিদার দিক হইতে অনেক বেশী।

তৃতীয়তঃ, এই তত্ত্বে মনে করা হইয়াছে যে সকল উপাদানকেই অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা সম্ভব। কিন্তু কোন কোন উপাদান, যেমন মূলধন, তাহার অবিভাজ্যতার জন্যই প্রসিদ্ধ।

চতুর্থত, এখানে কোন একটি উপাদানের সকল ইউনিট গুলিকেই সমতুল্য (homogeneous) বলিয়া মনে করা হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন

উপাদানের, যেমন শ্রমের ভিতর, বহু শ্রেণী বিভাগ রহিয়াছে, এবং এই শ্রেণীগুলিকে পরস্পরের সহিত তুলনা করা যায় না।

পঞ্চমতঃ, অনেক ক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদনের সাহায্যে উপাদানের দাম নির্দ্ধারিত হয় না। বিশেষ করিয়া শ্রমের ক্ষেত্রে সমাজের অর্থ নৈতিক প্রভাব ব্যতিরেকে অন্যান্য প্রভাবও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।

ষষ্ঠতঃ, এখানে প্রান্তিক উৎপাদন নির্দ্ধারণ করিবার সময় একটি উপাদানের এক ইউনিট বৃদ্ধি করিলে যে পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে, সেই ইউনিটটিকে সরাইয়া আনিলে উৎপাদন সেই পরিমাণই কমিয়া আসিবে বলিয়া মনে করা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদন হ্রাস একইভাবে হয় না।

সপ্তমতঃ, সাধারণতঃ দেখা যায় যেখানেই প্রান্তিক উৎপাদনের বিধি প্রয়োগ করা হইয়াছে, সেখানেই Constant Returns to Scale এবং পূর্ণ প্রতিযোগিতা ধরা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবধর্মী তত্ত্ব তৈয়ারী করিবার জন্য এইরূপ অনুমানের কোন সার্থকতা নাই।

উপকরণগুলির যোগান (Supply of Factors): একটি জিনিষের যোগান যেমন উহার উৎপাদন খরচের উপর নির্ভর করে, একটি উপাদানের যোগান সেইরকম উৎপাদন খরচের উপর নির্ভর করে না। উদাহরণ স্বরূপ, শ্রমের যোগানের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রাচীন অর্থবিজ্ঞানীগণ মনে করিতেন যে মজুরী যদি জীবনধারণের জন্য যতটা প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা বেশী হয়, তবে শ্রমিকদের সন্তান সন্ততি বাড়িয়া যাইবে এবং ইহার ফলে শ্রমিকের যোগান বাড়িয়া যাইবে। আবার জীবনধারণের জন্য যতটা প্রয়োজন মজুরী তাহা অপেক্ষা কম হইলে শ্রমিকদের মৃত্যু সংখ্যা বাড়িবে এবং শ্রমিকের যোগান কমিয়া যাইবে। কিন্তু এই তত্ত্বে শ্রমিকের যোগান সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না।

আবার কোন কোন অর্থবিজ্ঞানী মনে করেন যে উৎপাদনের উপকরণগুলির যোগান উৎপাদনের পিছনে যে কর্ম প্রচেষ্টা ত্যাগ ও বেদনা (এক কথায় Real cost) থাকে তাহার উপর নির্ভর করে। কিন্তু, এই তত্ত্বটিও ত্রুটিপূর্ণ। কারণ উৎপাদনের উপকরণগুলিকে যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, তাহা কোন ত্যাগ বা বেদনার ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়া হয় না; তাহা দেওয়া হয় সেই উপকরণগুলিকে কাজ করিতে প্রেরণা যোগাইবার জন্য। কোনও

উপকরণই ইহার ন্যূনতম দাবী না মিটিলে কাজ করিতে চাহিবে না। সুতরাং যে কোন উপকরণের যোগান দাম (supply price) নির্ভর করে উহার বিকল্প কাজের আকর্ষণের (pull of alternatives) উপর। একজন শ্রমিক কোন কাজ করিবার সময় অন্যত্র বিকল্প কাজে যে মজুরী পায় তাহা সেই কাজ না পাইলে কাজ করিতে চাহিবে না। শ্রমিকের যোগান অবশ্য আরও দুইটি উপাদানের উপর নির্ভর করে; সেইগুলি হইতেছে শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান, কর্মদক্ষতা এবং ট্রেড ইউনিয়নের নির্দেশ। মূলধনের যোগান দাম (Supply Price) নির্ভর করে মূলধন ধার করিবার জন্য যে সুদ প্রদান করিতে হয় তাহার উপর এবং জীর্ণ যন্ত্রপাতিগুলির স্থানে নূতন যন্ত্রপাতি বসান অথবা মূলধনের ক্ষয় ক্ষতি (Depreiration) নিবারণ করিবার জন্য যে খরচ করিতে হয় তাহার উপর। এই ধরণের খরচকে Replacement Cost বলা হয়।

জমির যোগান সমগ্র সমাজের পক্ষে অস্থিতিস্থাপক। কিন্তু একটি বিশেষ শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে জমির যোগান অস্থিতিস্থাপক নয়; কারণ, সেই শিল্প প্রতিষ্ঠান কোন জমিকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করিতে পারে, কোনও শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছে জমির যোগান ইহার স্থানান্তর খরচের (transfer cost) উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ, কোন জমিতে যদি আমরা একটি বিশেষ জিনিষ উৎপাদন করিতে চাই, তবে দেখিতে হইবে, অন্যত্র বিকল্পভাবে জমিটি ব্যবহার করা হইলে জমিটি হইতে আয় কত হইত। যদি বিকল্প আয় হইতে বর্তমান উৎপাদনজনিত আয় বেশী হয়, তবেই জমিটিতে আমরা একটি বিশেষ জিনিষ উৎপাদন করিব।

Exercises

1. Critically discuss the assumptions of the Marginal Productivity theory of Distribution. (২৩২—৩৯ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the factors which govern the supply of factors. (২৩৯—৪০ পৃষ্ঠা)

১৭

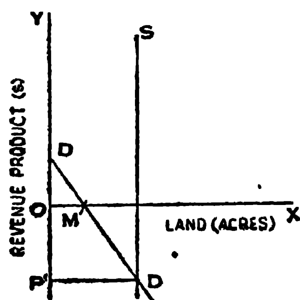
খাজনা

(Rent)

খাজনা তত্ত্ব (Theory of Rent)

সাধারণ অর্থে 'খাজনা' কথাটি আমরা যেভাবে ব্যবহার করি, অর্থশাস্ত্রে 'খাজনা' কথাটি সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। ফ্রান্সের ফিজিওক্র্যাট্‌স্ (Physiocrats) নামে অভিহিত অর্থবিজ্ঞানীগণ মনে করিতেন যে প্রকৃতির বদান্যতার জন্য (liberality of nature) খাজনার সৃষ্টি হয়। রিকার্ডো এই মতবাদের বিরোধিতা করিয়া বলিয়াছিলেন যে প্রকৃতির বদান্যতা নহে, কৃপণতাই (niggardliness of nature) হইল খাজনার প্রকৃত কারণ। রিকার্ডোর (Ricardo) মতে খাজনা হইতেছে জমির আদিম এবং অবিনশ্বর ক্ষমতার মূল্য ("Rent is that portion of the produce of the earth which is paid for the original and indestructible power of the soil.") কিন্তু এই সংজ্ঞাটি ঠিক সত্য নহে। প্রথমতঃ, 'আদিম ক্ষমতা' কথাটি খুব স্পষ্ট নহে। পতিত জমিতে ভালভাবে জলসেচ এবং সারের ব্যবস্থা করিয়া এবং ভাল ট্র্যাক্টর দিয়া চাষ করিলে স্বভাবতঃই কিছু উৎপাদন হইবে। ইহাকে আমরা 'আদিম ক্ষমতা' বলিতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে, বিশেষতঃ আণবিক শক্তির যুগে কোন জমিই অবিনশ্বর নহে। একটি হাইড্রোজেন বোমার সাহায্যে জমি নষ্ট করিয়া ফেলা যায়। সুতরাং রিকার্ডো প্রদত্ত সংজ্ঞাটি বর্তমান যুগে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। তবুও আমরা প্রথমে রিকার্ডোর অর্থনৈতিক খাজনা তত্ত্বটি (theory of economic rent) আলোচনা করিব। এই তত্ত্বটি দুই ভাগে আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমে, আমরা দুষ্প্রাপ্যতাজনিত খাজনা বা (Scarcity Rent) সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ইহার পর আমরা পার্থক্যমূলক খাজনা বা (Differential Rent) সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

দুষ্প্রাপ্যতাজনিত খাজনা (Scarcity Rent)—খাজনা তত্ত্বে জমির দুষ্প্রাপ্যতা একটি বিশেষ ভূমিকা অবলম্বন করে। ধরা যাক গমের জন্ম পৃথিবীর বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। যদি তাই হয়, তবে গমের উৎপাদনে কোন পরিবর্তন হইলে পৃথিবীর বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা আছে বলিয়া দামের কোন পরিবর্তন হইবে না। সুতরাং গমের দাম স্থির আছে ধরিয়া লইয়া উৎপাদনকে অগ্রসর হইতে হইবে। জমির মালিকদের মধ্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকায় কৃষকদের জমির জন্ম কোন খাজনা দিতে হইবে না। যেহেতু কৃষকদের খাজনা দিতে হইবে না, সেইজন্য কৃষকগণ তাহাদের খামারের আয়তন বাড়াইতে প্রয়াসী হইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জমি হইতে আয় অর্জিত হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত খামারের আয়তন বাড়ান চলিবে। যখন এমন অবস্থা আসিবে যে বর্ধিত জমি হইতে অতিরিক্ত আয় পাওয়া যাইতেছে না, তখন কৃষকগণ চাষ করা হইতে বিরত হইবে। অর্থাৎ, যতক্ষণ জমির প্রান্তিক উৎপাদনের নীট বিক্রয়লব্ধ আয় (marginal net revenue product) ইহার দামের বেশী থাকিবে ততক্ষণ কৃষক খামারের আয়তন বাড়াইবে, এবং যখন প্রান্তিক উৎপাদনের নীট বিক্রয়লব্ধ আয় ইহার দামের সমান হইবে তখন কৃষক খামারের আয়তন বৃদ্ধি করা বন্ধ রাখিবে। তখন কৃষক "extensive margin of cultivation" অথবা চাষের পরিবর্ধিত প্রান্তের উপরে অবস্থিত বলা

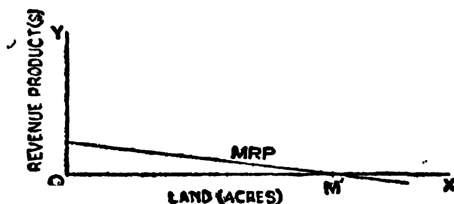


৭৭নং চিত্র

প্রান্তিক উৎপাদনের বিক্রয়লব্ধ আয়ের প্রতিচ্ছবি। SD হইতেছে জমির যায়। নিম্নের DD রেখা হইতেছে চাহিদা রেখা এবং ইহা ক্রমহ্রাসমান

যোগানরেখা। এই চিত্র অনুযায়ী এমন কোন দাম নিরূপিত হইতেছে না। যেখানে যোগান চাহিদার সমান হইবে। কৃষক OM' পরিমাণ জমি ব্যবহার করিতেছে এবং কোন খাজনা প্রদান করিতেছে না।

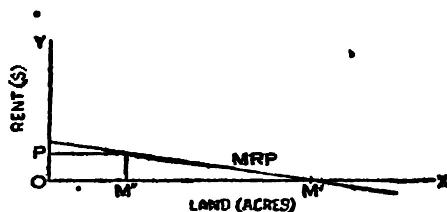
প্রত্যেক কৃষকেরই জমির জন্য চাহিদা থাকে এবং সেই চাহিদা নির্ভর করে জমির প্রান্তিক উৎপাদনী শক্তির উপর। নিম্নের জমিতে OM' জমিতে চাষ



১৮নং চিত্র

করিবার সময় marginal revenue reduct কিছুই নাই,এখানে খাজনা হইবে না।

নিম্নের চিত্রে এই জিনিষটি প্রান্তিক উৎপাদনের বিক্রয়লব্ধ আয় রেখার সাহায্যে বুঝান হইয়াছে। যখন কৃষক OM' পরিমাণ জমি চাষ করিতেছে



১৯নং চিত্র

তখন জমির প্রান্তিক উৎপাদনের বিক্রয়লব্ধ আয় ইহার দামের সমান; সেই ক্ষেত্রে জমির কোন খাজনা নাই। কিন্তু যদি কৃষক OM'' পরিমাণে জমি চাষ করে তবে OP হইবে খাজনা।

উপরের বিশ্লেষণ হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে জমির পরিমাণ সীমিত থাকিলে, খাজনা জমির চাহিদার উঠা-নামার সহিত জড়িত থাকে। জমি যখন নির্দিষ্ট, তখন যদি জমির জন্য চাহিদা বাড়িয়া যায়, তবে খাজনার পরিমাণও বাড়িয়া যায়। যদি জমির যোগানের স্থিতিস্থাপকতা শূন্য থাকে, তবে

খাজনার পরিবর্তন হইলেও চাষের পরিমাণ বাড়ান যায় না। যদি সব জমি সমান উর্বরা হয়, তবে সব কৃষক সমান খাজনা প্রদান করিবে। তিনটি কারণে খাজনার পরিমাণ বাড়িতে পারে :

(১) যদি ফার্মের সংখ্যা বাড়ে এবং অথচ ফার্মের উৎপাদিত সামগ্রীর দাম এবং ফার্মের উৎপাদনী শক্তি স্থির থাকে, তবে খাজনার পরিমাণ বাড়ে।

(২) যদি ফার্মের উৎপাদিত সামগ্রীর দাম বাড়ে অথচ ফার্মের সংখ্যা এবং ফার্মের প্রান্তিক উৎপাদনের বিক্রয়লব্ধ আয় স্থির থাকে, তবে খাজনার পরিমাণ বাড়ে।

(৩) যদি ফার্মের প্রান্তিক উৎপাদনের বিক্রয়লব্ধ আয় বাড়ে, অথচ ফার্মের সংখ্যা এবং ফার্মের উৎপাদিত সামগ্রীর দাম স্থির থাকে, তবে খাজনার পরিমাণ বাড়ে।

উপরে যে দুষ্প্রাপ্য খাজনা তত্ত্বটি আলোচিত হইল, তাহা দুইটি ধারণার উপর ভিত্তিশীল ; যথা, (৩) সব জমিই এক ধরণের, অর্থাৎ সমান উর্বরা এবং (২) জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ। এখন আমরা দেখিব সব জমির উৎপাদনী শক্তি এক প্রকার না হইলে খাজনার কি অবস্থা হয়।

পার্থক্যমূলক খাজনা (Differential Rent)

রিকার্ডোর মতে খাজনা বিভিন্ন জমির উর্বরতার তারতম্যের দরুণ সৃষ্ট হইতে পারে। একই খরচে যদি বিভিন্ন প্রকার জমিতে চাষ করা হয়, তবে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট জমি হইতে বেশী খাজনা পাওয়া যায় ; কারণ নিকৃষ্টতর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জমি কিছু উদ্বৃত্ত লাভ করে।

রিকার্ডোর মতে জমির যোগান সর্বদাই সীমাবদ্ধ। শুধু তাহাই নহে, জমিতে শুধু একটি জিনিষ উৎপাদিত হয়, এবং ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম (Law of Diminishing Returns) কার্যকরী হয়। প্রয়োজনের তুলনায় জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ বলিয়াই খাজনার সৃষ্টি হয়। জমির যোগানের সীমাবদ্ধতা, বিভিন্ন জমির উৎপাদনী শক্তির তারতম্য এবং ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন নিয়মের কার্যকারিতার জন্যই খাজনার সৃষ্টি হয়। .

একটি উদাহরণের সাহায্যে ইহা ভালভাবে বুঝান যাইতে পারে। ধরা যাক্, একটি নূতন দেশ আবিষ্কৃত হইল। প্রথমে সেখানকার জনসাধারণ সর্বাপেক্ষা উর্বর জমিগুলিতে অর্থাৎ, প্রথম শ্রেণীর জমিগুলিতে কৃষিকাজ

আরম্ভ করিবে। জনসংখ্যা ক্রমে যতই বাড়িতে থাকিবে, ততই অপেক্ষাকৃত কম উর্বর জমিগুলিতে অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিগুলিতে কৃষকগণ কৃষিকাজ আরম্ভ করিবে। তারপর জনসংখ্যা যদি আরও বাড়ে, তবে তৃতীয় শ্রেণীর জমিগুলিতেও কৃষিকাজ আরম্ভ হইবে। এইভাবে জনসংখ্যা বাড়িবার সংগে সংগে বিভিন্ন শ্রেণীর জমিতে কৃষিকাজ চলিতে থাকিলে দেখা যায়, দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি অপেক্ষা প্রথম শ্রেণীর জমিতে এবং তৃতীয় শ্রেণীর জমি অপেক্ষা দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে উৎপাদন বেশী হয়। এই বাড়তি উৎপাদনের মূল্যই উৎকৃষ্ট জমির মালিকগণ খাজনা বাবদ পাইয়া থাকেন। ধরা যাক, চাষে ৯০৲ টাকা খরচে প্রথম শ্রেণীর এক বিঘা জমিতে ২০ মণ পাট হয় এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর এক বিঘা জমিতে ১৫ মণ পাট হয়। তাহা হইলে প্রথম শ্রেণীর জমিতে মণ প্রতি পাটের উৎপাদন খরচ হইতেছে সাড়ে চার টাকা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে মণ প্রতি পাটের উৎপাদন খরচ হইতেছে ছয় টাকা। বাজারে মণ প্রতি পাটের দাম অন্ততঃ ছয় টাকা হইবে ; কারণ তাহা না হইলে কেহ দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে চাষ করিবে না। বাজার দাম প্রান্তিক বিন্দুতেই (at the point of margin) স্থির হয়। এখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি প্রান্তিক জমি এবং প্রথম শ্রেণীর জমি উপ-প্রান্তিক জমি। দাম প্রান্তিক খরচের সমান হয়, এবং এক্ষেত্রে প্রান্তিক জমির উৎপাদন খরচই প্রান্তিক খরচ। যদি পাটের দাম মণপ্রতি ছয় টাকা হয়, তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির জন্য জমির মালিক কোন খাজনা পাইবে না। কিন্তু মণপ্রতি দাম ছয় টাকা হওয়ায় প্রথম শ্রেণীর জমির ২০ মণ পাট ১২০৲ টাকায় বিক্রীত হইবে। সেইজন্য প্রথম শ্রেণীর জমির জন্য মালিক ৩০৲ টাকা (১২০৲—৯০৲—৩০৲ টাকা) খাজনা পাইবে। দেখা যাইতেছে, প্রথম শ্রেণীর জমি দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি অপেক্ষা যতটা উৎকৃষ্ট, সেই উৎকৃষ্টতার জন্যই ইহা খাজনা লাভ করে। এইজন্যই বলা হয় খাজনা একটি পার্থক্যমূলক উদ্বৃত্ত ("A differntial surplus")। এখানে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জমিটিকেই আমরা বলিতেছি কৃষির প্রান্তিক জমি (Land on the margin of cultivation)। এমনও হইতে পারে, যে জনসংখ্যা বাড়িলে কৃষকগণ একইজমিতে নিবিড়ভাবেকৃষিকাজ (intensive cultivation করিতে পারে। কিন্তু এই নিবিড় চাষ ক্রম হ্রাসমান উৎপাদন নিয়মের দ্বারা সীমিত। এই ক্ষেত্রে দেখা যাইবে, প্রথম মাত্রায় যত উৎপাদন হইতেছে, দ্বিতীয় মাত্রায় তত উৎপাদন হইতেছে না। ধরা যাক, প্রথম মাত্রায় প্রদত্ত

মূলধনের খরচ হইল ১০৲ টাকা এবং সেই মাত্রায় জমি হইতে প্রাপ্ত উৎপাদিত সামগ্রীর দাম হইল ২০৲ টাকা। আবার, দ্বিতীয় মাত্রায়শ্রম ও মূলধনের খরচ যেখানে ১০৲ টাকা, উৎপাদিত সামগ্রীর দাম সেখানে ১৫৲ টাকা। সুতরাং প্রথম মাত্রায় কৃষকের উদ্বৃত্ত হইতেছে ১০ টাকা এবং দ্বিতীয় মাত্রায় কৃষকের উদ্বৃত্ত হইতেছে ৫ টাকা। সুতরাং সংশ্লিষ্টজমিতে দুইটি মাত্রায় উৎপাদন করিলে মোট খাজনার পরিমাণ হইবে ১৫ (১০৲+৫৲) টাকা। এইভাবে উৎপাদন চলিতে থাকিবে, এবং যখন দেখা যাইবে উৎপাদনের বিক্রয়লব্ধ অর্থ ইহার উৎপাদন খরাচর সমান, তখন জমি হইতে আর কোন খাজনা পাওয়া যাইবে না। সেই ক্ষেত্রে জমিটি **intensive margin of cultivation**-এর উপর থাকিবে।

জমির বিকল্প আয় এবং খাজনা ও দামের সম্পর্ক (Transfer earning of land and the relation between Rent and Price)

প্রান্তিক জমির জন্য কোন খাজনা দিতে হয় না। দাম প্রান্তিক জমির উৎপাদন খরচের সমান হয় বলিয়া দাম খাজনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় না। খাজনা নিরূপণ করিতে হইলে প্রথম শ্রেণীর জমির উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ আয় (Returns) হইতে প্রন্তিক জমির মোট খরচ বাদ দিতে হয়। প্রান্তিক জমির উৎপাদন খরচ এক্ষেত্রে শুধু ফসলের দাম নিয়ন্ত্রণ করে, ইহার সহিত খাজনার কোন সম্পর্ক নাই। যদি দাম বাড়িয়া যায়, তবে প্রথম শ্রেণীর জমি প্রান্তিক জমির তুলনায় অধিক উদ্বৃত্ত লাভ করে এবং খাজনা বাড়িয়া যায়। রিকার্ডো বলিয়াছেন, দাম বাড়িলে খাজনা বাড়ে। কিন্তু, খাজনা বাড়িলে দাম বাড়ে, একথা বলা ঠিক নহে (Rent is price-determined and not price determining)। খাজনা একটি উদ্বৃত্ত মাত্র, মোট আয় হইতে উৎপাদন খরচ বাদ হইলে এই উদ্বৃত্ত পাওয়া যায়। সেইজন্য আমরা দেখিতে পাই, ফসলের দাম বেশী বলিয়াই খাজনা বেশী, খাজনা বেশী বলিয়া ফসলের দাম বেশী নয় ("Corn is not high because rent is paid but rent is paid because corn is high.")

সমস্ত দেশের দিক হইতে বিবেচনা করিলে যদিও জমির যোগান দামশূন্য, একটি শিল্পের দিক হইতে বিবেচনা করিলে জমির ন্যূনতম যোগান-দামশূন্য নহে; ইহার দাম জমির বিকল্প ব্যবহারের সুযোগ ব্যয়ের Opportunity

Cost-এর সমান। সুতরাং প্রান্তিক জমির উৎপাদিত সামগ্রীর দাম সেই সুযোগ ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল হইবে।

আধুনিক অর্থনীতিবিদ্গণের মতে জমির বিকল্প আয়ের (Transfer earning) ভিত্তিতে খাজনাতত্ত্ব আলোচনা করা যাইতে পারে। একটি উদাহরণের সাহায্যে ইহা বুঝান যাইতে পারে। ধরা যাক্, একটি জমিতে ধান এবং পাট উভয়ই উৎপাদন করা যায়। জমির মালিক যদি ধান উৎপাদন করে তবে আয় হয় ৫০৲ টাকা, আর যদি পাট উৎপাদন করে, তবে আয় হয় ৪০৲ টাকা। এই অবস্থায় যদি কোন কৃষক পাট উৎপাদন করিবার জন্য এই জমিতে চাষ করিতে চায়, তবে জমির মালিককে ১০৲ টাকা দিয়া জমিটি চাষের জন্য আনিতে হইবে। কারণ, পাট উৎপাদন না করিয়া ধান উৎপাদন করিলে জমির মালিক আরও ১০৲ টাকা বেশী পাইত। এই ১০৲ টাকা হইতেছে জমিতে পাট উৎপাদনহেতু জমির মালিকের অতিরিক্ত বিকল্প আয় (Transfer earning) এবং কৃষকেরবিকল্প খরচ (Transfer cost)। কোন জমিতে একটি ফসল উৎপাদন করিবার সময় বিকল্প আয় হইতে যতটা উদ্বৃত্ত (excess over transfer earning) পাওয়া যায়, ততটাই হইতেছে খাজনা। উপরোক্ত উদাহরণে ধান উৎপাদন করিবার সময় বিকল্প আয়ের উপর ১০৲ টাকা উদ্বৃত্ত পাওয়া যায়, ইহাই হইতেছে জমির মালিকের খাজনা। এই যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে প্রান্তিক জমিকেও খাজনা দিতে হইতে পারে যদি ইহা হইতে প্রাপ্ত আয় বিকল্প আয় অপেক্ষা বেশী হয়। প্রান্তিক জমির ক্ষেত্রে ফসলের যে দাম নির্ধারিত হইবে, তাহার মধ্যে ফার্ম সুযোগ খরচ অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবে। কোন বিশেষ শিল্পের দিক হইতে বিকল্প আয়ের উপর উদ্বৃত্ত কত হইবে তাহা জমির সুযোগ ব্যয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সমস্ত শিল্পের দিক হইতে যাহা খাজনা তাহা ফার্মগুলির উৎপাদন ব্যয়ের একটি অত্যাবশ্যক অংশ।

বিকল্প আয়
(Transfer earning)

সুতরাং এই ক্ষেত্রে খাজনা দামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

খাজনা তত্ত্বের উপর বিকল্প আয়ের প্রভাব (Rent affected by transfer earning)—জমির বিকল্প আয়ের তত্ত্বটি খাজনা তত্ত্বকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। রিকার্ডো এবং ম্যালথাস উভয়েই ধরিয়া

লইয়াছিলেন যে জমিতে শুধু একটি জিনিষই উৎপাদন করা চলে এবং জমির কোন বিকল্প আয় নাই। তাহা ছাড়া, জমির যোগান সর্বদাই সীমাবদ্ধ। রিকার্ডোর মতে সীমিত যোগান-সম্পন্ন-জমিগুলির মধ্যে যখন একই খরচে উপপ্রান্তিক জমি প্রান্তিক জমি অপেক্ষা কিছু বেশী উৎপাদন করে, তখন ইহা যতটা বেশী উৎপাদন করে তাহাই খাজনা। আবার ম্যালথাসের মতে খাজনার প্রধান কারণ হইল জমির দুষ্প্রাপ্যতা (scarcity of land)। কিন্তু আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীদের মতে প্রান্তিক জমিকেও খাজনা প্রদান করিতে হয় যদি ইহার কোন বিকল্প আয় থাকে। তাঁহারা মনে করেন, সমগ্র দেশের পক্ষে জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ থাকিলেও একটি বিশেষ শিল্পের ক্ষেত্রে জমিয় যোগান স্থিতিস্থাপক ; কারণ এই শিল্পটির কাছে কোন জমির অনেক বিকল্প ব্যবহার আছে। সুতরাং বিকল্প আয়ের সাহায্যে খাজনাতত্ত্বের যে সংস্কার করা হইল এবং খাজনা ও দামের মধ্যে যে সম্পর্কের কথা বলা হইল তাহাতে খাজনাতত্ত্ব আরও বাস্তব এবং বিজ্ঞানসম্মত হইয়াছে। এইভাবে খাজনার নিরূপণ ব্যাখ্যা করিলে বিভিন্ন জমি সমানভাবে উর্বর না হইলেও খাজনার সৃষ্টি হইবে।

খাজনা তত্ত্বের উপর বিকল্প আয়ের প্রভাব

সব জমি সমান উর্বর হইলেও অথবা সমান সুবিধা অনুযায়ী অবস্থিত হইলেও খাজনার সৃষ্টি হইতে পারে। উর্বরতা এবং অবস্থানের সুবিধাজনিত কোন পার্থক্য না থাকিলেও দুইটি কারণে খাজনার সৃষ্টি হয়। প্রথম কারণটি হইতেছে জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম (Law of Diminishing Returns) কার্যকরী হওয়া। একই জমিতে বার বার শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া চাষ করা হইলে উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমিতে আরম্ভ করে এবং উৎপাদন খরচ বাড়িতে থাকে। ধরা যাক্, প্রথমে একজন কৃষক কোন জমিতে উৎপাদন করিল ছয় মণ ধান, দুইজন কৃষক চাষ করিয়া উৎপাদন করিল দশ মণ ধান ; সুতরাং এক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন হইতেছে চারমণ ধান। দাম প্রান্তিক উৎপাদনের খরচের সমান, অর্থাৎ চারমণ ধান উৎপাদন করিবার খরচের সমান হইবে। যদি কৃষকের মজুরী চারমণ ধানের সমান হয়, তবে দুইজন কৃষকের জন্য খরচ হইবে আট মণ ধানের মূল্য। অথচ, দুইজন কৃষকের কাজ হইতে আমরা পাইতেছি দশ মণ ধান। সুতরাং এখানে খাজনার পরিমাণ হইতেছে দুই মণ ধানের মূল্য। ইহাই এখানে উদ্বৃত্ত আয়।

সমান উর্বর জমি অথবা সমান অবস্থানের সুযোগ প্রাপ্ত জমিতেও যে খাজনা

দেখা যায় তাহার আর একটি কারণ হইতেছে জমির বিকল্প ব্যবহার (alternative use) এবং বিকল্প আয়।

রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুযায়ী জমির সীমাবদ্ধ যোগান, ইহার উর্বরতার পার্থক্য এবং বিকল্প ব্যবহারের অভাব, ইত্যাদি হইতেছে খাজনার সৃষ্টি হওয়ার কারণ। আবার ম্যালথাসের মতে জমির দুষ্প্রাপ্যতাই (scarcity) মূলতঃ খাজনার সৃষ্টি হইবার কারণ।

আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীগণ খাজনা নিরূপণের ক্ষেত্রে ইহার চাহিদা ও যোগানের দিকটি চিন্তা করিয়াছেন। জমি ব্যবহার করিবার জন্য যে মূল্য প্রদান করা হয়, তাহাই খাজনা এবং ইহা নিরূপিত হয় চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক প্রভাবের ফলে। জমির জন্য চাহিদার অর্থ ইহার উৎপাদিত ফসলের জন্য চাহিদা এবং ইহা কতটা ফসল উৎপাদন করিতে পারিবে তাহা নির্ভর করে ইহার প্রান্তিক উৎপাদনীশক্তির উপর। আবার, যদি কোন জমি হইতে বিকল্প আয়ের সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে, তবুও ইহার জন্য চাহিদা বেশী হইতে পারে। আবার যোগানের দিক হইতে বিবেচনা করিলে দেখা যায়, সমগ্র দেশের পক্ষে জমির যোগান সীমাবদ্ধ থাকিলেও একটি শিল্পের ক্ষেত্রে জমির যোগান সীমাবদ্ধ নয়; কারণ, ইহার বিকল্প ব্যবহার আছে। দেখা যাইতেছে জমির বিকল্প ব্যবহার ইহার চাহিদা ও যোগান উভয়কেই প্রভাবিত করে। সুতরাং জমির বিকল্প ব্যবহার হইলে যে বিকল্প আয় হয় তাহা হইতে যদি ইহার প্রকৃত আয় বেশী হয়, তবে প্রকৃত আয় যতটুকু বেশী হইবে, অর্থাৎ, যতটুকু উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহাই প্রকৃত খাজনা (Pure rent)।

খাজনা এবং অর্থনৈতিক প্রগতি (Rent and Economic Progress):

খাজনা এবং অর্থনৈতিক প্রগতির মধ্যে আমরা বিভিন্ন ধরণের সম্পর্ক দেখিতে পাই। প্রথমতঃ যদি দেশে জনসংখ্যা বাড়ে তবে অধিক সংখ্যক জমি এবং নিকৃষ্ট ধরণের জমিতেও চাষ করা হয়। ইহাতে প্রথম শ্রেণীর জমিগুলি নিকৃষ্ট ধরণের জমিগুলির তুলনায় অধিক উদ্বৃত্ত লাভ করে এবং ইহাতে খাজনার পরিমাণ বাড়িয়া যায়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি

দ্বিতীয়তঃ, যদি দেশে অর্থনৈতিক উন্নতির দরুণ পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নত হয়, তবে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে জমির অবস্থানগত সুবিধার

(Situational advantage) তারতম্য হয়। ইহাতে ভাল অবস্থান আছে এই প্রকার জমিরগুলির খারাপ অবস্থান আছে এই প্রকার জমির উপর উদ্বৃত্ত কমিয়া যায়। ইহাতে খাজনা কমিয়া যায়। এক্ষেত্রে মনে রাখা উচিত, বাড়ীর জমির খাজনা নিরূপণ করিবার সময় আমরা বাড়ীর জমির অবস্থান অনুযায়ী ইহার মূল্য স্থির করি। যে সকল জমি অফিস, কলকারখানা প্রভৃতি স্থাপন এবং ব্যবসায়ের প্রয়োজনে আসে, সেইগুলির খাজনা অন্য জমি অপেক্ষা বেশী হয়। অর্থনৈতিক প্রগতির ফলে অনুন্নত অঞ্চলগুলিও উন্নত হইতে থাকে এবং ইহাতে বিভিন্ন জমির অবস্থানগত পার্থক্য ক্রমেই কমিয়া আসিতে থাকে এবং ইহাতে খাজনা কমিয়া যায়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও পরিবহনের উন্নাত হইলে শস্যের আমদানী এবং রপ্তানী প্রভাবিত হয়। যে দেশে শস্য আমদানী বাড়িয়া যায়, সেই দেশের খাজনা কমিয়া যায় এবং যে দেশের শস্য রপ্তানী বাড়িয়া যায়, সেই দেশে খাজনা বাড়িয়া যায়।

পরিবহনের উন্নতি

তৃতীয়তঃ, খাজনা কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারে। যদি প্রান্তিক জমির উন্নতি হয়, তবে উপ-প্রান্তিক (Intra-marginal land) বা প্রথম শ্রেণীর জমির প্রান্তিক জমির উপর অর্জিত উদ্বৃত্তের পরিমাণ কমিয়া যাইবে। ইহাতে খাজনার পরিমাণও কমিয়া যাইবে। কিন্তু, কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি যদি শুধু প্রথম শ্রেণীর জমিতে হয়, তবে প্রান্তিক জমির উপর অর্জিত ইহার উদ্বৃত্ত আরও বাড়িয়া যাইবে এবং ইহাতে খাজনার পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। অর্থনৈতিক প্রগতির সংগে সংগে উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি হয় এবং অধিক পরিমাণে ভাল যন্ত্রপাতি এবং সার জমিতে নিয়োগ করা সম্ভবপর হয়। ধরা যাক্ অর্থনৈতিক প্রগতির ফলে বেশী জমি না লইয়াও উৎপাদন করা চলে। যদি তাহাই হয়, তবে খাজনার উপর ইহার কিরূপ প্রভাব হইবে তাহা বিবেচনা করা যাইতে পারে। ধরা যাক, জমির মধ্যে মূলধন এবং শ্রমের প্রয়োগ স্থির আছে। এখন যদি অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য জমির উৎপাদনী শক্তি বাড়িয়া যায় তবে নিম্নের চিত্র অনুযায়ী গড় উৎপাদনী শক্তি রেখা (average productivity curve) এবং প্রান্তিক উৎপাদনী শক্তি রেখা (marginal productivity curve) আগেকার অনুরূপ রেখাগুলির বাঁ দিকে উপরে উঠিয়া যাইবে। পর পৃষ্ঠার চিত্র অনুযায়ী গমের চাহিদা

উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি

অস্থিতিস্থাপক। যতক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে (Production function) সরল রেখা দ্বারা প্রকাশ করা হইতেছে ততক্ষণ এই চিত্র অনুযায়ী খাজনার পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে। যদি উৎপাদন প্রক্রিয়াকে convex আকৃতির উৎপাদনী শক্তি রেখার দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইত, তবে খাজনার

৮০ নং চিত্র

পরিমাণ কমিয়া যাইত। উৎপাদনী শক্তিরেখা সরল রেখার আকৃতি হইবার অর্থ হইতেছে এই যে উৎপাদন প্রক্রিয়া সর্বঅবস্থায় একই প্রকার (linear and homogeneous) আছে। এই ক্ষেত্রে খাজনার উপর জমি সঞ্চয়-কারী নূতন উৎপাদন পদ্ধতির (Land-saving innovation) প্রভাব দেখান হইল।

সাধারণভাবেও কোন দেশে অর্থনৈতিক প্রগতি খাজনার পরিমাণকে প্রভাবিত করে। অর্থনৈতিক প্রগতির ফলে যখন মানুষের জীবন যাত্রার

অর্থনৈতিক প্রগতির সাধারণ প্রভাব

মান উন্নত হয় এবং আয় বাড়িয়া যায়, তখন সাধারণতঃ শিল্পজাত জিনিষের জন্য ও সৌখীন জিনিষের জন্য জনগণের চাহিদা সেই অনুপাতে বাড়ে না। সুতরাং, ইহার ফলে মজুরী, সুদ এবং মুনাফা প্রভৃতির পরিমাণ যত বাড়ে, খাজনার পরিমাণ তত বাড়ে না। অপরপক্ষে, যদি জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি সামগ্রিকভাবে কৃষিজাত সামগ্রীর চাহিদা বাড়াইয়া দেয় এবং যদি শিল্পোন্নয়নের জন্য অধিক পরিমাণে কাঁচামাল উৎপাদন করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে, তবে খাজনার পরিমাণ মোটামুটিভাবে বাড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু, তবুও দীর্ঘকালে খাজনার গতি কি হইবে সেই সম্পর্কে সঠিক কিছু বলা সম্ভবপর নয়।

অধ্যাপক রবার্টসন বলেন,…"the behaviour of aggregate rent is not easy of prediction as is used to be thought" (Robertson—Lectures on Economic Principles vol. II)

বাড়ীর জমির খাজনা (Urban site rent)—যে জমিতে কোন বাড়ী তৈয়ারী হয়, সেই জমি হইতেও জমির মালিক খাজনা পায়। কিন্তু সেক্ষেত্রে খাজনার পরিমাণ জমির অবস্থানের উপর নির্ভর করে। কলিকাতার ডালহৌসী অঞ্চলের কথা ধরা যাক। এই অঞ্চলে সরকারী ও বেসরকারী বড় বড় অফিস থাকায় বাড়ীর জমির খাজনা বেশী। ব্যবসায়ীগণও এই অঞ্চলে জমির জন্য বেশী খাজনা দিতে প্রস্তুত থাকে। কারণ এই জায়গায় বাড়ী তৈয়ারী করিলে ব্যবসায় সংক্রান্ত অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। কিন্তু, শহরের বাহিরে বাড়ীর জমির খাজনা কম; কারণ সেখানকার জমির অবস্থানগত সুবিধা বেশী নাই।

অনুপার্জিত আয় (Unearned Income) অনেক সময় দেখা যায় কোন একটি বিশেষ অঞ্চলের উন্নতি হইলে সেখানকার জমির দাম এবং বাড়ীর জমির খাজনা বাড়িয়া যায়। যেমন, কলিকাতার আশেপাশে পূর্বে জমির দাম খুব কম ছিল এবং বাড়ীর জমির খাজনাও কম ছিল। কিন্তু সেই অঞ্চলগুলির উন্নতির সংগে সংগে সেখানকার জমির দাম এবং জমির খাজনা বাড়িয়া গিয়াছে। পূর্বে যাহারা সস্তায় জমি কিনিয়াছিল, এখন তাহারা বেশী দামে সেই জমি বিক্রয় করিতে পারে। ইহাতে যে তাহাদের লাভ হইবে, তাহা তাহাদের নিজের চেষ্টায় উপার্জিত নয়। যেহেতু, অবস্থা বিশেষে জমির দাম বাড়িয়া গিয়াছে, সেইজন্য তাহাদের কিছু আয় হইয়াছে। এই আয়কে আমরা অনুপার্জিত আয় (Unearned income) বলিতে পারি।

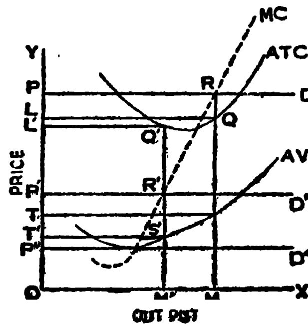
আধা খাজনা (Quasi-Rent) :

রিকার্ডোর খাজনা-তত্ত্ব অনুযায়ী খাজনার সৃষ্টি হয় জমির সীমাবদ্ধ যোগান হইতে। রিকার্ডো এবং ম্যালথাস উভয়েরই মতে জমির যোগান অস্থিতিস্থাপক (inelastic) হওয়ার দরুণ খাজনার সৃষ্টি হয়।

অধ্যাপক মার্শাল এই তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে কোন উপাদানেরই যোগান যদি অস্থিতিস্থাপক হয়, তবে ইহা হইতে কিছু পরিমাণে খাজনার সৃষ্টি হইতে পারে। রিকার্ডোর দৃষ্টিভংগী হইতে

বিবেচনা করিলে ইহা প্রকৃত খাজনা (Pure rent) নয়। কিন্তু, কোন উপাদানের যোগান যদি স্বল্প সময়ে স্থির থাকে, তবে তাহা হইতে যে আয় হয় তাহা অনেকটা খাজনারই অনুরূপ। সেইজন্য ইহাকে আধা-খাজনা (Quasi rent) বলা যাইতে পারে। ইহা সম্পূর্ণভাবে খাজনা নয়; কারণ, দীর্ঘকালে জমি ব্যতীত অন্যান্য উপাদানের যোগান স্থির থাকে না। তবে স্বল্পকালে কমবেশী সব উপাদানেরই যোগান সীমাবদ্ধ থাকে। স্বল্পকালে এই উপাদান-গুলির সৃষ্ট সামগ্রীর জন্য চাহিদা বাড়িয়া গেলেও কিছুতেই সমান অনুপাতে যোগান বাড়ান সম্ভবপর হয় না। সেইজন্য উৎপাদকগণ এক্ষেত্রে কিছু পরিমাণ উদ্বৃত্ত আয় অর্জন করেন; এই উদ্বৃত্ত আয় অনেকটা খাজনার অনুরূপ বলিয়া অধ্যাপক মার্শাল ইহাকে আধা-খাজনা বা Quasi rent বলিয়াছেন।

যদি একজন উদ্যোক্তা একটি মেসিন এবং কয়েকজন শ্রমিকের সাহায্যে উৎপাদনের কাজে অগ্রসর হয়, তবে তাহার মোট উৎপাদনের বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে পরিবর্তনীয় উপাদান (variable factor) বা শ্রমিকের জন্য প্রদত্ত মজুরী বাদ দিলে যাহা উদ্বৃত্ত থাকে, তবে সেই উদ্বৃত্তকে আধা-খাজনা বা **Quasi Rent** বলা যাইতে পারে। নিম্নের চিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে।



৮১নং চিত্র

এই ক্ষেত্রে PD হইতেছে চাহিদা রেখা। শ্রমিকদের সাপ্তাহিক মোট মজুরীর পরিমাণ হইতেছে মেশিনের জন্য সাপ্তাহিক ভাড়া হইতেছে LQST এবং আধা-খাজনা হইতেছে, PRST (অর্থাৎ, Price-AVC); যদি চাহিদা কমিয়া যাইয়া P'D' হইত, তবুও মেসিনটি হইতে ভাড়া P'R'S'T' পরিমাণ পাওয়া যাইত, তবে ইহা LQST হইতে কম হইত।

আমরা অধ্যাপক মার্শালের এই যুক্তিটির সমালোচনা করিতে পারি।

প্রথমতঃ, চাহিদা বাড়িয়া গেলে উদ্বৃত্ত আয়ের সবটাই খাজনা, মার্শালের এই যুক্তিটি ঠিক নয়। চাহিদা বাড়িয়া গেলে যে উদ্বৃত্ত আয় হইবে, তাহা হইতে উপাদানটির আগেকার স্বাভাবিক আয় বাদ দিতে হইবে এবং ইহার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা আধা খাজনা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

মার্শালের যুক্তিটির সমালোচনা

দ্বিতীয়তঃ স্বল্পকালে উপাদানের যোগান সীমিত থাকিলেই যে চাহিদার বৃদ্ধি হেতু উদ্বৃত্ত আয় হইবে তাহা নহে। কারণ, যদি কোন উপাদানের যোগান স্থির থাকে এবং ইহার উৎপাদিত সামগ্রীর চাহিদা বাড়িয়া যায়, তবে সেই উপাদানের পরিবর্তে অন্য উপাদান ব্যবহার করা চলে কিনা (যেমন, মূলধনের বদলে শ্রম) তাহার চেষ্টা করা যাইতে পারে, এবং যদি তাহা সম্ভবপর হয়, তবে ঐ উপাদানের আর উদ্বৃত্ত আয় অর্জন করিবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

বিভিন্ন উপাদানের আয়ে খাজনার অংশ (Rent element in factor incomes):

খাজনা হইতেছে জমি হইতে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত আয়। জমির যোগান সীমাবদ্ধ এবং ইহার ব্যবহারও নির্দিষ্ট। সেইজন্যই রিকার্ডোর মতে খাজনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু, একটি বিশেষ শিল্পের জমির যদি বিকল্প ব্যবহার থাকে, তবে খাজনার সৃষ্টি হইতে পারে। মানুষের চাহিদার পরিবর্তনের সংগে সংগে জমিতে উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তিত হয় এবং ইহাতে খাজনারও পরিবর্তন হয়। বাস্তবজগতে আমরা দেখিতে পাই অল্পবিস্তর সব উপাদানের ক্ষেত্রেই এই খাজনার উপাদান বা উদ্বৃত্ত আয়ের উপাদান আছে। মজুরীর মধ্যে আমরা খাজনা বা উদ্বৃত্ত আয়ের উপাদান দেখিতে পাই। শ্রমিকের একটি নিম্নতম যোগান দাম (minimum supply price) আছে; অর্থাৎ একটি

মজুরীর মধ্যে খাজনার অংশ

নির্দিষ্ট পরিমাণের কম মজুরী শ্রমিক কখনও গ্রহণ করিবে না। এখন যদি কোন কারণে শ্রমিকের জন্য চাহিদা বাড়িয়া যায় তবে শ্রমিক তাহার নিম্নতম যোগান দাম অপেক্ষা বেশী মজুরী পাইবে। এক্ষেত্রে মজুরী যতটা বেশী হইবে তাহাই শ্রমিকের উদ্বৃত্ত আয়। এখানে আমরা খাজনার উপাদান দেখিতে পাই। আবার, দক্ষতার তারতম্য অনুযায়ী দুইজন শ্রমিকের মধ্যে মজুরীর পার্থক্য থাকিতে পারে। অপেক্ষাকৃত দক্ষ শ্রমিক অন্য শ্রমিক হইতে বেশী মজুরী পায় যেমন

অপেক্ষাকৃত উর্বর জমি নিকৃষ্টতর জমি হইতে অধিক আয় অর্জন করে। এখানে আমরা খাজনার উপাদান দেখিতে পাই। কোন শ্রমিক একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানে তখনই কাজ করিবে যখন সে সেখানে কোন বিকল্প প্রতিষ্ঠানে যে মজুরী পাওয়া যাইত তাহা অপেক্ষা বেশী মজুরী পায়। ধরা যাক্, একজন শ্রমিক কোন প্রতিষ্ঠানে দশ টাকা মজুরী পায়। যদি সে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করিত সেখানেও সে আট টাকা পাইত, কিন্তু, সে এখানে কাজ করিতেছে এইজন্য যে এখানে দুই টাকা বেশী মজুরী পাওয়া যায় এই দুই টাকা হইতেছে এখানে শ্রমিকের উদ্বৃত্ত আয়। এই উদ্বৃত্ত আয়ে খাজনার উপাদান আছে।

সুদের মধ্যেও আমরা খাজনার উপাদান দেখিতে পাই। মূলধনেরও একটি নিম্নতর যোগান দাম (minimum supply price) থাকে। যদি মূলধনের চাহিদা হঠাৎ বাড়িয়া যায় এবং বাজারে প্রচলিত সুদ মূলধনের নিম্নতম যোগান দামঅপেক্ষা বেশী হয়, তবে মূলধন হইতে যে উদ্বৃত্ত আয় বা সুদ পাওয়া যায়, তাহাতে খাজনার উপাদান থাকে। স্বল্পকালে মূলধনের যোগান অল্পবিস্তর স্থির থাকে ; তখন হঠাৎ চাহিদা বাড়িয়া গেলে এই উদ্বৃত্ত আয়ের সৃষ্টি হয়। এই উদ্বৃত্ত আয়ে খাজনার উপাদান আছে। অনেকক্ষেত্রে মূলধন প্রয়োগের পার্থক্য অনুযায়ীও সুদের তারতম্য ঘটে। সুতরাঃ সুদ কোন কোন ক্ষেত্রে পার্থক্য মূলক আয় হিসাবে বিবেচিত হয়।

সুদের মধ্যে খাজনার উপাদান

উদ্যোক্তাদের পরিচালন যোগ্যতার (organisational ability) তারতম্যের দরুণ মুনাফার মধ্যেও খাজনার উপাদান দেখা যায়। অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন উদ্যোক্তা অন্যান্য উদ্যোক্তা হইতে নিজের যোগ্যতার গুণেই অধিক মুনাফা অর্জন করে ; ইহা হইতেছে উদ্বৃত্ত আয়, এবং ইহাতে খাজনার উপাদান আছে।

মুনাফার মধ্যে খাজনার উপাদান

দেখা যাইতেছে মজুরী, সুদ এবং মুনাফার মধ্যে আমরা উদ্বৃত্ত আয়ের অথবা পার্থক্যমূলক আয়ের (differential income) উপাদান দেখিতে পাই। ইহা মূলতঃ খাজনারই উপাদান। তাহা ছাড়া, আধা-খাজনা (Quasi-rent) বা খাজনার অংশ স্বল্পসময়ে অল্পবিস্তর সব উপাদানের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। খাজনা হইতেছে সম্পূর্ণভাবে উদ্বৃত্ত আয় এবং পার্থক্যমূলক আয়। এই উদ্বৃত্ত আয় বা পার্থক্যমূলক আয়ের অংশ অল্পবিস্তর সব

উপাদানেই দেখা যায় বলিয়া অধ্যাপক মার্শাল বলেন, "The rent of land is seen not as a thing by itself but as a leading species of a large genus."

খাজনাতত্ত্বের সামাজিক দিক (Social aspect of the theory of Rent) :

উনবিংশ শতাব্দীতে যখন ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব (Industrial revolution) সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন করে, তখন দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জিনিষ-পত্রের বিশেষতঃ খাদ্যশস্যের দাম বিশেষভাবে বাড়িয়া যায়। ইহার ফলে খাজনার পরিমাণও বাড়িয়া যায়। দেশের এই অবস্থায় রিকার্ডো ধনিক শ্রেণীর মুখপাত্র হিসাবে তাঁহার তত্ত্বে দেখাইতে চেষ্টা করেন যে, খাজনা উৎপাদন খরচের অন্তর্ভুক্ত নয়; সুতরাং শস্যের দাম কমাইয়া দিয়া খাজনার পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া উচিত। কারণ খাজনা কমিয়া গেলে কম মজুরীতে অধিক শ্রমিক নিয়োগ করা সম্ভব হইবে এবং দ্রুত শিল্পোন্নয়নের পথ সুগম হইবে।

রিকার্ডোর এই খাজনা তত্ত্ব হইতেই ইংলণ্ডের তৎকালীন সমাজে একটি নূতন চিন্তাধারার সৃষ্টি হয়। সকলেরই মনে ধারণা হয় যে, খাজনা একটি উদ্বৃত্ত আয়। সুতরাং এই উদ্বৃত্ত আয়ই কর হিসাবে রাষ্ট্রের গ্রহণ করা উচিত এবং ইহার ফলে দেশে বিনিয়োগ বাধাপ্রাপ্ত হইবে না। খাজনা একটি অনুপার্জিত আয় (unearned income), এই ধারণাও লোকের মনে স্থান পায়। সুতরাং অনুপার্জিত আয়ের সবটাই রাষ্ট্র কর্তৃক কর হিসাবে গ্রহণ করিবার নীতি অবলম্বিত হইলে সমাজের আয় বৈষম্য অনেক কমিয়া যায়।

এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যায় যে জমি হইতে আদায়ের সবটাই উদ্বৃত্ত আয় নয়। জমির মালিক অধিক উৎপাদনের জন্য যে মূলধন ও শ্রম বিনিয়োগ করিয়া থাকে, তাহার জন্য ন্যায়তঃ সে কিছু পাইতে পারে। তাহা ছাড়া অনুপার্জিত আয়ের উপর যেমন রাষ্ট্র কর বসাইতে পারে, সেইপ্রকার জমির দাম কমিয়া গেলে যদি মালিকের আয় কমিয়া যায় রাষ্ট্রের সেইজন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত। সমাজতন্ত্রে যাহারা বিশ্বাসী তাঁহারা অবশ্য এই যুক্তি গ্রহণ করেন না। সাধারণভাবে খাজনার উপর কর ধার্য করা সবসময়ে উচিত না। হইলেও হঠাৎ দাম কমিয়া যাওয়ার দরুণ যদি জমির মালিকগণের অতিরিক্ত আয় হয়, তবে তাহার উপর কর ধার্য করা যাইতে পারে।

Exercise

1. Discuss how economic rent of land is determined. Explain the relation between rent and price,

2, Discuss the origin and significance of rent. Does ren enter into cost.

3. What do you mean by transfer earning ? How does this concept affect the theory of rent ?

4. How does the rent of land arise ? Will there be any rent rent if all plots of land were equally fertile and equally favourably situated ?

5. Discuss the social implications of the theory of rent.

6. Discuss the modern theory of rent.

7, Does the rent of land enter into the price of the product ?

8. Explain giving reasons, the effect of rent on (*i*) an improvement in trasport, (*ii*) an increase in population; (*iii*) improvements in methods of cultivation and (*iv*) economic progress.

9. Write notes on :—(*a*) Quasi Rant, (*b*) Urban Site Rent and (*c*) Unearned Income.

10 Show that there is a rent element in all factor incomes.

11. The rent of land is seen not as as a thing by itself as a leading species of a large genus". Discuss the statement.

12. "Whether rant is or is not a price determining cost depends upon the viewpoint from which we look". Explain the statcment. (C.U. BA, Part I 1962)

13. Distinguish between "Rent" and "Quasi-rent" ? Discuss the relationship between rent and economic progress. (C. N. B. A. Partj 1964)

১৮
মজুরী
(Wages)

মজুরীর সংজ্ঞা, আর্থিক মজুরী ও প্রকৃত মজুরী (Definition af wages,—Money wage and Real wages)

মজুরী হইতেছে উৎপাদনের জন্য শ্রমিক যে কাজ করে তাহার দাম ("value of the service rendered py labour in production")। মজুরী অনেক ক্ষেত্রে কাজের সময় অনুযায়ী প্রদান করা হয়; ইহাকে সময়-মজুরী (Time wages) বলা হয়। আবার অনেক সময় কাজ অনুযায়ী মজুরী দেওয়া হয়; ইহাকে কর্মানুগ মজুরী (Piece-wages) বলা হয়।

শ্রমিককে তাহার কাজের দাম বাবদ দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক যে মাহিনার টাকা দেওয়া হয় তাহাই আর্থিক মজুরী। অনেক সময় কাজের দাম টাকায় না দিয়া জিনিষপত্র বা কতিপয় প্রকৃত সুবিধার সৃষ্টি ইত্যাদির মাধ্যমে প্রদান করা হয়। শ্রমিক তাহার শ্রমের বিনিময়ে এই সুযোগ-সুবিধাগুলি অথবা জিনিষপত্র অথবা বিভিন্ন ধরণের কাজ (service) লাভ করে। ইহাই তাহার প্রকৃত মজুরী (real wages)। এই জিনিষগুলি এবং সুযোগ সুবিধাগুলিও শ্রমিক মজুরীর অংগ হিসাবেই মনে করে।

আর্থিক মজুরী ও প্রকৃত মজুরী (Money wage and Real Wage)

শ্রমিক কাজের বিনিময়ে সস্তাদরে খাদ্যশস্য পাইতে পারে, বাসস্থানের সুবিধা পাইতে পারে এবং বিনামূল্যে সমাজবীমার সমুদয় সুবিধা পাইতে পারে। যে কাজে এই সুবিধাগুলি পাওয়া যায়, সেই কাজের জন্য আর্থিক মজুরী কম হইলেও প্রকৃত মজুরীর পরিমাণ বেশী হয়। অনেক সময় অস্থায়ী কাজের জন্য হয়ত আর্থিক মজুরী বেশী থাকে; কিন্তু, সেই প্রকার কাজের জন্য প্রকৃত মজুরী অত্যন্ত কম। আবার যদি কোন কাজ স্থায়ী হয় অথচ সেই কাজের জন্য আর্থিক মজুরী কম হয়, তবে সেই কজের জন্য প্রকৃত মজুরীর পরিমাণ বেশী। অনেক সময় কোন কোন কাজে উপরি পাওনার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে যেমন, একজন লোক সকাল ১০টা হইতে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত কোন অফিসে কাজ করিয়া হয়ত সন্ধ্যায় অন্য কোন অফিসে সেই ধরণের কাজ করিবার অনুমতি পাইতে পারে। তখন সে ক্ষেত্রে আর্থিক মজুরী কম হইলেও শ্রমিক প্রকৃত মজুরী বেশী বলিয়াই মনে করে।

যে সকল কাজে বিপদের বা ঝুঁকির বিশেষ সম্ভাবনা থাকে, সেই কাজগুলিতে সাধারণতঃ আর্থিক মজুরী বেশী হয় এবং প্রকৃত মজুরী কম হয়। যেমন রেলওয়ে ইঞ্জিনের পরিচালকদের মাহিনা অনেক অফিসারের মাহিনা অপেক্ষাও বেশী হয়। কারণ, তাহাদের কাজে বিশেষ ঝুঁকি থাকে। আবার বিনা ভাড়ায় রেলে যাতায়াতের সুবিধা প্রকৃত মজুরীর একটি অংশ।

প্রকৃত মজুরীর পরিমাণ নিরূপণ করিতে হইলে দেশের মূল্যস্তর জানিতে হইবে। জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়া গেলে প্রকৃত মজুরী কমিয়া যায়। প্রকৃত মজুরীর সাহায্যে আমরা শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান কিরূপ তাহা জানিতে পারি।

মজুরী নিরূপণের বিভিন্ন ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব (Various classical theories of wages)

মজুরী নিরূপণ করা সম্বন্ধে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ্ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মতবাদের অবতারণা করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্থনীতিবিদ্‌গণ মনে করিতেন যে জীবনধারণের উপযোগী subsistence যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন হয়, শ্রমিকদের কাজের জন্য সেই পরিমাণ মজুরী দেওয়া উচিত। যদি মজুরী এই পরিমাণ টাকার বেশী হয় তবে হয়ত পূর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক শ্রমিক বিবাহ করিয়া সংসারী হইবে এবং ইহাতে শ্রমিকের যোগান চূড়ান্তভাবে বাড়িয়া যাইবে। যদি শ্রমিকের যোগান বাড়িয়া যায়, তবে মজুরীর হার কমিয়া যাইবে। কিন্তু মজুরীর হার কমিয়া কখনই জীবনধারণের উপযোগী পারিশ্রমিক অপেক্ষা কম হইতে পারে না; কারণ, ইহাতে অনেক লোক না খাইয়া মরিবে। তাহা হইলে আবার শ্রমিকের যোগান কমিয়া যাইবে এবং মজুরীর হার বাড়িয়া জীবনধারণের উপযোগী পারিশ্রমিকের সমান হইবে। ইহাকে "Subsistence theory of wages" বলে। এই তত্ত্বটি গ্রহণযোগ্য নয়।

জীবনধারণের উপযোগী পারিশ্রমিক

জীবনধারণের উপযোগী মজুরী তত্ত্ব (Snbsistence theory of wages)

কারণ, এই তত্ত্বটি শুধু শ্রমের যোগানের উপর গুরুত্ব অর্পণ করিয়াছে। এইতত্ত্বে শ্রমের চাহিদার কথা বিশেষভাবে বিবেচিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, আয় বাড়িলে জনসংখ্যা বাড়ে। এই যুক্তি বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সত্য হয় না। কারণ, আয় বাড়িলে মানুষের জীববযাত্রার মান উন্নত হয় এবং ইহাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে। তৃতীয়তঃ, এই তত্ত্বের সাহায্যে বিভিন্ন

শ্রমিকের মধ্যে কেন মজুরীর পার্থক্য হয়, তাহা বুঝান যায় না। সর্বশেষে, এই তত্ত্বের একটি ভুল হইতেছে এই যে শ্রমিকের সংখ্যাই যে সম্পূর্ণভাবে শ্রমিকের যোগান নিরূপণ করে না, শ্রমিকের যোগান দাম যে বিকল্প কাজের আকর্ষণের উপর অথবা শ্রমিক সংঘের নির্দেশের উপর নির্ভর করে, তাহা এই তত্ত্ব স্বীকার করিয়া লয় নাই। ক্লে (Clay) বলেন.'The Subsistence theory made the mistake that Mill made of identifying the 'supply of labour' with the population. "—(Clay. Economics for the General Reader).

জন ষ্টুয়ার্ট মিলের (John Stuart Mill) মতে দেশের সমুদয় সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ হইতে একটি অংশ শ্রমিকদের মজুর দেওয়ার জন্য পৃথক করিয়া রাখিয়া হয়। (Wages depend...... on the proportion between Population and Capital..—Mill. Principles of Political Economy). ইহাকে মজুরী তহবিল (wages ftnd) বলা হয়। মিল মনে করিয়াছিলেন যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত শ্রমিকের যোগান বাড়ে এবং শ্রমিকের যোগান যদি বাড়িয়া যায় তবে মজুরী তহবিলের অর্থ শ্রমিক মধ্যে বণ্টিত হয় এবং ইহাতে শ্রমিকদের মধ্যে মাথা পিছু মজুরীর হার কমিয়া যায়। আবার শ্রমিকের যোগান যদি না বাড়ে এবং মজুরী তহবিলে অর্থের পরিমাণ যদি বাড়িয়া যায়, তবে শ্রমিকের মাথাপিছু মুজরীর হারও বাড়িয়া যায়।

মজুরী তহবিল তত্ত্ব (Wages fund theory)

মিল প্রদত্ত মজুরী তহবিল তত্ত্বটির সমালোচনা করিয়া বলা যায় দেশের মোট সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ হইতে একটি মজুরী তহবিল করা যায় এই ধারণাটি ঠিক নহে। উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান হইতে যে আয় শুধু সেইগুলির মত মজুরীও জাতীয়আয়ের অংশ। এই আয় একটি প্রবহমান ধারার (Income stream) ন্যায়, ইহাকে একটি তহবিলের পর্যায়ে ফেলা উচিত নয়। দ্বিতীয়ঃ, বিভিন্ন শ্রমিকের মধ্যে আমরা যে মজুরীর পার্থক্য দেখিতে পাই, তাহা মজুরী তহবিল তত্ত্বটির সাহায্যে বুঝান যায় না। তৃতীয়তঃ এই তত্ত্বটি ধরিয়া লয় যে শ্রমিকের জন্য চাহিদা নির্ভর করে শ্রমিকের মজুরী তহবিলে কত টাকা আছে তাহার উপর ; কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। *শ্রমিকের জন্য কি রকম চাহিদা হইবে তাহা নির্ভর করে শ্রমিকের উৎপাদনী শক্তির উপর।* তাহা ছাড়া, শ্রমিকের চাহিদা দেশে ব্যবসায়

এই তত্ত্বটির সমালোচনা

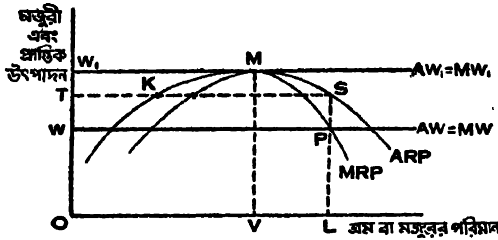
বিনিয়োগের গতির উপরেও নির্ভর করে। সর্বশেষে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত শ্রমিকের যোগান বাড়ে, ইহা ঠিক নহে। শ্রমিকের যোগান অনেকগুলি উপাদানের উপর নির্ভর করে। বিশেষতঃ, বিকল্প কাজের আকর্ষণ শ্রমিকের যোগানকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে।

মজুরী নিরূপণে প্রান্তিক উৎপাদনের তত্ত্ব (Marginal productivity and wages)—প্রান্তিক উৎপাদনের তত্ত্ব অনুযায়ী শ্রমিকের মজুরী তাহার প্রান্তিক উৎপাদনের (Marginal product) মূল্যের সমান। এই তত্ত্ব অনুযায়ী কোন নির্দিষ্ট শ্রমিকের যোগান নির্দিষ্ট থাকে এবং শ্রমিকের জন্য চাহিদার উপর মজুরীর হার নির্ভর করে। শ্রমিকের চাহিদা নির্ভর করে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনী শক্তির (Marginal productivity) উপর। ধরা যাক, দশজন শ্রমিক কোন জিনিষের ২০ ইউনিট উৎপাদন করে। তারপর একজন অতিরিক্ত শ্রমিককে যদি কাজে নিয়োগ করা হয়, তবে এগার জন শ্রমিক ২২ ইউনিট উৎপাদন করে এক্ষেত্রে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন হইতেছে দুই ইউনিট এবং দুই ইউনিটের মূল্যই হইবে শ্রমিকের মজুরী। যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনের দাম তাহার মজুরী অপেক্ষা বেশী ততক্ষণ পর্যন্ত মালিক অধিক পরিমাণে শ্রমিক নিয়োগ করিতে থাকিবে এবং উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করিবে। যখন শ্রমিকের মজুরী তাহার প্রান্তিক উৎপাদনের মূল্যের সমান হইবে, তখন উদ্যোক্তা আর শ্রমিক নিয়োগ করিবে না। এই তত্ত্বটি শ্রম ও মূলধনের পূর্ণ সচলতা (Perfect Mobility) স্বীকার করিয়া লয়। যদি কোন প্রতিষ্ঠান প্রচলিত মজুরীর অপেক্ষা বেশী মজুরী দেয়, তবে শ্রমিকগণ তৎক্ষণাৎ যে প্রতিষ্ঠান কম মজুরী দেয় তাহা ছাড়িয়া বেশী মজুরী যে প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যায়, সেই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিবে।

প্রান্তিক উৎপাদন তত্ত্ব (Marginal productivity theory)

শ্রমিকের মজুরী কতটা হইবে তাহা সহজেই প্রান্তিক উৎপাদনের মাধ্যমে বাহির করা যায়। ইহার জন্য জানা প্রয়োজন শ্রমিকের জন্য চাহিদা এবং শ্রমের যোগান। বাজারে শ্রমের জন্য যে চাহিদা তাহা আসিতেছে বিভিন্ন উৎপাদনকারীর শ্রমের চাহিদা হইতে। সেইজন্য সর্বাগ্রে জানা প্রয়োজনকোন *একজন উৎপাদনকারী কি ভাবে শ্রমের জন্য চাহিদা করে। আবার উৎপাদনকারীরা বিভিন্ন প্রকারের প্রতিযোগিতা সম্পন্ন বাজারে শ্রম ক্রয়করিতে পারে। সেইজন্য এই বিভিন্ন প্রকারের বাজারের ভিতর প্রভেদ করা প্রয়োজনীয়।*

শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা (Perfect competition in the Factor market) :—শ্রমের চাহিদা পরিচালিত হইতেছে, মজুরের marginal revenue productirity দ্বারা। সুতরাং কোন একজন উৎপাদনকারী শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনই কেবল দেখিবে না। প্রান্তিক উৎপাদনজাত প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ অর্থকেই যে গুরুত্ব দিবে। আবার বাজারে যেহেতু পূর্ণ প্রতিযোগিতা বর্ত্তমান, অতএব বাজারে নির্দিষ্ট মজুরীর হারে সে যথেষ্ট পরিমাণ মজুর পাইবে। সুতরাং শ্রমের যোগান রেখা শ্রম অক্ষের সহিত সমান্তরাল ভাবে থাকিবে। নিম্নের চিত্রে এই পূর্ণ প্রতি-

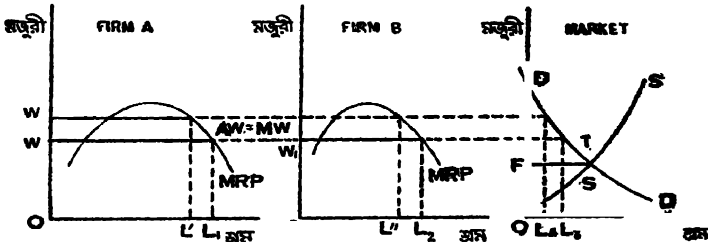


৮২নং চিত্র

যোগিতায় ভারসাম্যটি দেখান হইয়াছে। উপরের চিত্র অনুযায়ী গড় মজুরী= প্রান্তিক মজুরী (average wage = Marginal wage বা AW = MW), কেননা শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। MRP এবং MW পরস্পরকে P বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। সুতরাং P বিন্দুতেই ভারসাম্য স্থির হইবে। (যদিও অন্য একটি বিন্দুতে MRP = MW হইয়াছে, কিন্তু যেহেতু এই বিন্দুর পরে MRP বৃদ্ধি পাইতেছে, অতএব সেই বিন্দুতে ভারসাম্য হইতে পারে না।) অতএব উৎপাদনকারী OW বা PL মজুরীতে OL পরিমাণ মজুর নিয়োগ করিবে। P বিন্দুতে উৎপাদনকারী OL পরিমাণ মজুর হইতে মোট পাইতেছে OTSL পরিমাণ অর্থ, কিন্তু মজুরদের দিতেছে OWPL পরিমাণ অর্থ। সুতরাং TWPS পরিমাণ অর্থ হইতে মজুরেরা বঞ্চিত হইতেছে। ইহাই উৎপাদনকারীর উদ্বৃত্ত (Producers' surplus)। ইহাকে অনেক অর্থনীতিবিদ্ মজুরের বঞ্চনার পরিমাণ (Degree of exploitation) আখ্যাও দিয়াছেন। উপরের ছবি হইতে আমরা জানি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মজুরেরা OW পরিমাণ মজুরী পাইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের মজুরী বৃদ্ধি করিবার ন্যায় সঙ্গত দাবী থাকিবে। কিন্তু মজুরী বৃদ্ধি করিবার একটি সীমা আছে।

উপরের চিত্র অনুযায়ী মজুরের OW_1 পর্যন্ত মজুরী বৃদ্ধি করিতে পারিবে, কেন না এই বিন্দু পর্য্যন্ত কিছু না কিছু উৎপাদনকারীর উদ্বৃত্ত থাকিয়া যাইতেছে। M বিন্দুতেই উদ্বৃত্তের পরিমাণ শূন্য। কিন্তু যদি মজুরেরা OW_1 অপেক্ষাও বেশী মজুরী চাহে, তাহা হইলে মজুরদের দাবী তাহাদের উৎপাদিকা শক্তিকে অতিক্রম করিয়া যায়, সেইজন্য মালিকের পক্ষে সেই দাবী পুরণ করা সম্ভব নহে। M বিন্দুতে মোট নিয়োজিত মজুরের পরিমাণ OV। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মজুরী বৃদ্ধি করিতে হইলে মোট নিয়োজিত শ্রমিকের পরিমাণ হ্রাস পাইবে। এখন যদি শ্রমিকেরা শ্রমিক সংঘের মাধ্যমে মজুরী বৃদ্ধি করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাদের সিদ্ধান্ত লইতে হইবে তাহারা বেশী মজুরী চায় না বেশী কর্ম সংস্থান চায়। যখন দেশে কর্মসংস্থানের অভাব তখন মজুরেরা বেশী মজুরীর হার না বৃদ্ধি করিয়া কর্ম সংস্থান বৃদ্ধি করিতে চাহিবে। এই অবস্থায় মালিকের পক্ষে শোষণ কাজ চালানও সহজ।

উপরের চিত্র হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে মজুরীর হার যত বেশী হইবে, উৎপাদনকারীও তত কম মজুর নিয়োগ করিবে। সকল উৎপাদনকারীর বিভিন্ন মজুরীর হারে নিয়োজিত মজুরের পরিমাণ যোগ করিলে আমরা বাজারে মোট মজুরের চাহিদা জানিতে পারি। নিম্নের চিত্রে আমরা দুইটি



৮২নং চিত্র

ফার্ম A এবং B রহিয়াছে বলিয়া মনে করিতেছি, যখন মজুরীর হার OW, তখন ফার্ম A, OL_1 পরিমাণ এবং ফার্ম B, OL_2 পরিমাণ শ্রম নিযুক্ত করিবে। সুতরাং বাজারে OW_1 মজুরীর হারে $OL_1+OL_2=OL_3$ (বাজারে ইউনিটগুলিকে ছোট করিয়া দেখান হইয়াছে) পরিমাণ শ্রমিক শ্রম নিযুক্ত করা হইবে। এইভাবে OW_2 মজুরীতে, $OL'+OL''=OL_4$ পরিমাণ মজুর নিয়োগ করা হইবে দেখা যাইতেছে $OL_4<OL_3$। সুতরাং বাজারে শ্রমের চাহিদা রেখা নিম্নগামী। দেখা যাইতেছে DD রেখা নিম্নগামী

এবং শ্রমের যোগান রেখা উর্দ্ধগামী। এই দুইটি রেখা T বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। সুতরাং OFই হইবে বাজার মজুরীর হার।

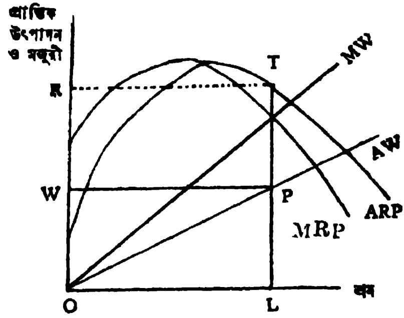
আমরা এই তত্ত্বটির সমালোচনা করিতে পারি। এই তত্ত্বটিতে শ্রমিকের চাহিদার উপর অত্যধিক গুরুত্ব অর্পণ করা হইয়াছে এবং শ্রমিক সরবরাহের দিকটি উপেক্ষা করা হইয়াছে। শ্রমিকের সরবরাহ নির্ভর করে জনসংখ্যা, বিকল্প কাজের মজুরী, জীবনযাত্রার মান এবং শ্রমিক-সংঘের উপর। এইগুলি সম্বন্ধে কোন আলোচনা প্রান্তিক উৎপাদনতত্ত্বে করা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন নিরূপণ করা খুব সহজ নহে। কারণ, যে উৎপাদনকে আমরা শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন বলি, তাহা শুধু শ্রমিকের দরুণ উৎপাদিত হয় নাই, কিছু মূলধনের জন্য অথবা অন্য কোন উপকরণের জন্য উৎপাদিত হইয়াছে। সুতরাং, অন্যান্য উপকরণ-গুলির উৎপাদনীশক্তি জানা না থাকিলে শ্রমের উৎপাদনী শক্তি নিরূপণ করা সম্ভবপর নয়। তৃতীয়তঃ, এই তত্ত্বটি পূর্ণ প্রতিযোগিতার উপর ভিত্তিশীল। কিন্তু শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা দেখা যায় না; যদি দেখা যাইত, তবে অসংখ্য শ্রমিকের সহিত আমরা অসংখ্য মালিক দেখিতে পাইতাম এবং তবে কোনও প্রকার বেকার সমস্যার সৃষ্টি হইত না। শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে মজুরী শুধু প্রান্তিক উৎপাদনের দামেরই সমান হয় না; ইহা প্রান্তিক উৎপাদনের বিক্রয় হইতে লব্ধ আয়েরও (marginal revenue) সমান হয়। পূর্ণ প্রতিযোগিতা না থাকিলে তাহা হয় না। কিন্তু যখন বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে না, তখন মজুরী শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনের বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান হয় বটে, কিন্তু ইহা প্রান্তিক উৎপাদনের দাম অপেক্ষা কম হয়। কারণ, অপূর্ণ বাজারে অথবা একচেটিয়া বাজারে প্রান্তিক আয় অপেক্ষা দাম বেশী থাকে। এই তত্ত্বটি মজুরীর হার নিরূপণ সম্বন্ধে একটি সম্পূর্ণ তত্ত্ব নয়।

এই তত্ত্বটির সমালোচনা

শ্রমের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা (Imperfect Competition in the Labour Market :—

অপূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কোন একজন উৎপাদনকারী বাজারে শ্রমের হারকে নির্দিষ্ট বলিয়া ধরিয়া লইতে পারে না। যত বেশী মজুরীর হার হইবে ততই শ্রমের যোগান বেশী হইবে। সুতরাং যোগান রেখা উর্দ্ধগামী হইবে।

এ ক্ষেত্রে ভারসাম্য নিম্নাঙ্কিত চিত্র অনুযায়ী হইবে। এই চিত্রে গড় মজুরী রেখা (AW) ঊর্দ্ধগামী বলিয়া প্রান্তিক মজুরী রেখা গড় মজুরী রেখার ঊর্দ্ধে রহিয়াছে। MRP রেখা এবং MW রেখা পরস্পরকে Q বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। সুতরাং X মালিক OW বা PL মজুরীর হারে QL পরিমাণ মজুর বা শ্রম নিয়োগ করিবে। এই অবস্থায় মালিকের উদ্বৃত্তের পরিমাণ RTPW। ইহাই X মালিকের সর্বাপেক্ষা অধিক সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত। আবিষ্কারের ফলে বেশী করিয়া শ্রমিকেরপ্রয়োজনহয় এবং ইহাতে শ্রমিকদেয় কর্মসংস্থান রাড়ে। ফলে, মজুরীর হারও বাড়িয়া যায়।



৮৪নং চিত্র

একচেটিয়া বাজার এবং মজুরী (Monopoly and Wages) একচেটিয়া বাজারে শ্রমিকগণ তাহাদের প্রান্তিক উৎপাদনের দামের সমান মজুরী পায় না। একচেটিয়া বাজারে প্রান্তিক খরচ (marginal cost) এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় (marginal revenue) যতক্ষণ পর্যন্ত সমান না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বিক্রেতা দাম কমাইয়া বেশী করিয়া তাহার উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রী করিতে থাকে। প্রান্তিক খরচ যখন প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান হইবে তখন বিক্রেতা ভারসাম্য অর্জন করিবে এবং তখন সে স্থির করিবে, কতটা জিনিষ বাজারে বিক্রয় করিতে হইবে।

কিন্তু একচেটিয়া বিক্রেতা বাজারে যে দামে তাহার জিনিষ বিক্রয় করে তাহা প্রকৃতপক্ষে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় অপেক্ষা বেশী। মজুরী দেওয়ার সময় একচেটিয়া বিক্রেতা তাহাদের প্রান্তিক উৎপাদনের দাম অনুযায়ী মজুরী দেয় না। একচেটিয়া বাজার শ্রমিকগণ যে মজুরী দেওয়া হয়, তাহা শ্রমিকদের প্রান্তিক উৎপাদনে বিক্রয়লব্ধ আয়ের (Marginal Revenue Productivity) সমান, দামের সমান নয়। দেখা যাইতেছে, একচেটিয়া বাজারে শ্রমিকগণ তাহাদের ন্যায্য মজুরী হইতে বঞ্চিত হয় কিন্তু, পূর্ণ প্রতিযোগিতায় শ্রমিকগণ তাহাদের ন্যায্য মজুরী পায়। কারণ, পূর্ণ প্রতিযোগিতার শ্রমিক-

গণের প্রান্তিক উৎপাদন বিক্রয় করিয়া যে আয় হয়, তাহা ইহার দামের সমান। সুতরাং পূর্ণ প্রতিযোগিতায় শ্রমিকগণ যে মজুরী পায় তাহা তাহাদের প্রান্তিক উৎপাদনেরই দাম। অপরপক্ষে, একচেটিয়া উদ্যোক্তা কখনই বেশী মজুরী দিয়া শ্রমিকদের কাজে নিযুক্ত করে না। নিয়োগকর্তা যদি দ্রব্যের বাজারে একচেটিয়া বিক্রেতা না হইয়া শুধু শ্রমের বাজারে একচেটিয়া ক্রেতা (Monopsonist buyer) হয়। তাহা হইলেও সে নিয়োগ এবং উৎপাদন কমাইয়া মজুরী হ্রাস করিতে পারে। শ্রমের বাজারে একচেটিয়া ক্রেতা থাকিলে শ্রমিকের যোগান দামের বিশেষ প্রভাব থাকে না। কিন্তু, একচেটিয়া শোষণেরও (Monopolistic exploitation) একটি সীমা আছে। আছে। একচেটিয়া নিয়োগকর্তা যদি শুধু শ্রমিকদের শোষণ করিতে চাহেন, তবে শ্রমিকগণ সেই নিয়োগ কর্তার প্রতিষ্ঠানে কাজ নাও করিতে চাহিতে পারে এবং বিকল্প কাজের অন্বেষণ করিতে পারে।

মজুরী ও জীবনযাত্রার মান (Wages and Standard of Living)

অনেকের মতে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী মজুরীর হার নির্ধারিত হয়। এই তত্ত্বেও শ্রমের যোগানের দিকটাই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী নিজের জীবন যাত্রার মান বজায় রাখিবার জন্য শ্রমিকের যে পরিমাণ টাকার দরকার তাহাই তাহাকে মজুরী বাবদ দেওয়া হয়। কিন্তু, শ্রমের চাহিদার দিকটা বিবেচিত হয় নাই। বলিয়া আমরা এই তত্ত্বটি গ্রহণ করিতে পারি না। আবার, জীবনযাত্রার মান পরোক্ষভাবে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনী শক্তিকে প্রভাবিত করে। জীবনযাত্রার মান উন্নত হইলে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনী শক্তি বাড়িয়া যাইতে পারে। ইহাতে শ্রমিকের মজুরী বাড়িয়া যায়। সেইদিক হইতে ইহা পরোক্ষভাবে শ্রমিকের চাহিদাকে প্রভাবিত করে। তাহা ছাড়া জীবনযাত্রার মান যেমন মজুরীকে প্রভাবিত করে, সেই প্রকার জীবনযাত্রার মানও মজুরী কর্তৃক প্রভাবিত হয়। মজুরী বাড়িলে জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়।

জীবনযাত্রার মান তত্ত্ব (Standard of living theory)

মজুরী নিরূপণের আধুনিক তত্ত্ব (Modern theory of determining wages)

উপরি-উক্ত কোন মতবাদের সাহায্যেই আমরা শ্রমিকের মজুরী নিরূপণ

করিতে পারি না। পূর্বেই বলা হইয়াছে, মজুরী হইতেছে এক ধরণের দাম; ইহা মূলতঃ উৎপাদনের জন্য শ্রমিকের যে কাজ তাহার দাম। সুতরাং বিভিন্ন জিনিষের দাম নিরূপণ করিবার সময় আমরা যেমন চাহিদা ও যোগানের দিক বিবেচনা করি, সেই প্রকার মজুরী নির্ধারণেও আমরা শ্রমের চাহিদা ও শ্রমের যোগান বিবেচনা করিব। শ্রমের চাহিদা নির্ভর করে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনী শক্তির উপর এবং শ্রমিকের যোগান নির্ভর করে জনসংখ্যা, শ্রমিকের জীবন যাত্রার মান, বিকল্প কাজে শ্রমিকের মজুরী এবং শ্রমিক সংঘের উপর। এই উপাদানগুলির মধ্যে শ্রমিক সংঘের প্রভাবই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমিক সংঘ (Trade Union) যদি কোন শ্রমিককে কাজে যোগদান করিতে বারণ করে, তবে সেই শ্রমিক কাজে যোগদান করে না। শ্রমিকের যোগান কমাইয়া দিয়া শ্রমিক সংঘ মালিকগণকে মজুরীর হার বাড়াইতে বাধ্য করে।

শ্রমের চাহিদা ও শ্রমের যোগান

যদিও শ্রমিকসংঘের পক্ষে দর কষাকষি করিবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, তবুও শ্রমিক সংঘ মজুরীর হার নির্ধারণে একটি বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা অবলম্বন করে। মালিকগণ হয়ত এমন একটি সর্বোচ্চ মজুরী দিতে চাহে (ধরা যাক্ ৩৲ টাকা) যাহার বেশী আর তাহারা দিতে চাহে না। আবার শ্রমিকগণ হয়ত এমন একটি সর্বনিম্ন মজুরী দাবী করিতে পারে (ধরা যাক্ ৫৲ টাকা) যাহার কম তাহার গ্রহণ করিতে চাহে না। তখন উভয় পক্ষের মধ্যে একটি দরকষাকষি (Bargaining) হয় এবং ইহার ফলে উভয়েরই দাবীর মাঝামাঝি (ধরা যাক্, এক্ষেত্রে ৪৲ টাকা) একটি মজুরীর হার নিরূপিত হয়। এই দরাদরি কখনও একজন মালিক এবং একজন শ্রমিকের মধ্যে হয় না। ইহা হয় শ্রমিক সংঘ (Trade Union) এবং মালিক সংঘের (Employee's Association) মধ্যে। মালিক সংঘ মালিকগণের প্রতিনিধিত্ব করে এবং শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করে। এই দরকষাকষি সমষ্টিগতভাবে হয় বলিয়া ইহাকে সমষ্টিগত দরকষাকষি বা "Collective Bargaining" বলে। শ্রমিক সংঘ বেশী শক্তিশালী হইলে মজুরী সর্বোচ্চ স্তরে অথবা উহার কাছাকাছি স্থির হয়। শ্রমিকের দিক হইতে মজুরীর সর্বোচ্চ সীমা নির্ভর করে শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানের উপর। অপর পক্ষে যদি মালিক সংঘ বেশী শক্তিশালী হয় তবে মজুরী মালিকগণের দিক হইতে সর্বনিম্ন স্তরে স্থির হইবে।

শ্রমিক সংঘের ভূমিকা (Role of the Trade Union)

শ্রমিকদের দর কষাকষি করিবার ক্ষমতার সীমা (Limits to the bargaining capacity of the Labour Union)

শ্রমিকগণ অনেক সময় ধর্মঘট করিয়া অথবা মালিকগণকে ধর্মঘটের ভয় দেখাইয়া মজুরীর হার বাড়াইবার জন্য চেষ্টা করিতে পারে। মালিকগণের সহিত দরকষাকষি করিয়া মজুরীর হার নির্ধারণ করিবার সময় শ্রমিকসংঘের ক্ষমতা তিনটি দিক হইতে সীমাবদ্ধ। যদি মালিকগণের দিক হইতে শ্রমিকের চাহিদা স্থিতিস্থাপক থাকে, অর্থাৎ, যদি মালিকগণ ধর্মঘটী শ্রমিকদের বদলে অন্য শ্রমিক নিযুক্ত করেন, তবে মজুরীর হার নাও বাড়িতে পারে। অনেক সময় শ্রমিকগণ বেশী মজুরীর দাবী করিলে মালিকগণ শ্রমিকের পরিবর্তে অধিকতর যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে পারে; ইহাতে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের সম্ভাবনা থাকে বলিয়া স্বভাবতঃই শ্রমিকগণের দরকষাকষি করিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ যদি মালিকগণ শ্রমিকের পরিবর্তে অন্য শ্রমিক অথবা অধিকতর মূলধন ব্যবহার করেন, তবে দেখিতে হইবে অন্য শ্রমিক অথবা মূলধন ব্যবহারের জন্য চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কতটুকু। যখন বাজারে ব্যবসায় বাণিজ্য খুব সক্রিয় বা তেজী হইয়া উঠে, তখন শ্রমিকদের ধর্মঘট সফল হইবার সম্ভাবনা থাকে।

তৃতীয়তঃ, শ্রমিকগণ যে জিনিষটি উৎপাদন করে, সেই জিনিষটির জন্য ক্রেতাদের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাও শ্রমিকদের দরকাষাকষি করিবার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। যদি শ্রমিকদের উৎপাদিত সামগ্রীর জন্য চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়, তবে শ্রমিকগণ ধর্মঘট করিয়া অথবা মালিকদের সহিত দরকষাকষি করিয়াও কোন সুবিধা অর্জন করিতে পারে না। অপরপক্ষে যদি জিনিষটির জন্য চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয় তবে শ্রমিকদের দরকষাকষি করিবার ক্ষমতাও আনেক বাড়িয়া যায়।

শ্রমিক সংঘের কাজ ও প্রয়োজনীয়তা—মজুরী নির্ধারণের ক্ষেত্রে শ্রমিক সংঘের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

মজুরী নির্ধারণের সময় শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করা শ্রমিক সংঘের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শ্রমিকদের কল্যাণে শ্রমিক সংঘ অনেক কাজ করিয়া করিয়া থাকে। যেমন, কর্মচ্যুত শ্রমিকদের জন্য ভাতার (Allowance) ব্যবস্থা করা, শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার (Social security) সুবিধা

প্রদান করা অর্থাৎ, অসুস্থ থাকাকালীন সাহায্য করা এবং সর্বোপরি শ্রমিকদের সব রকম স্বার্থ সংরক্ষণ করাও শ্রমিক সংঘের কাজ। শ্রমিকদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হইলে তাহা প্রতিরোধ করিবার জন্য শ্রমিক সংঘ শ্রমিকদের পক্ষ লইয়া সরকার ও মালিক শ্রেণীর সহিত আলোচনা চালায়। তাহা ছাড়া যদি প্রয়োজন হয়, তবে চূড়ান্ত ব্যবস্থা হিসাবে শ্রমিক সংঘ শ্রমিকদের ধর্মঘট করিবার জন্য আহ্বান জানায়। যদি কখনও শিল্পবিরোধ (Industrial dispute) বা শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়, তবে সেই বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য শ্রমিক সংঘ চেষ্টা করিয়া থাকে।

বিভিন্ন কাজে মজুরীর তারতম্য (Differences in wages in different occupations)—

আমরা বিভিন্ন কাজের জন্য মজুরী-হারের তারতম্য দেখিতে পাই। মজুরীর এই তারতম্য নির্ভর করে কাজের প্রকৃতি, পারিপার্শ্বিকতা এবং শ্রমিকের কর্মকুশলতার পার্থক্যের উপর। যে সকল শ্রামক খুব কর্মক্ষম, তাহারা এই কর্মক্ষমতার জন্য আরও কম কর্মক্ষম শ্রমিকদের অপেক্ষা বেশী মজুরী পাইবে। দ্বিতীয়তঃ, কোন কাজের মধ্যে যদি বিপদের অথবা মারাত্মক রকমের ঝুকির সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই কাজের জন্য শ্রমিকের মজুরী বেশী হয়। যেমন এরোপ্লেনের পাইলটদের বেতন অনেক সরকারী অফিসারের বেতন অপেক্ষা বেশী।

তৃতীয়তঃ, শিক্ষালাভের খরচ যদি বেশী হয় তবে শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রমিকের মজুরীও বেশী হয়। যেমন বিলাত হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া যাহারা আসেন তাহারা এদেশে রোগী দেখিবার সময় বেশী ভিজিট লইয়া থাকে।

চতুর্থতঃ, কাজের সাধারণ আকর্ষণ অনেক সময় মজুরীর তারতম্য ঘটায়। একজন সাধারণ শ্রমিক যে মজুরী পায় তাহা অপেক্ষা একজন মেথর একটু বেশী মজুরী পায়। এই তারতম্যের কারণ হইতেছে এই যে মেথরের কাজের জন্য লোকের আকর্ষণ নাই।

পঞ্চমতঃ, চাকুরী যদি স্থায়ী এবং নিয়মিত হয় তবে মজুরীর হার অপেক্ষাকৃত কম হয়। আবার অনিয়ন্ত্রিত এবং অস্থায়ী কাজে মজুরীর হার বেশী হয়; কারণ, তাহা হইলে শ্রমিকগণ অস্থায়ী কাজের দিকে আকৃষ্ট হইবে।

ষষ্ঠতঃ, দায়িত্বপূর্ণ কাজে মজুরীর হার বেশী হয়। একজন সাধারণ কেরাণী হয়ত কোন অফিসার অপেক্ষা অনেক বেশী পরিশ্রম করে। তবুও অফিসারের

বেতন বেশী। ইহার কারণ হইতেছে এই যে অফিসারের কাজ অনেক দায়িত্বপূর্ণ।

সপ্তমতঃ, ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা থাকিলে শ্রমিকেরা অল্প বেতনেও অনেক কাজ গ্রহণ করিয়া থাকে।

সর্বশেষে, ভৌগোলিক এবং আঞ্চলিক কারণেও মজুরী-হারের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। কোন অঞ্চলে হয়ত শ্রমের চাহিদা অপেক্ষা যোগান কম, তবে সেই অঞ্চলে মজুরী হার বেশী হইবে। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি শহরে শিল্পোন্নয়ন হইবার ফলে শ্রমের চাহিদা খুব বেশী। কোন শ্রমিক এই দুইটি শহরে কাজ করিলে যে মজুরী পাইবে, গ্রামাঞ্চলে কাজ করিলে সে তাহা অপেক্ষা কম মজুরী পাইবে। কতিপয় বিশেষ কাজ আছে যেইগুলির জন্য বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রমিকের প্রয়োজন হয়; কারিগরি কর্মকুশলতা না থাকিলে এই কাজের জন্য শ্রমিককে নিযুক্ত করা হয় না। স্বভাবতঃই এই ধরণের কাজের জন্য শ্রমিকদের মজুরী-হার বেশী হয়।

বেশী মজুরী দেওয়ার লাভ অথবা বেশীমজুরী দেওয়ার ফলে ব্যয় সংকোচ (Economy of high wages)

সাধারণভাবে মনে হয় যে মালিক শ্রমিকদের যতই কম মজুরী দিবে, ততই তাহার লাভ। কিন্তু ইহা সব সময় ঠিক নয়। অনেক সময়ে দেখা যায় যে শ্রমিককে বেশী মজুরী দিলে পরিণামে মালিকেরই লাভ। শ্রমিককে কত মজুরী দেওয়া হইল তাহার উপর মালিকের লাভ নির্ভর করে না।

বেশী মজুরী দিলেই মালিকের ক্ষতি একথা ঠিক নয়

মলিকের লাভ নির্ভর করে কত উৎপাদন হইল এবং সেই অনুপাতে উৎপাদন খরচ কত কমিল তাহার উপর। যখন মোট বিক্রয়-লব্ধ আয় (Total Revenue) মোট খরচ (Total Cost) অপেক্ষা বেশী হইবে তখনই মালিকের লাভ। যদি মালিকগণ শ্রমিকদের বেশী মজুরী দেয়, তবে শ্রমিকদের আয় বাড়িবে, তাহারা ভাল খাওয়া দাওয়া করিতে পারিবে এবং নিজের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারিবে। ইহাতে তাহাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে। জীবনযাত্রার মান উন্নত হইলে শ্রমিকদের উৎপাদনী শক্তিও বাড়িবে। শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা ও উৎপাদনী শক্তি বাড়িবার সংগে সংগে উৎপাদন বাড়িবে এবং প্রতি ইউনিটে উৎপাদন-খরচ কমিয়া যাইবে। সুতরাং ইহাতে পরিণামে মালিকের লাভই হইবে। অপরপক্ষে মালিক কম

মজুরী দিলে আপাতদৃষ্টিতে উৎপাদন-খরচ কম মনে হইলেও পরিণামে শ্রমিকের জীবন ক্রমাগত অবনত হইবে, উৎপাদনীশক্তি কমিবে এবং মোট উৎপাদনের পরিমাণও কমিবে। উন্নত দেশগুলিতে শ্রমিকদের মজুরী অনুন্নত দেশগুলি অপেক্ষা অনেক বেশী। সেইজন্য উন্নত দেশগুলিতে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়, কর্মদক্ষতাও বাড়ে। ইহার ফলে উন্নত দেশগুলিতে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে এবং উৎপাদন খরচ কমিয়া যায়।

শ্রমিকদের বেশী মজুরী দেওয়ার ফলে মালিকদের আরও দুইটি কারণে লাভ হইতে পারে; প্রথমতঃ কোন মলিক যদি শ্রমিকের মজুরীর হার বাড়াইয়া দেয়, তবে অধিকতর কর্মদক্ষ শ্রমিকগণ সেই মালিকের নিকট কর্মপ্রার্থী হইবে। অন্যান্য উদ্যোক্তাগণ যে মজুরী দেয়, তাহা অপেক্ষা এই মালিক যদি বেশী মজুরী দেয়, তবে সর্বাপেক্ষা কর্মনিপুণ শ্রমিকগণ তাহার অধীনে কাজ করিবে, ইহাতেও উৎপাদন বাড়িবে এবং উৎপাদন খরচ কমিবে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিকদের মজুরীর হার বাড়াইয়া দিলে শ্রমিকদের মনে অসন্তোষের ভাব কম থাকে; ইহাতে ধর্মঘট প্রভৃতির সম্ভাবনা কমিয়া যায়। শিল্প বিরোধের একটি প্রধান ত্রুটি হইতেছে এই যে ইহাতে উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া যায়। শ্রমিকদের বেশী মজুরী দিয়া উদ্যোক্তাগণ উৎপাদন হ্রাসের এই সম্ভাবনা হইতে মুক্ত হইতে পারে।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও মজুরী (Inventions and wages)

উৎপাদন ক্ষেত্রে আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি অধিকাংশই হইতেছে শ্রম-লাঘবকারী (labour-saving) এবং অধিক মূলধন ব্যবহারকারী (capital-consuming) যন্ত্রপাতি। উৎপাদন ব্যবস্থা যতই বড় হইতে থাকে, ততই নূতন নূতন যন্ত্রপাতির আবিষ্কার এবং উৎপাদনে ইহাদের প্রবর্তন হয়। যন্ত্রপাতির প্রধান উপকারিতা হইতেছে এই যে এইগুলির সাহায্যে আমরা অল্প সময়ে এবং অল্প খরচে বেশী উৎপাদন করিতে পারি। শুধু তাহাই নহে, উৎকৃষ্ট ধরণের যন্ত্রপাতি প্রবর্তন করিলে উৎপাদিত সামগ্রী-গুলিও উৎকৃষ্ট ধরণের হয়। যন্ত্রের সাহায্যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম কাজ করা সম্ভবপর হয়। ইহাতে যে সকল শ্রমিকের সাহায্যে এই নূতন আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতিগুলি ব্যবহার করা হয়, তাহাদের কর্মকুশলতা বাড়িয়া যায় এবং মজুরী বাড়িয়া যায়।

কিন্তু, মজুরীর উপর এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের আর একটি প্রভাব প্রভাব আছে। তাহা হইতেছে এই যে সামগ্রিকভাবে চিন্তা করিলে নূতন যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের সংগে সংগে অনেক শ্রমিককেই কাজ হইতে ছাঁটাই করা হয়। ইহাতে বেকার সমস্যা বাড়িয়া যায়। বেকার সমস্যার সৃষ্টি হইলে সাধারণভাবে শ্রমের যোগান বাড়িয়া যায় এবং সেইজন্য মজুরীর হার কমিয়া যায়। কিন্তু, সব রকম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই মজুরীর হার কমাইয়া দেয়, এই ধারণা ঠিক নয়। আধুনিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের সংগে নূতন নূতন কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। সেইগুলিতেও অনেক লোকের কাজের

ব্যবস্থা হয়, ইহাতে শ্রমিকের উদ্বৃত্ত যোগান নাও থাকিতে পারে। তা ছাড়া, নূতন যন্ত্রপাতির আবিষ্কারের সংগে সংগে কোন কোন শ্রমিকের কারিগরি কর্মকুশলতা (technical skill) বাড়িয়া যায়; তাহাদের মজুরীর হারও বাড়িয়া যায়। রেলগাড়ীর আবিষ্কার হইবার সংগে সংগে অনেক লোকের কাজের ব্যবস্থা হইতেছে এবং দেশের অর্থনৈতিক জীবনও উন্নত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে যখন উৎপাদন ব্যবস্থা উন্নত হয় এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত হয়, তখন শ্রমিকদেরও জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় এবং ইহাতে তাহাদের মজুরীর হারও বাড়িয়া যায়।

অবশ্য একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, এমন অনেক আবিষ্কার আছে যেগুলি শ্রমিকদের পরিশ্রম কমাইয়া দেয় অথবা নৈপুণ্য কমাইয়া দেয় (skill-saving)। এই সকল আবিষ্কারের সংগে সংগে বেশী মজুরী সম্পন্ন কর্মনিপুণ শ্রমিকের জন্য চাহিদা কমিয়া যায়। ফলে, সেই শ্রমিকের মজুরীর হার কমিয়া যায়।

যদি কোন কোন শ্রমিক নূতন ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে অসমর্থ হয় এবং তাহারা যদি শুধু দৈহিক পরিশ্রমে পটু থাকে, তবে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে সেই শ্রমিকদের মজুরীর হার কমিয়া যাইতে পারে।

আবার, এমন কতিপয় আবিষ্কার আছে যেগুলি শ্রমের পরিমাণ লাঘব করে না, মূলধনের পরিমাণ লাঘব করে (capital-saving)। এই সকল

Exercises

1. Bring out the distinction between Money Wages and Real Wages. What factors are taken into consideration in determining real wages ?

2. How are wages detemined ? Do you agree with the view that the theory of wages is an application of the general theory of value ?

3. Discuss the Marginal Productivity theory of wages.
(C. U. B.A. Part 1 1962)

4. What do you mean by 'collective bargaining ?' How are wages determined by bargaining capacity of the Labour Unions ?

5. Discuss the Role of a Trade Union in a modern society.

6. Account for different wages in different occupations.

7. Explain what is meant by "economy of high wages."

8. Show how (a) inventions (b) and the existence of

9. State and explain the limitations on the power of trade Union to increase wages in a particular industry.
(N. B. U. B. A. Ck 63)

10. Discuss the briefly the main theories of wages. Why are the earnings of skilled surgeons hig her than those of butchers ? (C. 4. B.A. Part 1 1963)

১৯

সুদ

(Interest)

'সুদ' কথাটির বিভিন্ন সংজ্ঞা আমরা দেখিতে পাই। সাধারণ অর্থে যখন কেহ মূলধন অথবা টাকা ধার করে তখন এই ধার বাবদ তাহাকে একটি দাম দিতে হয়; সুদ হইতেছে এই দাম (Interest is a price paid for loans.")। কাহারও নিকট হইতে মূলধন লইয়া তাহা ব্যবহার করিলে যে দাম দিতে হয়, তাহাই সুদ। সুদ বলিতে আমরা মোট সুদ (Gross interest) এবং নীট সুদ (Net interest), এই দুই প্রকার সুদ বুঝি। এই দুইটির মধ্যে একটি পার্থক্য আছে।

মোট সুদ ও নীট সুদ (Gross interest and Net interest) টাকা ধার দেওয়ার একটা ঝুঁকি সর্বদাই থাকে। যদি নির্দিষ্ট সময়ে খাতক ধার শোধ না করে অথবা টাকা আদায়ের জন্য যদি মহাজনকে অনেক তাগাদা দিতে হয়, তবে ধার দেওয়ার ব্যাপারে অনেক ঝামেলা থাকে। এই ঝামেলার জন্যই বিশেষতঃ খাতক যদি খুব নির্ভরযোগ্য না হয়, তবেই মহাজন টাকা ধার দেওয়ার পর সুদ একটু বেশী করিয়া ধার্য করে। এই বেশী সুদ ধার্য করিবার আর একটি উদ্দেশ্য হইল ধারের কারবার বজায় রাখিবার জন্য মহাজনকে যে খরচ করিতে হয় এবং হিসাব রাখিতে হয়, তাহার ব্যবস্থা করা। এই কারণগুলি বর্তমান না থাকিলে শুধু টাকা ধার দেওয়ার জন্যই মহাজন যে সর্বনিম্ন সুদ ধার্য করিত, তাহাই হইতেছে নীট সুদ (Net interest)। টাকা ধার দেওয়ার ব্যাপারে উপরে বর্ণিত ঝামেলা এবং অসুবিধাগুলি থাকার দরুণ মহাজন সর্বনিম্ন সুদ অপেক্ষা বেশী যে সুদ ধার্য করে, তাহা মোট সুদ (Gross interest) হিসাবে নিরূপিত হয়। সেইজন্য মোট সুদের হার নীট সুদের হার অপেক্ষা বেশী থাকে।

সুদ হইতেছে একটি দাম; কাহারও নিকট হইতে টাকা বা মূলধন ধার করিলে এই দাম দিতে হয়। কোন জিনিষের দাম যেমন ইহার চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নিরূপিত হয়, সুদও সেই প্রকার টাকা অথবা মূলধনের জন্য চাহিদা এবং ইহার যোগানের দ্বারা নিরূপিত হয়।

সুদ নিরূপণের ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব (Classical theories of the rate of interest)—ক্লাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানীদের মতে সুদ হইতেছে সঞ্চয়ের পুরস্কার। সঞ্চয়ের অর্থ হইতেছে ভোগ-নিবৃত্তি (abstinence)। বর্তমানে ভোগের নিবৃত্তি করিয়া ধার প্রদানকারী ভবিষ্যতে ভোগ করিবার জন্য অপেক্ষা করে। এইজন্য সুদের মধ্যে অপেক্ষার (waiting) উপাদান আছে। নিজে ভোগ না করিয়াও ধার প্রদানকারী তাহার সঞ্চিত অর্থ ধার দেয়, এইজন্য সে একটি পুরস্কার পায়। এই পুরস্কার হইতেছে সুদ। এই তত্ত্বটির বিভিন্ন সমালোচনা করা যাইতেছে।

ভোগ নিবৃত্তি তত্ত্ব (Abstinence theory)

প্রথমতঃ, এই তত্ত্বে সঞ্চয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সঞ্চয় হইতেছে এমন একটি জিনিষের যোগান যাহা লোকে ধার করে। সুতরাং সুদ নিরূপণের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বটি শুধু যোগানের উপর গুরুত্ব প্রদান করিয়াছে। কিন্তু, যেহেতু সুদ হইতেছে একটি দাম (ধার লওয়ার জন্য যে দাম দিতে হয় তাহা), সেইজন্য সুদ নিরূপিত হইবে চাহিদা ও যোগানের দ্বারা; শুধু যোগানের উপর গুরুত্ব অর্পণ করিয়া সুদ নিরূপণ করা যায় না; দ্বিতীয়তঃ, অধ্যাপক কেইন্‌স্ (Keynes) দেখাইয়াছেন যে এই তত্ত্বটির সাহায্যে আমরা যে সুদ নিরূপণ করি, তাহা একটি অনির্দিষ্ট (indeterminate) সুদ। কারণ, সঞ্চয় নির্ভর করে লোকের আয়ের উপর এবং ধারপ্রদানকারীর সঞ্চিত অর্থের জন্য ধারগ্রহণকারীর কি পরিমাণ চাহিদা থাকিবে তাহা নির্ভর করে ধার-গ্রহণকারীর বিনিয়োগ-চাহিদার (investment-demand) উপর এবং সেই বিনিয়োগ-চাহিদা আবার নির্ভর করে তাহার আয়ের উপর। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত আয় নিরূপিত না হইতেছে, অর্থাৎ, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নির্দিষ্ট আয়ের পরিমাণ না জানিতে পারিতেছি, ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিকভাবে একটি নির্দিষ্ট সুদ নিরূপণ করা সম্ভবপর নহে।

কোন কোন ক্লাসিক্যাল লেখকদের মতে সুদ নিরূপিত হয় মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের দ্বারা। অর্থাৎ, সুদ হইতেছে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের দামের সমান। মূলধনের উৎপাদনীশক্তি থাকার দরুণ ব্যবসায়ীগণের মূলধনের জন্য চাহিদা আছে। এইজন্য তাহারা মূলধন ধার করিতে চায়। যে ব্যক্তি মূলধন ধার দেয় সে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন শক্তি অনুযায়ী সুদ

প্রান্তিক উৎপাদন তত্ত্ব Productivity Theory

পাইয়া থাকে। উদ্যোক্তা ব্যবসায়ে কি পরিমাণ মূলধন খাটাইবে তাহা নির্ভর করে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন এবং সুদের উপর। যতক্ষণ পর্যন্ত মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন সুদ অপেক্ষা বেশী থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত উদ্যোক্তা ব্যবসায়ে মূলধন খাটাইতে থাকে। কিন্তু, যতই সে মূলধন বিনিয়োগ করিবে, ততই মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশক্তি কমিয়া আসে। অবশেষে যখন মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন সুদের সমান হয়, তখন উদ্যোক্তা মূলধন খাটান বন্ধ করিয়া দেয়; এইভাবে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন সুদের সমান হয়।

আমরা এই তত্ত্বটির সমালোচনা করিতে পারি। প্রথমতঃ এই তত্ত্বটি চাহিদার দিকটির উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করিয়াছে। ব্যবসায়ে কত মূলধন বিনিয়োগ করা হইবে তাহা শুধু মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশক্তির উপর নির্ভর করে না, তাহা কিছু পরিমাণে নির্ভর করে মূলধনের যোগানের উপর; কিন্তু, এই তত্ত্বে মূলধনের যোগানের দিকটির উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করা হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ, অধিক মূলধন ব্যবহারে অধিক জিনিষ উৎপাদিত হয়, একথা ঠিক। কিন্তু অধিক মূলধন ব্যবহারে অধিক মূল্য উৎপাদিত হয়, এ কথা ঠিক নহে। অধিক পরিমাণ মূলধন ব্যবহার করিলে উৎপাদন এত বাড়িয়া যাইতে পারে যে মূলধনের সাহায্যে উৎপাদিত সামগ্রীর দাম কমিয়া যাইতে পারে এবং বিনিয়োগকারীর লোকসান হইতে পারে। কত মূলধন খাটাইলে কত বেশী উৎপাদিত হইবে, তাহা সহজে পরিমাপ করা যায় না। আবার, মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশক্তি নিরূপণ করাও সহজ নয়। কারণ, মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনী শক্তির একটি বর্তমান দিক এবং একটি ভবিষ্যৎ দিক আছে। মূলধনের বর্তমান বিনিয়োগ হইতে ভবিষ্যতে ইহার কত উৎপাদনী-শক্তি থাকিবে তাহা নিরূপণ করা সহজ নয়।

তৃতীয়তঃ, ভবিষ্যতে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের কত মূল্য হইবে তাহা জানিবার জন্য আমাদের ভবিষ্যতে সুদ কত হইবে সেই সম্বন্ধে একটি ধারণা করিয়া লইতে হয়। কিন্তু বর্তমান সুদ সম্বন্ধে কোন ধারণা না থাকিলে ভবিষ্যতের সুদ সম্বন্ধে কোন ধারণা করা সম্ভবপর নয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই তত্ত্বটিতে একটি "circular reasoning" হইতেছে।

সুদ নিরূপণে সময়ের পছন্দের ভূমিকা (Role of time preference in the determination of the rate of interest).

অষ্ট্রিয়ার বিখ্যাত অর্থবিজ্ঞানী বহম্‌বওয়ার্ক (Böhm Bawerk) ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক ফিসার (Prof. Fisher) এবং তাঁহাদের অনুগামীগণ সুদ নিরূপণের জন্য আরও একটি তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন।

Time preference theory of interest

এই যুক্তি অনুযায়ী সুদের হার নিরূপিত হয় লোকে ভবিষ্যতের তুলনায় বর্তমানের প্রয়োজনের উপর কতখানি বেশী মূল্য প্রদান করে অথবা ইহাকে কতটা পছন্দ করে তাহার সাহায্যে। এই তত্ত্বটিকে Time Preference theory of interest বলে। লোকে অনেক সময়ে ভবিষ্যৎ প্রয়োজন অপেক্ষা বর্তমান প্রয়োজনকেই বড় মনে করে। ভবিষ্যতে ১০০্ টাকা পাইবার কোন অনিশ্চয়তা না থাকিলেও সে বর্তমানে ১০০্ টাকা গ্রহণ করাকে বড় মনে করে। কিন্তু যদি কোন লোক কাহাকেও টাকা ধার দেয়, তবে বুঝিতে হইবে যে ভবিষ্যৎ অপেক্ষা বর্তমানের প্রয়োজনকে সে বড় মনে করিলেও কিছু প্রাপ্তির আশায় সে টাকা ধার দিতেছে। এই প্রাপ্তিই হইতেছে সুদ। অধ্যাপক ফিসারের মতে সুদ হইতেছে ভবিষ্যতের তুলনায় বর্তমানকে বেশী পছন্দের হার (rate of time preference)। যে টাকা ধার দেয় সে বর্তমানকে বেশী পছন্দ করে। কিন্তু তাহাকে যদি ধারের টাকা ফেরৎ দেওয়ার সময় কিছু বেশী অর্থ দেওয়া যায় তবে সে বর্তমানকে ছাড়িয়া ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করিতে রাজী হইতে পারে। এই অধিক মূল্যই সুদ।

এই তত্ত্বটি সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে বিভিন্ন লোকের ভবিষ্যৎ অপেক্ষা বর্তমানকে বেশী পছন্দ করার প্রবণতা বিভিন্ন কারণে হইতে পারে। সুতরাং বিভিন্ন ধারের ক্ষেত্রে সুদও বিভিন্ন হইবে। কিন্তু, বাজারে চাহিদা এবং যোগানের দ্বারা যে সুদ নিরূপিত হয়, তাহা এই তত্ত্বটির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না। এই তত্ত্বটিতে মূলধনের যোগানের দিকটির উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ, বলা হইয়াছে ধারপ্রদানকারী কেন টাকা ধার দেয়। কিন্তু, চাহিদার উপরে কোনও গুরুত্ব এই তত্ত্বে দেওয়া হয় নাই।

সুদ নিরূপণে নিয়োক্লাসিক্যাল তত্ত্ব (Neo-classical theory of interest)

নিয়ো-ক্লাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানীদের মতে সুদের হার নিরূপিত হয়

ঋণ-গ্রহণযোগ্য মূলধনের (Loanable capital or loanable fund) চাহিদা ও যোগানের দ্বারা।

এই মূলধনের চাহিদা থাকে তিন শ্রেণী লোকের। মূলধনের জন্য সাধারণ লোকের যে চাহিদা থাকে, তাহা মোট চাহিদার একটি অংশ মাত্র। সরকার অনেক সময় মূলধন ধার করিতে চাহে। বিনিয়োগের কাজের জন্য যদি সরকার কখনও মূলধন দাবী করে, তবে তাহা অনেকাংশে সুদের হারের উপর নির্ভর করে। মূলধনের জন্য ব্যবসায়ীগণের চাহিদাই সুদ নিরূপণে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। মূলধনের সাহায্যে তাহারা উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করে। সুতরাং, মূলধনের অন্য চাহিদা নির্ভর করে সুদ ও মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনী শক্তির (Marginal productivity) উপর। মূলধনের যোগান নির্ভর করে সুদের উপর, লোকের সঞ্চয়ের উপর এবং ব্যাংকের আমানতের উপর। যখন মূলধনের চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হয়, তখনই সুদ নিরূপিত হয়। মূলধনের চাহিদা ও যোগান যেরূপ সুদের হার নির্ধারণ করে, সেই প্রকার সুদের হারও মূলধনের চাহিদা ও যোগানকে প্রভাবিত করে। যদি সুদের হার বেশী হয়, তবে লোকে বেশী করিয়া ব্যাংকে টাকা জমা রাখে এবং তাহাতে মূলধনের যোগান বাড়িয়া যায়। আবার, সুদের হার বাড়িলে লোকে মূলধন কম করিয়া ধার করিতে চায়। দেখা যাইতেছে, মূলধনের চাহিদা ও যোগান সুদের হারের পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এইভাবে মূলধনের চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের ফলে যখন ইহারা পরস্পরের সমান হয়, তখন সুদের হার নিরূপিত হয়।

ঋণগ্রহণযোগ্য পুঁজি তত্ত্ব (Loanable Funds Theory)

আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীদের মতে ঋণগ্রহণযোগ্য পুঁজির চাহিদা এবং যোগানের দ্বারা সুদ নিরূপিত হয়। অধ্যাপক রবার্টসনের মতে ঋণগ্রহণযোগ্য পুঁজি (loanable fund) গঠিত হয় নিম্নলিখিত উপাদান কর্তৃক—(১) মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ (এখানে মনে রাখিতে হইবে, রবার্টসনের মতে সঞ্চয় বলিতে বুঝায় পূর্বে অর্জিত আয় হইতে বর্তমান ভোগের জন্য ব্যয়িত অর্থ বাদ দিয়া যাহা থাকে, তাহা) (২) ব্যাংকগুলি প্রদত্ত অতিরিক্ত ঋণ (additional bank loans) (৩) আগেকার জমানো টাকা যাহা বর্তমানে ধার দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে (dishoarding) এবং (৪) আগেই বিনিয়োগের জন্য

নির্দিষ্ট ছিল এই রকম টাকা যাহা বর্তমানে বিনিয়োগ না করিয়া ধার দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে (disentanglings)।

ঋণগ্রহণযোগ্য পুঁজির যোগান অনেকগুলি উপাদানের উপর নির্ভর করে; তন্মধ্যে প্রধান উৎস হইল সঞ্চয়। তবে সব সঞ্চয়ই যে ঋণগ্রহণযোগ্য পুঁজি হিসাবে বিবেচিত হয়, তাহা নহে। ব্যক্তিগত সঞ্চয়, সরকারের দিক হইতে সঞ্চয় এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কিংবা শিল্পগুলির সঞ্চয়, প্রভৃতির মধ্যে যাহা ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য ধার দেওয়া যায় তাহাই ঋণগ্রহণযোগ্য পুঁজির অন্তর্ভুক্ত। ব্যাংক ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অথবা জনসাধারণকে যে ঋণ প্রদান করিয়া থাকে, তাহাও ঋণগ্রহণযোগ্য পুঁজির অন্তর্ভুক্ত হয়। মোট সঞ্চয় হইতে জনসাধারণ যে টাকা সর্বদা হাতে রাখিয়া দিতে চায় (Hoarding) তাহা বাদ দিলে এবং তাহার সহিত ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট ক্রেডিট যোগ করিলে ঋণ দেওয়ার মত পুঁজির যোগান নিরূপিত হয়। অর্থাৎ,

$$S-H+\Delta M=S_L$$

এখানে S হইতেছে মোট সঞ্চয় (Gross Savings), H হইতেছে জনসাধারণের হাতে যে টাকা রাখিয়া দেওয়া হয় তাহা (Hoarding) এবং ΔM হইতেছে ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট ক্রেডিট, S_L হইতেছে ঋণগ্রহণযোগ্য পুঁজির যোগান।

ঋণগ্রহণযোগ্য পুজির চাহিদা (Demand for Loanable funds) নিম্নলিখিত উপাদানগুলির উপর নির্ভরশীল, (১) বিনিয়োগের জন্য পুঁজির চাহিদা, (২) সরকারের দিক হইতে পুঁজির চাহিদা, (৩) ক্রেতাদের দিক হইতে পুঁজির চাহিদা—এবং (৪) ফাটকা কারবারীদের পুঁজির চাহিদা, এক কথায় পুঁজির জন্য বেসরকারী এবং সরকারী উভয় হইতেই চাহিদা থাকিতে পারে, আমরা ইহা নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করিতে পারি :—

$$I+L_g=D_L.$$

এখানে, I হইতেছে ঋণগ্রহণযোগ্য পুঁজির জন্য বেসরকারী এবং ব্যক্তিগত চাহিদা (Private Investment demand), এবং L_g হইতেছে সরকারের দিক হইতে পুঁজির চাহিদা (Government demand for loans), D_L হইতেছে ঋণগ্রহণযোগ্য পুঁজির জন্য মোট চাহিদা।

এই চিত্র অনুযায়ী E_2 বিন্দুতে ঋণগ্রহণযোগ্য পুঁজির যোগান ইহার চাহিদার সমান হইয়াছে (অর্থাৎ $S_L=D_L$)। তখন সুদের হার হইতেছে i_2 E

বিন্দুতে সঞ্চয় রেখা (S curve) S−H রেখাকে ছেদ করিয়াছে। অর্থাৎ এই বিন্দুতে জনসাধারণ টাকা হাতে রাখিয়া দিতে না চাহিয়া বিনিয়োগের

INTEREST RATE

i_0 i_2 i_1 O S S-H E E_2 E_1 SL [(S-H)+ΔM] DL DL

LOANABLE FUNDS

৮৫নং চিত্র

উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করিতে চায়, E, বিন্দুতে সঞ্চয় রেখা ঋণগ্রহণযোগ্য পুঁজির মোট যোগানরেখাকে ছেদ করিয়াছে। অধ্যাপক এক্লি (Prof. Ackley) মনে করেন যে (৫) স্থৈতিক ভারসাম্যের (Static Equilibrium) ক্ষেত্রে Hoarding এবং ব্যাংক সৃষ্ট ক্রেডিটের পরিমাণ শূন্য হইবে। অধ্যাপক এক্লির মতে চিরাচরিত ঋণগ্রহণযোগ্য পুজির তত্ত্বটি অনেক সময় ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে। কারণ আয়, সঞ্চয়, বিনিয়োগ প্রভৃতি হইতেছে কতিপয় প্রবহমান উপাদান (Flow concepts); কিন্তু Hoarding কিংবা Dishoarding হইতেছে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের উপাদান (Stock concepts)। সুতরাং এই দুই উপাদানকে একত্রিত করিয়া যে তত্ত্বটি আলোচিত হইতেছে, ইহা অনেকক্ষেত্রেই অস্পষ্টতার সৃষ্টি করিতে পারে। সেইজন্য এক্লি (Ackley) বলেন,—"The loanable Funds theory should be treated as a disequilibrium theory."

ঋণগ্রহণযোগ্য পুঁজির জন্য চাহিদা কত হইবে তাহা নির্ভর করে ঐ পুঁজি বা মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশক্তির উপর এবং তাহা বিনিয়োগের কাজে কতটা লাভজনকভাবে খাটান যাইতে পারে তাহার উপর। ঋণগ্রহণযোগ্য পুঁজির চাহিদা ও যোগানের সমতা হইলে ভারসাম্য অর্জিত হয় এবং তখন সুদ নিরূপিত হয়। যদি ঋণগ্রহণযোগ্য পুঁজির জন্য চাহিদা ইহার যোগান অপেক্ষা বেশী হয়, তবে সুদ বেশী হয় এবং যদি ইহার যোগান ইহার চাহিদা অপেক্ষা বেশী হয় তবে সুদ কম হয়।

আমরা এই তত্ত্বটির সমালোচনা করিতে পারি। তাঁহার মতে এই তত্ত্বটি একটি সঠিক ও নিশ্চিত সুদ (determinate interest) নিরূপণ করিতে.

পারে না। কারণ, ঋণের কতটা প্রয়োজন তাহা যে ব্যক্তি ধার করে তাহার আয়ের উপর নির্ভর করে। আবার যে পুঁজি হইতে ধার দেওয়া হয় তাহাও আয়ের উপর নির্ভর করে; কারণ, সঞ্চয় আয়ের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং যে পর্যন্ত আয় নিরূপিত না হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত যে সুদ নিরূপিত হইতেছে, তাহা নিশ্চিত সুদ নয়।

এই তত্ত্বটির সমালোচনা

দ্বিতীয়তঃ, এই তত্ত্বে টাকার জন্য চাহিদার কথা উল্লেখ করা হয় নাই এবং টাকার চাহিদা যে কারণগুলির উপর নির্ভর করে সেইগুলি বিবেচিত হয় নাই। সুতরাং এই তত্ত্বটিও অসম্পূর্ণ (incomplete)।

কেইন্‌স্ প্রদত্ত সুদ নিরূপণের তত্ত্ব (Keynesian Theory of Interest or Liquidity Preference Theory of interest)

লর্ড কেইন্‌স্ ক্লাসিক্যাল এবং নিয়ো-ক্লাসিক্যাল তত্ত্বগুলির সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে সুদ সঞ্চয়ের পুরস্কার নয় এবং সুদ বাড়িলে সঞ্চয় সর্বদা বাড়ে না। কেইন্‌সের মতে টাকার জন্য চাহিদা সকলেরই থাকে। কারণ, টাকার মধ্যেই নিহিত থাকে সাধারণ ক্রয়শক্তি (general purchasing power) যাহার সাহায্যে মানুষ নিজের প্রয়োজন মিটাইতে পারে। সেইজন্য মানুষ সহজে নিজের টাকার উপর অর্থাৎ সাধারণ ক্রয়শক্তির উপর অধিকার হারাইতে চায় না। কিন্তু তবুও কেহ যখন টাকা ধার দেয় তখন বুঝিতে হইবে যে টাকার জন্য নিজের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সে কিছু প্রাপ্তির আশায় টাকা ধার দিয়াছে। এই অতিরিক্ত প্রাপ্তিই হইতেছে সুদ। কেইন্‌সের ভাষায় "interest is the reward for parting with liquidity for a specified period," অর্থাৎ, একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধার প্রদানকারী যে নগদ টাকার উপর হইতে তাহার কর্তৃত্ব হারাইতেছে, সেইজন্য সে পুরস্কার বাবদ কিছু সুদ পায়। সুতরাং সুদ সঞ্চয়ের পুরস্কার নয়। তাহা ছাড়া, অনেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদেই অর্থ সঞ্চয় করে, সুদের আশায় নয়। সুতরাং সুদ কোন প্রকারেই সঞ্চয়ের পুরস্কার নয়।

দ্বিতীয়তঃ, সুদ বাড়িলেই সঞ্চয় বাড়িবে, কেইন্‌স্ এই যুক্তি গ্রহণ করেন না। সুদ বাড়িলে মূলধন সহজলভ্য হয় না। ইহাতে বিনিয়োগ কমিয়া

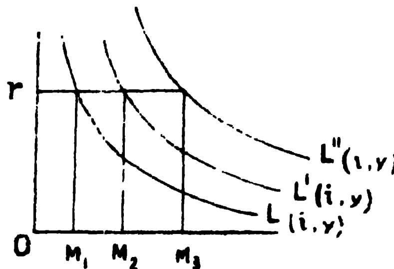
যায়। বিনিয়োগ কমিয়া গেলে জাতীয় আয় কমিয়া যায় এবং জাতীয় আয় কমিয়া গেলে সঞ্চয় কমিয়া যায়। সুতরাং সুদ বাড়িলেই সঞ্চয় বাড়ে না।

লর্ড কেইন্‌সের মতে সুদ হইতেছে সম্পূর্ণভাবে টাকা-পয়সার ব্যাপার (monetary phenomenon)। তাঁহার মতে সুদ নির্ধারিত হয় টাকার চাহিদা এবং টাকার যোগানের দ্বারা। নগদ টাকার দরকার সকলেরই থাকে। ধারপ্রদানকারী নগদ টাকার উপর অধিকার ত্যাগের পুরস্কার হিসাবে সুদ পাইয়া থাকে।

এখন দেখা যাক্ টাকার চাহিদা এবং যোগান কি কি উপাদানের উপর নির্ভর করে। টাকার চাহিদা, সক্রিয় তহবিলের জন্য টাকার চাহিদা (Demand for holding active balance) এবং নিষ্ক্রিয় তহবিলের জন্য টাকার চাহিদা (Demand for holdiog 'idle balance) এই দুই প্রকার হইতে পারে। কেইন্‌স্ মোট টাকার চাহিদাকে নিম্নলিখিতভাবে বুঝাইয়াছেন।

$$L = L_1 + L_2$$

এখানে 'L' হইতেছে মোট টাকার চাহিদা বা Liquidity Preference, 'L_1' হইতেছে মোট টাকার উপর চাহিদার সেই অংশ যাহা লোকের আয়ের উপয় নির্ভরশীল এবং L_2 হইতেছে মোট টাকার চাহিদার সেই অংশ যাহা ভবিষ্যৎ সুদের হারের উপর নির্ভর করে। সুতরাং মোট টাকার চাহিদা আয় এবং ভবিষ্যৎ সুদের হারের উপর নির্ভরশীল। নিম্নের চিত্রে ইহা দেখান যাইতেছে।



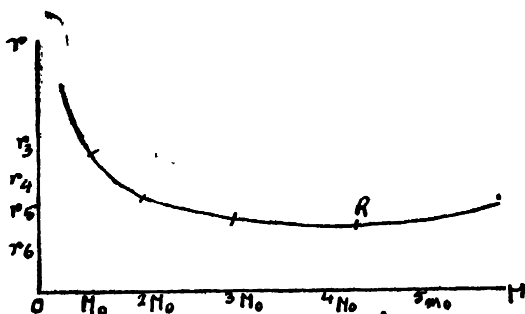
৮৬ নং চিত্র

এই চিত্রে দেখা যাইতেছে যে ভবিষ্যৎ সুদের হার এবং আয়ের পরিবর্তন (i, y) হইবার সংগে সংগে লোকের নগদ টাকার পছন্দ অথবা Liquidity Preference curve-এর পরিবর্তন হইতেছে। Liquidity Preference curve যত উপরে উঠিতেছে, লোকের টাকার চাহিদাও ততই বাড়িতেছে; যেমন, OM_1, হইতে OM_2 এবং OM_2 হইতে OM_3।

টাকার চাহিদা তিনটি অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করে

নগদ টাকা হাতে রাখিবার চাহিদা প্রধানতঃ তিনটি অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ, ব্যবসায়ে লেনদেনের জন্য লোকে কিছু টাকা হাতে রাখিতে চায়। ইহাকে লর্ড কেইন্‌স্ লেনদেনের অভিপ্রায় (Transactions motive) বলিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, হঠাৎ কোন আপদ-বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য এবং ভবিষ্যৎ সংস্থানের জন্যও লোকে কিছু টাকা হাতে রাখিতে চায়। ইহাকে Precautionary motive বলে। প্রথম এবং দ্বিতীয় উভয় ক্ষেত্রেই লোকে কত টাকা হাতে রাখিতে চায়, তাহা লোকের আয়ের উপর নির্ভর করে। আয়ের উপর নির্ভর করিয়া লোকে যে টাকা রাখিতে চায়, তাহাকে সক্রিয় তহবিল (active balance) বলে। তৃতীয়তঃ, লোকে ফাটকা কারবারের জন্যও কিছু টাকা হাতে রাখিতে চায়। ইহা নির্ভর করে ভবিষ্যৎ সুদের হারের উপর। সুদ যদি বেশী হয়, তবে এই উদ্দেশ্যে লোকে নগদ টাকা বেশী করিয়া হাতে রাখিতে চায়। সুতরাং ফাটকা কারবারের জন্য লোকে যে টাকা হাতে রাখিতে চায়, তাহাকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় তহবিল (idle balance)।

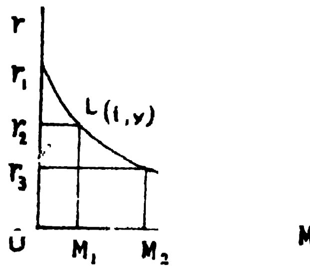
উপরে বর্ণিত তিনটি অভিপ্রায়ের বশবর্তী হইয়া লোকে নগদ টাকা হাতে রাখিতে চায়। ইহাকে নগদ টাকার চাহিদা বা Liquidity Preference বলা হয়। কেইনসের মতে টাকার চাহিদা কখনই শূন্যে নামিতে পারে না। অর্থাৎ, Liquidity Preference curve চূড়ান্তভাবে টাকার অক্ষের সহিত সমান্তরাল হইয়া একটি সরলরেখায় পরিণত হইবে। নিম্নের চিত্রে ইহা দেখান হইল।



৮৭নং চিত্র

টাকার চাহিদা যে সর্বদাই "Positive" থাকিবে অর্থাৎ ইহা যে শূন্যে নামিবে না কেইনস ইহাকে "Liquidity Trap" আখ্যা দিয়াছেন। ইহার ফলে সুদের হার কখনই শূন্যে নামিতে পারে না। বিভিন্ন সুদে লোকে কত টাকা হাতে রাখিতে চায়, ইহার ভিত্তিতে আমরা নগদ টাকার জন্য চাহিদার একটি তালিকা (Liquidity Preference Schedule) প্রস্তুত করিতে পারি।

সুদের হার বেশী হইলে লোকে কম টাকা হাতে রাখিতে চায়; তাহারা তখন বেশী করিয়া ধার দিতে রাজী থাকে। আবার সুদের হার কমিয়া গেলে লোকে বেশী টাকা হাতে রাখিতে চায় এবং তখন কম পরিমাণে ঋণ পাওয়া যায়। নিম্নের চিত্রে ইহা দেখান হইল।



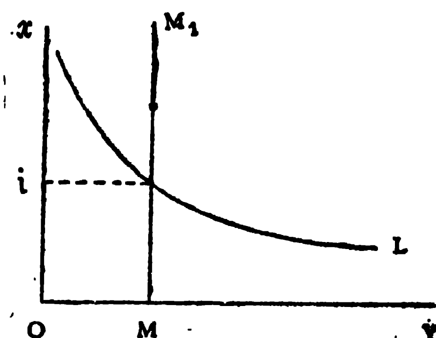
৮৮ নং চিত্র

এই চিত্রে যখন সুদের হার হইতেছে or_2, তখন লোকে OM_1 পরিমাণ হাতে রাখিতে চায়। যখন সুদের হার কমিয়া or_3 হয়, তখন লোকে OM_2 পরিমাণ টাকা হাতে রাখিতে চায়।

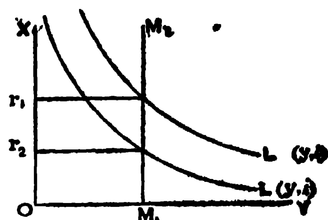
টাকার যোগান নিরূপিত হয় দেশে প্রচলিত মোট টাকার পরিমাণ দ্বারা। —সমাজে প্রচলিত টাকা জনসাধারণের হাতে ছড়াইয়া থাকে।

কেইন্সের মতে টাকার চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে সুদ নিরূপিত হয়। যদি টাকার যোগান স্থির থাকে অথচ নগদ টাকার জন্য চাহিদা বাড়িয়া যায়, তবে সুদের হার বাড়িয়া যায়। নিম্নের চিত্রে ইহা দেখান হইল।

৮৯(ক নং চিত্রে M M_1 রেখা হইতেছে টাকার যোগান রেখা। টাকার যোগান সর্বদাই OM পরিমাণ, অর্থাৎ, টাকার যোগান স্থির আছে। টাকার চাহিদা L রেখা দ্বারাসূচিত হইতেছে। সুতরাং সুদ হইতেছে Oi.



৮৯ (ক)নং চিত্র



৮৯ খ)নং চিত্র

৮৯(খ) নং চিত্রে দেখা যাইতেছে টাকার যোগান স্থির থাকিলে যদি নগদ টাকার জন্য লোকের চাহিদা বাড়িয়া যায়, তবে সুদও বাড়িয়া যায়। এই চিত্রে টাকার চাহিদা যাইবার সংগে সংগে সুদ or_2 হইতে or_1 পর্যন্ত বাড়িয়া যাইতেছে।

যদি টাকার যোগান এবং চাহিদা কোনটিই স্থির না থাকে, তবে যখন টাকার যোগান এবং চাহিদা উভয় সমান হইবে, তখনই ভারসাম্য (equilibrium) অর্জিত হইবে এবং সুদ নিরূপিত হইবে।

কেইন্সের সুদ তত্ত্বটির সমালোচনা (Criticisms of the Keynesian theory of interest)

কেইন্স প্রধানতঃ টাকার উপরে অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু, অন্যান্য অর্থনৈতিক অবস্থার উপর, যেমন মূলধনের চাহিদা ও যোগান ইত্যাদির উপর, কেইন্স বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করেন নাই। যাঁহাদের মতে সুদ ঋণগ্রহণযোগ্য মূলধনের চাহিদা ও যোগান দ্বারা নিরূপিত হয়, তাঁহাদের সহিত কেইনসের তত্ত্বটির পার্থক্য শুধু এক জায়গায়; অপরাপর অর্থবিজ্ঞানীগণ টাকা ব্যতীত অন্যান্য সম্পদের চাহিদা ও যোগানের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয় ছেন, আর কেইন্স শুধু টাকার চাহিদা ও যোগানের উপর হইতে করিলে উভয় তত্ত্বেরই সিদ্ধান্ত এক ("Properly followed up, the two approaches lead to exactly the same results"—*Hicks*)। কিন্তু, উভয় তত্ত্বেরই সিদ্ধান্ত এক প্রকার হইলেও, কেইন্স দুইটি বিষয় উপেক্ষা করিয়াছেন; তাহা হইতেছে, মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনীশক্তি (productivity) এবং সঞ্চয়ের প্রবণতা (thriftiness or propensity to

save)। অধ্যাপক রবার্টসন (Prof. Robertson) মনে করেন, কেইন্‌স্‌ প্রদত্ত সুদের তত্ত্বটির ইহাই প্রধান ত্রুটি। দ্বিতীয়তঃ, ক্লাসিক্যাল তত্ত্বটির (অর্থাৎ সুদ হইতেছে সঞ্চয়ের পুরস্কার) ন্যায় কেইন্‌সের তত্ত্ব অনুযায়ীও আমরা যে সুদ নিরূপণ করি, তাহাই সঠিক সুদ (determinate interest) নহে। টাকার চাহিদা আয়ের উপর নির্ভরশীল; সামগ্রিকভাবে টাকার যোগানও জাতীয় আয়ের সহিত সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং প্রথমে আয় নিরূপিত হওয়া দরকার; আয় নিরূপণ না করিয়া আমরা যে টাকার চাহিদা ও যোগান নিরূপণ করি, তাহাতে সঠিক ও নিশ্চিত সুদ (determinate interest) ঠিক হয় না। সুতরাং কেইনসের তত্ত্ব অনুযায়ী নিরূপিত সুদও অনিশ্চিত।

তৃতীয়তঃ, সুদ মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের দামের সমান, এই তত্ত্বটির ন্যায় কেইনসের তত্ত্বটিতেও আমরা circular reasoning বা একই যুক্তির পুনরাবর্তন দেখিতে পাই। ফাটকা কারবারের অভিপ্রায় থাকার দরুণ টাকার জন্য লোকের যে চাহিদা থাকে, তাহা ফাটকা কারবারীদের ভবিষ্যৎ সুদ সম্বন্ধে ধারণার উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে; কিন্তু, বর্তমান সুদ সম্বন্ধে কোন ধারণা না থাকিলে ভবিষ্যৎ সুদ সম্বন্ধে কোন ধারণা করা সম্ভবপর নয়। সেইজন্য এক্ষেত্রে রবার্টসন বলিয়াছেন, "Rate of interest is what it is because it is expected to become other than it is. If it is not expected to become other than it is, there is nothing left to tell us what it is and why it is." সুতরাং দেখা যাইতেছে, কেইন্‌স ক্লাসিক্যাল তত্ত্বগুলির যে সমালোচনা করিয়াছিলেন, সেইগুলি তাঁহার নিজের তত্ত্বের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। ক্লাসিক্যাল তত্ত্বটির ন্যায় কেইনসের তত্ত্বটিও সঠিক এবং নিশ্চিত সুদ নিরূপণ করিতে পারে না, এবং এই তত্ত্বটিতেও আমরা একই কথার পুনরাবর্তন দেখিতে পাই। সেইজন্য অধ্যাপক হিক্‌স (Prof. Hicks) বলিয়াছেন, "Keynes left his theory of interest hanging by its own bootstraps." কিন্তু, অধ্যাপক হ্যারড (Prof. Harrod) এই সমালোচনার উত্তর দিয়াছেন। তাঁহার মতে কেইন্‌স কখনই একটি বিশেষ সুদের হার ("the rate of interest") নিরূপণ করার সমস্যা লইয়া আলোচনা করেন নাই; বিভিন্ন সুদের হারের স্তর (Levels of the interest rate) নিরূপণ করার জন্য তিনি টাকার চাহিদা ও টাকার যোগানের কথা আলোচনা করিয়াছিলেন। যদি তিনি একটি নির্দিষ্ট সুদ

নির্ধারণ করিতে চাহিতেন, তবে মূলধনের উৎপাদন শক্তি অথবা মোট সঞ্চয়ের পরিমাপের কথা তাহাকে বিবেচনা করিতে হইত। তাহা ছাড়া, হ্যারড মনে করেন যে, লণ্ডনের টাকার বাজারে সরকারের নির্দিষ্ট মেয়াদী সিকিউরিটির (Gilt-edged securities) উপর সুদের হার স্থির থাকে এবং ইহার ভিত্তিতেই ফাটকা কারবারীগণ ব্যবসায় করিয়া থাকে। সুতরাং কেইন্‌সের তত্ত্বে circular reasoning হয় না। আমরা অবশ্য বলিতে পারি যে লণ্ডনের টাকার বাজারের পক্ষে যাহা প্রযোজ্য সব দেশের টাকার বাজারের পক্ষেই তাহা প্রযোজ্য হয় না।

সর্বশেষে, সুদ যে শুধু টাকার ব্যাপার অথবা সুদ যে শুধু টাকা ছাড়া অন্যান্য সম্পদের চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে না, তাহা ঠিক নহে। মূলধনের চাহিদা ও মূলধনের যোগানের দ্বারাও সুদ নিরূপিত হইতে পারে।

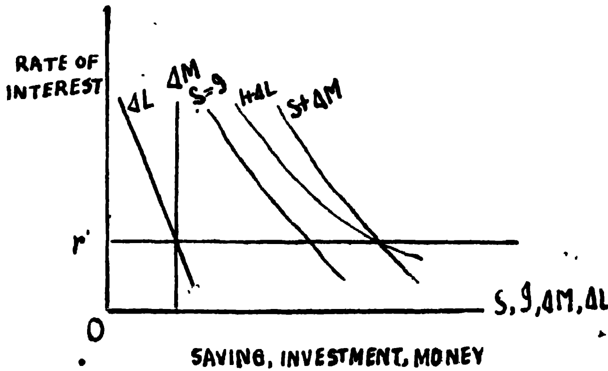
উপসংহার—অধ্যাপক হ্যান্সেন (Prof. Hansen) দেখাইয়াছেন, সুদ মূলতঃ চারিটি উপাদানের উপর নির্ভর করে ; (১) টাকার চাহিদা, (২) মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনী শক্তি, (৩) টাকার যোগান এবং (৪) মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ অথবা বিকল্পভাবে ভোগের প্রবণতা। ইহার মধ্যে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশক্তি এবং টাকার চাহিদা সুদ নিরূপণে চাহিদার দিকটিকে প্রভাবিত করে, এবং টাকার যোগান ও মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ টাকার যোগানের দিকটিতে প্রভাবিত করে। একদিকে টাকার চাহিদা এবং অপর-দিকে সঞ্চয়, উভয়েই যে আয়ের উপর নির্ভরশীল, তাহা এই যুক্তি অনুযায়ী স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং, শুধু কেইন্‌সের তত্ত্বটি সুদ নিরূপণের দিক হইতে চিন্তা করিলে অসম্পূর্ণ (incomplete)।

সুদ নিরূপণে একটি বিকল্প ব্যাখ্যা (An alternative version of the determination of the rate of interest)

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি অধ্যাপক হ্যান্সেন বলিয়াছেন যে সুদ মূলত চারিটি উপাদানের উপর নির্ভরশীল। এখন আমরা একটি বিকল্প ব্যাখ্যা লইয়া আলোচনা করিব এবং তাহা দিয়াছেন অধ্যাপক লার্নার ও অধ্যাপক হ্যাবারলার।

অধ্যাপক লার্নার (Lerner) এবং হ্যাবারলার (Haberler) টাকার চাহিদা-যোগান তত্ত্ব বা Liquidity Preference Theory এবং ঋণগ্রহণ-

যোগ্য পুঁজির তত্ত্বটিকে (Loanable Funds Theory) একত্রিত করিয়া সুদের হার নিরূপণ করার জন্য নিম্নের যুক্তিটির অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ঋণ গ্রহণ করার মত বা ঋণ দেওয়ার মত পুঁজির যোগান হইতেছে সঞ্চয় এবং ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট ক্রেডিটের সমষ্টি (S+∆M) এবং চাহিদা হইতেছে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন এবং টাকার চাহিদার সমষ্টি (∆L+I)। এই চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান হইলে সুদ নিরূপিত হয়। নিম্নের চিত্রে ইহা দেখান হইল।



৯০ নং চিত্র

এই চিত্রে টাকার চাহিদা এবং ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট ক্রেডিট যথাক্রমে ∆L curve এবং ∆M curve-এর সাহায্যে দেখান হইয়াছে। যেহেতু সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ সমান, সেইজন্য সঞ্চয় রেখা (S curve) এবং বিনিয়োগ রেখা (I curve) একই রেখার সাহায্যে দেখান হইয়াছে। যখন Or হইতেছে সুদ, তখন ঋণের মোট যোগান (S+∆M) চাহিদার (I+∆L) সমান হইয়াছে। কিন্তু এই যুক্তিটিও ঠিক গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, এই ক্ষেত্রেও আয়ের দিকটি বিবেচিত হয় নাই। অথচ, আয়ের উপরে মোট সঞ্চয় নির্ভরশীল।

সুদের হার কি কখনও শূন্যে নামিতে পারে?—সুদের হার কখনও শূন্যে নামিতে পারে কিনা সেই বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে চাহিদা ও যোগান এই দুই দিক হইতেই বিষয়টি বিবেচনা করিতে হইবে। প্রথমতঃ, অর্থনৈতিক প্রগতির সংগে সংগে মানুষের নিত্য নূতন চাহিদার সৃষ্টি হয়। এই চাহিদা যাহাতে মিটিতে পারে সেইজন্য মানুষকে সবসময়েই নূতন জিনিষপত্র

উৎপাদন করিতে হয়, ইহার ফলে মূলধনের চাহিদা সব সময়েই থাকিবে। যেহেতু সবসময়েই মূলধনের জন্য কিছু না কিছু চাহিদা থাকে, সেইজন্য সুদের হার কখনই শূন্যে নামিতে পারে না। যোগানের দিক হইতে বিবেচনা করিয়াও বলা যায়, এমন অবস্থা কখনই আসিবে না যখন মানুষ বিনা সুদে তাহার সঞ্চিত মূলধনের একটি অংশ অপরকে ধার দিয়া বসিবে। যদি সুদের হার কিছুই না থাকে, তবে মানুষ টাকা ধার না দিয়া নিজেই সব টাকা জমাইয়া রাখিবে। সুদ পাওয়া যায় বলিয়াই মানুষ টাকা ধার দেয়। সুতরাং সুদের হার কখনই শূন্যে নামিতে পারে না।

সুদ' প্রদান করার যৌক্তিকতা (Jusitification for the payment of interest) :

সুদ নেওয়া উচিত অথবা অনুচিত, এই সম্বন্ধে অতি প্রাচীনকাল হইতেই অর্থবিজ্ঞানীগণ আলোচনা করিয়াছেন। এরিষ্টটল সুদ গ্রহণ করাকে 'স্বাভাবিক' বলিয়া কখনই মনে করিতে পারেন নাই। এরিষ্টটলের পর অনেকেই এই ধারণা পোষণ করিতেন যে, টাকা ধার দিলে সুদ গ্রহণ করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি টাকা ধার দিতেছে, তাহার ক্ষমতা আছে বলিয়াই সে টাকা ধার দিতেছে। টাকা ধার দেওয়ার জন্য তাহাকে বিশেষ ক্ষতি স্বীকার অথবা ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় না।

কার্লমার্কস্ সুদ গ্রহণ করার নীতিটির তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে পুঁজিপতিগণ সমাজের সমুদয় অর্থনৈতিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ করেন। পুঁজিপতিদের নিকট হইতে যাহারা ঋণ গ্রহণ করে, তাহারা আবার শ্রমিক নিয়োগ করিয়া সেই ঋণ উৎপাদনের কাজে লাগাইয়া প্রচুর লাভ করে এবং শ্রমিকদের উদ্বৃত্ত মূল্য (surplus value) আত্মসাৎ করিয়া তাহারা পুঁজিপতিদের সুদ প্রদান করিয়া থাকে। মার্কসের মতে সুদ গ্রহণ করাও পরোক্ষভাবে শ্রমিকদের শোষণ বাড়াইয়া দেয়।

কিন্তু, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে ধার দেওয়ার জন্য সুদ গ্রহণের একটি যৌক্তিকতা আছে। ধার দেওয়ার জন্য সুদ পাইবার কোন সম্ভাবনা না থাকিলে পুঁজিপতিগণ ধার প্রদান করিতে উৎসাহিত হয় না। সাধারণতঃ, সুদ বেশী হইলে সঞ্চয় বেশী হয়। সুদ কম হইলে বিনিয়োগের খরচ কমিয়া যায় এবং বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়া যায়।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও সুদের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য

সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের সবগুলি উপাদানের উপরেই সামাজিক মালিকানা স্বীকৃত। কিন্তু সমাজতন্ত্রেও দুইভাবে সুদের অস্তিত্ব দেখা যায়। প্রথমতঃ, যে ক্ষেত্রে মূলধন নিয়োগ করিলে সর্বাপেক্ষা অধিক আয় সৃষ্টি হয় সেই ক্ষেত্রেই মূলধন বিনিয়োগ করা হয়। ইহাকেই মূলধনের ব্যবহারজনিত আয় বা সুদ বলা যাইতে পারে। অনেক সময় ভবিষ্যতে লাভ হইবে এই আশায় বর্তমানে শ্রমিকদের আয়ের অংশ একটু কমাইয়া দেওয়া হয়। কারণ শ্রমিকদের এই আয় কমিয়া যাওয়াটাই সুদ। কিন্তু, ধনতান্ত্রিক সমাজে যেমন পুঁজিপতি সুদ হিসাবে অর্জিত অর্থ নিজেই গ্রহণ করে, সমাজতন্ত্রের তাহা হয় না। সেইক্ষেত্রে মূলধন বিনিয়োগ হইতে যাহা আয় হয় তাহাই সুদ।

সুদের হারের তারতম্য (Differences in rates of interest)

সব রকম ঋণের জন্য সুদের হার সমান থাকে না।

প্রথমতঃ, যদি যোগানের তুলনায় মূলধনের চাহিদা বাড়িয়া যায়, তবে লোকে বেশী সুদ দিয়াও মূলধন ধার করিতে চাহে এবং মহাজনও সেই সুদে মূলধন ধার দেয়।

দ্বিতীয়তঃ, টাকা ধার দেওয়ার ঝুঁকির উপরেও সুদের হারের তারতম্য নির্ভর করে। খাতক যদি দূরে থাকে এবং খুব নির্ভরযোগ্য না হয়, তবে স্বভাবতঃই সুদের হার কিছু বেশী হয়। আবার, খাতকের আর্থিক অবস্থা যদি ভাল না থাকে এবং নিয়মিত টাকা শোধ করিবার ক্ষমতা না থাকে, তবেও সুদের হার বেশী হয়। কারণ, সেক্ষেত্রে মহাজন জানে যে সহজে টাকা ফেরৎ পাওয়া যাইবে না। খাতকের নিকট হইতে টাকা আদায় করার কাজে যদি ঝামেলার সম্ভাবনা থাকে, তবে সুদের হারও বেশী হয়। অনেক সময় কোন জিনিষ বন্ধক রাখিয়া খাতক টাকা ধার করে। যে জিনিষ বন্ধক রাখা হয়, তাহার মূল্যের উপরেও সুদের হারের তারতম্য নির্ভর করে। যদি কেহ সোনার গহনা অথবা সরকারী ঋণপত্র জামানত রাখিয়া টাকা ধার করে, তবে মহাজন তাহার জন্য সুদের হার কিছু কম ধার্য করে। খাতক যদি বাজারের কোন সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠান হয় তবে সেক্ষেত্রে অনেক সময় সুদের হার কিছু কম হয়।

অল্প-মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের জন্য সুদের তারতম্য

সর্বশেষে, স্বল্প-মেয়াদী ঋণ এবং দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণের জন্যও সুদের হারের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। সাধারণতঃ দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণের জন্য সুদের হার বেশী হয়। দীর্ঘকালে যখন মহাজন টাকা ধার দেয়, তখন তাহাকে

অনেকদিনের জন্য টাকা হাতছাড়া করিতে হয়। ইহাতে নগদ টাকার জন্য তাহার পছন্দকে অনেক পরিমাণে ত্যাগ করিয়াই সে খাতককে টাকা ধার দেয়। কিন্তু, সর্বদাই যে দীর্ঘকালীন ঋণের জন্য সুদের হার বেশী হয়, তাহা নহে। প্রকৃতপক্ষে সুদের হার কত বেশী হইবে তাহা অনেক পরিমাণে ঋণগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের বা ব্যক্তির উপরেও নির্ভর করে। আবার, ঋণ প্রদান করিবার সময় মহাজন যে সিকিউরিটি পায় তাহা যদি এমন হয় যে ইচ্ছা করিলেই এই সিকিউরিটি বিক্রয় করিতে পারিবে, অথবা ইহার বিপক্ষে সে নিজেও ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে, তবে সে অল্প সুদেও টাকা ধার দিতে পারে। স্বল্প-মেয়াদী ঋণের জন্য সাধারণতঃ সুদের হার অল্প হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষে অথবা প্রতিষ্ঠানবিশেষে স্বল্প-মেয়াদী ঋণের জন্য দেয় সুদও বেশী হইতে পারে।

Exercises

1. Define Interest. Distinguish between gross interest and net interest. Is interest a price ?

2. Examine the classical theories of the determination of the rate of interest.

3. Discuss the Keynesian theory of interest.

4. "Rate of interest is a purely monetary phenomenon." —Discuss the statement.

5. 'Rate of interest is a reward of not-hoarding.' Discuss

6. What do you mean by Liquidity Preference ? Discuss the Liquidity Preference theory of Interest.

7. Discuss the Loanable Funds theory of interest.

8. Can the rate of interest become zero ? Is there any justification for the payment of interest on capital ?

9. Account for difference in rates of interest for different kinds of loans.

10. How is the rate of interest determind ? (C. U. B. A. Part I 1962)

11. Discuss the Loanable Funds theory of Interest.

12. How would you reconcile the Liquidity Preference theory of Interest and the loanable Funds Theory of Interest ?

২০

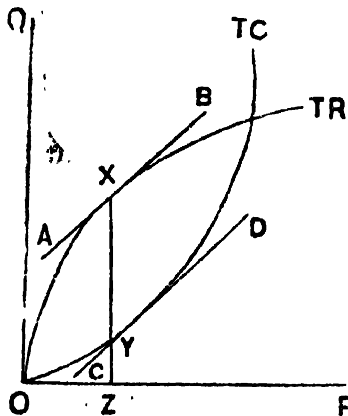
লাভ (Profit)

লাভের সংজ্ঞা (Definition of Profit)

উৎপাদনের অন্যতম উপকরণ হইতেছে সংগঠন (Organisation), এবং এই সংগঠনের কাজ করিবার দায়িত্ব হইতেছে উদ্যোক্তার (Entrepreneur)। উদ্যোক্তা সুষ্ঠুভাবে উৎপাদনের জন্য যে পরিশ্রম করে তাহার পুরস্কার হইতেছে লাভ। উদ্যোক্তা ভূমি, শ্রমিক এবং মূলধনের সাহায্যে এবং নিজের কর্ম-কুশলতা ও সংগঠন শক্তি অনুযায়ী উৎপাদন করে। উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয়ের ফলে প্রাপ্ত অর্থ হইতে উদ্যোক্তা ভূমির জন্য ইহার মালিককে খাজনা, শ্রমের জন্য শ্রমিককে মজুরী এবং মূলধনের জন্য ইহার মালিককে সুদ প্রদান করে। যাহার যাহা পাওনা তাহা সবকিছু মিটাইয়া দিয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তবে সেই উদ্বৃত্ত উদ্যোক্তার লাভ। লাভের একটি সহজ সংজ্ঞা হইতেছে এই যে ইহা মোট খরচ অপেক্ষা মোট বিক্রয়লব্ধ আয় যত বেশী সেই পরিমাণের সমান।

লাভ = মোট বিক্রয়ের আয় — মোট খরচ
বা Total Revenue — বা Total cost

নিম্নের চিত্রের সাহায্যে ইহা বুঝান যাইতে পারে।



২১নং চিত্র

এই চিত্রে TR এবং TC রেখা যথাক্রমে মোট আট আয় এবং মোট খরচ

রেখা যখন OZ পরিমাণ জিনিষ প্রস্তুত হইতেছে, তখন মোট আয় এবং মোট খরচের মধ্যে পার্থক্য হইতেছে XY এবং এই চিত্র অনুযায়ী ইহাই সর্বাপেক্ষা বেশী পার্থক্য। অর্থাৎ X এবং Yএর দূরত্ব এক্ষেত্রে মোট আয়, এবং মোট খরচের মধ্যে সর্বাধিক পার্থক্য। সুতরাং এখানেই লাভের পরিমাণ সর্বাধিক। কিন্তু এইভাবে লাভের সংজ্ঞা দিলে অনেক কিছুই বলা হয় না। প্রকৃতপক্ষে লাভের সংজ্ঞা প্রদান করিবার জন্য প্রচেষ্টা অনেক হইয়াছে। সেইজন্য এই বিষয়ে অনেক তত্ত্বেরও অবতারণা হইয়াছে। 'লাভ' সম্বন্ধে অনেক সংজ্ঞা অর্থবিজ্ঞানীগণ দিয়াছেন। কোন কোন অর্থবিজ্ঞানীর মতে 'লাভ' হইতেছে উদ্যোগের পুরস্কার (reward of enterprise), কাহারও মতে লাভের সৃষ্টি হয় উদ্যোক্তার ঝুঁকি বহন করিবার ক্ষমতা (risk-bearing capacity) হইতে, কাহারও মতে লাভের সৃষ্টি হয় বাজারে একচেটিয়ামূলক ব্যবসায়ের উপাদান হইতে; আবার কাহারও মতে লাভের সৃষ্টি হয় গতিশীল সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো এবং উৎপাদন পদ্ধতির প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হইতে। সুতরাং 'লাভ' সম্বন্ধে একটি একক সংজ্ঞা দেওয়া খুবই কঠিন। আমরা শুধু এইটুকু বলিতে পারি, লাভ মোট খরচ অপেক্ষা মোট বিক্রয়লব্ধ আয়ের বাড়তি অংশ, এবং তাহা হইতেছে উদ্যোক্তার ঝুঁকি বহনের ক্ষমতা, সংগঠনী শক্তি, গতিশীল সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো ও উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন, একচেটিয়া বাজার ইত্যাদি কোন একটি অথবা একাধিক উপাদানের দরুণ।

লাভের পরিমাণ দুইভাবে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে,—একটি হইতেছে মোট লাভ (gross profit) এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে নীট লাভ (net profit)। মোট লাভের পরিমাণ হইতেই নীট লাভের পরিমাণ বাহির করিতে হয়।

মোট লাভ এবং নীট লাভ (Gross Profit and Net Profit): উৎপাদন হইতে মোট যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহা যদি উৎপাদকের মোট খরচ অপেক্ষা বেশী হয়, তবে মোট খরচ হইতে এই টাকার পরিমাণ যত বেশী তাহাই অর্থশাস্ত্রে মোট লাভ (Gross profit) হিসাবে পরিগণিত হয়। এই মোট লাভ হইতে উদ্যোক্তা সরকারকে কর প্রদান, ব্যবসায়ের রিজার্ভ ফাণ্ডের জন্য কিছু টাকা সংরক্ষণ এবং শিল্পের বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি নিবারণের জন্য কিছু টাকা সংরক্ষণ করার পর যে টাকা তাহার হাতে থাকে, তাহাই তাহার নীট লাভ (Net profit)।

অন্যান্য উপাদানের আয়ের সহিত লাভের পার্থক্য (Differences between Profit and other factor incomes) :—

লাভের প্রকৃতিতে অন্যান্য উপাদানের আয়ের সহিত কতিপয় পার্থক্য দেখা যায়। প্রথমতঃ, লাভ অন্যান্য উপাদানের আয়ের ন্যায় পূর্বনির্ধারিত নয়। শ্রমিকের মজুরী অথবা মূলধনের জন্য সুদ পূর্বনির্ধারিত থাকে। দ্বিতীয়তঃ, অন্যান্য উপাদানের আয় কখনও শূন্যে নামিতে পারে না। আমরা এই কথা বলিতে পারি না যে শ্রমিকের শ্রমের জন্য মজুরী থাকিবে না, অথবা মূলধনের মালিক তাহার মূলধন ধার দিলে সুদ পাইবে না। কিন্তু, লাভের ক্ষেত্রে আমরা এমন অবস্থাও দেখিতে পাই যেখানে উদ্যোক্তা লাভ তো করিতেই পারে না, বরং তাহার অনেক লোকসান হয়।

তৃতীয়তঃ, অন্যান্য উপাদানের আয় খুব ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু লাভের পরিমাণ হঠাৎ বেশী পরিমাণে পরিবর্তিত হইতে পারে। দামের পরিবর্তনের সহিত অন্যান্য উপাদানের আয় মোটামুটি স্থির থাকিলেও অথবা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইলেও লাভের পরিমাণ মোটামুটি স্থির থাকে না। ("Profit fluctuates more than any other kind of income...... Profit responds immediately to a change in price; other incomes are adjusted more slowly and less violently.") জাতীয় আয়ের বণ্টন করিবার সময় অন্যান্য উপাদানের (জমি, শ্রম ও মূলধন) প্রাপ্য দিয়া যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহাই লাভ।

লাভের উপাদান (Elements of Profit)

লাভের অনেক উপাদান আছে এবং এই বিভিন্ন উপাদানের উপর বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ্ অনেক তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। উদ্যোক্তাকে লাভের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করিতে হয়। ইহাকে অনেক সময় উদ্যোগের পুরস্কার (Reward of entereprise) বলা হয়।

উদ্যোগের পুরস্কার

দ্বিতীয়তঃ, ব্যবসায়ের সব সময়েই কিছু ঝুঁকির (Risk) সম্ভাবনা থাকে। ভবিষ্যতে চাহিদার কিরূপে উঠানামা হইবে সেই সম্বন্ধে কিছু ধারণা করিয়া ব্যবসায় বিনিয়োগ করিতে হয়। এই ঝুঁকির মধ্যে আবার কতিপয় ঝুঁকি আছে যেগুলির বিরুদ্ধে আগেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর। যেমন, মোটর গাড়ী বীমা (Motor Insurance) অথবা কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের বিরুদ্ধে বীমা (Fire Insurance) করা সম্ভবপর। যে সকল ঝুঁকির বিরুদ্ধে আগেই বীমা করা

ঝুঁকি-বহনের পুরস্কার

যায় না, সেই ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বেশী থাকিলে ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ করিবার সাহস থাকা চাই। সব উদ্যোক্তার ঝুঁকি বহন করিবার পুরস্কার উদ্যোক্তার লাভের একটি অংগ। ব্যবসায়ে এই অনিশ্চয়তা অথবা ঝুঁকিই লাভের উৎস। যদি লাভের সম্ভাবনা না থাকিত, তবে কোন উদ্যোক্তাই ঝুঁকির ভার বহন করিতে রাজী হইত না।

তৃতীয়তঃ, উদ্যোক্তার যদি বাজারে একচেটিয়া অধিকার (Monopoly power) থাকে, তবে সে তাহার উৎপাদনের খরচ অপেক্ষা দাম অনেক বেশী করিতে পারে। কোন উদ্যোক্তা কতিপয় বিশেষ জিনিষের পেটেণ্ট একান্ত নিজস্ব রাখিতে পারে। সেইক্ষেত্রে তাহারা বাজারে একচেটিয়া কারবারের সুবিধা ভোগ করে এবং অতিরিক্ত লাভ করে। এই ধরণের লাভকে বলা হয় একচেটিয়া কারবারের লাভ বা অতিরিক্ত মুনাফা (Monopoly profit or Excess profit)

বাজারে একচেটিয়া অধিকারের ফলে উদ্যোগীদের লাভ

চতুর্থতঃ, বাজারে যদি একচেটিয়া কারবারের পরিবর্তে বিক্রেতাদের মধ্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে, তবে বিক্রেতাগণ উৎপাদনে স্বাভাবিক লাভ (Normal profit) করে। এই লাভের পরিমাণ উৎপাদনের খরচের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে। পঞ্চমতঃ, অনেক সময় কতিপয় অভাবনীয় কারণে (যেমন, হঠাৎ যুদ্ধ আরম্ভ হইলে) জিনিষপত্রের দাম হঠাৎ বাড়িয়া যাইতে পারে। তাহাতে উৎপাদকগণ কিছু লাভ করিতে পারে। ইহাকে যুদ্ধকালীন মুনাফা (War-time profits) বা "Windfall profit" বলে।

অভাবনীয় কারণ

পঞ্চমতঃ, গতিশীল (Dynamic) সমাজে উৎপাদন পদ্ধতির প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হইতেছে। উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং ব্যবসায়ে বিনিয়োগের কাঠামোর পরিবর্তন হইলে অনেক সময় উৎপাদক কিছু মুনাফা অর্জন করে। আমেরিকার বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ জে. বি. ক্লার্ক (J. B. Clark) দেখাইয়াছিলেন যে স্থাণু সমাজে (Stationary Society) জনসংখ্যা, উৎপাদন পদ্ধতি ইত্যাদির কোন পরিবর্তন হয় না বলিয়া উৎপাদনে লাভ দেখা যায় না ; যে মুহূর্তে সমাজে অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন আরম্ভ হয় সেই সময়ে লাভের সূচনা হয়। কখনও কখনও নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের (innovations) ফলে

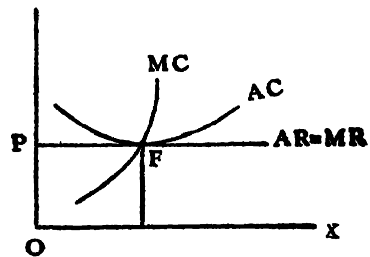
সামাজের পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক কাঠামো

লাভের হার বাড়িয়া যাইতে পারে। বিশেষতঃ, যে উদ্যোক্তা সকলের আগে কোন নূতন যন্ত্রপাতির প্রবর্তন করিতে পারে, সে সর্বাপেক্ষা বেশী লাভ করে।

উপরে লাভের যে সকল উপাদান আলোচিত হইল, সেইগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায়, লাভের কোন নির্দিষ্ট কারণ বা উপাদান নাই, অনেকগুলি উপাদানের বা কারণের ফলে লাভের সৃষ্টি হইতে পারে। যখন উৎপাদনে লাভের সৃষ্টি হয়, তখন সেই লাভের কারণ শুধু একটি নহে, অনেকগুলি উপাদান হইতে পারে; ইহা ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা, সমাজে উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তন, উদ্যোক্তার পরিশ্রম, ইত্যাদি অনেকগুলি উপাদান হইতে পারে।

স্বাভাবিক আয় (Normal Profit)

স্বাভাবিক লাভ বলিতে আমরা বুঝি সেই লাভ যাহা না পাইলে উদ্যোক্তা কোন কিছুই উৎপাদন করিত না, যাহা উদ্যোক্তাকে ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিতে অথবা উৎপাদন করিতে প্রণোদিত করে অথবা যাহা উদ্যোক্তা স্বভাবতঃই পাইবার আশা রাখে। বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা না থাকিলে, অর্থাৎ যদি বাজারে কিছু পরিমাণ একচেটিয়া কারবার থাকে, তবে উদ্যোক্তা অস্বাভাবিক লাভ (abnormal profit) বা অতিরিক্ত লাভ (excess profit) করিতে পারে।. কিন্তু, পূর্ণ প্রতিযোগিতায় (যখন বাজারে অসংখ্য উদ্যোক্তা থাকে) প্রত্যেক উদ্যোক্তাই দীর্ঘ সময়ে স্বাভাবিক লাভ অর্জন করে। যখন দাম গড়পড়তা উৎপাদন-খরচের সমান হয়, তখন কিছুটা লাভ সেই উৎপাদন-খরচের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে, ইহাকেই লাভ বলে। সুতরাং লাভ যে সর্বদাই উৎপাদন খরচের উপর একটি উদ্বৃত্ত (Surplus over cost) হইবে তাহা নহে। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় লাভ উৎপাদন খরচের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে। নিম্নের চিত্রে পূর্ণ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘ সময়ে একটি ফার্ম কি অবস্থায় স্বাভাবিক লাভ অর্জন করে, তাহা দেখান হইল।



৯২নং চিত্র

এই চিত্রে যেখানে দাম নিরূপিত হইয়াছে (OP), যেখানে দাম সর্বনিম্ন গড়পড়তা খরচ (minimum average cost) এবং প্রান্তিক খরচের (marginal cost) সমান। এই গড়পড়তা খরচের মধ্যেই কিছু পরিমাণ লাভ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই লাভটুকু

না পাইলে উদ্যোক্তা কোন কিছুই উৎপাদন করিতে উৎসাহী হইত না।

পূর্ণ প্রতিযোগিতায় অসংখ্য বিক্রেতা থাকে বলিয়া এবং যে কোন নূতন বিক্রেতাই স্বাধীনভাবে বাজারে প্রবেশ করিতে পারে বলিয়া তাহাদের মধ্যে দারুণ প্রতিযোগিতা হয়, এবং এই প্রতিযোগিতার ফলেই দাম চূড়ান্তভাবে সর্বনিম্ন গড়পড়তা খরচের সমান হয়। তাহা ছাড়া, পূর্ণ প্রতিযোগিতায় কোন বিক্রেতার পক্ষেই দীর্ঘ সময়ে অতিরিক্ত লাভ অর্জন করা সম্ভবপর নয়। কারণ, সব বিক্রেতাই এক ধরণের জিনিষ বিক্রয় করে এবং সব ক্রেতারই চাহিদা স্থিতিস্থাপক। এই অবস্থায় কোন বিক্রেতার পক্ষেই দীর্ঘকালেও গড়পড়তা খরচের অতিরিক্ত দাম চাহিয়া বসা সম্ভব হয় না। সেইজন্যই সব বিক্রেতাই গড়পড়তা খরচের মধ্যেই কিছু পরিমাণে লাভ ধরিয়া লয়; এই লাভটুকু না ধরিলে তাহাদের কোন জিনিষ উৎপাদন করিবার কোনই সার্থকতা থাকিবে না। এই লাভই হইতেছে স্বাভাবিক লাভ (normal profit)।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে লাভ (Profit Under a Socialistic Regime)—সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমুদয় শিল্প-বাণিজ্য, সম্পত্তি, উৎপাদনের উপাদান, প্রভৃতির উপর সামাজিক মালিকানা (social ownership) থাকে। যে সমস্ত দেশে ব্যক্তিগত মালিকানা (private ownership) থাকে, সেই দেশগুলিতে উদ্যোক্তাগণ ব্যবসায়-বাণিজ্যে লাভ অর্জন করিবার চেষ্টা করে। ব্যবসায়ে লাভবান না হইলে কোন উদ্যোক্তাই পরিণামে কিছু উৎপাদন করিবে না। লাভ অর্জন করিবার আশায় উৎপাদকগণ ব্যক্তিগত মালিকানায় উৎপাদন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখে। কিন্তু, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত মালিকানার স্থলে সামাজিক মালিকানা বা রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া রাষ্ট্রই সেখানে সমস্ত ব্যবসায়, শিল্প, বাণিজ্য অথবা উৎপাদন ব্যবস্থার পরিচালনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। সুতরাং ব্যবসায়ে লাভ হইলে তাহা রাষ্ট্রীয় তহবিলে বা সামাজিক তহবিলে জমা হয়। আবার, ব্যবসায়ে ক্ষতি হইলে সেই লোকসানের ফলভোগ রাষ্ট্রের সমস্ত অধিবাসীই করে। ব্যক্তিগত উদ্যোগের দরুণ যে লাভ, তাহা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দেখা যায় না। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যবসায়-বাণিজ্যে যে লাভ হয়, তাহা কোন ব্যক্তি বিশেষের পকেটে যায় না, তাহা জমা হয় সরকারের তহবিলে; কোন শিল্প বা ব্যবসায় হইতে কত লাভ হইবে, তাহা সরকার নিজেই প্রয়োজন অনুযায়ী ঠিক করিতে পারে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারকেই ঠিক করিতে

হয় কোন্ দ্রব্য উৎপাদন করিলে এবং কোন্ উৎপাদন পদ্ধতি অবলম্বন করিলে সমাজের পক্ষে সর্বাধিক লাভ হইবে।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে যে কারণের জন্য উদ্যোক্তাদের লাভ হয়;—সেই কারণগুলির অধিকাংশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও দেখা যায়। রাষ্ট্রীয় পরিচালনার ক্ষেত্রে লাভের ব্যাপারে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা কিছু কমিবে সন্দেহ নাই এবং বাজারে উদ্যোক্তাগণ যে একচেটিয়া ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসিত তাহাও বন্ধ হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই, তবু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও কিছু পরিমাণে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা থাকে, এবং রাষ্ট্রও সেখানে একচেটিয়ামূলক ব্যবসায়ের সৃষ্টি করিতে পারে। রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের মধ্যেও লোকসানের ঝুঁকি অথবা লাভের সম্ভাবনা থাকে। এইজন্য যাহা কিছু লাভ-লোকসান হয়, তাহা সবই সমগ্র সমাজের স্বার্থের সহিত জড়িত থাকে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে কিছু লাভ অর্জন করিবার প্রয়োজন অনুভূত হয়। কারণ, সেই লাভের টাকায় বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজে রাষ্ট্র অগ্রসর হইতে পারে। তবে সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের কতখানি লাভের প্রয়োজন এবং তাহা কিভাবে অর্জন করিতে হইবে, তাহাও রাষ্ট্রই ঠিক করে। রাষ্ট্রের পক্ষে এই কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ (a determinate planning authority) থাকে।

লাভ নিরূপণ (Determination of profit)

শুধু একটি বিশেষ তত্ত্ব বা মতবাদের সাহায্যে ব্যবসায়ে লাভ নিরূপণ করা যায় না। লাভ অনেকগুলি কারণের উপর নির্ভর করে। সেইজন্য লাভ নিরূপণেরও অনেক তত্ত্ব আছে। আমরা এই তত্ত্বগুলি এখানে আলোচনা করিতেছি।

লাভ নিরূপণে খাজনা তত্ত্ব (Rent theory of profit)—এই তত্ত্বটি প্রথম প্রচলন করেন ওয়াকার (Walker) তাঁহার মতে খাজনা যেভাবে নিরূপিত হয়, লাভও সেইভাবে নিরূপিত হয়। লাভ হইতেছে যোগ্যতার খাজনা ("rent of ability")। ওয়াকার মনে করেন, জমির যেমন উর্বরতাশক্তি একপ্রকার নয় এবং প্রান্তিক জমির যেরূপ কোন খাজনা নাই, সেইপ্রকার উদ্যোক্তাদেরও পরিচালন যোগ্যতা একপ্রকার নয় এবং সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট পরিচালকেরও ব্যবসায়ে কোন লাভ অর্জিত হয় না। যে জমির সর্বাপেক্ষা

লাভ যোগ্যতার খাজনা

বেশী উর্বরতা, সেই জমির যেমন সর্বাধিক খাজনা হয়, অনুরূপভাবে যে উদ্যোক্তার সর্বাধিক যোগ্যতা, সেই উদ্যোক্তার সেইপ্রকার সর্বাধিক লাভ অর্জিত হয়। ওয়াকারের মতে স্বাভাবিক পরিচালনার আয়কে কোনমতে লাভ বলা যায় না। স্বাভাবিক পরিচালনার আয়ের অতিরিক্ত আয় হইতেছে লাভ।

সমালোচনা

কিন্তু, আমরা এই তত্ত্বটির সমালোচনা করিতে পারি। প্রথমতঃ, জমির ক্ষেত্রে উৎপাদিত জিনিষের দাম মোট উৎপাদন ব্যয়ের সমান হইবে এবং ইহাতে জমির মালিকের কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু, ব্যবসায়ে অনেক উদ্যোক্তার লোকসান হইতে পারে, এবং লাভ মোটেই না হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, জমির যোগান যতখানি অস্থিতিস্থাপক, সেই তুলনায় পরিচালকের যোগান অনেক বেশী স্থিতিস্থাপক। ব্যবসায়ে ক্রমাগত লাভ হইতে থাকিলে অনেক নূতন লোক উদ্যোক্তা হইবে। তৃতীয়তঃ, খাজনা দামের অংশ নহে; কিন্তু, বাজারে দীর্ঘকালীন দামে লাভের পরিমাণ দামের মধ্যে ধরিয়া লওয়া হয়। কারণ, এই লাভটুকু না পাইলে উদ্যোক্তাগণ ব্যবসায় ছাড়িয়া দিবে। সর্বশেষে, এই তত্ত্বে দেখান হইয়াছে।

মুনাফা উদ্যোক্তার কাজের মজুরী

লাভসংক্রান্ত মজুরী তত্ত্ব (Wage theory of profit)—অধ্যাপক টাউসিগের (Prof. Taussig) মতে লাভ হইতেছে উদ্যোক্তার কাজের মজুরী। ব্যবসায়ে লাভ অর্জন করিতে হইলে উদ্যোক্তার কতিপয় গুণ থাকা প্রয়োজন; এই গুণ ও যোগ্যতা না থাকিলে উদ্যোক্তা কোন লাভ অর্জন করিতে পারে না। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকেরও অনুরূপ গুণ ও যোগ্যতা থাকা দরকার। উদ্যোক্তাকেও শ্রমিকের ন্যায় পরিশ্রম করিতে হয়। অবশ্য উদ্যোক্তাকে যে পরিশ্রম করিতে হয় তাহা মানসিক, শারীরিক নয়। আইনজীবী ও চিকিৎসকের আয়ও মজুরীর পর্যায়ে পড়ে। সুতরাং টাউসিগের মতে উদ্যোক্তার লাভকে মজুরী বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিকের যেমন দক্ষতা অনুযায়ী স্তরভেদ আছে, পরিচালকদের মধ্যেও সেই প্রকার দক্ষতার ভিত্তিতে স্তরের তারতম্য করা যায়। কাজেই শ্রমিকের মজুরী যে নীতিতে স্থির হয়, পরিচালকের বা উদ্যোক্তার লাভও সেই নীতি অনুযায়ী নিরূপিত হয়।

এই তত্ত্বটিও কিভাবে লাভ নিরূপিত হয়, তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারে নাই। প্রথমতঃ, এই তত্ত্বটি একথা স্বীকার করে নাই যে ঝুঁকি বহনই

উদ্যোক্তার প্রধান কাজ এবং ঝুঁকি বহনের কাজের পুরস্কারস্বরূপ সে লাভ অর্জন করে। দ্বিতীয়তঃ, যে কোন কাজের জন্য শ্রমিকের মজুরী সর্বদা নিশ্চিত। কিন্তু, যে কোন ব্যবসায়েই উদ্যোক্তার লাভ সর্বদা নিশ্চিত হয়। তৃতীয়তঃ, অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, কোন জিনিষের দাম পরিবর্তিত হইবার সংগে সংগেই লাভের পরিবর্তন হয়। কিন্তু, দামের পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ কোন প্রভাব মজুরীর উপর নাই। শুধু দীর্ঘকালে শ্রমিকগণ এইজন্য বেশী মজুরী দাবী করিতে পারে।

সমালোচনা

কিন্তু, স্বল্পকালেও লাভের উপর দামের পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। সর্বশেষে লাভের পরিমাণ আকস্মিকভাবে বাড়িয়া যাইতে পারে অথবা কমিয়া যাইতে পারে; কিন্তু, মজুরী আকস্মিকভাবে বাড়িয়া যাওয়া বা কমিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা সাধারণতঃ কম। সুতরাং দেখা যাইতেছে, লাভকে মজুরীর সাথে একপর্যায়ভুক্ত করা ঠিক নয়। ছোক্তা যাহা কিছু করে, তাহা নিজের জন্যই করে,—প্রয়োজন হইলে সে ঝুঁকি বহনও করে। কিন্তু, শ্রমিকের কাজ বিক্রয়যোগ্য। এখানে উদ্যোক্তার কাজ এবং শ্রমিকের কাজের মধ্যে আমরা মৌলিক পার্থক্য দেখিতে পাই। সুতরাং লাভকে কথনই মজুরী বলা ঠিক নয়।

লাভ-সংক্রান্ত ঝুঁকি বহন তত্ত্ব (Risk-taking theory of Profit)—উৎপাদন ব্যবস্থায় ঝুঁকি থাকাটা যে লাভের অন্যতম একটি কারণ, সেই বিষয়ে অধিকাংশ অর্থবিজ্ঞানীই একমত। উদ্যোক্তার যতগুলি কাজ আছে, তাহার মধ্যে অন্যতম প্রধান কাজ হইল ঝুঁকি বহন করা। উৎপাদনের ক্ষেত্রে অথবা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কম ঝুঁকি থাকিবেই। কারণ, ভবিষ্যতে ক্রেতাদের কিরূপ চাহিদা এবং তাহা অনুযায়ী ভবিষ্যতে একটি জিনিষের দাম কত বেশী হইবে, সেই বিষয়ে আগেই আন্দাজ করিয়া উদ্যোক্তাকে অগ্রসর হইতে হয়। কিন্তু এমনিতে ঝুঁকি বহন করা অপ্রীতিকর ও কষ্টকর। বিশেষতঃ, লাভের আশা না থাকিলে কোন উদ্যোক্তাই ঝুঁকি বহন করিতে চায় না। উদ্যোক্তাগণ ঝুঁকি বহন করিতে পারে বলিয়াই ব্যবসায়ে লাভ অর্জন করিতে পারে। এইজন্যই বলা হয়, লাভ হইতেছে ঝুঁকি বহনের পুরস্কার। ব্যবসায়ে ঝুঁকি আছে বলিয়াই উদ্যোক্তার যোগান অনেকক্ষেত্রে অস্থিতিস্থাপক হয়। ঝুঁকির ভার বহন করিয়াও যে সকল উদ্যোক্তা ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকে, তাহারাই লাভ অর্জন করে।

লাভের মধ্যে একটি বড় অংশ যে ঝুঁকি বহন, সেই বিষয়ে অর্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ খুবই কম। কিন্তু সেইজন্য লাভ হইতেছে শুধু ঝুঁকি বহনের পুরস্কার, একথা বলা ঠিক নয়। কতিপয় ঝুঁকি আছে যেগুলি আগেই জানা যায় এবং সময় থাকিতে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া সেই ঝুঁকির পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া যায়; যেমন মোটর দুর্ঘটনা অথবা আগুন লাগার ঝুঁকি অথবা প্রাণনাশের ঝুঁকি প্রভৃতির বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য অনেকে বীমা (insurance) করে। এই বীমার সাহায্যে ঝুঁকি বহন করার মূল্য স্থির করা যায়। কিন্তু, কতিপয় ঝুঁকি আছে যেগুলি অজ্ঞাত; সেই ঝুঁকি বহনের দরুণ লাভের সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক নাইট (Prof. Knight) এই যুক্তির সমর্থক। কার্ভার (Carver) বলেন, উদ্যোক্তাগণ ঝুঁকি বহন করে বলিয়া লাভ পায় না। দক্ষ উদ্যোক্তাগণ ঝুঁকি কমাইয়া দেয় বলিয়া বেশী লাভ পায়। কাজেই লাভ ঝুঁকি বহন করিবার পুরস্কার নয়, ঝুঁকি বহন না করিবার পুরস্কার।

সমালোচনা

সর্বশেষে, অপূর্ণ প্রতিযোগিতা, আকস্মিক কারণ দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন অথবা নূতন যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের জন্যও লাভের সৃষ্টি হইতে পারে। সেইগুলির সহিত ঝুঁকি বহন কাজের কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং, লাভের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে ঝুঁকি বহন অন্যতম উপাদান হইলেও, ইহাই যে একমাত্র উপাদান এই ধারণার কোনও যুক্তিসংগত কারণ নাই।

লাভ সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা বহন তত্ত্ব (Unceraintv-bearing Theory of Profit)—কোন কোন আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীর মতে লাভ হইতেছে অনিশ্চয়তা বহনের পুরস্কার। কোন পুরস্কারের আশা না থাকিলে কোন উদ্যোক্তাই অনিশ্চয়তার ভার বহন করিতে রাজী হন না। এই অনিশ্চয়তা এবং ঝুঁকি এক জিনিষ নয়। অধ্যাপক নাইট (Prof. Knight) অনিশ্চয়তা এবং ঝুঁকির মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। সব রকম ঝুঁকিতে অনিশ্চয়তা নাই। কতিপয় ঝুঁকি আছে যেগুলি পরিসংখ্যানের নিয়মের ভিত্তিতে (Statistical law of probability) পূর্ব হইতে আন্দাজ করা যায়; যেমন, মৃত্যু। এই ঝুঁকি পূর্ব হইতেই আন্দাজ করা যায় এবং এজন্য একটি মূল্যও (premium) ধার্য করা যায়। কিন্তু এই ঝুঁকিতে কোন অনিশ্চয়তা নাই। কিন্তু, ব্যবসায়ে আরও কতিপয় ঝুঁকি আছে যেগুলি পূর্ব

হইতেই জানা যায় না। সেই ঝুঁকিগুলির মধ্যে অনিশ্চয়তা বহন করার যে পুরস্কার তাহাই লাভ।

অনিশ্চয়তা বহন লাভের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু, ইহাই লাভের একমাত্র কারণ নয়। অনিশ্চয়তা বহন করা ছাড়াও উদ্যোক্তার অন্যান্য কাজ আছে; যেমন নূতন আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি অথবা নূতন উদ্ভাবিত উৎপাদন-পদ্ধতি চালু করা। উদ্যোক্তার এই কাজগুলিও তাহার লাভের জন্য দায়ী। দ্বিতীয়তঃ, অনিশ্চয়তা বহন অনেক পরিমাণে মানসিক অনুভূতির উপর নির্ভর করে। ইহাকে উৎপাদনের পৃথক উপাদান বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তৃতীয়তঃ, অনিশ্চয়তার পরিমাপ করা সম্ভব নয়। এবং অনিশ্চয়তার ভার বহন করা কোন উদ্যোক্তার একক দায়িত্ব নয়। শ্রমিক, মূলধনের মালিক এবং জমির মালিক, সকলেই কম-বেশী অনিশ্চয়তার ভার বহন করে। সুতরাং, লাভ অনিশ্চয়তা বহনের পুরস্কার, এই মতবাদ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

সমালোচনা

লাভ সংক্রান্ত গতিশীলতার তত্ত্ব (Dynamic Theory of Profit) আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ অর্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক জে. বি. ক্লার্ক (Prof J. B. Clark) এই তত্ত্বের অবতারণা করেন। অধ্যাপক ক্লার্কের মতে একমাত্র গতিশীল সমাজেই (dynamic society) লাভের সৃষ্টি হয়। গতিহীন সমাজে (Stationary or Static Society) লাভের সৃষ্টি হয় না। গতিশীল সমাজ বলিতে বুঝায় এমন একটি সমাজব্যবস্থা যেখানে জনসংখ্যা, মূলধন, জনসাধারণের রুচি, চাহিদা ও পছন্দের পরিবর্তনের সংগে সংগে উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন হয়। গতিহীন সমাজে ইহা হয় না বলিয়াই চাহিদা ও যোগান স্থিতাবস্থায় থাকে। গতিশীল সমাজে চাহিদা ও যোগানের মৌলিক পরিবর্তন হয় এবং এই পরিবর্তনের সংগে সংগে লাভেরও সৃষ্টি এবং পরিবর্তন হয়। গতিহীন সমাজে কোন লাভের সৃষ্টি হয় না ক্লার্কের মতে উদ্যোক্তা হইতেছে সেই ব্যক্তি যে পরিবর্তনশীল শ্রম, মূলধন প্রভৃতি উপাদানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে পারে। উদ্যোক্তা গতিশীল ব্যবস্থাকে টিকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করে এবং নূতন নূতন উদ্ভাবন প্রচেষ্টার (innovation) সাহায্যে লাভের সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে ক্লার্কের সংগে আরও একজন অর্থবিজ্ঞানী

লাভের উপর নূতন উদ্ভাবন প্রচেষ্টা প্রভাব

একমত; তাঁহার নাম অধ্যাপক স্যুমপিটার (Prof. Schumpeter)। নূতন উদ্ভাবন প্রচেষ্টা বা Innovation বলিতে স্যুমপিটার মনে করেন— "the setting up of a newproduction function." যখন সব উদ্যোক্তাই নূতন উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ করে তখন এমন অবস্থা আসিতে পারে যে তাহাদের পক্ষে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে আর লাভ অর্জন করা সম্ভবপর নয়। সেইজন্যই উদ্যোক্তার নিজস্ব দায়িত্ব হইল উৎপাদন ব্যবস্থার গতিশীলতা অব্যাহত রাখা।

সমালোচনা

এই তত্ত্বের সমালোচনা করিয়া বলা হয় যে সমাজ সর্বদাই গতিশীল এবং উদ্যোক্তা কাজ আরম্ভ করিবার পূর্বেই উৎপাদন ব্যবস্থার সম্ভাব্য পরিবর্তন সম্বন্ধে ধারণা করিয়া কাজ আরম্ভ করে। সুতরাং সমাজের গতিশীলতার জন্যই লাভের সৃষ্টি হয়, একথা বলা ঠিক নয়। দ্বিতীয়তঃ গতিহীন সমাজেও কিছু না কিছু ঝুঁকি থাকে। যেমন, কাজে গাফিলতি, হঠাৎ দুর্ঘটনা হওয়া, ইত্যাদি। সুতরাং যদি গতিহীন সমাজে কিছু মাত্রও ঝুঁকির সম্ভাবনা থাকে, তবে সেখানেও কিছু না কিছু লাভের সৃষ্টি হইবে।

উপসংহার—লাভ নিরূপণের কোনও নির্দিষ্ট তত্ত্ব নাই। আমরা লাভ নিরূপণের পাঁচটি তত্ত্ব আলোচনা করিয়া দেখিলাম, কোন তত্ত্বই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। আবার সবগুলি তত্ত্বেরই কিছু না কিছু সত্যতা আছে। সুতরাং লাভ কিভাবে নিরূপিত হয়, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় আমরা বলিব, লাভ কোনও বিশেষ কারণের জন্য হয় না, ইহা নির্ভর করে অনেকগুলি কারণের উপর। কোনও সময় ইহা ঝুঁকি বহনের পুরস্কার, আবার কোনও সময় ইহা অনিশ্চয়তা বহনের পুরস্কার। তাহা ছাড়া উদ্যোক্তার যোগ্যতা, দেশের পরিবর্তনশীল উৎপাদন ব্যবস্থা, ইত্যাদিও লাভের সৃষ্টির জন্য অনেকাংশে দায়ী।

লাভের হিসাব (Calculation of Profit)

লাভের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিবার সময় আমরা বলিয়াছি মোট বিক্রয়লব্ধ আয় (Total Revenue) হইতে মোট খরচ (Total Cost) বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই মোট লাভ (Total Profit)। কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানার (one man business) ক্ষেত্রে এইভাবে নীট লাভের হিসাব

করা হয় না। ব্যক্তিগত মালিকানার ক্ষেত্রে পরিচালক অনেক সময় তাহার নিজের শ্রম, মূলধন এবং জমির জন্য যথাক্রমে মজুরী, সুদ এবং খাজনা পৃথক করিয়া উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে না ধরিয়াই মোট লাভের হিসাব করে। কিন্তু, ইহাই তাহার নীট লাভ নহে। নীট লাভের হিসাব করিতে হইলে উদ্যোক্তার নিজের জমির জন্য খাজনা, নিজের খাটুনীর জন্য মজুরী, নিজের মূলধনের জন্য সুদ মোট লাভ হইতে বাদ দিতে হইবে। মোট আয় হইতে এই খরচগুলি বাদ দিলে যাহা থাকিবে তাহাই উদ্যোক্তার নীট লাভ।

ব্যক্তিগত মালিকানার ক্ষেত্রে লাভের হিসাব

অপরপক্ষে যৌথমূলধনী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাগণ বা শেয়ার হোল্ডারগণ (Share holders) ব্যবসায়ের দৈনন্দিন কাজকর্ম দেখা-শোনা না করিয়া বেতনভোগী কর্মচারীর সাহায্যে পরিচালনার কাজ করায়। বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে পরিচালকদের ও কর্মচারীদের বেতন সমেত মোট উৎপাদন ব্যয় এবং অন্যান্য ব্যয় বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই নীট লাভ। এই নীট লাভের কিছু অংশ রিজার্ভ ফাণ্ডে অথবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন তহবিলে রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ লভ্যাংশ হিসাবে শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বণ্টিত হয়।

যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে লাভের হিসাব

অধ্যাপক বোল্ডিংএর (Prof. Boulding) মতে যে সময়ে লাভের হিসাব করা হয়, সেই সময়ে যদি মূলধন-সামগ্রীর (capital goods) দামের পরিবর্তন হয়, তাহাও লাভের হিসাবের মধ্যে ধরা উচিত। কারণ যদি মূলধন-সামগ্রীর দাম বাড়িয়া যায়, তবে নীট লাভের পরিমাণ বেশী হইবে এবং যদি মূলধন সামগ্রীর দাম কমিয়া যায়, তবে নীট লাভের পরিমাণ কমিবে।

লাভের যৌক্তিকতা (Justification of Profit)

সমাজতন্ত্রে যাঁহারা প্রায় বিশ্বাসী তাঁহারা লাভের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন না। কার্ল মার্ক্সের (Karl Marx) মতে শ্রমিকরাই সব জিনিষের উৎপাদক। সুতরাং উৎপাদিত সব জিনিষ তাহাদের ন্যায্য পাওনা। কিন্তু মালিকগণ শ্রমিকদের বঞ্চিত করে। মালিকদের নিকট হইতে শ্রমিকগণ তাহাদের ন্যায্য পাওনা পায় না। শ্রমিকদের বঞ্চিত করিয়া উৎপাদিত সামগ্রীর যাহা অবশিষ্ট থাকে, সেই অতিরিক্ত মূল্য (Surplus value) বা লাভ মালিকগণই আত্মসাৎ করে। সুতরাং লাভ "আইনসম্মত চৌর্য" (legalised robbery) ছাড়া কিছুই নহে।

একথা ঠিক যে শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত করিয়া লাভ করা অথবা ব্যবসায়ে অসাধুতা অবলম্বন করিয়া লাভ করা উচিত নয়। দরিদ্র শ্রমিকদের শোষণ করা কোন সময়েই উচিত নয়। আবার সরকারী কর্মচারীদের উৎকোচ দিয়া অনেক সময় ব্যবসায়ীগণ নিজেদের অনুকূলে সরকারের অর্থ নৈতিক নীতি পরিচালিত করে; ইহা করাও উচিত নয়। এই অবস্থার প্রতিকার হইতেছে বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বজায় রাখা এবং ব্যবসায়ে একটি নৈতিক মান বজায় রাখা। ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে লাভের প্রয়োজনীয়তা আছে। ব্যক্তিগত মালিকানায় উদ্যোক্তা যে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন করে, তাহার জন্য কিছু লাভ অর্জনের সুযোগ থাকা উচিত; তাহা না হইলে কেহই ব্যবসায়ে ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তার ভার বহন করিতে রাজী হইবে না। বৃহত্তর সামাজিক প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে বিবেচনা করিলে লাভের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা উচিত। কিন্তু, দেখিতে হইবে এই লাভ যেন অন্যায় বা অসাধু উপায়ে অর্জিত না লয়।

Exercises

1. Define profit. How does profit differ from other sources of income ?

2. What are the different elements of profit in one-man business and in Joint Stock Company ?

3. Indicate the nature and composition of profit and discuss the position of profits under a socialistic regime.

4. Define Normal Profit and explain how it is included in the normal cost of production.

5. "Profit is a reward of risk-bearing and uncertainty-beaing activity."—Discuss the statement.

6. "There is no single theory of Profit, there are theories of Profit"—Discuss the statement.

7. Write notes on :—

(*a*) Rent theory of Profit, (*b*) Wage theory of Profit, and (*c*) Dynamic theory of Profit.

8. Are Profits justifiable ?

9. What are the different elements of Profit ? Explain the influence of innovations on Profits.

কল্যাণধর্মী অর্থবিজ্ঞানের ভূমিকা
(Introduction Welfare Economics)

আধুনিককালে অর্থবিজ্ঞানীগণ ক্রেতা এবং বিক্রেতার আচরণের বিশ্লেষণকে একটি বিশেষ দৃষ্টিভংগী হইতে বিচার করিবার চেষ্টা অনেক সময়েই করিয়া থাকেন। এই বিশ্লেষণ ব্যক্তি এবং সমাজের কতিপয় বিশেষ ধরণের অর্থনৈতিক বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট। কিভাবে ক্রেতার সর্বাধিক তৃপ্তি, বিক্রেতার সর্বাধিক লাভ, একটি সম্প্রদায়ের সর্বাধিক অর্থনৈতিক কল্যাণ এবং সমাজের সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক কল্যাণ হইতে পারে, কল্যাণধর্মী অর্থবিজ্ঞানে তাহাই আলোচিত হয়। ব্যক্তির পরিতৃপ্তির মাপকাঠি (criterion) হিসাবে অধ্যাপক মার্শাল উপযোগেব পরিমাপ করিবাব চেষ্টা কবিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে ক্রেতা তাহার সীমিত আয় বিভিন্ন অভাব মোচনেব জন্য এমনভাবে খরচ করিবে যাহাতে প্রতিটি জিনিষ কিনিবার সময় তাহার উপযোগ সর্বাধিক হয়। এই সম-প্রান্তীয় উপযোগের নিয়ম (Law of Equi-marginal Utility) হইতেছে কল্যাণধর্মী অর্থ-বিজ্ঞানের গোড়ার কথা। কিন্তু, আধুনিক কালে ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক কল্যাণ হইতেও সামাজিক কল্যাণেব গুরুত্ব বেশী। অধ্যাপক পিগু (Prof. Pigou) তাঁহার "Economics of Welfare" বইয়ে প্রান্তিক ব্যক্তিগত নীট উৎপাদন (Marginal Private Net Product) এবং প্রান্তিক সামাজিক নীট উৎপাদন (Marginal Social Net Product) এই দুইটির তাৎপর্য আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে সামাজিক কল্যাণের স্বার্থে প্রান্তিক ব্যক্তিগত নীট উৎপাদনের ক্ষতি না করিয়া প্রান্তিক সামাজিক নীট উৎপাদনের পবিমাণকে সর্বাধিক করিবার চেষ্টা করা উচিত। আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীগণেব মতে সামাজিক কল্যাণের স্তরে পৌছিবাব একটি মাপকাঠি (criterion) থাকা দরকার। অনেক সময় কোন ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিসমষ্টি অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় (better off) থাকিতে পারে অথবা অপেক্ষাকৃত খারাপ অবস্থায় (worse off) থাকিতে পারে। দেখিতে হইবে, নিজের ব্যক্তিগত কল্যাণের স্বার্থে কোন লোক সামাজিক কল্যাণকে উপেক্ষা করিতেছে কিনা। কোন ব্যক্তির আচরণের দ্বারা এবং সরকারী নীতি অনুসরণ করিবার ফলে সামাজিক কল্যাণ কতটা

ব্যক্তিগত কল্যাণ

অধ্যাপক পিগুর যুক্তি

প্রভাবিত হইল তাহা বিচার করিবার একটি মাপকাঠি খুঁজিয়া বাহির করাই কল্যাণধর্মী অর্থবিজ্ঞানের মূল সমস্যা। অধ্যাপক পিগুর ভাষায় 'কল্যাণ' (welfare) বলিতে মনের এক বিশেষ অবস্থা ("state of the mind and agreeable state of the mind.") বুঝায়। 'কল্যাণের' এই সংজ্ঞা হইতে ব্যক্তিগত কল্যাণ কখন বাড়িতেছে এবং কখন কমিতেছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু, প্রশ্ন হইতেছে, সামাজিক কল্যাণের মাপকাঠি আমরা কিভাবে নিরূপণ করিতে পারি। ব্যক্তিমানসের ন্যায় সমাজ-মানসের উপর কোন কাজের কি প্রতিক্রিয়া হয়, তাহা আমরা বিচার করিতে পারি। সামাজিক কল্যাণের হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাপ করিবার একটি বিষয়গত সূচক (Objective Index) হিসাবে আমরা প্রকৃত জাতীয় সম্পদের (National wealth in real terms) হ্রাস-বৃদ্ধিকে মাপকাঠি হিসাবে বিবেচনা করিতে পারি। অধ্যাপক রবার্টসন (Prof. Robertson) তাঁহার "Utility and All that" বইয়ে বলিয়াছেন যে কতিপয় বিশেষ নিয়ন্ত্রণাধীন ক্ষেত্রে টাকার সাহায্যে আমরা যে লোকের তৃপ্তি বা কল্যাণের পরিমাপ করিতে পারি না তাহা নহে; কিন্তু, যখনই কল্যাণের বিবেচনা খুব ব্যাপক হয়, তখন কল্যাণের মাপকাঠি হিসাবে টাকার গুরুত্ব নষ্ট হয়, এবং সামগ্রিক প্রকৃত আয়ের স্রোতকে আমাদের বিষয়গত সূচক হিসাবে গ্রহণ করিতে হয়। ("In certain restricted situations we measure satisfaction pretty well in terms of money: but on a larger canvas our measuring rod breaks down, and we have to be content to treat the stream of aggregate real income as an objective counterpart or indicative of the positive elements of economic welfare."—*Robertson*, "Utility and All That.) সুতরাং সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণ হইতেছে কিনা তাহা জানিবার জন্য আমাদের দেখিতে হইবে সামগ্রিক প্রকৃত আয় বাড়িতেছে কি না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বেন্থাম (Bentham) এবং মিল (Mill) প্রভৃতি হিতবাদী (utilitarians) চিন্তানায়কগণের অভিমত ছিল যে সামাজিক কল্যাণের লক্ষণ হইতেছে সমাজের সর্বাপেক্ষা বেশীসংখ্যক লোকের সর্বাধিক কল্যাণ (greatest good of the greatest number)। এই মাপকাঠি অবলম্বন করিয়াই অধ্যাপক মার্শাল ক্রেতার সর্বাধিক উপযোগ (maximum utility)

কল্যাণ বলিতে কি বুঝায়?

সামাজিক কল্যাণের সূচক

হিতবাদ বা Utilitarianism

প্রাপ্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে উপযোগের পরিমাপ করা সম্ভবপর এবং একজনের উপযোগের সহিত আরেকজনের উপযোগের তুলনা (inter-personal comparison of utlity) করাও সম্ভবপর। সংখ্যাবাচক ধনবিজ্ঞানীদের (cardınalists) মতে উপযোগের আন্তঃ ব্যক্তি তুলনা (inter-personal comparison of utility) করা সম্ভবপর। তাহা ছাড়া, তাঁহারা আয়ের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রাপ্তিক উপযোগেব নিয়মটি (Law of Diminishing Marginal utility) প্রয়োগ করিয়া থাকেন। নিও-ক্লাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানীগণের মতে ধনীদের কাছে টাকার প্রাস্তিক উপযোগ কম এবং গরীবদের কাছে টাকার প্রাস্তিক উপযোগ বেশী বলিয়া আয়ের পুনর্বণ্টন করিয়া সমাজেব মোট কল্যাণ বাড়ান যাইতে পাবে। ইহাকে আমরা অধ্যাপক প্যারেটোর নামে "Pareto Criterion" বলিতে পাবি। প্যারেটোর যুক্তি ছিল কাহাবও অকল্যাণ না করিয়া কয়েকজনের অবস্থার উন্নতি করিলে (making some people better off and nobody worse off) সামাজিক কল্যাণ সামগ্রিকভাবে বাড়িয়া যায়।

অধ্যাপক প্যারেটোর মাপকাঠি

প্যারেটোব মাঁপকাঠি অনুযায়ী যখন অপর কাহারও অবস্থার অবনতি না ঘটাইয়া কাহারও অবস্থার আবও অধিক উন্নতি করা যায় না, তখনই কল্যাণ সর্বাধিক স্তরে পৌছিয়াছে বলা যায়। নিরপেক্ষ রেখাব (Indifference curves) পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলিতে পারি, যখন অপর কাহাকেও নিম্নতর নিরপেক্ষ রেখায় না পাঠাইয়া কেহ উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখায় উঠিতে পারে না, তখনই সামাজিক কল্যাণ সর্বাধিক স্তরে পৌছায়।

প্যারেটোর মাপকাঠির প্রধান ক্রটি হইতেছে এই যে কাহারও কল্যাণ বাড়িলে অপর কাহারও কল্যাণ প্রভাবিত হইবে না অথবা আর কাহারও কল্যাণ একটুও বাড়িল না বা কমিল না এমন অবস্থা আমরা দেখিতে পাই না। তাহা ছাড়া. উপযোগের ভিত্তিতে সামাজিক কল্যাণের হ্রাস-বৃদ্ধি পরিমাপ করা সম্ভবপর নয়; আন্তঃ-ব্যক্তি উপযোগের তুলনা করাও অসুবিধাজনক। সেইজন্য অধ্যাপক ক্যালডর ও অধ্যাপক হিক্‌স্ (Kaldor-Hicks) সামাজিক কল্যাণ পরিবর্তন পরিমাপ করিবার একটি নূতন মাপকাঠি (Criterion)

প্যারেটোর মাপকাঠির ত্রুটি

গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে আমরা নূতন কল্যাণধর্মী অর্থবিজ্ঞান (New Welfare Economics) বলি।

তাঁহাদের মতে সমাজের মোট কল্যাণ কতদূর বাড়িয়াছে তাহা বিচার করিবার জন্য আমরা নিম্নোক্ত মাপকাঠি গ্রহণ করিতে পারি। যদি লাভবান ব্যক্তিরা (Gainers) তাহাদের লাভ হইতে কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের (losers) প্রদান করে (যাহাতে তাহাদের ক্ষতি পূরণ হইয়া যায়) এবং ইহার পরেও সেই লাভবান ব্যক্তিদের আসল আয় পূর্বাপেক্ষা বেশী থাকে তবে মোট সামাজিক কল্যাণ বাড়িয়াছে,—এইরূপ মনে করা চলে। ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পরেও লাভবান লোকদের হাতে কিছু লাভ থাকে। এই মাপকাঠিটি ক্ষতিপূরণ নীতি (Compensation Principle) বা Kaldor-Hicks Criterion হিসাবে পরিচিত। নিরপেক্ষ রেখার সাহায্যে আমরা ইহা বুঝাইতে পারি। দুইটি সময়ের মধ্যে সমাজের অর্থ-নৈতিক কল্যাণ কতটা বাড়িয়াছে তাহা আমরা হিক্‌স্‌-ক্যালডর মাপকাঠির সাহায্যে বুঝাইতে পারি। এই পদ্ধতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, সমষ্টির ক্ষেত্রেও সেইপ্রকার প্রযোজ্য। অধ্যাপক লিট্‌ল (Prof. Little) তাঁহার "*A Critique of Welfare Economics*" বইয়ে হিক্‌স্‌-ক্যালডর মাপকাঠিটির সমালোচনা করিয়াছেন। অধ্যাপক লিটল বলেন, সম্ভাব্য কল্যাণ (Potential welfare) ও প্রকৃত কল্যাণের (actual welfare) মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখা এই মাপকাঠিতে সম্ভবপর হয়। যদি "সম্ভব হয়" তবেই লাভবান ব্যক্তিদের লাভের অংশ হইতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া চলে। অধ্যাপক লিটল মনে করেন যে হিক্‌স্‌ ও ক্যালডরের মাপকাঠিতে এই সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণকে প্রকৃত বলিয়া ধরা হইয়াছে। যদি ক্ষতিপূরণ প্রদান করিয়াও লাভবানদের হাতে লাভ থাকা সম্ভব হয়, তবেই হিক্‌স্‌-ক্যালডর মাপকাঠি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু কেবল "সম্ভব হইলেই চলিবে," "বাস্তবিকই ক্ষতিপূরণ করা হইল কিনা" এই মাপকাঠিতে তাহা বিচার করা হয় নাই। তাহা ছাড়া, এইক্ষেত্রে আয়ের পুনর্বণ্টন (Re-distribution of Income) কিভাবে প্রভাবিত হইয়াছে তাহাও বিবেচনা করা দরকার। সুতরাং সম্ভাব্য কল্যাণের উপরেই এই মাপকাঠিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

অধ্যাপক লিটল কর্তৃক হিক্‌স্‌-ক্যালডর মাপ কাঠির সমালোচনা

অধ্যাপক স্কিটভ্স্কির (Prof. Scitovsky) মতে অনেক ক্ষেত্রে লাভের পরিবর্তনের পরে, অথচ ক্ষতিপূরণ প্রদান করার ঠিক আগের অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় যে হিক্স-ক্যালডর মাপকাঠি অনুযায়ী আবার পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরিয়া গেলে সামাজিক কল্যাণ বাড়িয়া যাইতে পারে। যদি একশ্রেণীলোকের লাভের পরিমাণ বেশী হইবার দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশী হয়, তবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ পুনরায় পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে চাহিবেন; সুতরাং তাঁহার মতে ক্যালডর-হিক্স মাপকাঠির সংশোধন দরকার। তাঁহার মতে প্রথম অবস্থা হইতে দ্বিতীয় অবস্থায় পরিবর্তন তখনই কল্যাণকর হয় যখন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতি পূরণ করিয়াও লাভবান ব্যক্তিদের আয় বাড়ে এবং ক্ষতিগ্রস্তরা লাভবানদের উৎকোচ প্রদান করিয়া পরিবর্তন হইতে বিরত রাখিতে পারে না। কিন্তু, ক্যালডর—হিক্সের এবং স্কিটভ্স্কির উভয়ের মাপকাঠি যোগ করিলেও সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া অনেকে মনে করেন না। সেইজন্য অধ্যাপক লিটল বলেন, ক্যালডর—হিক্স এবং স্কিটভ্স্কির সম্মিলিত মাপকাঠি একটি সর্তাধীনে প্রয়োগ করা চলে। সর্তটি হইতেছে এই যে "যদি না আয়-বণ্টনে কোন অবাঞ্ছিত পরিবর্তন ঘটে", তবেই হিক্স্-ক্যালডর স্কিটভস্কি মাপকাঠিটি প্রয়োগ করা চলে।

সম্প্রতি বার্গসন্ (Bergosn) স্যামুয়েলসন্ (Samuelson), প্রভৃতি অর্থবিজ্ঞানীগণ সামাজিক কল্যাণ-কারণ (Social welfare Function) গঠন করার প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সমাজের অধিবাসীগণ যে সকল লক্ষ্যে (ends) পৌঁছিতে চায়, সেই লক্ষ্যগুলিকে কারণ হিসাবে গ্রহণ করিয়া সামাজিক কল্যাণ-কারণ গঠন করা যাইতে পারে। এই সামাজিক কল্যাণ-কারণ গঠন করিবার সময় নীতি-মূলক কল্যাণ-কারণও কোন না কোন সময় প্রস্তুত করা হয় ("At some point Welfare Economics must introduce ethical functions from outside of Economics." —Samuelson)।

অধ্যাপক এরো (Arrow) সামাজিক কল্যাণ কারণ সম্বন্ধে পাঁচটি সর্তের আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

কল্যাণধর্মী অর্থবিজ্ঞান এবং তত্ত্বমূলক অর্থবিজ্ঞানের (Theoretical economics) মধ্যে কতিপয় পার্থক্য আছে। ব্যক্তির কল্যাণের দিক হইতে চিন্তা করিলে এই উভয় দৃষ্টিভংগীর মধ্যে পার্থক্য খুবই কম। কিন্তু যখনই সামাজিক কল্যাণের প্রশ্ন উঠে, তখনই আমরা এই দুইটি দৃষ্টিভংগীর মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পাই। তত্ত্বমূলক অর্থবিজ্ঞানে আমরা প্রথমে যে অনুমানগুলি (assumptions) মানিয়া লই, সেইগুলির সত্যতা (appropriateness) আমাদের অর্থ নৈতিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়াই যাচাই করা হয়। কিন্তু, কল্যাণধর্মী অর্থবিজ্ঞানে অনুমানগুলিকে আগেই পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়

সামাজিক কল্যাণের উপর এইগুলির প্রতিক্রিয়া কি হইতে পারে তাহা চিন্তা করিতে হয়। তত্ত্বমূলক অর্থবিজ্ঞানে আমরা সিদ্ধান্তগুলিকেই পরীক্ষা করি, অনুমানগুলিকে নয়। কল্যাণধর্মী অর্থবিজ্ঞানে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছিবার পূর্বে সঠিক অনুমান গ্রহণ করা দরকার।

ECONQMICS—PASS [Part I]

First Paper

1. Explain what you mean by the "income effect" and the "substitution effects' of a change in the price of a commodity, and indicate the importance of distinguishing between the two kinds of effects.

2. Explain the concept of "consumer's surplus." What are the uses of this concept in economic theory ?

3. Under what conditions is it possible for a monopolist to charge discriminating prices ? How does he determine the prices that he charges in different markets in such cases ?

4. What do you mean by "opportunity cqsts ?"

"In a situation of disequilibrium, prices do not fully reflect opportunity costs."

Explain this statement.

5. "Imperfect competition may result in wastage of resources, too high price, and yet no profits for the imperfect competitors."

Explain this statement.

6. What are the advantages of large scale production ? How do you explain the persistence of small-scale production in some lines ?

7. Indicate the principal assumptions of the marginal productivity theory, and comment on it.

8. Discuss briefly the main theories of wages. Why are the earnings of skilled surgeons higher than those of butchers ?

9. "The rate of interest equates the supply of money as determined by the banking system, with the demand for money, as determined by the people 's habits and their preference for liquidity."

Discuss.

10. "Although rationing is the fairest method of reduc-

ing consumption in an emergency, it restricts the freedom of choice of consumers and thereby reduces the satisfactio n which they get from a given expenditure."

Explain.

উত্তর সংকেত :

দেশে জরুরী অবস্থায় ভোগ নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। কারণ ইহাতে সঞ্চয় বাড়ে। সেইজন্য জনসাধারণের ভোগকে সীমিত (rationed) করা হয়। রেশনিং প্রথার বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে ইহাতে জনসাধারণের চাহিদা বাহ্যতঃ নিয়ন্ত্রিত হয়। জিনিষপত্র ক্রয় করার ক্ষেত্রেও ক্রেতাদের স্বাধীনতা থাকে না। ইহার ফলে তাহাদের চাহিদা নষ্ট হয় না, বরং একটি চাপা চাহিদার (Suppressed demand) সৃষ্টি হয়। ক্রেতা যদি জিনিষ পত্র ক্রয় করিবার সময়ে তাহার স্বাধীনতা হারায়, সে তবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা খরচ করিয়াও সেই খরচ অনুযায়ী তৃপ্তি পায় না। এই ব্যবস্থার একটি কুফল আছে। ইহাতে বাজারে সংশ্লিষ্ট ভোগ সামগ্রীগুলির যোগান কমিয়া যায় এবং এই কৃত্রিম দুষ্প্রাপ্যতার দরুণ চোরা-কারবারের (black-marketing) সৃষ্টি হয়। তবুও জনগণের চাহিদা কমাইবার জন্য রেশনিং প্রথা চালু করা দরকার হয়। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে এবং ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোয় ক্রেতাদের জিনিষপত্র ক্রয় করিবার ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে, এবং রাষ্ট্র এইক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে না। মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হইলে তাহা প্রতিরোধ করিবার জন্য রেশনিং প্রথা অথবা জিনিষপত্রের উপর কৃত্রিম নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার প্রথা প্রবর্তন করিবার দরকার হয়। ইহাতে ক্রেতাদের চাহিদা যদিও নষ্ট হয় না, তবুও চাহিদার গতি পরিবর্তিত হয় এবং ইহাতে সাময়িক ভাবে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য জোর করিয়া বজায় রাখিবার চেষ্টা চালান হয়।

B. A. (*PASS*)

Paper I

1. "Economics studies the part played by money in human affairs"—Critically examine the statement.

2. What do you mean by an increase in demand ? What are the effects of an increase in demand on value (i) in the short period, and (ii) in the long period.

3. Explain the factors on which the elasticity of demand for a commodity depends. How would you measure the elasticity of demand at a given price ?

4. Analyse carefully the conditions of equilibrium, under perfect competition of the individual firm in the short and in the long period.

5. Show how price is determined under monopoly. When can a monopolist charge different prices from different customers ?

6. State and explain the limitations upon the bargaining power of Trade Union to increase wages in a particular industry.

7. A shopkeeper in a centrally located area says that he charges high prices because he has to pay high rent. Examine the validity of this argument

8. Account for differences in the rates of interest on different types of powers.

9. "Profit is surplus above the cost of production"—Do you agree ? What are the elements of profit as a category of income ?

10. Explain and comment on the marginal productivity theory of distribution.

Economics First Paper

1. "The laws of increasing and decreasing returns are often cited as if they were in some way parallel to one another. But they are quite distinct."

Explain this statement.

2. If the consumer is at a point on his consumption-possibility line where it crosses an indifference curve, explain why he cannot have reached equilibrium. Which way would he move ?

3. Both the monopolist and the competitive producers aim at meximizing their net gains. Show how they achieve this objective.

4. Explain the factors onwhich the elasticity of demand for a commodity depends. How would you measure the elasticity of demand at a given price ?

5. Distinguish between "Rent" and "Quasi-Rene." Discuss the relationship between rent and economic progress,

5. Define marginal-revenue-product, distinguishing it from marginal-physical-product. Explain the proposition that profit is not at a maximum unless each factor-price exactly equals its marginal-revenue-product.

7. Discuss the importance of the element of time in the theory of value.

8. What truth is there in the argument that deviations from perfect competition are deviations from the optimum ?

9. Explain carefully the factors which tend to set a limit to the growth of a firm.

10. Discuss tht part played by risk and uncertainty in the determination of profits.